গসপেল এবং প্রেরিতদের আইন

সূচিপত্র

ম্যাথু

অধ্যায় 1

1 যীশু খ্রীষ্টের প্রজন্মের বই, দাউদের পুত্র, আব্রাহামের
পুত্র।
2 অব্রাহামের জন্ম ইসহাক; এবং ইসহাক ইয়াকুবের জন্ম
দিলেন; এবং জ্যাকব জুডাস এবং তার ভাইদের জন্ম
দিলেন;
3 আর যিহূদা থামারের ফরেস ও জারার জন্ম দিলেন; আর
ফারেস এসরোমের জন্ম দিলেন; এবং ইস্রোম অরামের
জন্ম দিল;
4 আর অরামের পুত্র আমিনাদব; এবং আমিনাদব
নাসোনের জন্ম; এবং নাসন সালমনের জন্ম দিলেন;
5 আর সালমনের জন্ম হল রাচাবের বুস; আর বুজ রুথের
ওবেদের জন্ম দিলেন; এবং ওবেদ জেশয়ের জন্ম দিল;
6 আর যিশই দায়ূদের রাজা হলেন; এবং দায়ূদ রাজা
শলোমনের জন্ম দিলেন যে উরিয়ার স্ত্রী ছিলেন।
7 আর শলোমন রবিয়ামের জন্ম দিলেন; আর রবিয়াম
অবিয়ার জন্ম দিলেন; আর অবিয়ার জন্ম হল আসা;
8 আর আসা যোসাফটের জন্ম দিলেন; আর যোসাফটের
পুত্র যোরাম; এবং যোরামের জন্ম ওসিয়;
9 ওসিয়াস যোয়াথমের জন্ম দিলেন; যোয়াথমের পুত্র
আখাস; এবং আখাসের জন্ম ইজিকিয়;
10 আর ইজেকিয় মানঃশির জন্ম দিলেন; মনঃশি
আমোনের জন্ম দিলেন; আর আমোনের পুত্র যোশিয়;
11 আর যোশিয়ার জন্ম হল যিকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের, যে
সময়ে তাদের ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
12 এবং তাদের ব্যাবিলনে আনার পরে, যিকোনিয়ার জন্ম
হল সালথিয়েল। এবং সালথিয়েলের পুত্র জরোবাবেল;
13 আর জোরাবেলের জন্ম হল আবিউদের; আর
আবিউদের পুত্র ইলিয়াকীম; ইলিয়াকীমের পুত্র আজোর|
14 আর আজোরের পুত্র সদোক; এবং সাদোক অচিমের
জন্ম দিলেন; অচিম ইলিউদের জন্ম দিলেন;
15 আর ইলিউদ ইলিয়াসরের জন্ম দিলেন; ইলিয়াসর
মথনের জন্ম দিলেন; আর মথন যাকোবের জন্ম দিলেন;
16 আর যাকোব মরিয়মের স্বামী যোষেফের জন্ম দিলেন,
যার থেকে যীশুর জন্ম হয়েছিল, যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়।
17 সুতরাং অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত সমস্ত প্রজন্ম হল
চৌদ্দ প্রজন্ম; এবং দাউদ থেকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া
পর্যন্ত চৌদ্দ প্রজন্ম। এবং ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া থেকে
খ্রীষ্টের কাছে চৌদ্দ প্রজন্ম।
18 এখন যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এই বুদ্ধিমত্তার উপর ছিল: যখন
তাঁর মা মরিয়ম জোসেফের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ
হয়েছিলেন, তারা একত্রিত হওয়ার আগে, তিনি পবিত্র
আত্মার সন্তানের সাথে পাওয়া গিয়েছিল।
19 তারপরে তার স্বামী জোসেফ, একজন ন্যায়পরায়ণ
ব্যক্তি এবং তাকে সর্বজনীন উদাহরণ করতে ইচ্ছুক না
হওয়ায় তাকে গোপনে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মনস্থ করা
হয়েছিল।
20 কিন্তু তিনি যখন এসব ভাবছিলেন, তখন প্রভুর দূত স্বপ্নে
তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, হে দায়ূদের পুত্র যোষেফ,
তোমার স্ত্রী মরিয়মকে তোমার কাছে নিতে ভয় করো না,
কারণ তার মধ্যে যা গর্ভধারণ করা হয়েছে তা হল। পবিত্র
আত্মার.
21 এবং সে একটি পুত্রের জন্ম দেবে, এবং তুমি তার নাম
যীশু রাখবে, কারণ তিনি তার লোকদের তাদের পাপ থেকে
রক্ষা করবেন।
22 এখন এই সব করা হল, যাতে প্রভুর সম্বন্ধে ভাববাদীর
দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়।
23 দেখ, একজন কুমারী সন্তান প্রসব করবে এবং একটি
পুত্র সন্তান প্রসব করবে, এবং তারা তার নাম রাখবে
ইমানুয়েল, যার অর্থ হল, আমাদের সাথে ঈশ্বর।
24 তারপর যোষেফ ঘুম থেকে উঠলেন এবং প্রভুর
ফেরেশতা তাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন তেমনই
করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।
25 এবং তিনি তার প্রথম পুত্রকে প্রসব না করা পর্যন্ত তাকে
চিনতেন না, এবং তিনি তার নাম যীশু রাখলেন।

অধ্যায় 2

1 রাজা হেরোদের সময়ে যীশু যখন যিহূদিয়ার বেথলেহেমে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন দেখ, পূর্ব দিক থেকে জ্ঞানী
ব্যক্তিরা জেরুজালেমে এসেছিলেন,
2 বললেন, ইহুদীদের রাজা যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায়?
কারণ আমরা পূর্ব দিকে তাঁর তারা দেখেছি এবং তাঁকে
উপাসনা করতে এসেছি।
3 রাজা হেরোদ যখন এই সব কথা শুনলেন, তখন তিনি
এবং সমস্ত জেরুজালেম তাঁর সঙ্গে চিন্তিত হলেন।
4 এবং যখন তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকদের
ব্যবস্থার শিক্ষকদের একত্র করলেন, তখন তিনি তাদের
কাছে খ্রীষ্টের জন্ম কোথায় হবে তা দাবি করলেন।
5 তারা তাঁকে বলল, যিহূদিয়ার বেথলেহেমে, কারণ
ভাববাদীর দ্বারা এই কথা লেখা আছে,
6 আর তুমি বেথলেহেম, যিহূদার দেশে, যিহূদার
শাসনকর্তাদের মধ্যে ছোট নও; কারণ তোমার মধ্য থেকে
একজন রাজ্যপাল আসবেন, যিনি আমার প্রজা
ইস্রায়েলকে শাসন করবেন।
7 তারপর হেরোদ যখন জ্ঞানী লোকদের গোপনে
ডেকেছিলেন, তখন তারা গভীরভাবে জানতে চেয়েছিলেন
যে তারাটি কখন দেখা গেল।
8 তারপর তিনি তাদের বেথেলহেমে পাঠিয়ে বললেন, "যাও
এবং নিরলসভাবে শিশুটির খোঁজ কর; এবং যখন তোমরা
তাকে খুঁজে পাবে, তখন আমাকে আবার বল, আমিও এসে
তাঁর উপাসনা করতে পারি।
9 রাজার কথা শুনে তারা চলে গেল; এবং, দেখ, তারা পূর্ব
দিকে যে তারাটি দেখেছিল, তা তাদের সামনে এগিয়ে চলল,
যতক্ষণ না তা এসে দাঁড়িয়েছিল যেখানে শিশুটি ছিল।
10 তারা যখন তারা দেখল, তখন তারা খুব আনন্দিত হয়ে
উঠল।
11 তারা ঘরে ঢুকে সেই শিশুটিকে তার মা মরিয়মের সঙ্গে
দেখতে পেলেন এবং উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং
তাদের ধনভান্ডার খুলে তাঁকে উপহার দিলেন। সোনা,
লোবান এবং গন্ধরস।
12 আর হেরোদের কাছে ফিরে না যাওয়ার জন্য স্বপ্নে
ঈশ্বরের কাছ থেকে সাবধান হয়ে তারা অন্য পথে
নিজেদের দেশে চলে গেল।

13আর যখন তারা চলে গেল, দেখ, সদাপ্রভুর দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখালেন, বললেন, ওঠ, ছোট বাচ্চা ও তার মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাও, আর আমি তোমাকে কথা না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাক। হেরোদ তাকে ধ্বংস করার জন্য শিশুটিকে খুঁজবে।
14তিনি উঠিয়া রাত্রে শিশুটিকে ও তাহার মাকে লইয়া মিসরে রওনা হইলেন।
15 এবং হেরোদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন, যাতে প্রভুর সম্বন্ধে ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়, 'মিসর থেকে আমি আমার ছেলেকে ডেকেছি।'
16তখন হেরোদ যখন দেখল যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁকে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধিত হলেন, এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বেথেলহেমে এবং তার সমস্ত উপকূলে, দু'বছর বা তার থেকে কম বয়সী সমস্ত শিশুকে হত্যা করলেন। যে সময় তিনি অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
17 তারপর জেরেমি ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল,
18 রামের মধ্যে একটি রব শোনা গেল, বিলাপ, কান্নাকাটি, এবং মহান শোক, রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে, এবং সান্ত্বনা পাবে না, কারণ তারা নেই।
19কিন্তু হেরোদ যখন মারা গেলেন, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে মিশরে যোষেফের কাছে আবির্ভূত হলেন,
20 বললেন, উঠ, শিশুটিকে ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাও, কারণ তারা মারা গেছে যারা শিশুটির জীবন খুঁজছিল।
21 তারপর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তার মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে এলেন।
22 কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে আর্কিলাউস তাঁর পিতা হেরোদের ঘরে যিহূদিয়াতে রাজত্ব করেছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন: যদিও স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল, তিনি গালীলের অংশে চলে গেলেন:
23 আর তিনি এসে নাসরত নামক একটি নগরে বাস করতে লাগলেন, যাতে ভাববাদীদের দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়, তাকে নাসরত বলা হবে।

অধ্যায় 3

1সেই দিনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলেন, যিহূদিয়া প্রান্তরে প্রচার করতে লাগলেন।
2 আর বলছে, অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।
3 কেননা ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন, 'মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর।'
4 আর সেই যোহনের উটের লোমের পোশাক এবং কোমরে একটি চামড়ার কোমরবন্ধ ছিল; আর তার মাংস ছিল পঙ্গপাল ও বন্য মধু।
5তখন জেরুজালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং জর্ডানের চারপাশের সমস্ত অঞ্চল তাঁর কাছে গেল।
6 এবং তাদের পাপ স্বীকার করে জর্ডানে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।
7 কিন্তু তিনি যখন অনেক ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাঁর বাপ্তিস্মের জন্য আসতে দেখলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, ওহে সাপের বংশ, কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছে যে, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালিয়ে যাও?
8 তাই ফল আনুন অনুতাপের জন্য মিলিত হয়:
9 আর মনে মনে বলবেন না, 'আমাদের পিতা অব্রাহাম আছেন, কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম।'
10 এবং এখন গাছের গোড়ার কাছে কুড়াল রাখা হয়েছে, তাই যে গাছ ভাল ফল দেয় না, সেগুলিকে কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।
11 আমি সত্যিই তোমাকে অনুতাপের জন্য জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি: কিন্তু যে আমার পরে আসবে সে আমার চেয়ে শক্তিশালী, যার জুতা আমি বহন করার যোগ্য নই: তিনি তোমাকে পবিত্র আত্মায় এবং আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন:
12 যার পাখা তার হাতে, এবং সে তার মেঝে পরিষ্কার করবে, এবং তার গম সংগ্রহ করবে; কিন্তু সে অদম্য আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবে।
13 এরপর যীশু গালীল থেকে জর্ডানে যোহনের কাছে আসেন, তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে।
14 কিন্তু যোহন তাকে নিষেধ করে বললেন, তোমার কাছে আমার বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর তুমি কি আমার কাছে আসবে?
15 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ' এখনই তাই হতে দাও।
তারপর তাকে কষ্ট দেয়।
16 আর যীশু যখন বাপ্তিস্ম নিলেন, তখনই জল থেকে উঠে গেলেন, এবং দেখ, তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে ঘুঘুর মতো নেমে এসে তাঁর ওপর আলো করতে দেখলেন।
17 এবং স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর দেখ, এই বলে, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।

অধ্যায় 4

1 তখন যীশুকে আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল যাতে শয়তান প্রলোভিত হয়।
2 আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করলে পরে তিনি ক্ষুধার্ত হলেন।
3 আর প্রলুব্ধকারী তাঁর কাছে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এই পাথরগুলোকে রুটি বানানোর নির্দেশ দাও।'
4 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি কথার দ্বারা বাঁচবে।
5তখন শয়তান তাকে পবিত্র নগরে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে দিল,
6 আর তাঁকে বললেন, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে নিজেকে নিচু করে দাও, কারণ লেখা আছে, তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার বিষয়ে দায়িত্ব দেবেন: এবং তারা তোমাকে তাদের হাতে তুলে নেবে, পাছে যে কোনও সময় তোমার পা ছুঁড়ে ফেলবে। একটি পাথরের বিরুদ্ধে।

7 যীশু তাকে বললেন, আবার লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।'
8 আবার, শয়তান তাকে একটি অতি উচ্চ পর্বতে নিয়ে যায় এবং তাকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্য এবং তাদের গৌরব দেখায়;
9 তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যদি মাথা নিচু করে আমাকে উপাসনা করো তবে আমি তোমাকে এই সব দেব।'
10 তখন যীশু তাকে বললেন, ' এখান থেকে সরে যাও, শয়তান, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে।'
11 তারপর শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল, আর দেখ, ফেরেশতারা এসে তার সেবা করছে।
12 যীশু যখন শুনলেন যে য়োহনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন।
13 নাসরত ছেড়ে তিনি এসে কফরনাহূমে বাস করতে লাগলেন, যা সমুদ্র উপকূলে, জাবুলন ও নেফথালিমের সীমানায়।
14 য়েন ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়,
15 জাবুলন দেশ, এবং নেফথালিমের দেশ, সমুদ্রের ধারে, জর্ডানের ওপারে, অইহুদীদের গালীল;
16 যারা অন্ধকারে বসেছিল তারা মহান আলো দেখেছিল। এবং যারা এই অঞ্চলে বসেছিল তাদের কাছে মৃত্যুর আলো ফুটে উঠেছে।
17 সেই সময় থেকে যীশু প্রচার করতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন, অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটে।
18 আর যীশু গালীল সাগরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেন, শিমোন নামক পিতর নামে দুই ভাই ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তারা জেলে ছিল।
19 তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে মানুষের জেলে করব।'
20 তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাল ফেলে যীশুর পিছনে চলল।
21 সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি আরও দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, জেবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন, তাদের বাবা সিবদিয়ের সঙ্গে একটি জাহাজে তাদের জাল মেরামত করছেন। এবং তিনি তাদের ডাকলেন।
22 তারা তখনই জাহাজ ও তাদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর পিছনে পিছনে চলল।
23 আর যীশু সমস্ত গালীলে ঘুরে বেড়ালেন, তাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন, এবং লোকেদের সমস্ত রকমের অসুস্থতা ও সমস্ত রকমের রোগ নিরাময় করতেন।
24 এবং তার খ্যাতি সমগ্র সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে: এবং তারা তার কাছে সমস্ত অসুস্থ লোকদের নিয়ে এসেছিল যারা বিভিন্ন রোগ ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছিল, এবং যাদের শয়তান ছিল, এবং যারা পাগল ছিল এবং যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল; তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
25 আর গালীল, ডেকাপলিস, জেরুজালেম, যিহূদিয়া ও জর্ডানের ওপার থেকে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।

অধ্যায় 5

1 আর লোকসমাগম দেখে তিনি একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন, আর যখন তিনি বসলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন।
2 আর তিনি মুখ খুলে তাদের শিক্ষা দিলেন, বললেন,
3 ধন্য আত্মার দরিদ্ররা, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।
4 ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।
5 ধন্য তারা নম্র, কারণ তারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।
6 ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে।
7 ধন্য তারা করুণাময়, কারণ তারা করুণা পাবে।
8 ধন্য তারা যারা অন্তরে শুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
9 ধন্য তারা শান্তি স্থাপনকারী, কারণ তাদের বলা হবে ঈশ্বরের সন্তান।
10 ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।
11 ধন্য তোমরা, যখন লোকেরা আমার জন্য তোমাদের নিন্দা করবে, তোমাদের তাড়না করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে।
12 আনন্দ কর, এবং অতি আনন্দিত হও, কেননা স্বর্গে তোমার পুরস্কার মহান, কারণ তোমার পূর্বে যে ভাববাদীরা ছিলেন, তাদের তারা এভাবেই নির্যাতিত করেছিল।
13 তোমরা পৃথিবীর নুন। এখন থেকে তা আর কিছুর জন্যই ভালো নয়, কিন্তু বাইরে ফেলে দেওয়া এবং মানুষের পদতলে মাড়ানো।
14 তোমরা জগতের আলো। পাহাড়ের উপর স্থাপিত শহর লুকানো যায় না।
15 মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে বুশেলের নীচে রাখে না, কিন্তু একটি মোমবাতিতে রাখে; এবং এটি ঘরের সকলকে আলো দেয়।
16 তোমাদের আলো মানুষের সামনে আলোকিত হোক, যাতে তারা তোমাদের ভালো কাজ দেখতে পারে এবং স্বর্গে থাকা তোমাদের পিতাকে মহিমান্বিত করতে পারে।
17 মনে করো না যে আমি আইন বা ভাববাদীদের ধ্বংস করতে এসেছি: আমি ধ্বংস করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি।
18কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না স্বর্গ ও পৃথিবী চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আইনের একটি টোটকা বা একটি শিরোনাম কোনোভাবেই বাদ যাবে না।
19 অতএব যে কেউ এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি ভঙ্গ করবে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে সর্বনিম্ন বলা হবে: কিন্তু যে কেউ তা পালন করবে এবং শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা হবে।
20 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যদি তোমাদের ধার্মিকতা ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের ধার্মিকতাকে ছাড়িয়ে না যায়, তবে তোমরা কোন অবস্থাতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।
21 তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের লোকরা বলেছিল, তোমরা হত্যা করো না। এবং যে কেউ হত্যা করবে সে বিচারের বিপদে পড়বে:

22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কারণ ছাড়াই তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের বিপদে পড়বে: আর যে কেউ তার ভাইকে রাকা বলবে, সে পরিষদের বিপদে পড়বে: কিন্তু যে বলবে, তুমি বোকা। , জাহান্নামের আগুনের বিপদে পড়বে।
23 সেইজন্য যদি তুমি বেদীর কাছে তোমার উপহার নিয়ে আস এবং সেখানে মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কর্তব্য আছে;
24 তোমার উপহার সেখানে বেদীর সামনে রেখে যাও, যাও। আগে তোমার ভাইয়ের সাথে মিলিত হও, তারপর এসে তোমার উপহার দাও।
25 তোমার প্রতিপক্ষের সাথে দ্রুত সম্মত হও, যখন তুমি তার সাথে পথে আছ; পাছে যে কোনো সময় প্রতিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, আর বিচারক তোমাকে অফিসারের হাতে তুলে দেবে, আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।
26 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি কোনভাবেই সেখান থেকে বেরোতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি সর্বোচ্চ অর্থ পরিশোধ না করবে৷
27 তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকাল থেকে তাদের বলা হয়েছিল, ব্যভিচার কোরো না।
28 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ একজন স্ত্রীলোকের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকায় সে তার অন্তরে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে৷
29 আর যদি তোমার ডান চোখ তোমাকে আঘাত করে, তবে তা উপড়ে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে নিক্ষেপ কর, কারণ তোমার সমস্ত অঙ্গ নরকে নিক্ষিপ্ত না হয়ে তোমার একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে লাভজনক৷
30 আর যদি তোমার ডান হাত তোমাকে আঘাত করে, তবে তা কেটে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে নিক্ষেপ কর, কারণ তোমার সমস্ত অঙ্গ নরকে নিক্ষিপ্ত না হয়ে তোমার একটি অঙ্গ বিনষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে লাভজনক৷
31 বলা হয়েছে, যে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেবে, সে তাকে তালাকের লিখা দেবে৷
32 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ ব্যভিচারের কারণ ছাড়াই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারে বাধ্য করে৷
33 আবার, তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের তাদের দ্বারা বলা হয়েছে, তুমি নিজেকে ত্যাগ করবে না, কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ পালন করবে:
34 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কসম খাবেন না৷ স্বর্গ দ্বারা না; কারণ এটি ঈশ্বরের সিংহাসন:
35 পৃথিবীর নামেও নয়; কারণ এটা তার পায়ের ছাউনি; জেরুজালেমের কাছেও নয়; কারণ এটা মহান রাজার শহর।
36 আপনি আপনার মাথার নামে শপথ করবেন না, কারণ আপনি একটি চুল সাদা বা কালো করতে পারবেন না।
37 কিন্তু আপনার যোগাযোগ হতে দিন, হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না, কারণ এর চেয়ে বেশি যা কিছু আসে মন্দেরই আসে৷
38 তোমরা শুনেছ যে, বলা হয়েছে, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত৷
39 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মন্দের প্রতিরোধ করিও না, কিন্তু যে তোমার ডান গালে আঘাত করিবে, অন্য গালেও তাহার দিকে ফিরিয়া যাও।
40 আর যদি কেউ আইনে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে তোমার জামাটা কেড়ে নেয়, তাকে তোমার জামাটাও দিতে দাও৷
41 আর যে তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করবে, তার সাথে দু'জন যাও।
42 যে তোমার কাছে চায় তাকে দাও, আর যে তোমার কাছ থেকে ধার চায় তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।
43 তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে৷'
44 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, যারা তোমাকে অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো, যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের ভালো করো, এবং যারা তোমাকে ব্যবহার করেও অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো৷
45 যাতে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার৷ কারণ তিনি তাঁর সূর্য মন্দ ও ভালোর উপরে উদিত করেন এবং ধার্মিক ও অন্যায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন৷
46 কারণ যাঁরা তোমাদের ভালবাসে, যদি তোমরা তাদের ভালবাস, তবে তোমাদের কি পুরস্কার আছে? এমনকি কর আদায়কারীরাও কি একই রকম নয়?
47 আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের ভাইদেরই অভিবাদন জানাও, তবে অন্যদের চেয়ে বেশি কী? কর আদায়কারীরাও কি তাই না?
48 তাই তোমরা সিদ্ধ হও, যেমন তোমাদের স্বর্গের পিতা সিদ্ধ৷

অধ্যায় 6

1 সাবধান থেকো যেন লোকেদের সামনে তোমাদের ভিক্ষা করো না৷
2 সেইজন্য যখন তুমি দান কর, তখন তোমার সামনে শিঙা বাজবে না, যেমন ভণ্ডেরা সমাজগৃহে এবং রাস্তায় মানুষের মহিমা পায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷
3 কিন্তু যখন তুমি দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করে তা তোমার বাম হাত যেন না জানে৷
4 যাতে তোমার দান গোপনে থাকে এবং তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন৷
5 আর তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো হবে না, কারণ তারা সমাজগৃহে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা লোকেদের দেখা যায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷
6 কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন তোমার কক্ষে প্রবেশ করবে এবং দরজা বন্ধ করে তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা করবে যা গোপনে আছে৷ আর তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি প্রকাশ্যেই তোমাকে পুরস্কৃত করবেন৷
7 কিন্তু যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন নিরর্থক পুনরাবৃত্তি ব্যবহার করো না, বিধর্মীরা করে, কারণ তারা মনে করে যে তাদের অনেক কথা বলার জন্য তাদের শোনা হবে৷

8 তাই তোমরা তাদের মত হয়ো না, কারণ তোমাদের পিতা জানতে চান যে তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাঁর কাছে চাওয়ার আগেই৷
9 তাই এই পদ্ধতির পরে তোমরা প্রার্থনা কর: আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক৷
10 তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
11 এই দিন আমাদের প্রতিদিনের রুটি দিন।
12 এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা করুন, যেমন আমরা আমাদের ঋণী ক্ষমা করুন।
13 এবং আমাদের প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে যাবেন না, কিন্তু আমাদের মন্দ থেকে উদ্ধার করুন: আপনার রাজ্য, শক্তি এবং মহিমা চিরকালের জন্য। আমীন।
14কারণ যদি তোমরা মানুষকে তাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন৷
15 কিন্তু যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না৷
16 তাছাড়া যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো করুণ চেহারার হয়ে যেও না, কারণ তারা তাদের মুখ বিকৃত করে, যাতে তারা মানুষের কাছে উপবাস করতে দেখা যায়৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের পুরস্কার আছে৷
17 কিন্তু আপনি, যখন আপনি উপবাস করেন, আপনার মাথায় অভিষেক করুন এবং আপনার মুখ ধুয়ে নিন;
18 যেন আপনি মানুষের কাছে উপবাসের জন্য প্রতীয়মান হন না, কিন্তু আপনার পিতার কাছে যিনি গোপনে আছেন, এবং আপনার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি আপনাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন৷
19 পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করো না, যেখানে পতঙ্গ ও মরিচা নষ্ট করে এবং যেখানে চোরেরা ভেঙ্গে চুরি করে৷
20 কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, যেখানে পতঙ্গ বা মরিচা নষ্ট করে না এবং যেখানে চোরেরা ভেঙ্গে পড়ে না বা চুরি করে না৷
21 কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে৷
22 দেহের আলো হল চোখ; তাই যদি তোমার চোখ একক থাকে, তবে তোমার সমস্ত শরীর আলোয় পূর্ণ হবে৷
23 কিন্তু যদি তোমার চোখ খারাপ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হবে৷ তাই তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়!
24 কেউ দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না, কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালোবাসবে৷ অন্যথায় সে একটিকে ধরে রাখবে এবং অন্যটিকে তুচ্ছ করবে৷ আপনি ঈশ্বর এবং অর্থের সেবা করতে পারেন না.
25 তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কি খাবে বা কি পান করবে তা নিয়ে তোমাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করো না৷ বা এখনও আপনার শরীরের জন্য, আপনি কি পরতে হবে. জীবন কি মাংসের চেয়ে বেশি আর শরীর কি পোশাকের চেয়ে বেশি নয়?
26 আকাশের পাখী দেখ, কারণ তারা বীজ বপন করে না, কাটে না বা শস্যাগারে জড়ো করে না; তবুও তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাদের খাওয়ান৷ তোমরা কি তাদের চেয়ে অনেক ভালো নও?
27 তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা করে তার উচ্চতায় এক হাত বাড়াতে পারে?
28 আর পোশাকের কথা ভাবছ কেন? ক্ষেতের লিলিগুলি বিবেচনা করুন, তারা কীভাবে বৃদ্ধি পায়; তারা পরিশ্রম করে না, তারা ঘূর্ণায় না।
29 তবুও আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও তাঁর সমস্ত মহিমায় এদের মধ্যে একটির মতো সাজাননি৷
30 তাই, ঈশ্বর যদি মাঠের ঘাসকে এমনভাবে সাজান, যা আজ আছে এবং আগামীকাল উনুনে ফেলা হবে, তবে হে অল্প বিশ্বাসের লোকেরা, তিনি কি তোমাদের আরও বেশি পোশাক দেবেন না?
31 তাই ভাববেন না, 'আমরা কি খাব?' অথবা, আমরা কি পান করব? অথবা, আমরা কি পরিধান করব?
32 (কারণ অইহুদীরা এই সব কিছুর খোঁজ করে:) কারণ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে তোমাদের এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন আছে৷
33 কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার খোঁজ কর৷ এবং এই সমস্ত জিনিস আপনার জন্য যোগ করা হবে.
34 তাই আগামীকালের জন্য চিন্তা করবেন না, কারণ আগামীকাল নিজের জিনিসের জন্য চিন্তা করবে৷ দিনের অমঙ্গলই যথেষ্ট।

অধ্যায় 7

1 বিচার করো না, যাতে তোমাদের বিচার না হয়৷
2 কেননা যে বিচারে তোমরা বিচার করবে, তোমাদের বিচার করা হবে;
3 আর কেন তুমি তোমার ভাইয়ের চোখে সেই কুটকুটটি দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে রশ্মি আছে তা কি তুমি বিবেচনা কর না?
4 অথবা তুমি কি করে তোমার ভাইকে বলবে, আমাকে তোমার চোখের কুটকুটটা বের করতে দাও; আর দেখ, তোমার নিজের চোখে একটা রশ্মি আছে?
5 হে ভণ্ড, আগে তোমার নিজের চোখের মণি বের করে দাও; তখন তুমি তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটকুট বের করে দিতে স্পষ্ট দেখতে পাবে।
6 কুকুরকে যা পবিত্র তা দিও না, শুয়োরের সামনে তোমার মুক্তো নিক্ষেপ করো না, পাছে তারা তাদের পায়ের তলায় মাড়িয়ে আবার ঘুরে ফিরে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে৷
7 চাও, তোমাকে দেওয়া হবে; খুঁজো, তুমি পাবে; ধাক্কা দাও, এবং এটি তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে:
8 কারণ যে কেউ চায় সে পায়; আর যে খোঁজ করে সে খুঁজে পায়; এবং যে ধাক্কা দেয় তার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে৷
9তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার ছেলে রুটি চাইলে সে কি তাকে পাথর দেবে?
10 অথবা যদি সে একটি মাছ চায়, সে কি তাকে একটি সাপ দেবে?
11 তাই যদি তোমরা মন্দ হয়েও তোমাদের সন্তানদের ভালো জিনিস দিতে জান, তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতা যারা তাঁর কাছে চান তাদের কত ভালো জিনিস দেবেন?

12 তাই তোমরা যা চাও যে মানুষ তোমাদের প্রতি যা করুক,
তোমরাও তাদের প্রতি তা-ই কর, কারণ এটাই হল আইন ও
ভাববাদী।
13 স্ট্রেট গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ কর: কারণ দরজাটি
প্রশস্ত এবং প্রশস্ত পথ, যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং
সেখানে অনেক লোক প্রবেশ করে৷
14 কারণ স্ট্রেট হল দরজা, এবং সরু পথ, যা জীবনের
দিকে নিয়ে যায়, এবং খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়৷
15 মিথ্যা ভাববাদীদের থেকে সাবধান, যারা ভেড়ার
পোষাকে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা
নেকড়ে নেকড়ে।
16 তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনবে৷ মানুষ কি
কাঁটাগাছের আঙ্গুর বা কাঁটা গাছের ডুমুর সংগ্রহ করে?
17 তেমনি প্রত্যেকটি ভাল গাছ ভাল ফল দেয়; কিন্তু নষ্ট
গাছে মন্দ ফল ধরে।
18 ভালো গাছ মন্দ ফল দিতে পারে না, খারাপ গাছও ভালো
ফল দিতে পারে না।
19 যে গাছ ভাল ফল দেয় না তা কেটে আগুনে ফেলে
দেওয়া হয়৷
20 তাই তাদের ফলের দ্বারাই তোমরা তাদের চিনবে৷
21 যে কেউ আমাকে বলে, প্রভু, প্রভু, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ
করবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে।
22 সেই দিন অনেকেই আমাকে বলবে, প্রভু, প্রভু, আমরা
কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আর তোমার নামে
শয়তানদের তাড়িয়েছ? এবং তোমার নামে অনেক আশ্চর্য
কাজ করেছি?
23 এবং তারপর আমি তাদের কাছে স্বীকার করব, আমি
তোমাদের কখনোই চিনতাম না: তোমরা যারা অন্যায় কাজ
কর, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।
24 অতএব যে কেউ আমার এই কথাগুলি শুনে এবং
সেগুলি পালন করে, আমি তাকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির
সাথে তুলনা করব, যিনি একটি পাথরের উপর তার বাড়ি
তৈরি করেছিলেন:
25 এবং বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, এবং বাতাস বয়ে গেল এবং
সেই বাড়ির উপর আঘাত করল৷ এবং তা পড়েনি, কারণ
এটি একটি পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷
26আর প্রত্যেকে যে আমার এই কথাগুলি শোনে এবং
সেগুলি পালন করে না, তাকে একজন মূর্খ লোকের সাথে
তুলনা করা হবে, যে বালির উপরে তার বাড়ি তৈরি করেছিল:
27 এবং বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, এবং বাতাস বয়ে গেল এবং
সেই বাড়ির উপর আঘাত করল; এবং এটি পড়ে গেল: এবং
এটির পতন ছিল দুর্দান্ত৷
28 আর এমন হল, যীশু যখন এই কথাগুলো শেষ করলেন,
তখন লোকেরা তাঁর মতবাদে আশ্চর্য হয়ে গেল:
29 কারণ তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন একজন কর্তৃত্বের
অধিকারী হিসাবে, এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের মতো নয়৷

অধ্যায় 8

1যখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন অনেক
লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।
2আর দেখ, একজন কুষ্ঠরোগী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া কহিল, প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শুদ্ধ
করিতে পারেন।
3 তখন যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন,
আমি চাই৷ তুমি পরিষ্কার হও। আর সঙ্গে সঙ্গে তার
কুষ্ঠরোগ শুদ্ধ হয়ে গেল।
4 যীশু তাকে বললেন, ' দেখ, তুমি কাউকে বলো না৷ কিন্তু
যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং তাদের কাছে
সাক্ষ্যের জন্য মোশি যে উপহার দিয়েছিলেন তা নিবেদন
কর৷
5 যীশু যখন কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন, তখন একজন
সেনাপতি তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করলেন,
6 আর বললেন, প্রভু, আমার ভৃত্য পলসি রোগে আক্রান্ত
হয়ে বাড়িতে শুয়ে আছে, ভীষণভাবে যন্ত্রণা পেয়েছে৷
7 যীশু তাকে বললেন, আমি এসে তাকে সুস্থ করব৷
8 সেনাপতি উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমি যোগ্য নই যে
আপনি আমার ছাদের নীচে আসবেন, কিন্তু শুধু কথা বলুন,
তাহলে আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে৷'
9 কারণ আমি একজন কর্তৃত্বের অধীনে একজন মানুষ,
আমার অধীনে সৈন্য রয়েছে৷ আর একজনকে, এসো, আর
সে আসবে৷ এবং আমার দাসকে, এটা কর, আর সে তা
করবে৷
10 যীশু তা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং যাঁরা অনুসরণ
করেছিলেন তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
আমি ইস্রায়েলে এত বড় বিশ্বাস খুঁজে পাইনি৷
11 এবং আমি তোমাদের বলছি, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে
অনেকে আসবেন এবং স্বর্গরাজ্যে অব্রাহাম, ইসহাক এবং
জ্যাকবের সাথে বসবেন৷
12 কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে
দেওয়া হবে: সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে৷
13 তখন যীশু সেনাপতিকে বললেন, যাও! আর তুমি যেমন
বিশ্বাস করেছ, তোমার প্রতিও তাই হোক। এবং তার দাস
নিজেই একই সময়ে সুস্থ হয়েছিল.
14 যীশু পিতরের বাড়িতে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর মা শুয়ে
আছেন এবং জ্বরে আক্রান্ত৷
15 আর তিনি তার হাত স্পর্শ করলেন, আর তার জ্বর চলে
গেল, আর সে উঠে তাদের সেবা করল৷
16 সন্ধ্যে হলে তারা অনেক ভূতগ্রস্ত লোককে তাঁর কাছে
নিয়ে এল৷ আর তিনি তাঁর কথায় আত্মাদের তাড়িয়ে দিলেন
এবং অসুস্থ সকলকে সুস্থ করলেন৷
17 যেন ভাববাদী যিশাইয়র দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ
হয়৷
18 যীশু যখন তাঁর চারপাশে প্রচুর ভিড় দেখতে পেলেন,
তখন তিনি অন্য দিকে যেতে আদেশ দিলেন৷
19 তখন একজন লেখক এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু,
আপনি যেখানেই যাবেন আমিও আপনাকে অনুসরণ
করব৷'
20 যীশু তাঁকে বললেন, ' শেয়ালের গর্ত আছে আর
আকাশের পাখিদের বাসা আছে৷ কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা
রাখার জায়গা নেই৷
21 আর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আর একজন তাঁকে বললেন,
'প্রভু, প্রথমে আমাকে যেতে দিন এবং আমার বাবাকে কবর
দিতে দিন৷'

22 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর। এবং মৃতদের তাদের মৃত কবর দিতে দিন.
23 তিনি যখন জাহাজে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করলেন।
24 আর দেখ, সাগরে একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এতটা যে জাহাজটা ঢেউয়ে ঢেকে গেল; কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন।
25 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।'
26 তখন তিনি তাদের বললেন, ' হে অল্প বিশ্বাসের লোকেরা, তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন। এবং একটি মহান শান্ত ছিল.
27 কিন্তু লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, এ কেমন মানুষ যে, বাতাস ও সমুদ্রও তার কথা মেনে চলে!
28 আর তিনি যখন ওপারে গের্গিসেনিদের দেশে এলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দু'জন ভূতগ্রস্ত লোকের দেখা হল।
29 আর দেখ, তারা চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি সময়ের আগেই আমাদের কষ্ট দিতে এখানে এসেছ?
30 এবং তাদের কাছ থেকে অনেক শুয়োরের পাল চরাবার পথ ছিল।
31তখন শয়তানরা তাঁকে অনুনয় করে বলল, 'আপনি যদি আমাদের তাড়িয়ে দেন তবে আমাদেরকে শূকরের পালে যেতে দিন।'
32 তিনি তাদের বললেন, ' যাও।' পরে তারা বেরিয়ে এসে শুয়োরের পালের মধ্যে গেল; আর দেখ, সমস্ত শুয়োরের পাল প্রচণ্ডভাবে দৌড়ে সমুদ্রের খাড়া জায়গায় নেমে গেল এবং জলে মারা গেল।
33 আর যারা তাদের রক্ষা করেছিল তারা পালিয়ে গেল, এবং শহরে চলে গেল এবং সমস্ত কিছু এবং শয়তানদের দখলে থাকা লোকদের সব কথা জানাল।
34আর দেখ, সমস্ত নগর যীশুর সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া আসিল; এবং তাহাকে দেখিলে, তাহারা মিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের উপকূল হইতে চলে যান।

অধ্যায় 9

1 আর তিনি একটা জাহাজে উঠলেন, আর পার হয়ে নিজের শহরে এলেন।
2 আর দেখ, তারা এক পঙ্গু রোগীকে বিছানায় শুয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই পক্ষাঘাতী লোকটিকে বললেন। পুত্র, ভাল হও; তোমার পাপ ক্ষমা করা হোক।
3 আর দেখ, কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক নিজেদের মধ্যে বললেন, 'এই লোক নিন্দা করছে।'
4 যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে বললেন, ' তোমরা মনে মনে মন্দ ভাবছ কেন?
5 তোমার পাপ ক্ষমা করা হোক, বলা সহজ কি না; অথবা বলতে, উঠো, হেঁটে যাও?
6 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন,) ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাও।
7 তারপর তিনি উঠে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।
8 কিন্তু লোকেরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করল, যিনি মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন।
9 যীশু যখন সেখান থেকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ম্যাথিউ নামে একজনকে শুল্কের রশিদে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, আমার অনুসরণ কর। তখন সে উঠে তাকে অনুসরণ করল।
10 আর এমন হল, যীশু যখন বাড়িতে খেতে বসেছিলেন, তখন দেখ, অনেক কর আদায়কারী ও পাপী এসে তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল।
11 ফরীশীরা তা দেখে যীশুর শিষ্যদের বলল, 'তোমাদের প্রভু কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে কেন খাচ্ছেন?
12 কিন্তু যীশু একথা শুনে তাদের বললেন, ' যারা সুস্থ আছে তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা অসুস্থ তাদেরই।
13 কিন্তু তোমরা যাও এবং এর অর্থ কী তা জান, আমি করুণা করব, বলিদান নয়, কারণ আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, কিন্তু পাপীদের অনুতাপ করতে এসেছি।
14 তখন যোহনের শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?
15 যীশু তাদের বললেন, ' বর যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ বরের ছেলেরা কি শোক করতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তাদের কাছ থেকে বর কেড়ে নেওয়া হবে, তারপর তারা উপবাস করবে।
16 কেউ পুরানো জামায় নতুন কাপড়ের টুকরো রাখে না, কারণ এটি পূরণ করার জন্য যা রাখা হয় তা জামা থেকে কেড়ে নেয় এবং খাঁজ আরও খারাপ হয়।
17 কেউই পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না; অন্যথায় বোতলগুলি ভেঙ্গে যায়, এবং দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যায় এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু তারা নতুন মদ নতুন বোতলে রাখে এবং উভয়ই সংরক্ষণ করা হয়।
18 তিনি যখন তাদের কাছে এইসব কথা বলছিলেন, সেই সময় একজন শাসক এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আমার মেয়ে এখন মারা গেছে, কিন্তু এসে তার গায়ে হাত দাও, তাহলে সে বাঁচবে।'
19 তখন যীশু উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর শিষ্যরাও।
20আর দেখ, একজন স্ত্রীলোক, যে বারো বছর ধরে রক্তাক্ত রোগে ভুগছিল, তাঁহার পিছনে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের গোড়া স্পর্শ করিল।
21 কেননা সে মনে মনে বলল, আমি যদি তার জামাটা ছুঁতে পারি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব।
22 কিন্তু যীশু তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, কন্যা, ভালো হও। তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। সেই সময় থেকে মহিলাটি সুস্থ হয়ে উঠল।
23 যীশু যখন শাসনকর্তার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, এবং মিস্ত্রি ও লোকেদের আওয়াজ করতে দেখলেন,
24 তিনি তাদের বললেন, জায়গা দাও, কারণ দাসী মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। এবং তারা তাকে উপহাস করতে হাসল।
25 কিন্তু লোকদের বের করে দেওয়া হলে, তিনি ভিতরে গিয়ে তার হাত ধরে নিলেন, আর দাসী উঠল।

26 আর এখানকার খ্যাতি সেই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল৷
27 যীশু যখন সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন দু'জন অন্ধ
তাঁকে অনুসরণ করে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে
দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
28 তিনি যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন অন্ধ লোকেরা তাঁর
কাছে এল৷ যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা বিশ্বাস কর যে
আমি এটা করতে পারব? তারা তাঁকে বলল, হ্যাঁ, প্রভু৷
29 তারপর তিনি তাদের চোখ ছুঁয়ে বললেন, তোমাদের
বিশ্বাস অনুসারেই হোক৷
30 আর তাদের চোখ খুলে গেল; যীশু তাদের কড়া হুকুম
দিয়ে বললেন, ' দেখ, কেউ যেন তা না জানে৷'
31 কিন্তু তারা চলে গেলে, সমস্ত দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে
পড়ল৷
32 তারা যখন বাইরে যাচ্ছিল, তখন দেখ, তারা একজন
বোবা লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল যাকে ভূতগ্রস্ত করা
হয়েছিল৷
33 আর যখন শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন বোবা
কথা বলল, আর লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, ইস্রায়েলে
এমন কখনও দেখা যায়নি৷
34 কিন্তু ফরীশীরা বলল, 'সে ভূতদের রাজপুত্রের মাধ্যমে
ভূত তাড়ায়৷'
35 আর যীশু সমস্ত শহর ও গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন, তাদের
সমাজগৃহে শিক্ষা দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন
এবং লোকদের মধ্যে সমস্ত অসুস্থতা ও সমস্ত রোগ
নিরাময় করলেন৷
36 কিন্তু লোকদের দেখে তিনি তাদের প্রতি করুণা
পেয়েছিলেন, কারণ তারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং
মেষপালকহীন ভেড়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল৷
37 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' শস্য সত্যিই প্রচুর,
কিন্তু মজুর কম৷
38 অতএব তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি
যেন তাঁর ফসল কাটাতে মজুর পাঠান৷

অধ্যায় 10

1 আর তিনি যখন তাঁর বারোজন শিষ্যকে তাঁর কাছে
ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাদের অশুচি আত্মার বিরুদ্ধে
ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার এবং সমস্ত
রকমের অসুস্থতা ও সমস্ত রকমের রোগ নিরাময় করার
জন্য৷
2 এখন সেই বারোজন প্রেরিতের নাম হল; প্রথম, শিমোন,
যাকে পিটার বলা হয় এবং তার ভাই আন্দ্রিয়৷ জেবদিয়ের
ছেলে যাকোব এবং তার ভাই যোহন;
3 ফিলিপ, এবং বার্থলোমিউ; থমাস, এবং ম্যাথিউ কর
আদায়কারী; আলফাইয়ের পুত্র জেমস, এবং লেবেয়াস,
যার উপাধি ছিল থাডাইউস;
4 কনানীয় শিমোন, এবং যিহূদা ইসক্যারিওত, যারা তাকে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।
5 এই বারোজনকে যীশু পাঠালেন এবং তাদের এই আদেশ
দিলেন, অইহুদীদের পথে যেও না এবং শমরীয়দের কোন
শহরেও প্রবেশ করো না৷
6 বরং ইস্রায়েল পরিবারের হারানো মেষের কাছে যাও।
7আর যাবার সময় প্রচার কর, বল, স্বর্গরাজ্য আসন্ন।
8 অসুস্থদের নিরাময় করুন, কুষ্ঠরোগীদের শুদ্ধ করুন,
মৃতদের জীবিত করুন, শয়তানদের তাড়িয়ে দিন: আপনি
বিনামূল্যে পেয়েছেন, বিনামূল্যে দান করুন।
9তোমার মানিব্যাগে সোনা, রূপা বা পিতল দিও না,
10 না তোমার যাত্রার জন্য স্ক্রিপ্ট, না দুটি কোট, না জুতা,
না এখনও লাঠি; কারণ শ্রমিক তার মাংসের যোগ্য৷
11 আর যে কোন শহরে বা শহরে প্রবেশ করবে, সেখানে
যোগ্য কে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখ; এবং সেখান থেকে না
যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাক।
12 আর যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তাকে
অভিবাদন জানাও৷
13 আর গৃহটি যদি যোগ্য হয় তবে তাতে তোমার শান্তি
আসুক, কিন্তু যদি তা যোগ্য না হয়, তবে শান্তি তোমার
কাছে ফিরে আসুক৷
14 আর যে কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না বা আপনার
কথা শুনবে না, যখন আপনি সেই বাড়ি বা শহর থেকে
বেরিয়ে যাবেন, তখন আপনার পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলুন।
15 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই
শহরের চেয়ে সদোম ও গমোরা দেশের জন্য আরও
সহনীয় হবে৷
16 দেখ, আমি তোমাদিগকে নেকড়েদের মধ্যে ভেড়ার মত
পাঠাচ্ছি; অতএব তোমরা সাপের মত জ্ঞানী হও এবং ঘুঘুর
মত নিরীহ হও।
17 কিন্তু লোকদের থেকে সাবধান, কারণ তারা তোমাকে
পরিষদের হাতে তুলে দেবে এবং তাদের সমাজগৃহে
তোমাকে চাবুক মারবে৷
18 এবং আমার জন্য তোমাদের রাজ্যপাল ও রাজাদের
সামনে হাজির করা হবে, তাদের এবং অইহুদীদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্যের জন্য৷
19 কিন্তু যখন তারা তোমাকে ধরিয়ে দেবে, তখন ভাববে না
কীভাবে বা কী বলবে, কারণ সেই সময়েই তোমাকে দেওয়া
হবে তুমি কি বলবে৷
20 কারণ তোমরা কথা বল না, কিন্তু তোমাদের পিতার
আত্মা তোমাদের মধ্যে কথা বলে৷
21 এবং ভাই ভাইকে এবং পিতা সন্তানকে হত্যার জন্য
সমর্পণ করবে; এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে
উঠবে এবং তাদের হত্যা করবে।
22 আর আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা
করবে, কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে রক্ষা পাবে৷
23 কিন্তু যখন তারা এই শহরে তোমাদের অত্যাচার করবে,
তখন তোমরা অন্য শহরে পালিয়ে যাও৷
24 শিষ্য তার প্রভুর উপরে নয়, ভৃত্য তার প্রভুর উপরে নয়।
25 শিষ্যের জন্য যথেষ্ট যে সে তার গুরুর মত এবং দাস
তার প্রভুর মত। যদি তারা বাড়ির কর্তাকে বেলজেবুব বলে
থাকে, তবে তারা কত বেশি তাদের বাড়ির লোক বলে
ডাকবে?
26 তাই তাদের ভয় কোরো না, কারণ এমন কিছুই ঢেকে
নেই যা প্রকাশ করা হবে না৷ এবং লুকিয়ে রাখলে, তা জানা
যাবে না৷
27 আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা
আলোতে বল এবং যা কানে শোনো, তা বাড়ির ছাদে প্রচার
কর৷

28 আর যারা দেহকে হত্যা করে, কিন্তু আত্মাকে হত্যা করতে পারে না তাদের ভয় করো না, বরং তাকে ভয় করো যে নরকে আত্মা ও দেহ উভয়কেই ধ্বংস করতে পারে।
29 দুটো চড়ুই কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? এবং তাদের একজন আপনার পিতা ছাড়া মাটিতে পড়বে না।
30 কিন্তু তোমার মাথার সব চুলই গুনে দেওয়া আছে।
31 তাই ভয় পেয়ো না, অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও তোমরা মূল্যবান।
32 তাই যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব।
33 কিন্তু যে কেউ আমাকে মানুষের সামনে অস্বীকার করবে, আমিও তাকে আমার স্বর্গস্থ পিতার সামনে অস্বীকার করব।
34 মনে করো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি পাঠাতে এসেছি: আমি শান্তি পাঠাতে আসিনি, কিন্তু তলোয়ার নিয়ে এসেছি।
35 কারণ আমি একজন পুরুষকে তার পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে তার মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্রবধূকে তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে বিরোধ করতে এসেছি।
36 আর একজন মানুষের শত্রু হবে তার নিজের পরিবারের লোকেরা।
37 যে আমার চেয়ে বাবা বা মাকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়; আর যে আমার চেয়ে ছেলে বা মেয়েকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়।
38 আর যে তার ক্রুশ না নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার যোগ্য নয়।
39 যে তার জীবন পায় সে তা হারাবে, আর যে আমার জন্য তার জীবন হারায় সে তা পাবে।
40 যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করে।
41 যে একজন ভাববাদীকে একজন ভাববাদীর নামে গ্রহণ করে সে একজন ভাববাদীর পুরস্কার পাবে। এবং যে একজন ধার্মিক লোককে একজন ধার্মিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে সে একজন ধার্মিক ব্যক্তির পুরস্কার পাবে।
42 এবং যে কেউ এই ছোটদের একজনকে শুধুমাত্র একজন শিষ্যের নামে এক কাপ ঠান্ডা জল পান করাবে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনভাবেই তার পুরস্কার হারাবে না।

অধ্যায় 11

1 আর এমন হল, যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে আদেশ দেওয়ার পর সেখান থেকে তাদের শহরে শিক্ষা ও প্রচার করার জন্য চলে গেলেন।
2 যোহন যখন কারাগারে খ্রীষ্টের কাজ শুনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে পাঠালেন।
3 আর তাকে বললেন, তুমিই কি সেই ব্যক্তি যাকে আসতে হবে, না আমরা অন্য একজনকে খুঁজছি?
4 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, যাও এবং যা যা তোমরা শুনছ ও যা দেখছ তা য়োহনকে আবার দেখাও।
5 অন্ধরা তাদের দৃষ্টি পায়, এবং খোঁড়ারা হাঁটে, কুষ্ঠরোগীরা শুচি হয়, এবং বধিররা শোনে, মৃতরা জীবিত হয় এবং দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হয়।
6 আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার দ্বারা অসন্তুষ্ট হবে না।
7 তারা চলে যাবার সময় যীশু যোহনের বিষয়ে জনতাকে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি দেখতে গিয়েছিলে? একটা খাগড়া কি বাতাসে কাঁপছে?
8 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? নরম পোশাক পরা একজন মানুষ? দেখ, যারা নরম পোশাক পরে তারা রাজার বাড়িতে থাকে।
9 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবী? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, আর একজন ভাববাদীর চেয়েও বেশি।
10 কেননা ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখ, আমি আমার বার্তাবাহককে তোমার সামনে পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।'
11 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মহিলাদের থেকে যারা জন্মেছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে বড় কেউ উঠেনি, যদিও স্বর্গরাজ্যে যিনি সবচেয়ে ছোট তিনি তাঁর চেয়ে বড়।
12 এবং যোহন ব্যাপটিস্টের দিন থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য সহিংসতা ভোগ করে, এবং হিংস্ররা জোর করে তা দখল করে।
13কারণ যোহন পর্যন্ত সমস্ত ভাববাদী ও আইন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।
14 আর যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে ইনিই ইলিয়াস, যাঁর আসার কথা ছিল।
15 যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
16 কিন্তু এই প্রজন্মের সাথে আমি কোথায় তুলনা করব? এটা এমন বাচ্চাদের মত যে বাজারে বসে তাদের সঙ্গীদের ডাকছে,
17 এবং বললেন, আমরা তোমাদের কাছে পাইপ বাজালাম, কিন্তু তোমরা নাচো নি। আমরা তোমাদের জন্য শোক করেছি, কিন্তু তোমরা বিলাপ কর নি।
18 কারণ যোহন না খেয়ে না পান করে এসেছেন, আর তারা বলে, তার ভূত আছে।
19 মনুষ্যপুত্র খাইতে-পান করিতে আসিল, আর তাহারা বলিল, দেখ, একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা তার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত।
20 তারপর তিনি সেই শহরগুলিকে নিন্দা করতে শুরু করলেন যেখানে তাঁর বেশিরভাগ শক্তিশালী কাজ করা হয়েছিল, কারণ তারা অনুতপ্ত হয়নি।
21 ধিক্ তোমাকে, চোরাজিন! ধিক্ তোমাকে, বেথসৈদা! কারণ তোমাদের মধ্যে যে সব মহৎ কাজ করা হয়েছিল, তা যদি সোর ও সীডনে করা হত, তবে তারা অনেক আগেই চট ও ছাই পরে অনুশোচনা করত।
22 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে সোর ও সীডনের জন্য তা তোমাদের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে।
23 আর তুমি, কফরনাহূম, যাকে স্বর্গে উন্নীত করা হয়েছে, তাকে নরকে নামিয়ে দেওয়া হবে: কারণ তোমার মধ্যে যে সব মহৎ কাজ করা হয়েছে, তা যদি সদোমে করা হত, তবে তা আজ পর্যন্ত থাকত।
24কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে তোমার চেয়ে সদোম দেশের পক্ষে এটা বেশি সহনীয় হবে।

25 সেই সময় যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, হে পিতা, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এই জিনিসগুলি লুকিয়ে রেখেছ এবং বাচ্চাদের কাছে প্রকাশ করেছ।
26 তবুও, পিতা: আপনার দৃষ্টিতে তাই ভাল বলে মনে হয়েছিল।
27 আমার পিতার কাছ থেকে আমার কাছে সব কিছু অর্পণ করা হয়েছে। পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না। পুত্র ব্যতীত পিতাকে কেউ জানে না এবং পুত্র যাকে প্রকাশ করবেন তিনিই জানেন।
28 তোমরা যারা পরিশ্রম কর এবং ভারাক্রান্ত হও, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।
29 আমার জোয়াল তোমার উপর নাও, আমার সম্বন্ধে শিখ; কারণ আমি নম্র ও নম্র হৃদয়ে আছি। আর তোমরা তোমাদের আত্মার বিশ্রাম পাবে।
30 কারণ আমার জোয়াল সহজ, আমার বোঝা হালকা।

অধ্যায় 12

1 সেই সময় বিশ্রামবারে যীশু শস্যের মধ্য দিয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত হয়ে শস্যের কান ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন।
2 কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে তাঁকে বলল, 'দেখুন, আপনার শিষ্যরা বিশ্রামবারে যা করা বিধিসম্মত নয় তা করে।
3 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তিনি কী করেছিলেন তা কি তোমরা পড় নি?
4 কিভাবে তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সেই শেউরুটি খেয়ে ফেললেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বৈধ ছিল না, যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিল তাদের জন্যও নয়, কেবল যাজকদের জন্য?
5 অথবা তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থা পড় নি যে, বিশ্রামবারে মন্দিরের যাজকেরা বিশ্রামবারকে অপবিত্র করে এবং নির্দোষ?
6 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এই জায়গায় মন্দিরের চেয়েও মহান একজন আছে।
7 কিন্তু যদি তোমরা জানতে যে এর অর্থ কী, আমি করুণা করব, বলিদান নয়, তোমরা নির্দোষদের দোষী হতে পারতে না।
8কারণ মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।
9 সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তাদের সমাজ-গৃহে গেলেন।
10 আর দেখ, সেখানে একজন লোক ছিল যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?' যাতে তারা তাকে অভিযুক্ত করতে পারে।
11 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক থাকবে যার একটি ভেড়া থাকবে, আর যদি বিশ্রামবারে তা গর্তে পড়ে যায়, তবে সে কি তা ধরে রেখে বের করবে না?
12 তাহলে একজন মানুষ ভেড়ার চেয়ে কতটা ভালো? তাই বিশ্রামবারে ভাল করা বৈধ।
13 তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও। আর তিনি তা প্রসারিত করলেন; এবং এটি সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হয়, অন্য মত.
14 তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি সভা করল যে, কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়।
15 কিন্তু যীশু যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, এবং অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল এবং তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন।
16 এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন তাকে প্রকাশ না করে।
17 যেন ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়,
18 দেখ, আমার দাস, যাকে আমি মনোনীত করেছি; আমার প্রিয়, যাঁর প্রতি আমার প্রাণ সন্তুষ্ট। আমি আমার আত্মা তাঁর উপরে রাখব, এবং তিনি অইহুদীদের বিচার করবেন।
19 সে লড়াই করবে না, কাঁদবে না; রাস্তায় কেউ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না।
20 একটি ক্ষতবিক্ষত নল সে ভাঙবে না, এবং ধূমপান করা শণ সে নিভবে না, যতক্ষণ না সে বিজয়ের জন্য বিচার পাঠায়।
21 আর অইহুদীরা তাঁর নামে বিশ্বাস করবে।
22 তারপর একজন অন্ধ ও বোবা শয়তানে আক্রান্ত একজনকে তাঁর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে এমনভাবে সুস্থ করলেন যে, অন্ধ ও বোবা উভয়েই কথা বলতে ও দেখে।
23তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া বলিল, ইনি কি দাউদের পুত্র নন?
24 কিন্তু ফরীশীরা একথা শুনে বলল, 'এই লোকটি ভূত তাড়ায় না, কিন্তু ভূতদের রাজপুত্র বেলজেবুবের দ্বারা ভূত তাড়ায়।'
25তখন যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে তাদের বললেন, ' যে রাজ্যই নিজেদের বিরুদ্ধে বিভক্ত, তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং প্রত্যেকটি শহর বা বাড়ি নিজেদের বিরুদ্ধে বিভক্ত হবে না।
26 আর শয়তান যদি শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, তবে সে নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়। তাহলে তার রাজ্য কেমন করে দাঁড়াবে?
27আর আমি যদি বেলজেবুবের দ্বারা ভূত তাড়াই, তবে তোমার সন্তানেরা কার দ্বারা তাড়াবে? তাই তারা তোমাদের বিচারক হবে।
28 কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা শয়তানদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।
29 না হলে একজন শক্তিশালী লোকের বাড়িতে ঢুকে তার জিনিসপত্র লুট করবে, যদি সে প্রথমে শক্তিশালী লোকটিকে বেঁধে না রাখে? এবং তারপর সে তার ঘর লুট করবে।
30 যে আমার সঙ্গে নেই সে আমার বিরুদ্ধে। আর যে আমার সাথে জড়ো করে না সে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।
31 সেইজন্য আমি তোমাদের বলছি, সমস্ত রকমের পাপ ও ধর্মনিন্দা মানুষের কাছে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করা মানুষের কাছে ক্ষমা করা হবে না।

32 আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে না, এই জগতেও নয়, ভবিষ্যতেও হবে না।
33 হয় গাছকে ভাল কর, তার ফল ভাল কর; অন্যথায় গাছকে কলুষিত করুন এবং তার ফলকেও কলুষিত করুন, কারণ গাছ তার ফলের দ্বারা পরিচিত হয়।
34 হে সাপের বংশ, তোমরা মন্দ হয়ে কি করে ভালো কথা বলতে পার? কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্যের কথা মুখ দিয়ে বলে।
35 একজন ভাল মানুষ হৃদয়ের ভাল ভান্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, আর একজন মন্দ লোক মন্দ ভান্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে।
36 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, লোকে যে সমস্ত অসার কথা বলিবে, তাহারা বিচারের দিনে তাহার হিসাব দিবে।
37 কেননা তোমার কথার দ্বারা তুমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হইবে, এবং তোমার বাক্য দ্বারাই তোমাকে দোষী করা হইবে।
38 তখন ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তরে বললেন, 'গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাই।'
39 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' একজন দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্ম একটি চিহ্ন খোঁজে। এবং সেখানে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু নবী জোনাসের চিহ্ন:
40 কারণ জোনাস যেমন তিন দিন তিন রাত তিমির পেটে ছিলেন; তাই মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর বুকে থাকবেন।
41 নিনেভের লোকেরা এই প্রজন্মের সাথে বিচারে উঠবে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে: কারণ তারা জোনাসের প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল; এবং, দেখ, জোনাসের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
42 দক্ষিণের রাণী বিচারের দিনে এই প্রজন্মের সাথে উঠবেন এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন, কারণ তিনি শলোমনের জ্ঞান শুনতে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
43 মানুষের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা বের হয়ে গেলে সে বিশ্রামের খোঁজে শুকনো জায়গায় হেঁটে বেড়ায়, কিন্তু কিছু পায় না।
44 তারপর তিনি বললেন, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি সেই ঘরেই ফিরে যাব; এবং যখন তিনি আসেন, তিনি দেখতে পান খালি, ঝাড়ু দেওয়া এবং সাজানো।
45 তারপর সে গিয়ে নিজের চেয়ে আরও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, এবং তারা সেখানে প্রবেশ করে এবং সেখানে বাস করে, এবং সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথমটির চেয়ে খারাপ হয়। এই দুষ্ট প্রজন্মের কাছেও তাই হবে।
46 তিনি যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন দেখ, তাঁর মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।
47 তখন একজন তাঁকে বলল, 'দেখ, তোমার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'
48 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' কে আমার মা?' এবং আমার ভাই কারা?
49 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখ আমার মা ও আমার ভাইয়েরা!
50 কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে আমার ভাই, বোন এবং মা।

অধ্যায় 13

1সেই দিন যীশু ঘর থেকে বের হয়ে সমুদ্রের ধারে বসলেন।
2 আর অনেক লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল, যাতে তিনি একটি জাহাজে গিয়ে বসলেন। এবং সমস্ত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে ছিল।
3 আর তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে অনেক কথা বললেন, ' দেখুন, একজন বীজ বপন করতে বের হলেন।
4আর তিনি যখন বপন করলেন, তখন কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলল।
5 কেউ কেউ পাথরের জায়গায় পড়েছিল, যেখানে তাদের খুব বেশি মাটি ছিল না; এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ফুটে উঠল, কারণ তাদের মাটির গভীরতা ছিল না।
6 সূর্য উঠলে তারা পুড়ে গেল; আর শিকড় না থাকায় তারা শুকিয়ে গেল।
7 আর কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; এবং কাঁটা গজিয়ে উঠল এবং তাদের দম বন্ধ করে দিল।
8 কিন্তু অন্যগুলো ভালো জমিতে পড়ল এবং ফল দিল, কেউ শতগুণ, কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ।
9 যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
10 তখন শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, 'কেন তুমি তাদের কাছে দৃষ্টান্তে কথা বলছ?
11 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, কারণ স্বর্গরাজ্যের রহস্য জানার ক্ষমতা তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি।
12 কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া হবে এবং তার আরও প্রাচুর্য থাকবে, কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
13 তাই আমি তাদের কাছে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, কারণ তারা দেখতে পায় না। তারা শুনেও শোনে না, বোঝে না।
14 এবং তাদের মধ্যে ইশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, যা বলে, তোমরা শুনলে শুনবে কিন্তু বুঝবে না। আর দেখবে দেখবে, বুঝবে না।
15কারণ এই লোকদের হৃদয় স্থূল, এবং তাদের কান শ্রবণশক্তিহীন, এবং তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে; পাছে যে কোন সময় তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারে, এবং তাদের কান দিয়ে শুনতে পারে, এবং তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে, এবং ধর্মান্তরিত হয়, এবং আমি তাদের সুস্থ করতে পারি।
16 কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে, আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে।
17 কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোক তোমরা যা দেখছ তা দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু সেগুলি দেখেনি। আর সেই সব কথা শোনার জন্য যা তোমরা শুনছ কিন্তু শোনো নি।
18 তাই তোমরা বীজ বোনার দৃষ্টান্ত শোন।

19 যখন কেউ রাজ্যের কথা শোনে এবং বুঝতে পারে না, তখন সেই দুষ্ট এসে তার হৃদয়ে যা বপন করেছিল তা কেড়ে নেয়। এই যে পথের পাশে বীজ পেয়েছি.
20 কিন্তু যে বীজ পাথুরে জায়গায় গ্রহন করে, সেই সেই লোক যে বাক্য শোনে এবং আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করে।
21 তথাপি তিনি নিজের মধ্যে শিকড় রাখেন নি, তবে কিছু সময়ের জন্য স্থির থাকেন: কারণ যখন শব্দের কারণে ক্লেশ বা তাড়না দেখা দেয়, তখন সে অসন্তুষ্ট হয়।
22 কাঁটাঝোপের মধ্যে যে বীজ পেয়েছিল তিনিই সেই বাক্য শোনেন। এবং এই জগতের যত্ন এবং ধন-সম্পদের ছলনা, শব্দকে শ্বাসরোধ করে, এবং সে নিষ্ফল হয়।
23 কিন্তু যে ভাল জমিতে বীজ গ্রহন করে সে হল সেই কথা যে শোনে এবং বোঝে। কোনটি শতগুণ, কোনটি ষাট, কোনটি ত্রিশগুণ ফল দেয় এবং ফল দেয়।
24 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, তিনি বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন একজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার জমিতে ভাল বীজ বপন করেছিল।
25কিন্তু লোকেরা যখন ঘুমাচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামল বপন করে চলে গেল।
26 কিন্তু যখন ফলক ফুটে উঠল এবং ফল ধরেছিল, তখন শ্যামাও দেখা দিল।
27 তখন গৃহকর্তার চাকররা এসে তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনি কি আপনার জমিতে ভাল বীজ বপন করেননি? তাহলে তা কোথা থেকে ঝরেছে?
28 তিনি তাদের বললেন, একজন শত্রু এই কাজ করেছে। চাকরেরা তাঁকে বলল, 'তাহলে কি আমরা গিয়ে তাদের জড়ো করব?
29 কিন্তু তিনি বললেন, না; পাছে শ্যাষ কুড়াতে গিয়ে তাদের সঙ্গে গমও উপড়ে ফেলবে।
30 ফসল কাটা পর্যন্ত উভয়ই একসাথে বেড়ে উঠুক: এবং ফসল কাটার সময় আমি কাটনকারীদের বলব, তোমরা আগে শ্যামা সংগ্রহ কর এবং পুড়িয়ে দেবার জন্য সেগুলোকে থোকায় থোকায় বেঁধে রাখ; কিন্তু গম আমার শস্যাগারে জড়ো কর।
31 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, বললেন, স্বর্গরাজ্য হল সরিষার দানার মতো, যা একজন লোক নিয়ে তার জমিতে বপন করেছিল।
32 যেটি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বীজের মধ্যে সর্বনিম্ন; কিন্তু যখন এটি জন্মায়, তখন এটি ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং একটি গাছে পরিণত হয়, যাতে আকাশের পাখিরা এসে তার ডালে বাস করে।
33 তিনি তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত বললেন। স্বর্গরাজ্য খামিরের মতো, যা একজন মহিলা নিয়েছিল এবং তিন মাপের খাবারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ না পুরোটা খামির হয়ে গিয়েছিল।
34 এই সব কথা যীশু লোকদের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বললেন। এবং তিনি তাদের সাথে কোন দৃষ্টান্ত ছাড়া কথা বলেননি।
35 যেন ভাববাদী যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়, 'আমি দৃষ্টান্তে মুখ খুলব। আমি এমন সব কথা বলবো যা জগতের ভিত্তি থেকে গোপন রাখা হয়েছে।
36 তখন যীশু লোকদের বিদায় করে বাড়িতে গেলেন। আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'ক্ষেতের শ্যাষের দৃষ্টান্তটি আমাদের বলুন।'
37 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' যে ভাল বীজ বপন করেন তিনিই মানবপুত্র।
38 ক্ষেত্র হল পৃথিবী; ভালো বীজ হল রাজ্যের সন্তান; কিন্তু শ্যামল দুষ্টের সন্তান;
39 যে শত্রু তাদের বীজ বপন করেছিল সে হল শয়তান; ফসল হল বিশ্বের শেষ; এবং ফসল কাটানোর জন্য দেবদূত.
40 সেইজন্য যেমন শ্যামল জড়ো হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়; এই পৃথিবীর শেষ সময়েও তাই হবে।
41 মনুষ্যপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন, এবং তারা তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত কিছুকে জড়ো করবে যা অপরাধ করে এবং যারা অন্যায় করে;
42 এবং তাদের আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করবে; সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে।
43 তখন ধার্মিকরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো আলোকিত হবে। যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।
44 আবার, স্বর্গরাজ্য মাঠে লুকিয়ে রাখা ধন-সম্পদর মতো; যখন একজন মানুষ খুঁজে পায়, সে লুকিয়ে রাখে, এবং আনন্দের জন্য যায় এবং তার যা আছে তা বিক্রি করে এবং সেই ক্ষেতটি কিনে নেয়।
45 আবার, স্বর্গরাজ্য একজন বণিকের মতো, ভালো মুক্তা খুঁজছে:
46 তিনি যখন একটি মহামূল্যের মুক্তা পেয়েছিলেন, তখন তিনি গিয়ে তাঁর যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে তা কিনলেন।
47 আবার, স্বর্গরাজ্য একটি জালের মতো, যা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং সমস্ত রকমের জড়ো হয়েছিল।
48 যখন তা পূর্ণ হল, তখন তারা তীরে এসে বসল এবং ভাল জিনিসগুলিকে পাত্রে জড়ো করল, কিন্তু খারাপগুলি ফেলে দিল।
49 পৃথিবীর শেষ সময়েও তাই হবে: ফেরেশতারা আসবেন, এবং ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুষ্টদের বিচ্ছিন্ন করবেন,
50 এবং তাদের আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করবে: সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।
51 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি এই সব বুঝতে পেরেছ? তারা তাঁকে বলে, হ্যাঁ, প্রভু।
52 তখন তিনি তাদের বললেন, ' অতএব প্রত্যেক লেখক যাকে স্বর্গরাজ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে একজন গৃহকর্তার মতো, যে তার ভাণ্ডার থেকে নতুন এবং পুরানো জিনিস বের করে।
53 যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি শেষ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।
54 তিনি নিজের দেশে এসে তাদের সমাজ-গৃহে এমন শিক্ষা দিলেন যে, তারা আশ্চর্য হয়ে গেল।
55 এ কি কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়? তার মাকে কি মরিয়ম বলা হয় না? এবং তার ভাই, যাকোব, জোসেস, এবং সাইমন এবং জুডাস?
56 আর তার বোনেরা, তারা সবাই কি আমাদের সঙ্গে নেই? তাহলে কোথা থেকে এই লোকের এতসব?
57 আর তারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' একজন ভাববাদী সম্মানহীন হয় না, নিজের দেশে এবং নিজের বাড়িতে ছাড়া।

58 তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি সেখানে অনেক
শক্তিশালী কাজ করেননি।

অধ্যায় 14

1 সেই সময় রাজা হেরোদ যীশুর খ্যাতির কথা শুনলেন,
2 তিনি তাঁর দাসদের বললেন, 'ইনি বাপ্তিস্মদাতা জন। তিনি
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; আর সেইজন্য
তাঁর মধ্যে পরাক্রমশালী কাজগুলি নিজেদের প্রকাশ করে।
3 কারণ হেরোদ যোহনকে ধরেছিলেন এবং বেঁধেছিলেন
এবং তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য তাঁকে
কারাগারে রেখেছিলেন।
4 কারণ যোহন তাঁকে বলেছিলেন, 'ওকে রাখা তোমার
পক্ষে বৈধ নয়।'
5 এবং যখন তিনি তাকে হত্যা করতে চান, তখন তিনি
লোকদের ভয় করতেন, কারণ তারা তাকে ভাববাদী বলে
গণ্য করেছিল।
6 কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন পালন করা হল, তখন
হেরোদিয়ার কন্যা তাদের সামনে নেচে হেরোদকে খুশি
করলেন।
7 তখন তিনি শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সে যা
চাইবে তাই দেবে।
8 আর তার মায়ের নির্দেশ পাওয়ার আগেই সে বলল,
'এখানে জন ব্যাপটিস্টের মাথাটা একটা চার্জারে দাও।'
9এবং রাজা দুঃখিত হলেন: তবুও শপথের খাতিরে এবং
যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, তিনি তাকে তা দিতে
আদেশ করলেন।
10 তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের শিরশ্ছেদ
করলেন।
11 এবং তার মাথা একটি চার্জারে এনে মেয়েটিকে দেওয়া
হল, এবং সে তা তার মায়ের কাছে নিয়ে এল।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবর
দিলেন এবং গিয়ে যীশুকে বললেন।
13 যীশু এই কথা শুনে সেখান থেকে জাহাজে করে এক
মরুভূমিতে চলে গেলেন। লোকেরা তা শুনে শহর থেকে
পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করল।
14 আর যীশু বেরিয়ে গেলেন, এবং অনেক লোককে
দেখলেন, এবং তাদের প্রতি করুণা অনুভব করলেন, এবং
তিনি তাদের অসুস্থদের সুস্থ করলেন।
15 সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, এটা
মরুভূমি, আর সময় শেষ হয়ে গেছে। লোকদের বিদায় দাও,
যাতে তারা গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে
পারে।
16 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' তাদের চলে যাওয়ার
দরকার নেই। তাদের খেতে দাও।
17 তারা তাঁকে বলল, 'এখানে আমাদের কাছে পাঁচটি রুটি
আর দুটি মাছ আছে।'
18তিনি বললেন, ওদের আমার কাছে নিয়ে এস।
19 এবং তিনি লোকদের ঘাসের উপর বসতে আদেশ
করলেন, এবং পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ নিলেন, এবং
স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন, এবং টুকরো
টুকরো করে রুটিগুলি তাঁর শিষ্যদের এবং শিষ্যরা ভিড়কে
দিলেন। .
20 আর তারা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হল; আর যে টুকরোগুলো
অবশিষ্ট ছিল তা থেকে তারা বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করে নিল।
21 আর যাঁরা ভোজন করেছিলেন তাঁরা মহিলা ও শিশু
ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিলেন।
22 আর যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের একটি জাহাজে
উঠতে এবং তাঁর আগে অন্য প্রান্তে যেতে বাধ্য করলেন,
যখন তিনি জনতাকে বিদায় দিলেন।
23 লোকদের বিদায় করে তিনি প্রার্থনা করার জন্য আলাদা
একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে
একাই ছিলেন।
24 কিন্তু জাহাজটি এখন সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, ঢেউয়ে
আছড়ে পড়েছিল, কারণ বাতাস বিপরীত ছিল।
25 রাতের চতুর্থ প্রহরে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে
হাঁটতে তাদের কাছে গেলেন।
26 শিষ্যেরা তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে চিন্তিত
হয়ে বললেন, 'এটা একটা আত্মা। তারা ভয়ে চিৎকার করে
উঠল।
27 কিন্তু যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বললেন, ' উৎসাহ থেকো!
এটা আমি; ভয় পাবেন না
28 এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনিই
হন তবে আমাকে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে
আসতে বলুন।'
29 তিনি বললেন, এস। পিতর জাহাজ থেকে নেমে এসে
যীশুর কাছে যাওয়ার জন্য জলের ওপর দিয়ে হেঁটে
গেলেন।
30 কিন্তু তিনি বাতাসকে উচ্ছ্বসিত দেখে ভয় পেলেন। এবং
ডুবতে শুরু করে, তিনি চিৎকার করে বললেন, প্রভু,
আমাকে রক্ষা করুন।
31 তখনই যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে বললেন, ওহে
অল্প বিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?
32 তারা যখন জাহাজে উঠল, তখন বাতাস থেমে গেল।
33 তখন যারা জাহাজে ছিল তারা এসে তাঁকে প্রণাম করে
বলল, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।
34 তারপর তারা পার হয়ে গেনেসারেত দেশে এলেন।
35 সেই জায়গার লোকেরা যখন তাঁকে চিনতে পেরেছিল,
তখন তারা চারপাশের সমস্ত দেশে লোক পাঠিয়ে অসুস্থ
সকলকে তাঁর কাছে নিয়ে এল।
36 আর তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তারা কেবল তাঁর
পোশাকের গোড়ায় স্পর্শ করতে পারে, আর যতগুলো স্পর্শ
করেছিল তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

অধ্যায় 15

1 তারপর যিরূশালেমের ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা যীশুর
কাছে এসে বলল,
2 কেন তোমার শিষ্যরা প্রাচীনদের ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে?
কারণ তারা রুটি খাওয়ার সময় তাদের হাত ধোয় না।
3 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন
তোমাদের ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করছ?
4 কারণ ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমার পিতা ও
মাতাকে সম্মান কর, এবং যে পিতা বা মাতাকে অভিশাপ
দেয়, সে যেন মৃত্যুবরণ করে।

5 কিন্তু তোমরা বল, যে কেউ তার পিতা বা মাতাকে বলবে,
এটি একটি উপহার, যা দিয়ে আমার দ্বারা তোমার লাভ
হতে পারে৷
6 আর তার পিতা বা মাতাকে সম্মান করো না, সে স্বাধীন
হবে। এইভাবে তোমরা তোমাদের ঐতিহ্যের দ্বারা ঈশ্বরের
আদেশকে নিষ্ফল করেছ৷
7 হে ভন্ডগণ, ইশাইয় তোমাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছিলেন যে,
8 এই লোকেরা তাদের মুখ দিয়ে আমার কাছে আসে এবং
তাদের ঠোঁট দিয়ে আমাকে সম্মান করে; কিন্তু তাদের হৃদয়
আমার থেকে অনেক দূরে।
9কিন্তু বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে, তত্ত্বের জন্য
মানুষের আজ্ঞা শিক্ষা দেয়।
10 তখন তিনি জনতাকে ডেকে বললেন, শোন ও বুঝ৷
11 যা মুখে যায় তা মানুষকে কলুষিত করে না; কিন্তু মুখ
থেকে যা বের হয় তা মানুষকে নাপাক করে।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, 'তুমি কি জানো
যে ফরীশীরা এই কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিল?
13 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, ' আমার স্বর্গের পিতা যা
রোপণ করেননি, সেই সব গাছই উপড়ে ফেলা হবে৷'
14 তাদের একা থাকতে দাও: তারা অন্ধদের অন্ধ নেতা।
আর যদি অন্ধ অন্ধকে নেতৃত্ব দেয়, তবে উভয়েই খাদে
পড়ে যাবে।
15 তখন পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, এই দৃষ্টান্তটি
আমাদের বলুন৷
16 যীশু বললেন, তোমরাও কি এখনও বোঝে না?
17 তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না যে, মুখ দিয়ে যা
ঢোকে তা পেটের মধ্যে যায় এবং খরায় ফেলে দেওয়া হয়?
18 কিন্তু মুখ থেকে যা বের হয় তা অন্তর থেকে আসে৷ এবং
তারা লোকটিকে অপবিত্র করে।
19কারণ অন্তর থেকে মন্দ চিন্তা, খুন, ব্যভিচার, ব্যভিচার,
চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, নিন্দার উদ্রেক হয়৷
20 এগুলিই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে
খাওয়া মানুষকে নাপাক করে না৷
21 তারপর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সোর ও
সীদোনের উপকূলে চলে গেলেন৷
22 আর দেখ, সেই একই উপকূল থেকে একজন কনানের
স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে তাঁকে চিৎকার করে বলল, হে প্রভু,
দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন৷ আমার মেয়ে একটি
শয়তানের সাথে ভীষণভাবে বিরক্ত।
23 কিন্তু তিনি তাকে একটি কথারও উত্তর দিলেন না৷ তখন
তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'ওকে
বিদায় কর৷ কারণ সে আমাদের পিছনে কাঁদছে।
24 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি ইস্রায়েল
পরিবারের হারানো মেষদের কাছে প্রেরিত নই৷
25 তখন সে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমাকে
সাহায্য করুন৷'
26 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, বাচ্চাদের রুটি নিয়ে
কুকুরের কাছে ফেলা ঠিক নয়৷
27 সে বলল, সত্য, প্রভু, তবুও কুকুরেরা তাদের মনিবের
টেবিল থেকে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো খায়৷
28 তখন যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, ' হে নারী,
তোমার বিশ্বাস মহান, তুমি যেমন চাও তেমনই হউক৷' আর
সেই দিন থেকেই তার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল।
29 আর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং গালীল
সাগরের কাছে এলেন৷ তারপর একটা পাহাড়ে উঠে বসল।
30 আর অনেক লোক যীশুর কাছে এল, যাঁরা খোঁড়া, অন্ধ,
বোবা, পঙ্গু এবং আরও অনেক লোককে নিয়ে যীশুর পায়ে
ফেলে দিল৷ এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন:
31 এতটাই যে, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তারা
বোবাকে কথা বলতে দেখে, পঙ্গুরা সুস্থ, খোঁড়ারা হাঁটতে
পারে এবং অন্ধরা দেখতে পায়, এবং তারা ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল৷
32 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, '
লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে, কারণ তারা এখন তিন
দিন ধরে আমার সঙ্গে আছে, তাদের কাছে কিছু খাওয়ার
নেই৷ আমি তাদের উপবাসে বিদায় করব না, পাছে তারা
পথে অজ্ঞান হয়ে পড়বে৷'
33 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'মরুভূমিতে এত রুটি
কোথা থেকে পাওয়া যাবে যে এত বিশাল জনসমাগম হবে?
34 যীশু তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কয়টি রুটি
আছে? তারা বলল, সাতটি এবং কয়েকটি ছোট মাছ৷
35 তারপর তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ
করলেন৷
36 তখন তিনি সেই সাতটি রুটি ও মাছ নিয়ে ধন্যবাদ
জানালেন, ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের
দিলেন এবং শিষ্যরা লোকেদেরকে দিলেন৷
37 আর তারা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হল, এবং সাত ঝুড়ি ভর্তি
ভাঙা মাংস তুলে নিল৷
38 আর যারা ভোজন করত তারা ছিল চার হাজার পুরুষ,
নারী ও শিশু ছাড়া।
39 তিনি লোকদের বিদায় করে জাহাজে করে মগডালার
উপকূলে এলেন৷

অধ্যায় 16

1 ফরীশীরাও সদ্দূকীদের সঙ্গে এসে যীশুকে প্রলুব্ধ করতে
লাগল, যেন তিনি তাদের স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন দেখান৷
2 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' সন্ধ্যা হলে তোমরা
বলছ, আবহাওয়া ভালো হবে, কারণ আকাশ লাল।
3 এবং সকালে, এটা আজ খারাপ আবহাওয়া হবে: কারণ
আকাশ লাল এবং নীচু হয়. হে মুনাফিকরা, তোমরা
আকাশের মুখ দেখতে পারো; কিন্তু কালের চিহ্ন কি তোমরা
বুঝতে পার না?
4 একটি দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্ম একটি চিহ্ন খোঁজে; এবং
সেখানে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু নবী জোনাস এর
চিহ্ন. তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন৷
5 আর তাঁর শিষ্যরা যখন ওপারে এলেন, তারা রুটি নিতে
ভুলে গেলেন৷
6 তখন যীশু তাদের বললেন, সাবধান, ফরীশী ও
সদ্দূকীদের খামির থেকে সাবধান!
7 তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'আমরা রুটি
খাইনি বলেই এটা হয়েছে৷'

8 যীশু যখন বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, ' ওহে অল্পবিশ্বাসী, তোমরা কেন রুটি নিয়ে আনোনি বলে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছ?
9 তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না, সেই পাঁচ হাজার লোকের পাঁচটি রুটি আর কত ঝুড়ি নিয়েছিলে তা কি মনে নেই?
10 চার হাজারের সাতটি রুটিও নয়, আর কত ঝুড়ি নিয়েছিলে?
11 তোমরা কি করে বুঝতে পারছ না যে আমি তোমাদেরকে রুটির বিষয়ে বলিনি, ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সাবধান থাকবেন?
12 তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের রুটির খামির থেকে সাবধান না হয়ে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মতবাদ থেকে সাবধান হন৷
13 যীশু যখন সিজারিয়া ফিলিপীর উপকূলে এলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, ' মানুষের পুত্র আমি কাকে বলে?
14 তারা বলল, কেউ কেউ বলে যে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন: কেউ কেউ ইলিয়াস; এবং অন্যরা, Jeremias, অথবা একজন ভাববাদী।
15 তিনি তাদের বললেন, কিন্তু তোমরা বল যে আমি কে?
16 শিমোন পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, তুমিই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র৷
17 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি ধন্য, শিমোন বারজোনা, কারণ মাংস ও রক্ত তোমার কাছে তা প্রকাশ করেনি, কিন্তু আমার স্বর্গের পিতাই তা প্রকাশ করেছেন৷'
18 আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার গির্জা নির্মাণ করব; এবং জাহান্নামের দরজা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে না।
19 এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব: এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে তা স্বর্গে আবদ্ধ থাকবে: আর তুমি পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে তা স্বর্গে খুলে দেওয়া হবে৷
20 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ করলেন যে, তারা যেন কাউকে না বলে যে তিনিই যীশু খ্রীষ্ট।
21 সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে শুরু করলেন যে, কীভাবে তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে, এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, এবং নিহত হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে৷
22 তখন পিতর তাঁকে ধরে ধমক দিতে লাগলেন, 'প্রভু, এটা আপনার কাছ থেকে দূরে থাক, এটা আপনার জন্য হবে না৷'
23 কিন্তু তিনি ফিরে গিয়ে পিতরকে বললেন, শয়তান, তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও, তুমি আমার কাছে অপরাধী, কারণ তুমি ঈশ্বরের জিনিস নয়, কিন্তু যা মানুষের কাছ থেকে সেগুলিই উপভোগ কর৷
24 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' যদি কেউ আমার পিছনে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং তার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক৷'
25 কারণ যে তার জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে, আর যে আমার জন্য তার জীবন হারায় সে তা পাবে৷
26 একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে এবং নিজের প্রাণ হারায় তবে তার কি লাভ? অথবা একজন মানুষ তার আত্মার বিনিময়ে কি দেবে?
27 কারণ মানবপুত্র তাঁর পিতার মহিমায় তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে আসবেন৷ তারপর তিনি প্রত্যেককে তার কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন৷
28 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, যারা মানবপুত্রকে তার রাজ্যে আসতে না দেখলে মৃত্যুর স্বাদ পাবে না৷

অধ্যায় 17

1 আর ছয় দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে নিয়ে এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন৷
2 এবং তাদের সামনে রূপান্তরিত হল: এবং তার মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল, এবং তার পোশাক আলোর মত সাদা ছিল.
3 আর দেখ, মূসা ও ইলিয়াস তাঁহার সহিত কথা বলছিলেন।
4 তখন পিতর উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে থাকা আমাদের জন্য ভাল৷ আপনি যদি চান তবে আসুন আমরা এখানে তিনটি তাঁবু তৈরি করি৷ একটি তোমার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি ইলিয়াসের জন্য৷
5 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল; আর সেই মেঘের মধ্য থেকে একটি রব এল, যা বলছে, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি সন্তুষ্ট৷ তার কথা শুনুন।
6 শিষ্যরা তা শুনে মুখ থুবড়ে পড়লেন এবং ভয় পেলেন৷
7 যীশু এসে তাদের স্পর্শ করে বললেন, ওঠ, ভয় পেয়ো না৷
8 তারা যখন চোখ তুলে তাকালো, তখন কেবল যীশু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না৷
9 তারা পর্বত থেকে নেমে আসার সময় যীশু তাদের হুকুম দিয়ে বললেন, মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই দর্শন কাউকে বলবেন না৷
10 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলছেন যে ইলিয়াসকে প্রথমে আসতে হবে?
11 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ইলিয়াস সত্যিই প্রথমে আসবেন এবং সবকিছু ফিরিয়ে আনবেন৷
12 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ইলিয়াস ইতিমধ্যেই এসেছেন, এবং তারা তাকে চিনতে পারেনি, কিন্তু তারা যা বলেছিল তাই করেছে৷ একইভাবে মনুষ্যপুত্রও তাদের কষ্ট ভোগ করবেন৷
13 তখন শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলেছেন৷
14তাঁরা যখন জনতার কাছে এলেন, তখন একজন লোক তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বলল,
15 প্রভু, আমার ছেলের প্রতি দয়া করুন: কারণ সে পাগল এবং ক্ষিপ্ত, কারণ সে প্রায়ই আগুনে, আবার অনেকবার জলে পড়ে।
16 এবং আমি তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা তাকে সুস্থ করতে পারেনি৷
17 তখন যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, হে অবিশ্বাসী ও বিকৃত প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব?

কতদিন তোমাকে কষ্ট দিব? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।
18 আর যীশু শয়তানকে ধমক দিলেন; এবং তিনি তার কাছ থেকে চলে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল।
19 তখন শিষ্যরা আলাদা হয়ে যীশুর কাছে এসে বললেন, আমরা তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না কেন?
20 যীশু তাদের বললেন, ' তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য, কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের সরিষার দানার মতোও বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে অন্য জায়গায় যাও। এবং এটি অপসারণ করা হবে; এবং আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।
21 যদিও এই ধরনের প্রার্থনা এবং উপবাস ছাড়া বের হয় না.
22 তারা যখন গালীলে অবস্থান করছিলেন, তখন যীশু তাদের বললেন, মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
23 আর তারা তাকে হত্যা করবে এবং তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে। এবং তারা খুব দুঃখিত ছিল.
24 তারা কফরনাহূমে এলে যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে বলল, তোমার প্রভু কি খাজনা দেন না?
25 তিনি বললেন, হ্যাঁ। যীশু যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন যীশু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে প্রথা বা সম্মানী গ্রহণ করেন? তাদের নিজের সন্তানের, নাকি অপরিচিতদের?
26 পিতর তাঁকে বললেন, 'অপরিচিতদের থেকে।' যীশু তাকে বললেন, তাহলে ছেলেমেয়েরা মুক্ত হয়েছে।
27 তবুও, পাছে আমরা তাদের বিরক্ত না করি, আপনি সমুদ্রের কাছে যান এবং একটি হুক ছুঁড়ে ফেলুন এবং প্রথম যে মাছটি উঠে আসবে তা তুলে নিন। এবং আপনি যখন তার মুখ খুলবেন, তখন আপনি এক টুকরো টাকা পাবেন: যা নিন এবং আমার এবং আপনার জন্য তাদের দিয়ে দিন।

অধ্যায় 18

1 সেই সময় শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, স্বর্গরাজ্যে কে শ্রেষ্ঠ?
2 আর যীশু একটি ছোট শিশুকে ডেকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন।
3 এবং বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমরা রূপান্তরিত না হও এবং ছোট বাচ্চাদের মতো না হও, তবে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।
4অতএব যে কেউ নিজেকে এই ছোট্ট শিশুর মতো নত করবে, সে স্বর্গরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।
5 আর যে আমার নামে এমন একটি ছোট শিশুকে গ্রহণ করবে সে আমাকে গ্রহণ করবে।
6কিন্তু এই ছোটদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদের একজনকে যে অসন্তুষ্ট করবে, তার জন্য ভাল ছিল যে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হত।
7 অপরাধের জন্য জগতের জন্য ধিক্! কারণ এটা অবশ্যই হওয়া উচিত যে অপরাধ আসে; কিন্তু ধিক সেই লোককে যার দ্বারা অপরাধ আসে!
8 সেইজন্য যদি তোমার হাত বা পা তোমাকে আঘাত করে, তবে সেগুলি কেটে ফেল এবং তোমার কাছ থেকে ফেলে দাও: দু'হাত বা দু'পা অনন্ত আগুনে ফেলার চেয়ে থেমে বা পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
9 আর যদি তোমার চোখ তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে তা উপড়ে ফেলো এবং তোমার কাছ থেকে তা ফেলে দাও: দুই চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ দিয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
10 সাবধান! কারণ আমি তোমাদের বলছি, স্বর্গে তাদের ফেরেশতারা সর্বদা আমার স্বর্গের পিতার মুখ দেখেন।
11কারণ মানবপুত্র এসেছেন তা রক্ষা করতে যা হারিয়ে গেছে।
12 কেমন মনে হয়? যদি একজন মানুষের একশটি ভেড়া থাকে, এবং তার মধ্যে একটি বিপথগামী হয়, তবে সে কি নিরানব্বইটিকে ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে পথভ্রষ্টের সন্ধান করবে না?
13 এবং যদি তাই হয় যে সে এটি খুঁজে পায়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে সেই নিরানব্বইটি মেষের চেয়ে বেশি আনন্দিত হয় যা বিপথে যায় নি।
14 তবুও তোমাদের স্বর্গের পিতার ইচ্ছা নয় যে, এই ছোটদের মধ্যে একজন বিনষ্ট হোক।
15 তাছাড়া যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তবে তাকে গিয়ে তোমার এবং তার মধ্যে তার দোষ বল, যদি সে তোমার কথা শোনে তবে তুমি তোমার ভাইকে লাভ করেছ।
16 কিন্তু যদি সে তোমার কথা না শোনে, তবে তোমার সাথে আরও দু-একজন নিয়ে যাও, যাতে দু-তিনজন সাক্ষীর মুখে প্রতিটা কথা স্থির হয়।
17 এবং যদি সে তাদের কথা শুনতে অবহেলা করে, তবে গির্জাকে বলুন: কিন্তু যদি সে মন্ডলীর কথা শুনতে অবহেলা করে, তবে সে আপনার কাছে একজন বিধর্মী মানুষ এবং একজন কর আদায়কারী হিসাবে থাকুক।
18 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা বাঁধবে তা স্বর্গে বাঁধা থাকবে।
19 আমি আবার তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে দুজন যদি পৃথিবীতে একমত হন যে তারা যে কোন জিনিসকে স্পর্শ করতে চান, তা আমার স্বর্গের পিতার কাছ থেকে তাদের জন্য করা হবে।
20 কারণ যেখানে আমার নামে দু'জন বা তিনজন একত্রিত হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে আছি।
21 তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, কতবার আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত?
22 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর বার সাত বার পর্যন্ত।
23 তাই স্বর্গরাজ্যকে একজন নির্দিষ্ট রাজার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে তার দাসদের হিসাব নেবে।
24 এবং যখন তিনি গণনা করা শুরু করলেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল, যে তার কাছে দশ হাজার তালন্ত ঋণী ছিল।

25 কিন্তু যেহেতু তাকে টাকা দিতে হয় নি, তাই তার প্রভু তাকে এবং তার স্ত্রী, সন্তানদের এবং তার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে দিতে এবং অর্থ প্রদানের আদেশ দেন।
26সেই ভৃত্যটি উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমার সঙ্গে ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সব টাকা দেবো'
27তখন সেই দাসের মনিব মমতায় আপ্লুত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন এবং তার ঋণ মাফ করলেন।
28 কিন্তু সেই চাকরটি বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের মধ্যে একজনকে দেখতে পেল, যে তার কাছে একশো পেন্সি পাওনা ছিল৷ সে তার গায়ে হাত রেখে তাকে গলা ধরে বলল, তুমি যা পাও, আমাকে শোধ কর৷
29 তখন তাঁর সহকর্মী তাঁর পায়ের কাছে পড়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধর, আমি তোমার সব টাকা দেবা
30 কিন্তু সে রাজি হল না, কিন্তু গিয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল, যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধ করবে৷
31তখন তাঁহার সহকর্মীরা যাহা হইয়াছে তা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং যাহা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া তাহাদের মনিবের কাছে সমস্ত কথা বলিল।
32 তখন তার প্রভু তাকে ডাকার পর তাকে বললেন, ওরে দুষ্ট দাস, আমি তোমার সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলাম, কারণ তুমি আমাকে চাও৷
33 আমি যেমন তোমার প্রতি করুণা করেছি, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার মমতা করা উচিত ছিল না?
34 এবং তার প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাকে যন্ত্রণাদাতাদের হাতে তুলে দিলেন, যতক্ষণ না তিনি তার সমস্ত পাওনা পরিশোধ করেন৷
35 আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি একইভাবে করবেন, যদি তোমরা প্রত্যেকে তার ভাইকে তাদের অপরাধ ক্ষমা না কর৷

অধ্যায় 19

1 যীশু এই সব কথা শেষ করে গালীল থেকে চলে গেলেন এবং জর্ডানের ওপারে যিহূদিয়ার উপকূলে এলেন৷
2 আর বহু জনতা তাঁকে অনুসরণ করল৷ সেখানে তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
3 ফরীশীরাও যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বললেন, একজন পুরুষের পক্ষে কি তার স্ত্রীকে সব কারণে ত্যাগ করা বৈধ?
4তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, তোমরা কি পড়নি যে, যিনি শুরুতে তাদের তৈরি করেছিলেন তিনিই তাদের পুরুষ ও নারী করেছেন?
5 আর বললেন, এই কারণে একজন মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে আঁকড়ে থাকবে, আর তারা দুজনে এক মাংস হবে?
6 তাই তারা আর দ্বৈত নয়, কিন্তু এক মাংস৷ তাই ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক৷
7তারা তাঁকে বলল, 'তাহলে মূসা কেন তাকে তালাক দেওয়ার এবং তাকে ত্যাগ করার আদেশ দিলেন?
8তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য মোশি তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু শুরু থেকে তা হয়নি৷
9 আর আমি তোমাদের বলছি, ব্যভিচার ছাড়া যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং অন্যকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে৷
10 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, স্ত্রীর সঙ্গে যদি পুরুষের অবস্থা এমন হয় তবে বিয়ে করা ভাল নয়৷
11 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' সকল লোকই এই কথা গ্রহণ করতে পারে না, যাঁদের দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া৷
12 কারণ কিছু নপুংসক আছে, যারা তাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমনভাবে জন্ম নিয়েছে: এবং কিছু নপুংসক আছে, যারা পুরুষদের নপুংসক হয়েছে: এবং কিছু নপুংসক আছে, যারা স্বর্গের রাজ্যের জন্য নিজেদেরকে নপুংসক করেছে৷ যে এটি গ্রহণ করতে সক্ষম, সে গ্রহণ করুক।
13 তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের গায়ে হাত রেখে প্রার্থনা করেন৷
14 কিন্তু যীশু বললেন, ' ছোট বাচ্চাদের কষ্ট দাও, আমার কাছে আসতে তাদের নিষেধ করো না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই৷'
15 তিনি তাদের গায়ে হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন৷
16আর, দেখ, একজন আসিয়া তাঁহাকে কহিল, উত্তম গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমি কি ভাল কাজ করব?
17 তিনি তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? এক, অর্থাৎ, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই৷
18 তিনি তাকে বললেন, কোনটি? যীশু বললেন, তুমি খুন করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
19 তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত ভালবাস।
20 যুবকটি তাকে বলল, 'আমি আমার যৌবনকাল থেকে এই সব কিছু বজায় রেখেছি, আমার এখনও কিসের অভাব?
21 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি যদি নিখুঁত হতে চাও, যাও যা তোমার আছে তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দিয়ে দাও, তাহলে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে৷ আর এসে আমার অনুসরণ করো৷'
22 কিন্তু যুবকটি এই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল৷
23 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, একজন ধনী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না৷'
24 আবার আমি তোমাদের বলছি, একজন ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ৷
25 তা শুনে তাঁর শিষ্যরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
26 কিন্তু যীশু তাদের দেখে বললেন, ' মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব৷ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব।
27 তখন পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'দেখুন, আমরা সব ত্যাগ করে তোমাকে অনুসরণ করেছি৷ তাই আমাদের কি হবে?

28 যীশু তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা আমাকে অনুসরণ করেছ, পুনর্জন্মের সময় যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসবে এবং বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করবে৷ ইজরায়েল।
29 আর যে কেউ আমার নামের জন্য ঘরবাড়ি, ভাই, বোন, বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা জমি পরিত্যাগ করেছে, সে একশো গুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে৷
30 কিন্তু যারা প্রথম তারা অনেক শেষ হবে৷ এবং শেষ প্রথম হবে.

অধ্যায় 20

1 কারণ স্বর্গরাজ্য একজন গৃহকর্তার মতো, যে খুব ভোরে তার দ্রাক্ষা ক্ষেতে মজুর নিয়োগ করতে বেরিয়েছিল৷
2 আর তিনি মজুরদের সঙ্গে একদিনের এক পয়সা সম্মত হয়ে তাদের আংগুর ক্ষেতে পাঠালেন৷
3পরে তিনি প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে বাইরে গেলেন, আর দেখলেন অন্যরা বাজারে অলস দাঁড়িয়ে আছে৷
4 আর তাদের বললেন; তোমরাও আংগুর ক্ষেতে যাও, আর যা ঠিক তাই আমি তোমাদের দেব৷ এবং তারা তাদের পথে চলে গেল।
5 তিনি আবার প্রায় ষষ্ঠ এবং নবম ঘন্টার বাইরে গেলেন এবং একইভাবে করলেন৷
6 এবং প্রায় এগারো ঘন্টা তিনি বাইরে গিয়ে অন্যদের অলস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, কেন তোমরা এখানে সারাদিন অলস দাঁড়িয়ে আছ?
7 তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউ আমাদের ভাড়া করে নি৷ তিনি তাদের বললেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও৷ আর যা সঠিক, তাই পাবে৷
8 সন্ধ্যা হলেই আংগুর ক্ষেতের মালিক তার কর্মচারীকে বললেন, মজুরদের ডেকে তাদের বেতন দাও, শেষ থেকে শুরু করে প্রথম পর্যন্ত৷
9 এবং যখন তারা এগারো ঘন্টার মধ্যে যারা ভাড়া করা হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে একটি করে টাকা পেল৷
10 কিন্তু যখন প্রথম এল, তখন তারা মনে করেছিল যে তাদের আরও পাওয়া উচিত ছিল৷ এবং তারা একইভাবে প্রত্যেককে একটি করে পয়সা পেল৷
11আর তা পেয়ে তারা বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে বিড়বিড় করল,
12 বলছিলেন, এই শেষেরা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, এবং আপনি তাদের আমাদের সমান করেছেন, যারা দিনের বোঝা এবং তাপ বহন করেছে।
13 কিন্তু তিনি তাদের একজনকে উত্তর দিয়ে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার কোন অন্যায় করিনি: তুমি কি আমার সাথে এক পয়সাও রাজি হওনি?
14 তোমার যা আছে তা নাও, তোমার পথে যাও: আমি তোমার মত এই শেষকেও দেব।
15 আমার নিজের দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করা কি আমার পক্ষে বৈধ নয়? আমি ভালো বলে তোমার চোখ কি খারাপ?
16 তাই শেষ যারা হবে তারা প্রথম হবে এবং প্রথমটি শেষ হবে৷
17 আর যীশু জেরুজালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, পথে সেই বারোজন শিষ্যকে আলাদা করে নিয়ে গিয়ে বললেন,
18দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছে ধরিয়ে দেওয়া হবে এবং তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে৷
19 এবং তাকে উপহাস করতে, চাবুক মারার জন্য এবং ক্রুশে দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবেন, এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হবেন৷
20 তারপর সিবদিয়ের সন্তানদের মা তার ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর কাছে কিছু কামনা করলেন৷
21 তিনি তাকে বললেন, তুমি কি চাও? সে তাকে বলল, 'আমার এই দুই ছেলেকে তোমার রাজ্যে বসতে দাও, একজন তোমার ডানদিকে আর অন্যজন বাঁদিকে৷'
22 কিন্তু যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা কি চাও তা জান না৷ আমি যে পানপাত্রে পান করব তা থেকে কি তোমরা পান করতে পারবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিচ্ছি তাতে বাপ্তিস্ম নিতে পারবে? তারা তাকে বলে, আমরা সক্ষম।
23 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অবশ্যই আমার পানপাত্র থেকে পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, তাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে৷ কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁ দিকে বসতে পারা আমার নয়, কিন্তু তা হবে৷ আমার পিতা যাদের জন্য এটি প্রস্তুত করেছেন তাদের দেওয়া হয়েছে৷
24 আর দশজন শিষ্য একথা শুনে সেই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে রেগে গেল৷
25 কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন, ' তোমরা জানো যে, অইহুদীদের শাসনকর্তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে এবং যারা বড় তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
26 কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হবে না৷
27 আর যে তোমাদের মধ্যে প্রধান হতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়।
28 যেমন মনুষ্যপুত্র এসেছিলেন পরিচর্যা করতে নয়, পরিচর্যা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য দিতে এসেছিলেন৷
29 তারা যখন জেরিকো থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন এক বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করল৷
30 আর দেখ, দু'জন অন্ধ পথের ধারে বসে আছে, যখন তারা শুনল যে যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন চিৎকার করে বললেন, হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
31 এবং জনতা তাদের ধমক দিল, কারণ তারা তাদের শান্ত থাকুক, কিন্তু তারা আরও চিৎকার করে বলল, হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
32তখন যীশু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের কি করিব?
33 তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমাদের চোখ খুলে যাবে৷'
34তখন যীশু তাদের প্রতি করুণা করলেন, এবং তাদের চোখ ছুঁলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ দেখা গেল এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করল৷

অধ্যায় 21

1আর তারা যখন জেরুজালেমের কাছাকাছি এসে জৈতুন পাহাড়ের কাছে বেথফগে এলো, তখন যীশুকে দুজন শিষ্য পাঠালেন,
2 তাদের বললেন, ' তোমাদের সামনের গ্রামে যাও, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা গাধা তার সঙ্গে আছে; সেগুলো খুলে দাও এবং আমার কাছে নিয়ে আস।'
3 আর যদি কেউ তোমাদেরকে কিছু বলে, তবে বলবে, প্রভুর তাদের প্রয়োজন আছে৷ এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাঠাবেন।
4 এই সব করা হল, যেন ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়৷
5 তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বলো, দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, নম্র, এবং একটি গাধার উপরে বসে আছে, এবং একটি গাধার বাচ্চা।
6তখন শিষ্যরা গিয়া যীশুর আজ্ঞা অনুসারেই করিলেন।
7 এবং গাধাটি ও গাধাটিকে নিয়ে এসে তাদের গায়ে তাদের কাপড় পরিয়ে দিল এবং তারা তাকে তার উপরে বসিয়ে দিল।
8 আর এক বিরাট জনতা তাদের জামাকাপড় রাস্তায় ছড়িয়ে দিল৷ অন্যরা গাছের ডাল কেটে পথের মধ্যে খড়কুটো করে।
9 আর যে জনতা আগে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠল, 'দায়ূদের পুত্রের জন্য হোসানা: ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন৷ সর্বোচ্চে হোসান্না।
10 আর তিনি যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন সমস্ত শহর আন্দোলিত হয়ে বলল, 'ইনি কে?
11 তখন লোকে বলল, 'ইনি গালীলের নাসরতের ভাববাদী যীশু৷'
12 আর যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন, এবং মন্দিরে যারা বেচা-কেনা করত তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং টাকা বদলকারীদের টেবিল এবং যারা ঘুঘু বিক্রি করত তাদের আসন উল্টে দিলেন,
13 আর তাদের বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, আমার ঘরকে প্রার্থনার ঘর বলা হবে৷ কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের আস্তানা বানিয়েছ।
14 আর অন্ধ ও খোঁড়ারা মন্দিরে তাঁর কাছে এল৷ তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
15 আর যখন প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা দেখলেন যে, তিনি যা করতেন সেই সব আশ্চর্য কাজ, এবং মন্দিরে ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে এবং বলছে, 'দায়ূদের পুত্রকে হোসান্না'। তারা খুব অসন্তুষ্ট ছিল,
16 তিনি তাকে বললেন, এরা কি বলে তুমি কি শুনছ? যীশু তাদের বললেন, হ্যাঁ; তোমরা কি কখনও পড় নি, বাল্য ও দুধের বাচ্চাদের মুখ থেকে প্রশংসা নিখুঁত করেছ?
17 পরে তিনি তাদের ছেড়ে নগর থেকে বেথানিয়াতে গেলেন; এবং তিনি সেখানে অবস্থান করলেন।
18 সকালবেলা তিনি শহরে ফিরতে ফিরতে ক্ষুধার্ত হলেন৷
19 পথের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ দেখে সে তার কাছে আসল, আর তাতে শুধু পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না, আর বলল, ' এখন থেকে আর চিরকাল তোমার গায়ে ফল না পড়ুক৷' এবং বর্তমানে ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেছে।
20 শিষ্যরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ডুমুর গাছটা কত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল!
21 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে এবং সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি যা করা হয়েছে তা শুধু করবে না, কিন্তু যদি তোমরা এই পর্বতকে বল, 'তুমি সরে যাও'। , এবং তুমি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হও; এটা করা হবে
22 আর বিশ্বাস করে প্রার্থনায় যা কিছু চাইবে, সবই পাবে৷
23 তিনি যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন প্রধান যাজকেরা এবং লোকদের প্রাচীনরা যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি কোন অধিকারে এসব করছেন? কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?
24 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি তোমরা আমাকে বল, আমিও ঠিক সেইভাবে তোমাদের বলবো যে আমি কোন ক্ষমতায় এসব করছি৷
25 যোহনের বাপ্তিস্ম, কোথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গ থেকে, না মানুষের? তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে!' তিনি আমাদের বলবেন, তাহলে কেন তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি?
26 কিন্তু আমরা যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে; আমরা মানুষকে ভয় করি; সকলেই যোহনকে একজন নবী হিসাবে ধরে রেখেছেন।
27 তারা যীশুকে উত্তর দিয়ে বলল, আমরা বলতে পারব না৷ তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের বলব না কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি৷'
28 কিন্তু তোমরা কি মনে কর? এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল; তিনি প্রথমটির কাছে এসে বললেন, 'বাছা, আজ আমার দ্রাক্ষা ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর৷'
29 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি দেব না; কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে চলে গেলেন।
30 আর তিনি দ্বিতীয়জনের কাছে এসে একইভাবে বললেন৷ তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি, স্যার, কিন্তু গেল না।
31 তাদের দুজনের মধ্যে কি তার পিতার ইচ্ছা পালন করেছে? তারা তাকে বলে, প্রথম। যীশু তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর আদায়কারী ও বেশ্যারা তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে৷
32 কারণ যোহন ধার্মিকতার পথে তোমাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি৷ কিন্তু কর আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল৷ আর তোমরা তা দেখেও পরে অনুতপ্ত হলে না, যাতে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পার৷
33 আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন: একজন গৃহকর্তা ছিলেন, তিনি একটি আংগুর ক্ষেত রোপণ করেছিলেন, এবং তার চারপাশে হেলিয়েছিলেন, এবং তাতে একটি দ্রাক্ষারস খনন করেছিলেন এবং একটি টাওয়ার তৈরি করেছিলেন এবং তা কৃষকদের কাছে দিয়েছিলেন এবং দূর দেশে চলে গিয়েছিলেন৷
34 ফলের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর দাসদের চাষীদের কাছে পাঠালেন, যেন তারা ফল পান৷

35 আর চাষীরা তাঁর দাসদের ধরে নিয়ে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল।
36 আবার, তিনি প্রথমের চেয়ে আরও বেশি দাস পাঠালেন, এবং তারা তাদের প্রতি একই রকম ব্যবহার করল।
37 কিন্তু সব শেষে তিনি তাঁর ছেলেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে বললেন, তারা আমার ছেলেকে সম্মান করবে।
38 কিন্তু চাষীরা ছেলেটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, 'ইনিই উত্তরাধিকারী। আসুন, আমরা তাকে হত্যা করি এবং তার উত্তরাধিকার দখল করি।
39 তারা তাকে ধরে আংগুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে মেরে ফেলল।
40 তাই আংগুর ক্ষেতের মালিক যখন আসবেন, তখন তিনি সেই চাষীদের কি করবেন?
41 তারা তাকে বলল, তিনি সেই দুষ্ট লোকদের খুব খারাপভাবে ধ্বংস করবেন, এবং তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্য চাষীদের কাছে ছেড়ে দেবেন, যা তাকে তাদের ঋতুতে ফল দেবে।
42 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি ধর্মগ্রন্থে কখনও পড় নি, যে পাথরটি নির্মাণকারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই পাথরটিই কোণার মাথা হয়ে গেছে: এটি প্রভুর কাজ এবং আমাদের চোখে এটি বিস্ময়কর?
43 সেইজন্য আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং সেই জাতিকে দেওয়া হবে যারা তার ফল দেবে।
44 আর যে কেউ এই পাথরের উপর পড়বে সে ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু যার গায়ে পড়বে, তাকে গুঁড়ো করে ফেলবে।
45 প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা তাঁর দৃষ্টান্ত শুনে বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের বিষয়েই বলছেন।
46 কিন্তু যখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, তখন তারা লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা তাঁকে ভাববাদী বলে গ্রহণ করেছিল।

অধ্যায় 22

1 যীশু উত্তর দিলেন এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের আবার বললেন,
2 স্বর্গরাজ্য হল একজন নির্দিষ্ট রাজার মত, যে তার ছেলের জন্য বিয়ে করেছিল,
3 আর যাঁদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের ডাকতে তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসবে না।
4 আবার, তিনি অন্য দাসদের পাঠিয়ে বললেন, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের বল, দেখ, আমি আমার রাতের খাবার প্রস্তুত করেছি: আমার গরু ও মোটা বাচ্চাগুলো মেরে ফেলা হয়েছে, এবং সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে: বিয়েতে এসো।
5 কিন্তু তারা এটাকে আলোকিত করে তাদের পথ চলে গেল, একজন তার খামারে, অন্যজন তার ব্যবসায়ের দিকে।
6 আর অবশিষ্ট লোকেরা তাঁর দাসদের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি কৃপণতা করে তাদের মেরে ফেলল।
7 কিন্তু রাজা তা শুনে রেগে গেলেন, এবং তিনি তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন এবং তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।
8 তারপর তিনি তাঁর দাসদের বললেন, 'বিয়ের প্রস্তুত, কিন্তু যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তারা যোগ্য ছিল না।
9 তাই তোমরা রাজপথে যাও, আর যতজনকে পাবে, বিয়ে করতে দাও।
10 সেইজন্য সেই চাকরেরা রাজপথে বেরিয়ে গেল, এবং খারাপ ও ভাল উভয়েই যতজনকে পেয়েছিল, তাদের সবাইকে জড়ো করল; এবং বিবাহ অতিথিদের সাথে সজ্জিত হল।
11 রাজা অতিথিদের দেখতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যার গায়ে বিয়ের পোশাক ছিল না।
12 তিনি তাকে বললেন, 'বন্ধু, বিয়ের পোশাক না পরে এখানে কীভাবে এলে? আর সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।
13 তারপর রাজা দাসদের বললেন, তার হাত পা বেঁধে তাকে নিয়ে যাও এবং বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।
14কেননা ডাকা হয় অনেক, কিন্তু মনোনীত হয় অল্প সংখ্যক।
15 তখন ফরীশীরা গিয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন কীভাবে তাঁকে তাঁর কথাবার্তায় জড়ানো যায়।
16 আর তারা হেরোদীয়দের সঙ্গে তাদের শিষ্যদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে বলল, 'গুরু, আমরা জানি যে আপনি সত্য, এবং আপনি সত্যে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দেন, আপনি কারোরই পরোয়া করেন না, কারণ আপনি মানুষের ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেন না।
17 তাই বলুন, আপনি কি মনে করেন? সিজারের কাছে খাজনা দেওয়া কি বৈধ, নাকি না?
18 কিন্তু যীশু তাদের দুষ্টতা বুঝতে পেরে বললেন, হে ভণ্ডেরা, কেন আমাকে পরীক্ষা করছ?
19 খাজনার টাকা আমাকে দেখাও। তারা তার কাছে একটি পয়সা নিয়ে এল।
20 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এই মূর্তি ও লেখা কার?
21 তারা তাঁকে বলল, সিজারের। তখন তিনি তাদের বললেন, ' অতএব যা সিজারের তা সিজারকে দাও। এবং ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বরের জিনিস.
22 এই কথা শুনে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।
23সেই দিন সেই সদ্দূকীরা তাঁর কাছে এসে বলল, যারা বলে যে পুনরুত্থান নেই, তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,
24 কহিলেন, প্রভু, মূসা কহিলেন, যদি কোন লোক মারা যায়, যদি তার কোন সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে।
25 এখন আমাদের সাথে সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি, যখন তিনি একটি স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন, তখন তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং কোন সমস্যা না থাকায়, তার স্ত্রীকে তার ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।
26 একইভাবে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি সপ্তম পর্যন্ত।
27 আর সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল।
28 সুতরাং পুনরুত্থানে সে সাতজনের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কারণ তাদের সকলেরই তাকে ছিল।
29 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা ভুল করছ, না শাস্ত্র, না ঈশ্বরের শক্তি জানা।

30 কারণ পুনরুত্থানে তারা বিয়েও করে না, বিয়েও করা হয় না, কিন্তু তারা স্বর্গে ঈশ্বরের ফেরেশতাদের মতো থাকে।
31 কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থানকে স্পর্শ করার মতো, ঈশ্বরের দ্বারা তোমাদের কাছে যা বলা হয়েছিল, তোমরা কি তা পাঠ করনি,
32 আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর? ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর।
33 এই কথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হল৷
34 কিন্তু ফরীশীরা যখন শুনল যে, তিনি সদ্দূকীদের চুপ করে দিয়েছেন, তখন তারা একত্র হল৷
35তখন তাদের মধ্যে একজন, যিনি একজন আইনজীবী ছিলেন, তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন, তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বললেন,
36 প্রভু, বিধি-ব্যবস্থার মহান আজ্ঞা কোনটি?
37 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে৷
38 এই প্রথম এবং মহান আদেশ.
39 এবং দ্বিতীয়টি এর মত হল, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে৷
40 এই দুটি আদেশের উপর সমস্ত আইন ও ভাববাদীরা ঝুলে আছে৷
41 ফরীশীরা যখন একত্র হল, তখন যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,
42 তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে কি মনে কর? সে কার ছেলে? তারা তাঁকে বলে, 'দায়ূদের পুত্র৷'
43 তিনি তাদের বললেন, তাহলে দায়ূদ কীভাবে আত্মায় তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন?
44 প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় না রাখি ততক্ষণ তুমি আমার ডানদিকে বসো?
45 দায়ূদ যদি তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তবে তিনি কেমন করে তাঁর পুত্র?
46 আর কেউই তাঁকে একটি কথার উত্তর দিতে সক্ষম হল না, সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর প্রশ্ন করার সাহস করল না৷৷

অধ্যায় 23

1 তারপর যীশু লোকদের কাছে এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে বললেন,
2 বললেন, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং ফরীশীরা মোশির আসনে বসে আছেন:
3 তাই তারা আপনাকে যা কিছু পালন করতে বলে, সেগুলি পালন করুন এবং করুন৷ কিন্তু তোমরা তাদের কাজের অনুসরণ করো না, কারণ তারা বলে, কিন্তু করে না৷
4 কারণ তারা বহন করার জন্য ভারী বোঝা বেঁধে রাখে এবং পুরুষদের কাঁধে রাখে; কিন্তু তারা নিজেরা তাদের এক আঙুল দিয়ে নড়াচড়া করবে না।
5কিন্তু তাদের সমস্ত কাজই তারা করে যাতে তারা লোকেদের দেখা যায়: তারা তাদের ফিলাকট্রিগুলি প্রশস্ত করে এবং তাদের পোশাকের সীমানা বড় করে,
6আর ভোজের উপরের কক্ষগুলি এবং সমাজগৃহের প্রধান আসনগুলিকে ভালবাস,
7 এবং বাজারে অভিবাদন, এবং পুরুষদের, রাব্বি, রাব্বি বলা হবে.
8 কিন্তু তোমাদের রব্বি বলে ডাকো না, কারণ একজনই তোমাদের প্রভু, এমনকি খ্রীষ্টও৷ আর তোমরা সবাই ভাই ভাই৷
9 আর পৃথিবীতে কাউকে তোমার পিতা বলবেন না, কারণ একজনই তোমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন৷
10 তোমাদের গুরু বলা হবে না, কারণ একজনই তোমাদের প্রভু, এমনকি খ্রীষ্ট৷
11 কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে হবে তোমাদের দাস৷
12 আর যে নিজেকে বড় করবে সে অপমানিত হবে; আর যে নিজেকে নত করবে সে উঁচু হবে৷
13 কিন্তু ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা স্বর্গরাজ্যকে মানুষের বিরুদ্ধে বন্ধ করে রেখেছ৷
14 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস কর এবং ছলনা করে দীর্ঘ প্রার্থনা কর৷
15 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কেননা তোমরা সমুদ্র ও স্থল পরিক্রমা করে একজনকে ধর্মান্তরিত করতে, এবং যখন সে তৈরি হয়, তখন তোমরা তাকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি নরকের সন্তান বানাও।
16 ধিক্ তোমাদের, হে অন্ধ পথপ্রদর্শকরা, যারা বলে, যে কেউ মন্দিরের নামে শপথ করে, তা কিছুই নয়৷ কিন্তু যে কেউ মন্দিরের সোনার নামে শপথ করে, সে ঋণী!
17 হে মূর্খ ও অন্ধ, কেননা বড় কি সোনা, না মন্দির যে সোনাকে পবিত্র করে?
18 আর, যে বেদির নামে শপথ করে, তা কিছুই নয়; কিন্তু যে কেউ তার উপরে থাকা উপহারের নামে শপথ করে, সে দোষী।
19 হে মূর্খ ও অন্ধ, কেননা বড় কি উপহার, না বেদি যে উপহারকে পবিত্র করে?
20 সেইজন্য যে বেদীর নামে শপথ করে, সে তার ও তার ওপরের সমস্ত কিছুর শপথ করে৷
21 আর যে মন্দিরের নামে শপথ করে, সে তার এবং সেখানে যে বাস করে তার নামে শপথ করে৷
22 আর যে স্বর্গের নামে শপথ করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং যে তাতে বসে আছে তার নামে শপথ করে৷
23 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ আপনি পুদিনা, মৌরি এবং জিরার দশমাংশ দেন এবং আইন, বিচার, করুণা এবং বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাদ দিয়েছেন: এইগুলি আপনার করা উচিত ছিল এবং অন্যটিকে বাতিল না করা উচিত।
24 হে অন্ধ পথপ্রদর্শকগণ, যারা ভুতুকে চাপা দিয়ে উট গিলে খায়।
25 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা পানপাত্র ও থালার বাইরের অংশ পরিষ্কার কর, কিন্তু ভিতরে সেগুলো চাঁদাবাজি ও বাড়াবাড়িতে পরিপূর্ণ।

26 হে অন্ধ ফরীশী, আগে পেয়ালা ও থালার মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কার কর, যেন বাইরের অংশও পরিষ্কার হয়।
27 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা শুভ্র সমাধির মত, যেগুলো বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখায়, কিন্তু ভিতরে মৃত মানুষের হাড় ও সমস্ত অশুচিতায় পূর্ণ।
28 এমনিভাবে তোমরাও বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে ধার্মিক দেখাও, কিন্তু ভিতরে তোমরা ভণ্ডামি ও পাপাচারে পরিপূর্ণ৷
29 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি তৈরি কর এবং ধার্মিকদের সমাধিগুলিকে সজ্জিত কর,
30 আর বলুন, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তাহলে ভাববাদীদের রক্তে তাদের সঙ্গে অংশীদার হতাম না৷
31 সেইজন্য তোমরা নিজেদের কাছে সাক্ষী থাকো যে, তোমরা তাদেরই সন্তান যারা ভাববাদীদের হত্যা করেছিল৷
32 তোমাদের পূর্বপুরুষদের পরিমাপ তোমরা পূরণ কর৷
33 হে সর্প, হে সাপের প্রজন্ম, তোমরা কিভাবে নরকের শাস্তি থেকে বাঁচতে পার?
34 সেইজন্য, দেখ, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানী লোক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি: এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তোমরা হত্যা করবে এবং ক্রুশে দেবে৷ এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তোমরা তোমাদের সমাজগৃহে চাবুক মারবে এবং নগর থেকে শহরে তাদের তাড়না করবে৷
35 যাতে ধার্মিক হেবলের রক্ত থেকে শুরু করে বারাখিয়ার ছেলে জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ধার্মিক রক্তপাত হয়েছে, তা আপনার উপর আসতে পারে, যাকে তোমরা মন্দির ও বেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে।
36 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের ওপর এই সব ঘটনা ঘটবে৷
37 হে জেরুজালেম, জেরুজালেম, তুমি যে ভাববাদীদের হত্যা কর এবং তোমার কাছে প্রেরিত তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেল, যেমন একটি মুরগি তার মুরগিকে তার ডানার নিচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার সন্তানদেরকে কতবার একত্র করতাম, কিন্তু তুমি তা কর না!
38 দেখ, তোমার ঘর তোমার জন্য উজাড় হয়ে গেছে।
39 কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন৷

অধ্যায় 24

1 তখন যীশু মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর তাঁর শিষ্যরা তাঁকে মন্দিরের দালানগুলো দেখানোর জন্য তাঁর কাছে এলেন৷
2 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা এই সব দেখছ না? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটি পাথরের ওপর আরেকটি পাথর থাকবে না, যাকে ফেলে দেওয়া হবে না৷
3 আর তিনি যখন জলপাই পর্বতে বসেছিলেন, তখন শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে বললেন, আমাদের বলুন, এসব কখন হবে? এবং তোমার আগমন এবং জগতের শেষের চিহ্ন কি হবে?
4 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' সাবধান থেকো, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে৷
5 কারণ অনেকে আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট৷ এবং অনেককে প্রতারিত করবে।
6 আর তোমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব শুনতে পাবে৷ তোমরা যাতে বিচলিত না হও তা দেখো৷
7 কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে: এবং বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং ভূমিকম্প হবে৷
8 এ সবই দুঃখের শুরু।
9তখন তারা তোমাকে কষ্টের জন্য সমর্পণ করবে এবং তোমাকে মেরে ফেলবে এবং আমার নামের জন্য সমস্ত জাতি তোমাকে ঘৃণা করবে।
10 এবং তখন অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, এবং একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং একে অপরকে ঘৃণা করবে৷
11 এবং অনেক মিথ্যা ভাববাদী উঠবে এবং অনেককে প্রতারিত করবে৷
12 আর পাপাচার বেশী হবে বলে অনেকের ভালবাসা ঠান্ডা হয়ে যাবে।
13 কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করবে, সে রক্ষা পাবে৷
14 এবং রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্যের জন্য সমস্ত বিশ্বে প্রচার করা হবে; এবং তারপর শেষ হবে.
15 তাই যখন তোমরা ধ্বংসের ঘৃণ্য জিনিস দেখবে, যা দানিয়েল ভাববাদীর দ্বারা বলা হয়েছে, তখন পবিত্র স্থানে দাঁড়াবে, (যে পাঠ করবে সে বুঝুক:)
16তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক।
17 যে ঘরের ছাদে আছে সে যেন তার ঘর থেকে কিছু নিতে না আসে৷
18 যে ক্ষেতে আছে সে তার কাপড় নিতে ফিরে আসবে না৷
19 আর ধিক্ তাদের জন্য যারা গর্ভবতী এবং সেই দিনগুলিতে যারা স্তন্যপান করে!
20কিন্তু প্রার্থনা কর যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে না হয়, বিশ্রামবারেও না হয়৷
21 কারণ তখন মহাক্লেশ হবে, যেমন জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি, হবেও না৷
22 আর সেই দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা না হলে, কোন মাংস রক্ষা করা উচিত নয়; কিন্তু নির্বাচিতদের জন্য সেই দিনগুলি ছোট করা হবে৷
23 তারপর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এখানে আছেন বা সেখানে আছেন৷ বিশ্বাস করো না
24 কারণ সেখানে মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং মিথ্যা ভাববাদীরা উঠবেন, এবং মহান চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ দেখাবেন৷ এতটা যে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা নির্বাচিতদের প্রতারণা করবে।
25দেখ, আমি আগেও তোমাদের বলেছি৷
26 তাই যদি তারা তোমাকে বলে, দেখ, সে মরুভূমিতে আছে; বাইরে যাও না, দেখ, সে গুপ্ত কক্ষে আছে; বিশ্বাস করো না
27 কারণ বিদ্যুত যেমন পূর্ব দিক থেকে আসে এবং পশ্চিমে আলোকিত হয়; মানবপুত্রের আগমনও তাই হবে৷

28 কারণ মৃতদেহ যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে ঈগলরা একত্রিত হবে৷
29 সেই দিনগুলির ক্লেশের পরপরই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না, এবং তারাগুলি স্বর্গ থেকে পড়ে যাবে, এবং আকাশের শক্তিগুলি কেঁপে উঠবে:
30 এবং তারপর স্বর্গে মানবপুত্রের চিহ্ন প্রদর্শিত হবে: এবং তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি শোক করবে, এবং তারা মানবপুত্রকে স্বর্গের মেঘে শক্তি ও মহিমা নিয়ে আসতে দেখবে৷
31 আর তিনি তাঁর ফেরেশতাদের পাঠাবেন একটি শিঙার শব্দের সাথে, এবং তারা স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চার বায়ু থেকে তাঁর নির্বাচিতদের একত্রিত করবে।
32 এখন ডুমুর গাছের একটি দৃষ্টান্ত শিখুন; যখন তার ডাল কোমল থাকে এবং পাতা বের করে, তখন তোমরা জান যে গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে এসেছে।
33 একইভাবে তোমরাও যখন এই সব কিছু দেখবে, তখন জানবে যে এটা কাছে, এমনকী দরজার কাছে৷
34 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এই সমস্ত কিছু পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রজন্ম শেষ হবে না৷
35 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
36 কিন্তু সেই দিন ও ঘণ্টার কথা কেউ জানে না, না, স্বর্গের ফেরেশতারা জানে না, কেবল আমার পিতাই জানে৷
37 কিন্তু নোয়ের দিন যেমন ছিল, মানবপুত্রের আগমনও তেমনই হবে৷
38কারণ বন্যার আগেকার দিনে যেমন নোয়া জাহাজে ঢোকার দিন পর্যন্ত তারা ভোজন পান করত, বিয়ে করত ও বিয়ে করত।
39 বন্যা এসে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জানত না৷ মানবপুত্রের আগমনও তাই হবে৷
40 তখন দুজন মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
41 দু'জন মহিলা চাকিতে পিষতে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷
42 তাই জেগে থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কখন আসবেন তা তোমরা জান না৷
43কিন্তু একথা জেনে রেখো, চোর কোন প্রহরে আসবে তা যদি বাড়ির কর্তা জানতেন, তবে তিনি সজাগ থাকতেন, আর তাঁর বাড়ি ভাঙতে দিতেন না৷
44 সেইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাকো, কারণ যখন তোমরা ভাববেও না তখন মানবপুত্র আসবেন৷
45 তাহলে এমন একজন বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী দাস কে, যাকে তার প্রভু তার পরিবারের শাসনকর্তা করেছেন, তাদের যথাসময়ে মাংস দেওয়ার জন্য?
46 ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে এমন করতে দেখবেন৷
47 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে তাকে তার সমস্ত জিনিসপত্রের শাসনকর্তা করবে৷
48 কিন্তু সেই দুষ্ট ভৃত্য যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু তার আসতে দেরি করছেন৷
49 এবং তার সহকর্মীদের আঘাত করতে শুরু করবে, এবং মাতালদের সাথে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে;
50 সেই ভৃত্যের প্রভু এমন দিনে আসবেন যেদিন সে তার খোঁজ করবে না, এবং এমন এক ঘন্টায় যে সে জানে না,
51 এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং ভণ্ডদের সাথে তার অংশ নিযুক্ত করবে: সেখানে কাঁদবে এবং দাঁতে ঘষবে৷

অধ্যায় 25

1 তখন স্বর্গরাজ্যকে দশটি কুমারীর সাথে তুলনা করা হবে, যারা তাদের প্রদীপ নিয়ে বরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল৷
2 আর তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল জ্ঞানী, আর পাঁচজন মূর্খ৷
3 যারা মূর্খ ছিল তারা তাদের প্রদীপ নিল, তেল সঙ্গে নেয় নি৷
4 কিন্তু জ্ঞানীরা তাদের প্রদীপ সহ তাদের পাত্রে তেল নিল৷
5বর যখন দেরি করছিল, তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল৷
6 আর মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, দেখ, বর আসছে৷ তুমি তার সাথে দেখা করতে যাও।
7 তখন সেই সব কুমারী উঠে তাদের প্রদীপ ছেঁটে ফেলল৷
8 আর মূর্খরা জ্ঞানীদের বলল, 'তোমার তেল আমাদের দাও৷ কারণ আমাদের প্রদীপ নিভে গেছে।
9 কিন্তু জ্ঞানীরা বললেন, 'তাই নয়; পাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না৷ কিন্তু তোমরা বরং যারা বিক্রি করে তাদের কাছে যাও এবং নিজেদের জন্য কিন৷
10 তারা যখন কিনতে গেল, তখন বর এল৷ আর যাঁরা প্রস্তুত ছিল তারা তাঁর সঙ্গে বিয়েতে প্রবেশ করল৷ দরজা বন্ধ হয়ে গেল৷
11 পরে অন্য কুমারীরাও এসে বলল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য উন্মুক্ত করুন৷
12 কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি তোমাকে চিনি না।
13 তাই জেগে থাক, কারণ মানবপুত্র যেদিন আসবেন, সেই দিন বা সময়টাও জানেন না৷
14 কারণ স্বর্গরাজ্য হল একজন লোকের মতো যা দূর দেশে ভ্রমণ করে, যে তার নিজের দাসদের ডেকে তাদের কাছে তার জিনিসপত্র তুলে দিল৷
15 আর একজনকে তিনি পাঁচ তালন্ত, অন্যজনকে দুইটি এবং অন্যজনকে এক তালন্ত দিলেন৷ প্রত্যেক মানুষকে তার বিভিন্ন সামর্থ্য অনুযায়ী; এবং অবিলম্বে তার যাত্রা শুরু.
16 তারপর যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল সে গিয়ে সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করল এবং আরও পাঁচ তালেন্ট করল৷
17 আর একইভাবে যে দু'টি পেয়েছিল, সে আরও দু'টি লাভ করল৷
18 কিন্তু যে একজন পেয়েছিল সে গিয়ে মাটি খুঁড়ে তার প্রভুর টাকা লুকিয়ে রাখল৷
19 অনেকদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের হিসাব নিলেন৷
20 আর তাই যে পাঁচ তালেন্ট পেয়েছিল সে এসে আরও পাঁচ তালন্ত নিয়ে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচ তালন্ত দিয়েছিলেন: দেখুন, আমি তাদের পাশে আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি৷'
21 তার প্রভু তাকে বললেন, শাবাশ, তুমি ভাল এবং বিশ্বস্ত দাস: তুমি কিছু বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে

অনেক বিষয়ে শাসক করব: তুমি তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।
22 যে দুই তালন্ত পেয়েছিল সেও এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে দুটি তালন্ত দিয়েছেন: দেখ, আমি তাদের ছাড়াও আরও দুটি তালন্ত অর্জন করেছি।'
23 তার প্রভু তাকে বললেন, 'শাবাশ, ভালো ও বিশ্বস্ত দাস! আপনি কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন, আমি আপনাকে অনেক কিছুর উপর শাসক করব: আপনি আপনার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করুন।
24তখন যে এক তালন্ত পেয়েছিল সে এসে বলল, 'প্রভু, আমি জানতাম যে, আপনি একজন কঠোর মানুষ, যেখানে আপনি বীজ বপন করেননি সেখানে কাটান এবং যেখানে আপনি খড় করেননি সেখানে সংগ্রহ করেন।
25 আমি ভয় পেয়ে গিয়ে তোমার প্রতিভা মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম: দেখ, তোমার যা আছে তা সেখানেই আছে।
26 তার প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি দুষ্ট ও অলস দাস, তুমি জান যে আমি যেখানে বপন করিনি সেখানেই কাটব এবং যেখানে আমি খড় দেইনি সেখানে সংগ্রহ করি।
27 তাই আপনার উচিত ছিল আমার টাকা এক্সচেঞ্জারদের কাছে রেখে দেওয়া, এবং তারপরে আমার আসার সময় সুদের সাথে আমার নিজের পাওয়া উচিত ছিল।
28 তাই তার কাছ থেকে তালন্ত নাও এবং যার দশ তালন্ত আছে তাকে দাও।
29 কারণ যার আছে তাকে দেওয়া হবে এবং তার প্রাচুর্য থাকবে, কিন্তু যার নেই তার থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
30 আর অলাভজনক দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও; সেখানে কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষতে হবে।
31 যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমায় আসবেন, এবং সমস্ত পবিত্র ফেরেশতারা তাঁর সাথে আসবেন, তখন তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন:
32 এবং তাঁর সামনে সমস্ত জাতিকে জড়ো করা হবে, এবং তিনি তাদের একে অপরের থেকে আলাদা করবেন, যেমন একজন মেষপালক তার মেষকে ছাগল থেকে বিভক্ত করে।
33 আর সে মেষদের তার ডানদিকে রাখবে, কিন্তু ছাগলকে বাঁদিকে রাখবে।
34 তারপর রাজা তাঁর ডানদিকে তাদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপুষ্ট, জগতের ভিত্তি থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হও।
35কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে মাংস দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে পানি দিয়েছিলে; আমি একজন অপরিচিত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ করেছিলে।
36 নগ্ন, এবং তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে: আমি অসুস্থ ছিলাম, এবং তোমরা আমাকে দেখতে এসেছ: আমি কারাগারে ছিলাম, এবং তোমরা আমার কাছে এসেছ।
37 তখন ধার্মিকরা কি উত্তর দেবে, 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছি? অথবা তৃষ্ণার্ত, এবং আপনাকে পান করালেন?
38 আমরা কখন তোমাকে একজন অপরিচিত দেখেছিলাম এবং তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম? না উলঙ্গ, এবং তোমাকে কাপড় পরা?
39 আমরা কখন তোমাকে অসুস্থ বা কারাগারে দেখে তোমার কাছে এসেছি?
40 এবং রাজা উত্তর দেবেন এবং তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোজনের একজনের প্রতি যেমন করেছ, তেমনি আমার প্রতি তা করেছ।
41 তারপর তিনি তাদের বাম দিকেও বলবেন, আমার কাছ থেকে চলে যাও, তোমরা অভিশপ্ত, চিরস্থায়ী আগুনে যা শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
42কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে মাংস দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে পান করনি।
43 আমি একজন অপরিচিত ছিলাম, এবং তোমরা আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে যাওনি, এবং তোমরা আমাকে পোশাক পরাও নি: অসুস্থ, কারাগারে, এবং তোমরা আমাকে দেখতেও না।
44 তখন তারাও কি উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বা বিদেশী, নগ্ন, অসুস্থ বা কারাগারে দেখেছি এবং আপনার সেবা করিনি?
45 তখন তিনি তাদের উত্তরে বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদিও তোমরা এদের মধ্যে ছোটদের একজনের জন্যও তা করোনি, আমার সঙ্গে তা করোনি।
46 আর এরা চিরকালের শাস্তিতে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকরা অনন্ত জীবনে যাবে।

অধ্যায় 26

1 যীশু যখন এই সমস্ত কথা শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন,
2 তোমরা জানো যে দুদিন পর নিস্তারপর্বের উৎসব, আর মানবপুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।
3 তারপর প্রধান যাজকদের, ব্যবস্থার শিক্ষকদের এবং লোকেদের প্রাচীনদের একত্র করে মহাযাজকের প্রাসাদে, যাকে কায়াফা বলা হত,
4 তারা যীশুকে কৌশলে ধরে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করল।
5 কিন্তু তারা বলল, উৎসবের দিনে নয়, পাছে লোকেদের মধ্যে গোলমাল না হয়।
6 যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন,
7 একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসেছিলেন, যার কাছে একটি অতি মূল্যবান আতরের বাক্স ছিল এবং তিনি তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিলেন, যখন তিনি খেতে বসেছিলেন।
8কিন্তু তা দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গিয়ে বললেন, এই অপচয় কিসের জন্য?
9 কারণ এই মলম অনেক দামে বিক্রি হয়ে গরীবদের দেওয়া যেত।
10 যীশু তা বুঝতে পেরে তাদের বললেন, ' স্ত্রীকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? কারণ সে আমার ওপর একটা ভালো কাজ করেছে।
11 কারণ গরীবরা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকে; কিন্তু আমি সবসময় না.
12 কারণ সে আমার শরীরে এই মলম ঢেলেছে, আমার কবর দেওয়ার জন্যই করেছে।

13 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা পৃথিবীতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানে এই মহিলা যা করেছে তাও তার স্মরণার্থে বলা হবে৷
14তখন সেই বারো জনের মধ্যে একজন, যাকে যিহূদা ইসকারিওত বলা হয়, প্রধান যাজকদের কাছে গেলেন,
15 তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে কি দেবে এবং আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব? এবং তারা ত্রিশ রৌপ্য টুকরা জন্য তার সঙ্গে চুক্তি.
16 সেই সময় থেকে সে তাকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিল৷
17 খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, 'আপনি কোথায় চান যে আমরা আপনার জন্য নিস্তারপর্ব খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করব?
18 তখন তিনি বললেন, ' শহরে অমুকের কাছে যাও এবং তাকে বল, গুরু বলছেন, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে৷ আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন করব৷
19 শিষ্যরা যীশুর মতই কাজ করলেন৷ তারা নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করল৷
20 সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে বসলেন৷
21 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে৷
22 তখন তারা খুবই দুঃখিত হল এবং প্রত্যেকে তাঁকে বলতে লাগল, 'প্রভু, আমিই কি?'
23 উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার সঙ্গে থালায় হাত ডুবিয়ে দেবে, সে আমাকে ধরিয়ে দেবে৷
24 মনুষ্যপুত্র যাবেন যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে৷ সেই মানুষটির জন্ম না হলে ভালো হতো৷
25তখন যিহূদা, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে উত্তর দিয়ে বলল, গুরু, আমিই কি? তিনি তাকে বললেন, তুমি বলেছ৷
26 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন যীশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং তা ভেঙ্গে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, নাও, খাও৷ এই আমার শরীর.
27 তারপর তিনি পেয়ালাটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাদের দিয়ে বললেন, ' তোমরা সবাই এর থেকে পান কর৷
28 কারণ এটি আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের পাপের ক্ষমার জন্য প্রবাহিত হয়৷
29 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আমি এখন থেকে এই দ্রাক্ষালতার ফল থেকে পান করব না, যতক্ষণ না আমি আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এটি পান করব৷
30 এবং তারা একটি স্তোত্র গাইলে, তারা জলপাই পাহাড়ে চলে গেলেন৷
31 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আজ রাতে আমার জন্য তোমরা সকলে অসন্তুষ্ট হবে৷ কেননা লেখা আছে, আমি রাখালকে আঘাত করব এবং পালের মেষরা ছড়িয়ে পড়বে৷'
32 কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হওয়ার পর তোমাদের আগে গালীলে যাব৷
33 পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'যদিও তোমার কারণে সমস্ত মানুষ অসন্তুষ্ট হবে, তবুও আমি কখনও অসন্তুষ্ট হব না৷
34 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজ রাতে মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷
35 পিতর তাঁকে বললেন, 'যদিও তোমার সঙ্গে আমার মৃত্যু হয়, তবুও আমি তোমাকে অস্বীকার করব না৷' একইভাবে সব সাহাবীও বলেছেন।
36 তারপর যীশু তাদের সঙ্গে গেৎসেমানী নামক জায়গায় এসে শিষ্যদের বললেন, ' আমি ওদিকে গিয়ে প্রার্থনা করার সময় তোমরা এখানে বসো৷'
37 আর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব দুঃখিত ও ভারী হতে লাগলেন।
38 তারপর তিনি তাদের বললেন, ' আমার প্রাণ খুব দুঃখিত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত;
39 আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি মুখের উপর উপুড় হয়ে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে যাক, তবুও আমার ইচ্ছামত নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা মত।
40 পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে তাঁদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে পিতরকে বললেন, ' কী, তুমি আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না?
41 জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, যাতে তোমরা প্রলোভনে না পড়ো৷ আত্মা সত্যিই ইচ্ছুক, কিন্তু দেহ দুর্বল৷
42 তিনি আবার দ্বিতীয়বার চলে গেলেন এবং প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে যদি এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে চলে না যায়, তবে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে৷
43 আর তিনি এসে তাদের আবার ঘুমিয়ে দেখতে পেলেন, কারণ তাদের চোখ ভারী হয়ে গিয়েছিল৷
44 তিনি তাদের ছেড়ে আবার চলে গেলেন এবং একই কথা বলে তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন৷
45 এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, ' এখন ঘুমাও এবং বিশ্রাম নাও৷ দেখ, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আর মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে৷'
46 ওঠ, চল আমরা যাই; দেখ, সে আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
47 তিনি যখন কথা বলছিলেন, দেখ, সেই বারো জনের মধ্যে একজন যিহূদা এল, এবং প্রধান যাজক ও লোকদের প্রাচীনদের কাছ থেকে তলোয়ার ও লাঠি হাতে তাঁর সঙ্গে এক বিরাট জনতা৷
48 এখন যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সে তাদের একটা চিহ্ন দিয়ে বলল, 'আমি যাকে চুম্বন করব, সে-ই হল, তাকে শক্ত করে ধর৷'
49 সঙ্গে সঙ্গে সে যীশুর কাছে এসে বলল, 'হে গুরু! এবং তাকে চুম্বন.
50 যীশু তাকে বললেন, বন্ধু, তুমি কেন এসেছ? তখন তারা এসে যীশুর গায়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে গেল৷
51 আর দেখ, যীশুর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর হাত বাড়িয়ে তলোয়ার বের করে মহাযাজকের এক ভৃত্যকে আঘাত করে তাঁর কান কেটে ফেললেন৷
52 তখন যীশু তাকে বললেন, ' তোমার তলোয়ার তার জায়গায় আবার রাখ, কারণ যারা তলোয়ার নেয় তারা সবাই তরবারির আঘাতে ধ্বংস হবে৷'

53 আপনি কি মনে করেন যে আমি এখন আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না, এবং তিনি এখন আমাকে ফেরেশতার বারোটিরও বেশি সৈন্য দেবেন?
54 কিন্তু কি করে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হবে, যে তা অবশ্যই হবে?
55সেই সময়ে যীশু লোকদের উদ্দেশে বললেন, ' তোমরা কি চোরের বিরুদ্ধে তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের সঙ্গে বসে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তোমরা আমাকে ধরলে না৷
56 কিন্তু এই সবই করা হয়েছিল যাতে ভাববাদীদের শাস্ত্র পূর্ণ হয়৷ তখন সমস্ত শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল৷
57 আর যারা যীশুকে ধরে রেখেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক কায়াফার কাছে নিয়ে গেল, যেখানে ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও প্রাচীনরা একত্র হয়েছিল৷
58 কিন্তু পিতর অনেক দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করে মহাযাজকের প্রাসাদে গেলেন এবং ভিতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন, শেষটা দেখতে৷
59 এখন প্রধান যাজকরা, প্রাচীনরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চাইল, যাতে তাকে হত্যা করা যায়৷
60 কিন্তু কেউই খুঁজে পেল না৷ হ্যাঁ, অনেক মিথ্যা সাক্ষী এসেও কাউকে পেল না৷ শেষ পর্যন্ত দুজন মিথ্যা সাক্ষী এলো,
61 তিনি বললেন, এই লোকটি বলেছে, আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করতে এবং তিন দিনের মধ্যে তৈরি করতে পারি৷
62 তখন মহাযাজক উঠে তাঁকে বললেন, 'তুমি কি কিছুর জবাব দিচ্ছ না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?
63 কিন্তু যীশু শান্ত হলেন। তখন মহাযাজক উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, তুমি আমাদের বল যে তুমি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র কি না।
64 যীশু তাঁকে বললেন, ' তুমিই বলেছ, তবুও আমি তোমাদের বলছি, এরপর থেকে তোমরা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডানদিকে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘে আসতে দেখবে৷
65 তখন মহাযাজক তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, 'তিনি নিন্দা করেছেন৷ আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার আছে? দেখ, এখন তোমরা তাঁর নিন্দা শুনেছ৷
66 আপনি কি মনে করেন? তারা উত্তর দিয়ে বলল, সে মৃত্যুর জন্য দোষী।
67 তারপর তারা তার মুখে থুথু দিল এবং তাকে মারল; এবং অন্যরা তাকে তাদের হাতের তালু দিয়ে আঘাত করেছিল,
68 বললেন, হে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোমাকে আঘাত করেছে?
69 তখন পিতর রাজপ্রাসাদে বাইরে বসে ছিলেন, আর একজন মেয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, 'তুমিও গালীলের যীশুর সঙ্গে ছিলে৷'
70 কিন্তু তিনি তাদের সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন, আপনি কি বলছেন আমি জানি না৷
71 তিনি যখন বারান্দায় গেলেন, তখন আর একজন দাসী তাঁকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের বলল, 'এই লোকটিও নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল৷'
72 তিনি আবার শপথ করে অস্বীকার করলেন, আমি লোকটিকে চিনি না।
73 কিছুক্ষণ পর যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁর কাছে এসে পিতরকে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমিও তাদের একজন৷ কেননা তোমার কথা তোমাকে প্রতারিত করে।
74 তারপর সে অভিশাপ দিতে ও শপথ করে বলতে লাগল, আমি সেই লোকটিকে চিনি না৷ আর সাথে সাথে মোরগ দল।
75 আর পিতরের মনে পড়ল যীশুর সেই কথা, যা তাঁকে বলেছিলেন, 'মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷' তখন তিনি বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন৷

অধ্যায় 27

1 যখন ভোর হল, তখন সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকদের প্রাচীনরা যীশুকে হত্যা করার জন্য মন্ত্রণা করল৷
2 তারা তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে রাজ্যপাল পন্তিয়াস পীলাতের হাতে তুলে দিল৷
3তখন যিহূদা, যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যখন সে দেখল যে তাকে দোষী করা হয়েছে, তখন তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং ত্রিশটি রূপোর টুকরো প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছে নিয়ে আসলেন,
4 এই বলে, আমি পাপ করেছি যে আমি নির্দোষ রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তারা বলল, এটা আমাদের কি? আপনি যে দেখুন.
5 আর তিনি রৌপ্যের টুকরোগুলি মন্দিরে ফেলে দিলেন, এবং চলে গেলেন এবং গিয়ে আত্মহত্যা করলেন৷
6তখন প্রধান যাজকরা সেই রৌপ্যের টুকরাগুলি লইয়া কহিলেন, ভাণ্ডারে রাখা বিধিসম্মত নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য।
7 তারা পরামর্শ করল এবং তাদের সাথে কুম্ভকারের ক্ষেত ক্রয় করল, যাতে অপরিচিত লোকদের কবর দেওয়া যায়৷
8 সেইজন্য সেই মাঠকে আজ অবধি রক্তের মাঠ বলা হয়৷
9 তখন জেরেমি ভাববাদীর দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল, এবং তারা ত্রিশটি রূপার টুকরো নিয়েছিল, যার মূল্য ছিল তার মূল্য, ইস্রায়েলীয়রা যাকে মূল্য দিয়েছিল;
10 প্রভু যেমন আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন, তেমনি কুম্ভকারের ক্ষেতের জন্য সেগুলো দিয়েছিলেন।
11 তখন যীশু রাজ্যপালের সামনে দাঁড়ালেন, আর রাজ্যপাল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যীশু তাকে বললেন, ' তুমিই বলো৷'
12 আর যখন প্রধান যাজক ও প্রাচীনদের বিরুদ্ধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হল, তখন তিনি কিছুই উত্তর দিলেন না৷
13 তখন পীলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে তারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিচ্ছে?
14 তখন তিনি তাকে উত্তর দিলেন যে, তিনি কোন কথা না বললেন৷ এতটা যে গভর্নর ব্যাপকভাবে বিস্মিত.
15 এখন সেই ভোজে রাজ্যপাল জনগণের কাছে একজন বন্দীকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন, যাকে তারা চাইবে৷
16 তখন তাদের কাছে বারাব্বা নামে একজন উল্লেখযোগ্য বন্দী ছিল।

17 তাই তারা একত্রিত হলে পীলাত তাদের বললেন, আমি
তোমাদের জন্য কাকে ছেড়ে দেব? বারাব্বা, না যীশু যাকে
খ্রীষ্ট বলা হয়?
18 কারণ তিনি জানতেন যে ঈর্ষার জন্য তারা তাকে উদ্ধার
করেছে৷
19 যখন তিনি বিচারের আসনে বসলেন, তখন তাঁর স্ত্রী
তাঁকে এই বলে পাঠালেন, 'ওই ন্যায়পরায়ণ লোকটির সঙ্গে
তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আমি আজ স্বপ্নে তার
জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি৷'
20 কিন্তু প্রধান যাজকরা ও প্রাচীনরা জনতাকে বোঝালেন
যে তারা বারাব্বাকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যীশুকে ধ্বংস
করুন।
21 রাজ্যপাল উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি তোমাদের
জন্য যে দু'জনকে ছেড়ে দেব, তোমরা কি সেই দু'জনকে
ছেড়ে দেবে? তারা বলল, বারাব্বাস।
22 পীলাত তাদের বললেন, 'তাহলে যীশু যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়
তাকে নিয়ে আমি কি করব? তারা সবাই তাকে বলল, তাকে
ক্রুশে দেওয়া হোক৷
23 তখন রাজ্যপাল বললেন, কেন, সে কি মন্দ কাজ
করেছে? কিন্তু তারা আরও চিৎকার করে বলল, তাকে
ক্রুশে দেওয়া হোক৷
24 পীলাত যখন দেখলেন যে তিনি কিছুতেই জয়ী হতে
পারবেন না, বরং গোলমাল হচ্ছে, তখন তিনি জল নিয়ে
জনতার সামনে হাত ধুয়ে বললেন, আমি এই ন্যায়পরায়ণ
ব্যক্তির রক্ত থেকে নির্দোষ৷
25 তখন সমস্ত লোকের উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর রক্ত
আমাদের ও আমাদের সন্তানদের ওপর বর্তাবে৷
26 তারপর তিনি বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে
দিয়েছিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য
তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন৷
27 তারপর রাজ্যপালের সৈন্যরা যীশুকে সাধারণ হলের
মধ্যে নিয়ে গেল এবং সমস্ত সৈন্যদলকে তাঁর কাছে জড়ো
করল৷
28 তারা তাকে খুলে ফেলল এবং তাকে একটা লাল রঙের
পোশাক পরিয়ে দিল৷
29 এবং তারা কাঁটার মুকুট প্রলেপ দিয়ে তা তাঁর মাথায়
রাখল এবং তাঁর ডান হাতে একটি নল রাখল৷ তারা তাঁর
সামনে হাঁটু অবনত করে তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিল, হে
ইহুদীদের রাজা!
30 তারা তার ওপর থুথু দিল এবং নলটি নিয়ে তার মাথায়
আঘাত করল৷
31 তারপর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পর, তাঁর কাছ
থেকে পোশাকটি খুলে ফেলল এবং তাঁর নিজের পোশাক
তাঁকে পরিয়ে দিল এবং তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে
গেল৷
32 তারা যখন বাইরে বের হল, তখন তারা সাইমন নামে
কুরিনীর একজন লোককে দেখতে পেল, তাকে তারা তার
ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করেছিল৷
33 এবং যখন তারা গলগথা নামক জায়গায়, অর্থাৎ খুলির
জায়গাতে পৌঁছল,
34 তারা তাকে পিত্ত মিশ্রিত ভিনেগার পান করার জন্য দিল,
কিন্তু সে তা খেয়ে সে পান করল না৷
35 এবং তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল, এবং গুলি ছুঁড়ে তাঁর
জামাকাপড় ভাগ করল, যাতে ভাববাদী যে কথা বলেছিলেন
তা পূর্ণ হয়, তারা আমার পোশাক তাদের মধ্যে ভাগ
করেছিল এবং আমার পোশাকের উপরে তারা গুলি
ছুঁড়েছিল৷
36 তারা সেখানে বসে তাঁকে দেখছিল৷
37 এবং তার মাথার উপরে তার অভিযোগ লেখা ছিল, ইনি
ইহুদীদের রাজা যীশু।
38 তখন তাঁর সঙ্গে দু'জন চোরকে ক্রুশে দেওয়া হল,
একজনকে ডানদিকে আর একজনকে বাঁ দিকে৷
39 আর যাঁরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে
তাঁকে তিরস্কার করল৷
40 আর বললেন, 'তুমি যে মন্দির ধ্বংস করে তিন দিনের
মধ্যে বানাও, নিজেকে বাঁচাও৷' তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,
ক্রুশ থেকে নেমে এসো।
41 একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষক ও
প্রাচীনরা তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন,
42 তিনি অন্যদের রক্ষা করেছেন; সে নিজেকে বাঁচাতে
পারে না। তিনি যদি ইস্রায়েলের রাজা হন, তবে তিনি এখন
ক্রুশ থেকে নেমে আসুন, এবং আমরা তাকে বিশ্বাস
করব।
43 সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিল; সে এখন তাকে উদ্ধার
করুক, যদি সে তাকে পায়, কারণ সে বলেছিল, আমি
ঈশ্বরের পুত্র৷
44 চোরেরাও, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন,
তাঁরাও তা তাঁর দাঁতে মেরেছিলেন৷
45 এখন ষষ্ঠ প্রহর থেকে নবম ঘন্টা পর্যন্ত সমস্ত দেশে
অন্ধকার ছিল৷
46 প্রায় নবম ঘণ্টা যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, এলি,
এলি, লামা সবাকথানি? অর্থাৎ, হে আমার ঈশ্বর, আমার
ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?
47 যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ
একথা শুনে বলল, 'এই লোকটি ইলিয়াসকে ডাকছে৷'
48 আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে একটা
স্পঞ্জ নিয়ে সিরকায় পূর্ণ করে একটা নলের ওপর রেখে
তাকে পান করতে দিল৷
49 বাকিরা বলল, যাক, দেখা যাক ইলিয়াস তাকে বাঁচাতে
আসবে কি না৷
50 যীশু আবার উচ্চস্বরে চিৎকার করে প্রেতাত্মা ত্যাগ
করলেন৷
51 আর দেখ, মন্দিরের ঘোমটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই
টুকরো হয়ে গেছে; আর পৃথিবী কেঁপে উঠল, আর পাথর
ফেটে গেল;
52 আর কবরগুলো খুলে গেল; এবং ঘুমিয়ে থাকা সাধুদের
অনেক মৃতদেহ উঠল,
53 এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরে কবর থেকে বেরিয়ে এসে
পবিত্র শহরে গিয়ে অনেকের কাছে দেখা দিলেন৷
54 সেনাপতি ও তাঁর সংগে যাঁরা যীশুকে দেখছিলেন, তারা
ভূমিকম্প ও যা ঘটছিল তা দেখে খুব ভয় পেয়ে বললেন,
'সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন৷'
55 এবং অনেক মহিলা সেখানে দূর থেকে দেখছিলেন, যাঁরা
গালীল থেকে যীশুকে অনুসরণ করতেন, তাঁর সেবা
করছিলেন৷

56 তাদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম মগ্দলীনী, যাকোব ও জোসেসের মা মরিয়ম এবং জেবদিয়ের সন্তানদের মা।
57 সন্ধ্যে হলে অরিমাথিয়ার একজন ধনী লোক এল, যার নাম ইউসুফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য ছিলেন।
58 তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহের জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর পীলাত মৃতদেহ তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।
59আর যোষেফ মৃতদেহটি গ্রহণ করে একটি পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে মুড়ে দিলেন।
60 এবং এটি তার নিজের নতুন সমাধিতে রাখলেন, যা তিনি পাথরে খোদাই করেছিলেন। এবং তিনি সমাধির দরজার কাছে একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন।
61 সেখানে মরিয়ম ম্যাগডালিন ও অন্য মরিয়ম সমাধির সামনে বসে ছিলেন।
62 আর পরের দিন, অর্থাৎ প্রস্তুতির দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা পীলাতের কাছে একত্র হলেন।
63 বললেন, মহাশয়, আমাদের মনে আছে যে সেই প্রতারক জীবিত থাকতেই বলেছিল, তিন দিন পর আমি আবার উঠব।
64 তাই আদেশ করুন যে সমাধিটি তৃতীয় দিন পর্যন্ত নিশ্চিত করুন, পাছে তার শিষ্যরা রাতে এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং লোকদেরকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন: তাই শেষের ভুলটি প্রথমটির চেয়ে খারাপ হবে।
65 পীলাত তাদের বললেন, 'তোমাদের হাতে ঘড়ি আছে, যাও, যতটা পারো তা নিশ্চিত করো।'
66 তাই তারা গিয়ে সমাধিটিকে নিশ্চিত করল, পাথরটি সিল করে এবং পাহারা বসিয়ে দিল।

অধ্যায় 28

1 বিশ্রামবার শেষে, সপ্তাহের প্রথম দিন ভোর হতে শুরু করলে, মরিয়ম ম্যাগডালিন ও অন্য মরিয়ম সমাধি দেখতে এলেন।
2 আর দেখ, প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর ফেরেশতা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং এসে দরজা থেকে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে তার ওপর বসলেন।
3তাঁর মুখ বিদ্যুতের মত এবং তাঁর পোশাক তুষার মত সাদা।
4আর তার ভয়ে রক্ষকরা কাঁপতে কাঁপতে মৃত মানুষের মত হয়ে গেল।
5 আর স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে মহিলাদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না, কারণ আমি জানি তোমরা যীশুকে খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।
6 তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি যেমন বলেছিলেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এসো, প্রভুর শুয়ে থাকা স্থানটি দেখুন।
7 আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। আর দেখ, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের বলেছি।
8 তারা ভয়ে ও মহা আনন্দে কবর থেকে দ্রুত চলে গেল। এবং তাঁর শিষ্যদের কথা আনতে দৌড়ে গেল।
9 তারা যখন তাঁর শিষ্যদের বলতে গেল, তখন যীশু তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন, সকলকে অভিনন্দন। তখন তাঁরা এসে তাঁর পা ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন।
10 তখন যীশু তাদের বললেন, ' ভয় পেয়ো না, যাও আমার ভাইদের বল যে তারা গালীলে যাবে, সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'
11 তারা যখন যাচ্ছিল, তখন দেখ, কয়েকজন প্রহরী নগরে এসে প্রধান যাজকদের যা যা করা হয়েছে তা দেখাল।
12 এবং যখন তারা প্রবীণদের সাথে জড়ো হয়ে পরামর্শ নিল, তখন তারা সৈন্যদের কাছে প্রচুর টাকা দিল,
13 তিনি বললেন, বলুন, রাতে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেল যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।
14 আর যদি এই কথা গভর্নরের কানে আসে, আমরা তাকে রাজি করিয়ে দেব এবং তোমাকে নিরাপদ করব।
15 তাই তারা সেই টাকা নিয়েছিল এবং তাদের যা শেখানো হয়েছিল তা-ই করল এবং এই কথাটি ইহুদীদের মধ্যে আজ অবধি প্রচলিত আছে।
16 তারপর এগারোজন শিষ্য গালীলে, যীশু তাদের নিযুক্ত করা পাহাড়ে চলে গেলেন।
17 তারা তাঁকে দেখে প্রণাম করল, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করল।
18 তখন যীশু এসে তাদের কাছে বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।
19 অতএব তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।
20 আমি তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও: এবং দেখ, আমি সর্বদা তোমাদের সাথে আছি, এমনকি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত। আমীন।

মার্কের গসপেল

অধ্যায় 1

1 ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুরু;
2 ভাববাদীদের মধ্যে যেমন লেখা আছে, দেখ, আমি তোমার সামনে আমার দূত পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে৷
3 প্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর, প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর।
4 জন মরুভূমিতে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন এবং পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন।
5 আর যিহূদিয়ার সমস্ত দেশ ও জেরুজালেমের লোকেরা তাঁর কাছে গেল এবং সকলেই তাদের পাপ স্বীকার করে জর্ডান নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিল।
6 আর যোহন উটের লোমের পোশাক পরেছিলেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমর বেঁধেছিলেন৷ তিনি পঙ্গপাল ও বন্য মধু খেয়েছিলেন;
7 এবং প্রচার করে বললেন, আমার পরে আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসছেন, যাঁর জুতার ফিতা আমি নিচু করে খোলার যোগ্য নই৷
8 আমি তোমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিয়েছি, কিন্তু তিনি তোমাকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন৷
9 সেই দিনগুলিতে যীশু গালীলের নাসরত থেকে এসে জর্ডানে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন৷
10 আর জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বর্গ খুলে দেখতে পেলেন এবং ঘুঘুর মত আত্মাকে তাঁর উপরে নেমে আসছেন৷
11 আর স্বর্গ থেকে একটি রব এলো, 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর প্রতি আমি সন্তুষ্ট৷'
12 আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা তাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন৷
13 আর তিনি মরুভূমিতে চল্লিশ দিন শয়তানের প্রলোভনে ছিলেন৷ এবং বন্য পশুদের সঙ্গে ছিল; আর ফেরেশতারা তাঁর সেবা করতেন।
14 যোহনকে কারাগারে বন্দী করার পর যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করে গালীলে এলেন৷
15 এবং বলছেন, সময় পূর্ণ হয়েছে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য নিকটে: অনুতপ্ত হও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর৷
16 গালীল সাগরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তারা জেলে ছিল৷
17 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা আমার পিছু পিছু এসো, আমি তোমাদেরকে মানুষের জেলে পরিণত করব৷'
18 তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করল৷
19 তারপর সেখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে তিনি সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন, তারাও জাহাজে জাল মেরামত করছেন।
20 তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডেকে পাঠালেন, আর তারা তাদের পিতা সিবদিয়েকে ভাড়া করা চাকরদের সঙ্গে জাহাজে রেখে যীশুর পিছনে পিছনে চলল৷
21 তারা কফরনাহূমে গেল৷ বিশ্রামবারে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷
22 আর তারা তাঁর মতবাদে আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন একজন কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে, এবং শিক্ষকদের মত নয়।
23 আর তাদের সমাজ-গৃহে অশুচি আত্মায় একজন লোক ছিল৷ এবং তিনি চিৎকার করে বললেন,
24 বললেন, আমাদের একা থাকতে দাও; হে নাসরতের যীশু, তোমার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ? আমি তোমাকে জানি তুমি কে, ঈশ্বরের পবিত্রতম।
25 তখন যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে থাক, তার মধ্য থেকে বের হয়ে যাও৷
26 আর সেই অশুচি আত্মা যখন তাকে ছিঁড়ে ফেলল এবং জোরে চিৎকার করে তখন সে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল৷
27তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, এতক্ষণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিল, এ কি জিনিস? এটা কি নতুন মতবাদ? কারণ তিনি কর্তৃত্বের সাথে এমনকী অশুচি আত্মাদেরও আদেশ দেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে চলে৷
28 আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি গালীলের চারপাশের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল৷
29 তখনই তাঁরা সমাজ-গৃহ থেকে বের হয়ে যাকোব ও য়োহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়র বাড়িতে প্রবেশ করলেন৷
30 কিন্তু শিমোনের স্ত্রীর মা জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আর তারা তাকে তার কথা বলল৷
31 তখন তিনি এসে তার হাত ধরে তাকে তুলে নিলেন৷ সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বর চলে গেল এবং সে তাদের সেবা করতে লাগল৷
32 সন্ধ্যাবেলায় সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, যাঁরা রোগাক্রান্ত ছিল এবং যাদের ভূতগ্রস্ত ছিল তাদের সকলকে তাঁর কাছে নিয়ে এল৷
33 আর সমস্ত শহর দরজার কাছে জড়ো হল৷
34 এবং তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অনেককে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত তাড়িয়ে দিলেন৷ এবং শয়তানদের কথা বলতে দেয়নি, কারণ তারা তাকে চিনত৷
35পরে সকালবেলা, দিনের অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে তিনি বাইরে গিয়ে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন এবং সেখানে প্রার্থনা করলেন৷
36 শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে অনুসরণ করল৷
37 তারা তাকে খুঁজে পেয়ে বলল, 'সবাই তোমাকে খুঁজছে৷'
38 তখন তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা পরের শহরগুলিতে যাই, আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি৷ তাই আমি এসেছি৷'
39 এবং তিনি সমস্ত গালীল জুড়ে তাদের সমাজগৃহে প্রচার করতেন এবং ভূত তাড়াতেন৷
40 তখন একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তাঁকে মিনতি করে বলল, 'তুমি চাইলে আমাকে শুচি করতে পারবে৷'
41 তখন যীশু করুণার সাথে তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, আমি চাই; তুমি পরিষ্কার হও।
42 সে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে কুষ্ঠরোগ চলে গেল এবং সে সুস্থ হল৷
43 তিনি তাকে কড়াকড়ি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন৷

44 তিনি তাঁকে বললেন, দেখ, কাউকে কিছু বলবেন না, কিন্তু যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং মূসা যা আদেশ দিয়েছিলেন, সেই সব জিনিস তোমার শুচি করার জন্য উৎসর্গ কর, যেন তাদের কাছে সাক্ষ্য হয়।
45 কিন্তু তিনি বাইরে গিয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করতে লাগলেন, এবং বিষয়টা এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন যে, যীশু আর প্রকাশ্যে শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু নির্জন জায়গায় ছিলেন।

অধ্যায় 2

1 কিছু দিন পর তিনি আবার কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন। এবং শব্দ হল যে তিনি বাড়িতে আছেন।
2 এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক একত্রিত হল, এতটা যে তাদের গ্রহণ করার মতো জায়গা ছিল না, না, দরজার আশেপাশে এতটাও ছিল না: এবং তিনি তাদের কাছে বাক্য প্রচার করলেন।
3 আর তারা তাঁর কাছে এল, একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিয়ে এল, যার চারজন ছিল।
4 আর যখন তারা প্রেসের জন্য তাঁর কাছে আসতে পারল না, তখন তারা যেখানে সে ছিল তার ছাদটা খুলে ফেলল; এবং সেটা ভেঙ্গে ফেলে সেই পলসি রোগীর বিছানাটা নামিয়ে দিল।
5 যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন, ' বাছা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।'
6কিন্তু সেখানে কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বসেছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন,
7 এই লোকটি কেন এইভাবে নিন্দার কথা বলে? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?
8 যীশু যখন তাঁর আত্মায় বুঝতে পারলেন যে তারা নিজেদের মধ্যে এতটা যুক্তি করছে, তখন তিনি তাদের বললেন, কেন তোমরা এইসব কথা মনে মনে ভাবছ?
9 পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বলা সহজ কি না, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল; নাকি বলবে, উঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও?
10 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন,)
11 আমি তোমাকে বলছি, উঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।
12 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে বিছানা তুলে নিলেন এবং সবার সামনে এগিয়ে গেলেন। এতটা যে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলল, আমরা কখনও এই রূপ দেখিনি।
13 আর তিনি আবার সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; আর সমস্ত লোক তাঁর কাছে গেল এবং তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন।
14 তিনি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আলফিয়ের ছেলে লেবিকে শুল্কের রসিদে বসে থাকতে দেখলেন এবং তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। আর সে উঠে তাকে অনুসরণ করল।
15 আর এমন হল যে, যীশু যখন তাঁর বাড়িতে খেতে বসেছিলেন, তখন অনেক কর আদায়কারী ও পাপীও যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসেছিলেন।
16 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁকে কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তিনি কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন কি করে?
17 যীশু একথা শুনে তাঁদের বললেন, ' যারা সুস্থ আছে তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাঁরা অসুস্থ।'
18 আর যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীরা উপোস করতেন, আর তাঁরা এসে তাঁকে বললেন, যোহনের শিষ্যরা ও ফরীশীরা উপোস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপোস করে না কেন?
19 যীশু তাদের বললেন, বর তাদের সঙ্গে থাকাকালীন বরের ছেলেমেয়েরা কি উপবাস করতে পারে? যতক্ষণ তাদের সঙ্গে বর থাকবে ততক্ষণ তারা উপবাস করতে পারবে না।
20 কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই দিনগুলিতে তারা উপবাস করবে।
21 কেউ পুরানো কাপড়ের উপর নতুন কাপড়ের টুকরো সেলাই করে না; অন্যথায় যে নতুন কাপড়টি পূর্ণ হয় তা পুরানো থেকে কেড়ে নেয় এবং খাঁজ আরও খারাপ হয়।
22 আর কেউ পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না; অন্যথায় নতুন দ্রাক্ষারস বোতলগুলিকে ফেটে যায়, এবং দ্রাক্ষারস ছিটকে যায় এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তবে নতুন মদ নতুন বোতলে রাখতে হবে।
23 বিশ্রামবারে তিনি শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর শিষ্যরা যেতে যেতে শস্যের কান ছিঁড়তে লাগলেন।
24 ফরীশীরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বিশ্রামবারে যা বিধিসম্মত নয় তা কেন করে?
25 তখন তিনি তাদের বললেন, ' দাউদ এবং তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কি করেছিলেন, তা কি তোমরা কখনও পড়নি?
26 মহাযাজক অবিয়াথরের সময়ে তিনি কীভাবে ঈশ্বরের গৃহে গিয়েছিলেন এবং সেই শোভা রুটি খেয়েছিলেন, যা যাজকদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদেরও দিয়েছিলেন?
27 তিনি তাদের বললেন, ' বিশ্রামবার মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়।
28 তাই মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।

অধ্যায় 3

1 তারপর তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল।
2 বিশ্রামবারে তিনি তাকে সুস্থ করবেন কি না, তা তারা দেখছিলেন। যাতে তারা তাকে অভিযুক্ত করতে পারে।
3 আর তিনি শুষ্ক হাতের লোকটিকে বললেন, দাঁড়াও।
4 তিনি তাদের বললেন, ' বিশ্রামবারে ভাল করা কি বিধিসম্মত, না মন্দ করা? জীবন বাঁচাতে, নাকি হত্যা করতে? কিন্তু তারা তাদের শান্ত ছিল।

5 আর তিনি যখন তাদের চারপাশে রাগের চোখে তাকালেন,
তাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য দুঃখ পেয়ে তিনি
লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও। এবং তিনি তা
প্রসারিত করলেন: এবং তার হাত অন্য হাতের মতো সুস্থ
হয়ে উঠল।
6 তখন ফরীশীরা এগিয়ে গিয়ে হেরোদীয়দের সঙ্গে তাঁর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়।
7কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন,
এবং গালীল ও যিহূদিয়া থেকে এক বিরাট জনতা তাঁকে
অনুসরণ করল।
8 আর জেরুজালেম থেকে, ইদুমায় থেকে এবং জর্ডানের
ওপার থেকে; তারা সোর ও সীডন অঞ্চলে অনেক বড়
লোকের কথা শুনে যীশুর কাছে আসল।
9 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ভীড়ের কারণে একটি
ছোট জাহাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করুক, পাছে তারা তাঁকে
ভিড় না করে।
10 কারণ তিনি অনেককে সুস্থ করেছিলেন; এতটাই যে
তারা তাকে স্পর্শ করার জন্য চাপ দিয়েছিল, যতজন প্লেগ
ছিল।
11 আর অশুচি আত্মারা তাঁকে দেখে তাঁর সামনে লুটিয়ে
পড়ল এবং চিৎকার করে বলল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র।
12 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তারা
যেন তাঁকে প্রকাশ না করে।
13 আর তিনি একটি পাহাড়ে উঠে যাকে ইচ্ছা তাঁকে
ডাকলেন। তারা তাঁর কাছে এল।
14 আর তিনি বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, যেন তারা তাঁর
সঙ্গে থাকে এবং তিনি যেন তাদের প্রচার করতে পাঠান।
15 এবং অসুস্থতা নিরাময় করার এবং শয়তানদের
তাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে:
16 আর শিমোন নাম রাখলেন পিতর;
17 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহন; এবং
তিনি তাদের উপাধি দিলেন বোয়ানর্গেস, যা হল, বজ্রের
পুত্র।
18 এবং আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলোমিউ, এবং ম্যাথু, এবং
থমাস, এবং আলফাইয়ের পুত্র জেমস, এবং থাদ্দায়ুস এবং
কেনানীয় শিমোন,
19 এবং যিহূদা ইসকরিওত, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং
তারা একটি বাড়িতে গেল।
20 আর ভীড় আবার একত্র হল, যাতে তারা রুটি খেতে
পারল না।
21 তাঁহার বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরতে বাহির
হইয়া গেল;
22 আর জেরুজালেম থেকে নেমে আসা ব্যবস্থার
শিক্ষকেরা বললেন, 'তাঁর কাছে বেলজেবুব আছে, আর
তিনি ভূতদের রাজপুত্রের দ্বারা ভূত তাড়ান।'
23 তখন তিনি তাদের কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন,
শয়তান কিভাবে শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারে?
24 আর যদি একটা রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়,
সেই রাজ্য টিকতে পারে না।
25 আর যদি একটি ঘর নিজেদের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়,
তবে সেই ঘর টিকতে পারে না।
26 আর শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধে উঠে বিভক্ত হয়, তবে
সে দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু তার শেষ আছে।
27 কেউ একজন শক্তিশালী লোকের বাড়িতে ঢুকে তার
জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি সে শক্তিশালী
লোকটিকে প্রথমে বেঁধে না রাখে; এবং তারপর সে তার ঘর
লুট করবে।
28 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মনুষ্য-সন্তানদের কাছে
সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে, এবং তারা যেভাবেই নিন্দা
করবে সেইভাবেই নিন্দা করা হবে।
29 কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করবে সে
কখনোই ক্ষমা পাবে না, কিন্তু অনন্ত শাস্তির ঝুঁকিতে
রয়েছে:
30 কারণ তারা বলেছিল, তার মধ্যে অশুচি আত্মা আছে।
31 তখন তাঁর ভাই ও তাঁর মা সেখানে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে
তাঁকে ডেকে পাঠালেন।
32 তখন লোকে তাঁর চারপাশে বসেছিল এবং তাঁকে বলল,
'দেখ, তোমার মা ও ভাইয়েরা তোমাকে খুঁজছে না।'
33 তখন তিনি তাদের বললেন, কে আমার মা, না আমার
ভাইয়েরা?
34 আর যাঁরা তাঁর চারপাশে বসেছিলেন তাদের দিকে তিনি
চারদিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ আমার মা ও আমার
ভাইয়েরা!
35 কারণ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে আমার
ভাই, আমার বোন এবং মা।

অধ্যায় 4

1 পরে তিনি আবার সমুদ্রের ধারে শিক্ষা দিতে লাগলেন;
আর সেখানে অনেক লোক তাঁর কাছে জড়ো হল, যাতে
তিনি একটি জাহাজে উঠে সমুদ্রে বসলেন। সমস্ত লোক
সমুদ্রের ধারে স্থলে ছিল।
2 এবং তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক কিছু
শিখিয়েছিলেন, এবং তাদের কাছে তাঁর মতবাদে বলেছিলেন,
3 শোন; দেখ, একজন বীজ বপন করতে বের হল:
4 সে যখন বীজ বপন করছিল, তখন কিছু পথের ধারে
পড়ল, আর আকাশের পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল।
5 আর কিছু পাথরের মাটিতে পড়ল, যেখানে খুব বেশি মাটি
ছিল না। এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ফুটে উঠল, কারণ এর মাটির
গভীরতা ছিল না।
6 কিন্তু সূর্য উঠলে তা ঝলসে গেল; আর শিকড় না থাকায়
তা শুকিয়ে গেল।
7 এবং কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল, এবং কাঁটাগুলি বড়
হয়ে তা দম বন্ধ করে দিল এবং তাতে কোন ফল হল না।
8 এবং অন্যগুলি ভাল জমিতে পড়ল এবং ফল ধরে
যেগুলি গজিয়ে উঠল এবং বৃদ্ধি পেল। এবং কেউ ত্রিশ,
কেউ ষাট এবং কেউ একশত বের করে আনল।
9 তিনি তাদের বললেন, যার শোনার কান আছে সে শুনুক।
10 তিনি যখন একা ছিলেন, তখন সেই বারোজন শিষ্যের
সঙ্গে যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন, তাঁরা তাঁকে দৃষ্টান্তটি
জিজ্ঞাসা করলেন।
11 এবং তিনি তাদের বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য
জানার জন্য তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা বাইরে
আছে তাদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা দৃষ্টান্তে করা হয়েছে।
12 যাতে তারা দেখতে পায়, কিন্তু বুঝতে না পারে; এবং
তারা শুনতে শুনতে শুনতে পারে, কিন্তু বুঝতে পারে না;

পাছে যে কোন সময় তারা ধর্মান্তরিত হবে, এবং তাদের পাপ তাদের ক্ষমা করা হবে.
13 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি এই দৃষ্টান্তটি জান না? তাহলে কিভাবে তোমরা সমস্ত দৃষ্টান্ত জানবে?
14 বীজ বপনকারী শব্দ বপন করে।
15 আর এরা সেই পথের ধারে, যেখানে বাক্য বপন করা হয়েছে৷ কিন্তু যখন তারা শুনল, তখনই শয়তান এসে তাদের অন্তরে যে বাক্য বপন করেছিল তা কেড়ে নিয়ে গেল৷
16 আর এগুলিও একইভাবে পাথরের মাটিতে বপন করা হয়৷ যাঁরা বাক্য শুনলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন৷
17 এবং নিজেদের মধ্যে কোন শিকড় নেই, এবং তাই কিছু সময়ের জন্য সহ্য করে: পরে, যখন শব্দের জন্য কষ্ট বা তাড়না দেখা দেয়, তখনই তারা বিরক্ত হয়।
18 আর এরা হল কাঁটাঝোপের মধ্যে বপন করা; যেমন শব্দ শোনা,
19 আর এই জগতের চিন্তা, ধন-সম্পদের ছলনা, এবং অন্যান্য জিনিসের লালসা শব্দকে শ্বাসরোধ করে এবং তা নিষ্ফল হয়৷
20 আর এগুলিই ভাল জমিতে বপন করা হয়৷ যেমন বাক্য শুনে, গ্রহণ করে এবং ফল দেয়, কেউ ত্রিশগুণ, কেউ ষাট গুণ, কেউ শতগুণ।
21 তখন তিনি তাদের বললেন, একটি মোমবাতি কি ঝোপের নীচে বা খাটের নীচে রাখতে হবে? এবং একটি মোমবাতি উপর সেট করা হবে না?
22 কারণ এমন কিছু লুকানো নেই যা প্রকাশ পাবে না৷ কোন জিনিস গোপন রাখা হয় নি, কিন্তু এটা বিদেশে আসা উচিত.
23 যদি কারো শোনার কান থাকে, সে শুনুক৷
24 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যা শুনছ তাতে মনোযোগ দাও৷ যে মাপে তোমরা মাপবে, সেই মাপে তোমাদের কাছে মাপা হবে৷
25 কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া হবে, আর যার নেই, তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে৷
26 তিনি বললেন, ' ঈশ্বরের রাজ্যও এমন, যেন একজন মানুষ মাটিতে বীজ ফেলে৷
27 এবং ঘুমাবে, এবং রাত দিন জেগে উঠবে, এবং বীজ বসন্ত ও বেড়ে উঠবে, সে জানে না কিভাবে।
28 কারণ পৃথিবী নিজের থেকে ফল দেয়; প্রথমে ব্লেড, তারপর কান, তারপর কানে পুরো ভুট্টা।
29 কিন্তু ফল উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাস্তে লাগান, কারণ ফসল কাটার সময় এসেছে৷
30 তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা আমরা কোথায় করব? বা কিসের সাথে তুলনা করব?
31 এটা সরিষার দানার মতো, যেটি যখন পৃথিবীতে বপন করা হয়, তখন পৃথিবীর সমস্ত বীজের চেয়ে কম হয়:
32 কিন্তু যখন তা বপন করা হয়, তখন তা বড় হয় এবং সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদের চেয়ে বড় হয় এবং বড় বড় ডাল বের করে৷ যাতে বাতাসের পাখিরা এর ছায়ার নিচে অবস্থান করতে পারে।
33 এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাদের কাছে সেই বাক্য বললেন, যেন তারা তা শুনতে পায়৷
34 কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতীত তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন না; তারা যখন একা ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করলেন৷
35 সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা ওপারে যাই৷'
36 তারা লোকদের বিদায় করে জাহাজে থাকা অবস্থায় তাঁকে নিয়ে গেল৷ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ছোট জাহাজ ছিল.
37 তখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া উঠল এবং ঢেউগুলো জাহাজে এমনভাবে আঘাত করল যে জাহাজটি এখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
38 আর তিনি জাহাজের পিছনের অংশে বালিশে ঘুমিয়ে ছিলেন৷ তারা তাঁকে জাগিয়ে বলল, গুরু, আপনি কি চিন্তা করেন না যে আমরা মারা যাচ্ছি?
39 তখন তিনি উঠে বাতাসকে ধমক দিয়ে সমুদ্রকে বললেন, শান্ত হও। এবং বাতাস থেমে গেল, এবং একটি মহান শান্ত ছিল.
40 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের বিশ্বাস নেই কি করে?
41 তারা খুব ভয় পেয়ে একে অপরকে বলল, 'এ কেমন মানুষ যে বাতাস ও সমুদ্রও তার কথা মেনে চলে?'

অধ্যায় 5

1 আর তারা সাগরের ওপারে গদারেনদের দেশে এলো৷
2যখন তিনি জাহাজ থেকে নামলেন, তখনই কবর থেকে বের হয়ে অশুচি আত্মায় একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন৷
3 কবরের মধ্যে তাঁর বাস ছিল; এবং কেউ তাকে বেঁধে রাখতে পারে না, না, শিকল দিয়ে নয়।
4 কারণ তাকে প্রায়শই বেড়ি ও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, এবং শিকলগুলো তার দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, এবং বেড়িগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, কেউ তাকে বশে রাখতে পারেনি।
5 এবং সর্বদা, রাত দিন, তিনি পাহাড়ে এবং সমাধিতে ছিলেন, কাঁদতেন এবং পাথর দিয়ে নিজেকে কেটে ফেলতেন৷
6কিন্তু দূর থেকে যীশুকে দেখে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।
7 আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে যীশু, তুমি পরমেশ্বর ঈশ্বরের পুত্র, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে কষ্ট দিও না।
8 কারণ তিনি তাকে বললেন, ' হে অশুচি আত্মা, লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে এস৷'
9 তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমার নাম সৈন্যদল, কারণ আমরা অনেক৷
10 তিনি তাঁকে অনেক অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের দেশের বাইরে না পাঠান৷
11 তখন পাহাড়ের কাছে শুয়োরের পাল চরছিল৷
12 তখন সমস্ত শয়তান তাঁকে অনুনয় করে বলল, 'আমাদেরকে শুয়োরের মধ্যে পাঠান, আমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি৷'

13 যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিদায় দিলেন৷ আর অশুচি আত্মারা বেরিয়ে গিয়ে শুয়োরের মধ্যে ঢুকে পড়ল৷ এবং সেই পালটি প্রচণ্ড জোরে দৌড়ে সমুদ্রের খাড়া জায়গা থেকে নেমে গেল, (তারা প্রায় দুই হাজার;) এবং সমুদ্রে দম বন্ধ হয়ে গেল৷
14যারা শুয়োরকে চরছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে নগরে ও গ্রামে খবর দিল৷ এবং তারা কি করা হয়েছিল তা দেখতে বেরিয়ে গেল৷
15 আর তাঁরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে দেখলেন, যাকে শয়তান গ্রাস করা হয়েছিল, এবং সে বসে আছে, পোশাক পরেছিল এবং তার ঠিক মনে ছিল৷ তারা ভয় পেয়ে গেল৷
16 আর যাঁরা তা দেখেছিল, তারা শয়তানে ভুগছিল এবং শূকরের বিষয়েও তাদের কেমন হয়েছিল তা জানাল৷
17 আর তারা তাঁকে তাদের উপকূল থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল৷
18যখন তিনি জাহাজে উঠলেন, তখন যাকে শয়তান পাকড়াও করেছিল সে তাকে প্রার্থনা করল যেন সে তার সঙ্গে থাকে৷
19 তবুও যীশু তাকে সহ্য করলেন না, বরং বললেন, ' তোমার বন্ধুদের কাছে বাড়ি যাও এবং প্রভু তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন এবং তোমার প্রতি করুণা করেছেন তা তাদের বল৷'
20 এবং তিনি চলে গেলেন এবং ডেকাপলিসে প্রকাশ করতে লাগলেন যে যীশু তাঁর জন্য কত মহান কাজ করেছিলেন: এবং সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে গেল৷
21 যীশুকে আবার জাহাজে করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হলে অনেক লোক তাঁর কাছে জড়ো হল, আর তিনি সমুদ্রের কাছে ছিলেন৷
22 আর দেখ, সমাজ-গৃহের শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন আসে, যার নাম জায়রস৷ এবং তাকে দেখে সে তার পায়ের কাছে পড়ে গেল,
23 এবং তাকে খুব বিনীতভাবে অনুরোধ করে বললেন, আমার ছোট মেয়েটি মৃত্যুকালে শুয়ে আছে৷ এবং সে বাঁচবে।
24 যীশু তাঁর সঙ্গে গেলেন৷ এবং অনেক লোক তাকে অনুসরণ করল এবং তাকে ভিড় করল৷
25 আর একজন মহিলার বারো বছর ধরে রক্তের সমস্যা ছিল৷
26 এবং অনেক চিকিত্সকের অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন, এবং তার যা কিছু ছিল তা ব্যয় করেছিলেন, এবং কিছুই ভাল হয়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছিল।
27 যীশুর কথা শুনে পিছন থেকে প্রেসে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করলেন৷
28 কারণ সে বলল, আমি যদি তার কাপড় ছাড়া ছুঁতে পারি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব৷
29 আর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের ফোয়ারা শুকিয়ে গেল; এবং সে তার শরীরে অনুভব করেছিল যে সে সেই প্লেগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে।
30 যীশু তখনই নিজের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মধ্যে থেকে সদগুণ বেরিয়ে গেছে, তিনি তাকে প্রেসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কে আমার কাপড় ছুঁয়েছে?
31 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ যে অনেক লোক তোমার ভিড় করছে, আর তুমি কি বলছ, কে আমাকে স্পর্শ করেছে?
32 যে এই কাজ করেছে তাকে দেখার জন্য তিনি চারদিকে তাকালেন৷
33কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে ও কাঁপতে কাঁপতে তার মধ্যে কি হয়েছে তা জেনে এসে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁকে সমস্ত সত্য বলল৷
34 তিনি তাকে বললেন, ' মেয়ে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে৷ শান্তিতে যাও এবং তোমার মহামারী থেকে সম্পূর্ণ হও।
35 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন সমাজ-গৃহের শাসনকর্তার বাড়ী থেকে একজন এসে বললেন, 'আপনার মেয়ে মারা গেছে, কেন আপনি গুরুকে আর কষ্ট দিচ্ছেন?'
36 যীশু সেই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-গৃহের নেতাকে বললেন, ভয় পেয়ো না, শুধু বিশ্বাস কর৷
37 আর তিনি পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন ছাড়া আর কাউকে তাঁর অনুসরণ করতে দিলেন না৷
38 আর তিনি সমাজ-গৃহের শাসনকর্তার বাড়িতে এসে গণ্ডগোল দেখতে পেলেন, এবং যারা খুব কাঁদছিল ও হাহাকার করছিল।
39 পরে তিনি ভিতরে এসে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন কাঁদছ? মেয়েটি মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে৷
40 আর তারা তাকে উপহাস করতে হাসল৷ কিন্তু সে তাদের সবাইকে বের করে দিয়ে মেয়েটির বাবা ও মাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদের নিয়ে মেয়েটি যেখানে শুয়েছিল সেখানে প্রবেশ করল৷
41 তখন তিনি মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, তালিথা কুমি; যার অর্থ হচ্ছে, ড্যামসেল, আমি তোমাকে বলছি, উঠুন৷
42 মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে হাঁটতে লাগল৷ কারণ তার বয়স বারো বছর। এবং তারা প্রচণ্ড বিস্ময়ে বিস্মিত হল।
43 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন যে কেউ যেন তা না জানে৷ এবং আদেশ করলেন যে তাকে কিছু খেতে দিতে হবে।

অধ্যায় 6

1 তারপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের দেশে এলেন৷ এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করে৷
2 বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ তাঁর কথা শুনে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, এই লোক কোথা থেকে এসব করল? এবং এই কি প্রজ্ঞা তাকে দেওয়া হয়েছে যে, এমন কি তার হাতেই এমন সব মহৎ কাজ হয়?
3 ইনি কি সেই ছুতোর, মরিয়মের পুত্র, যাকোব, জোসেস, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নন? আর তার বোনেরা কি এখানে আমাদের সাথে নেই? এবং তারা তার উপর বিরক্ত ছিল.
4 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, একজন ভাববাদী সম্মানিত হয় না, কিন্তু তার নিজের দেশে, নিজের আত্মীয়দের মধ্যে এবং নিজের বাড়িতেই সম্মানিত হয়৷
5 এবং তিনি কোন শক্তিশালী কাজ করতে পারলেন না, শুধুমাত্র কিছু অসুস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন৷

6 তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন৷ আর তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন।
7 তখন তিনি সেই বারোজনকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন এবং দু'জন করে তাদের বিদায় করতে লাগলেন৷ এবং তাদের অশুচি আত্মাদের উপর ক্ষমতা দিয়েছে৷
8 এবং তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা তাদের যাত্রার জন্য একটি লাঠি ছাড়া কিছুই নেবেন না; তাদের পার্সে কোন স্ক্রিপ, রুটি, কোন টাকা নেই:
9 কিন্তু জুতা পরিধান কর; এবং দুটি কোট পরা না.
10 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যে জায়গায় বাড়ীতে প্রবেশ করবে, সেই জায়গা থেকে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে৷'
11 আর যে কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না বা শুনবে না, যখন আপনি সেখান থেকে চলে যাবেন, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনার পায়ের নীচের ধুলো ঝেড়ে ফেলুন৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই শহরের চেয়ে সদোম ও গমোরার অবস্থা বেশি সহনীয় হবে৷
12 আর তাঁরা বাইরে গিয়ে প্রচার করলেন যে, লোকেদের অনুশোচনা করা উচিত৷
13 তারা অনেক ভূত তাড়িয়ে দিল এবং অনেক অসুস্থ লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করল৷
14 রাজা হেরোদ তাঁর কথা শুনলেন৷ (কারণ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল:) এবং তিনি বলেছিলেন, যোহন বাপ্তিস্মদাতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে পরাক্রমশালী কাজগুলি নিজেকে প্রকাশ করে৷
15 অন্যরা বলল, ইনি ইলিয়াস। আর অন্যরা বলল, এটা একজন ভাববাদী, অথবা একজন ভাববাদী।
16কিন্তু হেরোদ তা শুনে বললেন, 'ইনি সেই যোহন, যাঁর শিরশ্ছেদ করেছি, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন৷'
17 কারণ হেরোদ নিজেই যোহনকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য তাঁকে কারাগারে বেঁধেছিলেন, কারণ তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন।
18 কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, 'তোমার ভাইয়ের স্ত্রী রাখা তোমার পক্ষে বৈধ নয়৷'
19 সেইজন্য হেরোদিয়াস তাঁর বিরুদ্ধে ঝগড়া করেছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন৷ কিন্তু সে পারেনি:
20 কারণ হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন, তিনি জেনেছিলেন যে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র এবং তাঁকে পালন করতেন৷ তিনি তাঁর কথা শুনে অনেক কিছু করলেন এবং আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনলেন৷
21 এবং যখন একটি সুবিধাজনক দিন উপস্থিত হল, হেরোদ তার জন্মদিনে তার প্রভুদের, প্রধান সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান রাজ্যগুলির জন্য একটি নৈশভোজ করলেন৷
22 আর সেই হেরোদিয়াসের মেয়ে এসে নাচতে নাচতে হেরোদ ও তাঁর সঙ্গে যারা বসেছিল তাদের খুশি করলে রাজা মেয়েটিকে বললেন, তুমি যা চাও আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।
23 এবং তিনি তার কাছে শপথ করে বললেন, তুমি আমার কাছে যা কিছু চাইবে, আমি তোমাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক দেব।
24 তখন সে এগিয়ে গিয়ে তার মাকে বলল, আমি কি চাইব? তিনি বললেন, যোহন ব্যাপটিস্টের মাথা৷
25 আর সে তড়িঘড়ি করে রাজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি চাই যে আপনি আমাকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা একটা চার্জারে দিয়ে দেবেন৷'
26 রাজা খুব দুঃখিত হলেন; তবুও তার শপথের জন্য, এবং তাদের জন্য যারা তার সাথে বসেছিল, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।
27 আর সঙ্গে সঙ্গে রাজা একজন জল্লাদকে পাঠালেন, এবং তার মাথা আনার আদেশ দিলেন, এবং তিনি গিয়ে কারাগারে তার শিরচ্ছেদ করলেন,
28 এবং একটি চার্জারে তার মাথা এনে মেয়েটিকে দিল, এবং মেয়েটি তার মাকে দিল৷
29 তাঁর শিষ্যরা এই কথা শুনে এসে তাঁর মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবরে রাখলেন৷
30 আর প্রেরিতরা যীশুর কাছে জড়ো হলেন এবং যা কিছু করেছিলেন এবং যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে বললেন৷
31 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা নিজেদেরকে এক নির্জন জায়গায় এসো এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, কারণ সেখানে অনেক আসা-যাওয়া ছিল, আর তাদের খাওয়ার মতো অবকাশ ছিল না৷
32 তারা একান্তে জাহাজে করে মরুভূমিতে চলে গেল৷
33 এবং লোকেরা তাদের চলে যেতে দেখল, এবং অনেকে তাঁকে চিনতে পেরে সমস্ত শহর থেকে সেখানে দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং তাঁর কাছে একত্রিত হল৷
34 যীশু বাইরে এসে অনেক লোককে দেখলেন এবং তাদের প্রতি করুণা অনুভব করলেন, কারণ তারা মেষপালকহীন মেষের মতো ছিল৷ তিনি তাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন৷
35 আর যখন দিন অনেক পেরিয়ে গেছে, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, এটি একটি মরুভূমি, এবং এখন সময় অনেক পেরিয়ে গেছে৷
36 তাদের বিদায় কর, যাতে তারা আশেপাশের গ্রামে ও গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য রুটি কিনতে পারে, কারণ তাদের খাওয়ার কিছু নেই৷
37 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা তাদের খেতে দাও৷' তারা তাঁকে বলল, আমরা কি গিয়ে দুশো টাকা মূল্যের রুটি কিনে খেতে দেব?
38 তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? যান এবং দেখুন এবং যখন তারা জানল, তারা বলল, পাঁচটি এবং দুটি মাছ৷
39 আর তিনি তাদের সবাইকে সবুজ ঘাসের ওপর দল বেঁধে বসতে বললেন৷
40 এবং তারা কয়েকশ এবং পঞ্চাশের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বসল।
41 তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং রুটিগুলো ভেঙ্গে শিষ্যদের তাদের সামনে রাখার জন্য দিলেন৷ আর সেই দুটি মাছ তিনি তাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

42 আর তারা সবাই খেয়ে তৃপ্ত হল।
43 আর তারা বারোটি ঝুড়ি ভরা টুকরো ও মাছ নিয়ে নিল।
44 আর যারা সেই রুটি খেয়েছিল তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।
45 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের জাহাজে উঠতে বাধ্য করলেন এবং লোকদের বিদায় করার আগে বৈৎসৈদার আগে অন্য প্রান্তে যেতে বললেন।
46 তিনি তাদের বিদায় করে প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন।
47 সন্ধ্যা হলে জাহাজটি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি একাই জমিতে ছিলেন।
48 আর তিনি তাদের সারি সারি পরিশ্রম করতে দেখলেন। কারণ বাতাস তাদের বিপরীত ছিল। রাতের চতুর্থ প্রহরে তিনি সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে এলেন এবং তাদের পাশ দিয়ে যেতে চাইছিলেন।
49 কিন্তু যখন তারা তাকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখেছিল, তখন তারা মনে করেছিল এটা কোন আত্মা, এবং চিৎকার করে বলল:
50 কারণ তারা সকলেই তাঁকে দেখে বিচলিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন, আর বললেন, ' ভালো থাকো, আমিই! ভয় পাবেন না
51 তখন তিনি জাহাজে তাদের কাছে গেলেন। এবং বাতাস থেমে গেল: এবং তারা নিজেদের মধ্যে খুব অবাক হয়ে গেল এবং বিস্মিত হল।
52 কারণ তারা রুটির অলৌকিক ঘটনা বিবেচনা করেনি, কারণ তাদের হৃদয় কঠিন ছিল।
53 তারা পার হয়ে গেনেসারেত দেশে এসে তীরে টেনে নিল।
54 তারা যখন জাহাজ থেকে নামল, তখনই তারা তাঁকে চিনতে পারল।
55 এবং সেই সমস্ত অঞ্চলের চারপাশে দৌড়ে গেল এবং অসুস্থদের বিছানায় নিয়ে যেতে লাগল, যেখানে তারা শুনল যে তিনি আছেন।
56 এবং তিনি গ্রামে, শহরে বা দেশে যেখানেই প্রবেশ করতেন, সেখানেই তারা অসুস্থদেরকে রাস্তায় শুইয়েছিল, এবং তাঁর পোশাকের সীমানা ছাড়া ছুঁতে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিল;

অধ্যায় 7

1 তখন ফরীশীরা এবং জেরুজালেম থেকে আসা কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁর কাছে একত্রিত হল।
2 আর যখন তারা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে নাপাক করে, অর্থাৎ হাত না ধুয়ে রুটি খেতে দেখল, তখন তারা দোষ খুঁজে পেল।
3 ফরীশীরা এবং সমস্ত ইহুদীরা বৃদ্ধদের ঐতিহ্য ধরে রেখে বারবার হাত ধোয়া ছাড়া, খায় না।
4 আর বাজার থেকে এলে ধোয়া ছাড়া খায় না। এবং আরও অনেক জিনিস আছে, যা তারা ধরে রাখার জন্য পেয়েছে, যেমন কাপ, হাঁড়ি, পিতলের পাত্র এবং টেবিল ধোয়া।
5 তখন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনার শিষ্যরা প্রাচীনদের রীতি অনুসারে চলে না, কিন্তু হাত না ধুয়ে রুটি খায়?
6তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমাদের ভণ্ডদের সম্বন্ধে যিশাইয় ভালই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যেমন লেখা আছে, 'এই লোকে তাদের ঠোঁটে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে।'
7তবুও বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে, তত্ত্বের জন্য মানুষের আজ্ঞা শিক্ষা দেয়।
8 ঈশ্বরের আদেশকে একপাশে রাখার জন্য, আপনি মানুষের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন, যেমন হাঁড়ি এবং পেয়ালা ধোয়ার মতো: এবং এইরকম আরও অনেক কাজ আপনি করেন।
9 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা ঈশ্বরের আদেশ পুরোপুরি অস্বীকার কর, যাতে তোমরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পার।
10 কারণ মোশি বলেছিলেন, 'তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর; এবং, যে পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, সে মৃত্যুবরণ করুক।
11 কিন্তু তোমরা বল, যদি কোন লোক তার পিতা বা মাতাকে বলে, এটা কোরবান, অর্থাৎ একটি উপহার, যা দিয়ে আমার দ্বারা তোমার লাভ হতে পারে। সে মুক্ত হবে।
12 আর তোমরা তাকে তার বাবা বা মায়ের জন্য আর কিছু করতে দেবে না।
13 তোমাদের পরম্পরার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে ফলপ্রসূ করে না, যা তোমরা প্রচার করেছ।
14 এবং যখন তিনি সমস্ত লোককে নিজের কাছে ডাকলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে আমার কথা শোন এবং বুঝ।
15 মানুষ ছাড়া এমন কিছু নেই যা তাকে অশুচি করতে পারে, কিন্তু তার ভেতর থেকে যা বের হয়, তারাই মানুষকে কলুষিত করে।
16 কারো যদি শোনার কান থাকে, সে শুনুক।
17 যখন তিনি লোকদের মধ্য থেকে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে দৃষ্টান্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
18 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি এমনই বোঝ? তোমরা কি বোঝ না, বাইরে থেকে যা কিছু মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না।
19 কারণ তা তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে যায় এবং সমস্ত মাংস শুদ্ধ করে খরায় চলে যায়?
20 আর তিনি বললেন, ' মানুষের ভেতর থেকে যা বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে।'
21কারণ মানুষের অন্তর থেকে মন্দ চিন্তা, ব্যভিচার, ব্যভিচার, খুন,
22 চুরি, লোভ, দুষ্টতা, ছলনা, লম্পটতা, দুষ্ট চোখ, পরনিন্দা, অহংকার, মূর্খতা:
23 এই সমস্ত মন্দ জিনিস ভিতর থেকে আসে এবং মানুষকে কলুষিত করে।
24 সেখান থেকে তিনি উঠে সোর ও সীডনের সীমানায় গিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকলেন, আর কেউ তা জানতে চাইল না, কিন্তু তাকে লুকানো গেল না।
25কারণ এক মহিলা, যার অল্পবয়সী মেয়ের অশুচি আত্মা ছিল, তিনি তাঁর কথা শুনে এসে তাঁর পায়ে পড়লেন।
26 মহিলাটি একজন গ্রীক, জাতিগতভাবে একজন সিরোফেনিশিয়ান ছিলেন; এবং তিনি তাকে তার মেয়ের মধ্য থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন।

27 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, প্রথমে বাচ্চাদের তৃপ্ত হতে দাও, কারণ বাচ্চাদের রুটি নিয়ে কুকুরের কাছে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়।
28 তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু, তবুও টেবিলের নীচে কুকুরেরা বাচ্চাদের টুকরো টুকরো খায়।
29 তখন তিনি তাকে বললেন, এই কথার জন্য তুমি যাও। তোমার মেয়ের মধ্য থেকে শয়তান বেরিয়ে গেছে।
30 এবং যখন তিনি তার বাড়িতে এসেছিলেন, তিনি দেখলেন শয়তান বেরিয়ে গেছে এবং তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।
31 এবং আবার, টায়ার ও সীডনের উপকূল থেকে প্রস্থান করে, তিনি ডেকাপলিসের উপকূলের মধ্য দিয়ে গালীল সাগরে এলেন।
32 আর তারা একজন বধির লোককে তাঁর কাছে আনল এবং তার কথাবার্তায় বাধা ছিল। এবং তারা তাকে তার গায়ে হাত রাখার জন্য অনুরোধ করে।
33 তারপর তিনি তাকে জনতার কাছ থেকে একপাশে নিয়ে গেলেন এবং তার কানে আঙ্গুল দিয়ে থুথু দিলেন এবং তার জিভ স্পর্শ করলেন।
34 আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে বললেন, ইফফাথা, অর্থাৎ, খুলে দাও।
35 আর সঙ্গে সঙ্গে তার কান খুলে গেল, এবং তার জিভের দড়ি খুলে গেল এবং সে স্পষ্ট কথা বলল।
36 এবং তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা কাউকে না বলবেন; কিন্তু তিনি যতই তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ততই তারা তা প্রকাশ করেছেন;
37 আর আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললেন, 'তিনি সবই ভালো করেছেন।

অধ্যায় 8

1সেই দিনে ভীড় অনেক বেশি ছিল, আর খাবার কিছুই ছিল না, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন,
2 জনতার প্রতি আমার মমতা আছে, কারণ তারা এখন তিন দিন ধরে আমার কাছে আছে, আর তাদের খাওয়ার কিছু নেই।
3 আর আমি যদি তাদের উপবাস করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই, তবে তারা পথের ধারে অজ্ঞান হয়ে যাবে, কারণ তাদের মধ্যে বহু বহু দূর থেকে এসেছিল।
4তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'এখানে মরুভূমিতে এই লোকদের রুটি দিয়ে তৃপ্ত করা যাবে কোথা থেকে?
5তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? তারা বলল, সাত.
6 তারপর তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন। তিনি সেই সাতটি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন, ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের তাদের সামনে রাখার জন্য দিলেন। তারা তাদের লোকদের সামনে দাঁড় করিয়েছিল।
7 এবং তাদের কাছে কয়েকটি ছোট মাছ ছিল: এবং তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের সামনে রাখতে আদেশ দিলেন।
8তাহাতে তাহারা আহার করিল, এবং তৃপ্ত হইল; এবং সাতটি ঝুড়ি রাখা ভাঙ্গা মাংস হইতে উঠিল।
9 আর যাঁরা খেয়েছিল তারা প্রায় চার হাজার ছিল। তিনি তাদের বিদায় করলেন।
10 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিষ্যদের নিয়ে একটা জাহাজে উঠে দলমানুথার অংশে এলেন।
11 তখন ফরীশীরা এগিয়ে এসে যীশুর কাছে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে তাঁকে প্রলোভন দিতে লাগল।
12 তিনি তাঁর আত্মায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই প্রজন্ম কেন চিহ্নের খোঁজ করছে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মকে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না।
13 তখন তিনি তাদের ছেড়ে দিয়ে জাহাজে ঢুকে আবার অন্য দিকে চলে গেলেন।
14 তখন শিষ্যরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিল, জাহাজে তাদের সঙ্গে একটির বেশি রুটি ছিল না।
15 তখন তিনি তাদের হুকুম দিয়ে বললেন, সাবধান, ফরীশীদের খামির ও হেরোদের খামির থেকে সাবধান!
16 তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'আমাদের কাছে রুটি নেই বলেই এমন হয়েছে।'
17 যীশু তা জানতে পেরে তাঁদের বললেন, ' তোমাদের কাছে রুটি নেই বলে যুক্তি কেন? তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না, বোঝও না? তোমার হৃদয় কি এখনও শক্ত হয়ে গেছে?
18 তোমার চোখ আছে, দেখছ না? তোমার কান আছে, শুনছ না? তোমাদের কি মনে নেই?
19 আমি যখন পাঁচ হাজারের মধ্যে পাঁচটি রুটি ভাঙ্গলাম, তখন তোমরা কত টুকরো টুকরো টুকরো নিয়েছিলে? তারা তাকে বলল, বারোজন।
20 আর যখন চার হাজারের মধ্যে সাতজন, তখন তোমরা কতগুলো টুকরি ভর্তি টুকরো তুলে নিয়েছিলে? তারা বলল, সাত.
21 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি করে বুঝলে না?
22 আর তিনি বেথসৈদায় গেলেন; তারা একজন অন্ধকে তার কাছে নিয়ে এল এবং তাকে স্পর্শ করার জন্য অনুরোধ করল।
23 তখন তিনি অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন। যখন সে তার চোখে থুথু দিল এবং তার গায়ে হাত রাখল, তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করলো সে দেখতে পাচ্ছ কিনা?
24 আর তিনি উপরে তাকিয়ে বললেন, আমি দেখছি মানুষ গাছের মত হাঁটছে।
25 এর পরে তিনি আবার তার চোখের উপর হাত রাখলেন এবং তাকে উপরের দিকে তাকালেন, এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেক মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন।
26তখন তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, এই বলে, শহরে যেও না, শহরের কাউকে বলো না।
27 তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সিজারিয়া ফিলিপীর শহরে গেলেন। পথে পথে তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, ' লোকেরা বলে আমি কে?'
28 তারা উত্তর দিল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন' কিন্তু কেউ কেউ বলে, ইলিয়াস। এবং অন্যান্য, নবীদের একজন।
29 যীশু তাঁদের বললেন, ' কিন্তু তোমরা বলছ আমি কে? পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'তুমিই খ্রীষ্ট।'
30 আর তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন তার বিষয়ে কাউকে না বলে।

31 আর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের এবং ব্যবস্থার শিক্ষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, এবং তাকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিন পর আবার জীবিত হতে হবে৷
32 আর তিনি সেই কথা প্রকাশ্যেই বললেন৷ তখন পিতর তাকে ধরে তিরস্কার করতে লাগলেন৷
33 কিন্তু তিনি ঘুরে ফিরে তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকালেন, তিনি পিতরকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তান, তুমি আমার পিছনে হও;
34 আর যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে লোকদেরও তাঁর কাছে ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, যে আমার পরে আসবে, সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে, তার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে৷
35 কারণ যে কেউ তার জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং সুসমাচারের জন্য তার জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে৷
36 একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে এবং নিজের প্রাণ হারায় তবে তাতে কি লাভ হবে?
37 অথবা একজন মানুষ তার আত্মার বিনিময়ে কি দেবে?
38 তাই এই ব্যভিচারী ও পাপী প্রজন্মের মধ্যে যে কেউ আমাকে এবং আমার কথার জন্য লজ্জিত হবে; মানবপুত্রও লজ্জিত হবেন, যখন তিনি তাঁর পিতার মহিমায় পবিত্র ফেরেশতাদের সঙ্গে আসবেন৷

অধ্যায় 9

1 তিনি তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা মৃত্যুর স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না তারা ঈশ্বরের রাজ্যকে শক্তি সহকারে আসতে না দেখবে৷
2 আর ছয় দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে একাকী এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সামনে তাঁর রূপান্তরিত হল৷
3 আর তাঁর পোশাক তুষার মত সাদা হয়ে গেল; যাতে পৃথিবীর কোন পূর্ণতা তাদের সাদা করতে পারে না।
4 তখন মোশির সঙ্গে ইলিয়াস তাদের কাছে দেখা দিলেন এবং তারা যীশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন৷
5 পিতর উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমাদের এখানে থাকা ভালো৷ একটি তোমার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি ইলিয়াসের জন্য৷
6 কেননা সে কি বলবে বুঝতে পারছে না; কারণ তারা খুব ভয় পেয়েছিল।
7 তখন একটা মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল, আর সেই মেঘের মধ্য থেকে একটা রব এল, এই বলে, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তার কথা শোন৷
৪পরে হঠাৎ চারিদিকে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে আর দেখতে পেলেন না।
9 তারা পর্বত থেকে নেমে আসার সময় তিনি তাদের আদেশ দিলেন যে, মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যা দেখেছে তা কাউকে না বলে৷
10 তারা সেই কথা নিজেদের মধ্যেই রাখল, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল৷
11 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলছেন যে ইলিয়াসকে প্রথমে আসতে হবে?
12 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ইলিয়াস সত্যই প্রথমে আসবেন এবং সব কিছু পুনরুদ্ধার করবেন৷ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে লেখা আছে যে, তাকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে এবং তাকে বাদ দিতে হবে৷
13 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, ইলিয়াস আসলেই এসেছেন, এবং তাঁর বিষয়ে যেমন লেখা আছে তারা যা করেছে তা-ই করেছে।
14 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাদের চারপাশে অনেক লোক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে প্রশ্ন করছেন৷
15 আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক, যখন তারা তাঁকে দেখল, খুব আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে তাঁকে অভিবাদন জানাল৷
16 তখন তিনি ব্যবস্থার শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করলেন, ' তাদের নিয়ে তোমরা কি প্রশ্ন করছ?
17 জনতার মধ্যে একজন উত্তর দিয়ে বলল, 'গুরু, আমি আমার ছেলেকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যার বোবা আত্মা আছে৷
18 এবং যেখানেই সে তাকে নিয়ে যায়, সে তাকে ছিঁড়ে ফেলে: এবং সে ফেনা করে, দাঁতে ঘষে এবং পিন করে ফেলে: এবং আমি আপনার শিষ্যদের বলেছিলাম যে তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে; এবং তারা পারেনি।
19 তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, হে অবিশ্বাসী প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব? কতদিন তোমাকে কষ্ট দিব? তাকে আমার কাছে আন
20 তারা তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে এল৷ এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং ফেনা ঢালতে লাগলেন।
21 সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, কতদিন আগে এই কথা তার কাছে এসেছে? তিনি বললেন, একটি শিশুর কথা।
22 এবং অনেক সময় তা তাকে ধ্বংস করার জন্য আগুনে এবং জলে ফেলেছে, কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন তবে আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন৷
23 যীশু তাঁকে বললেন, ' তুমি যদি বিশ্বাস করতে পার তবে যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সবই সম্ভব৷'
24 তখনই শিশুটির পিতা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি; আপনি আমার অবিশ্বাস সাহায্য.
25 যীশু যখন দেখলেন যে লোকেরা ছুটে আসছে, তখন তিনি সেই অশুভ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, হে বোবা ও বধির আত্মা, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হয়ে এস, আর তার মধ্যে প্রবেশ করো না।
26 আর সেই আত্মা চিৎকার করে তাকে চিড় দিয়ে বেরিয়ে এল, আর সে মৃতের মত হল৷ এতটাই যে অনেকে বলেছিল, সে মারা গেছে।
27 কিন্তু যীশু তার হাত ধরে উপরে তুলে নিলেন৷ এবং তিনি উঠলেন।

28 তিনি ঘরে ঢুকলে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কেন তাঁকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না?
29 তখন তিনি তাদের বললেন, এই ধরণের কিছুতেই বের হতে পারে না, কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে।
30 তারা সেখান থেকে চলে গেল এবং গালীলের মধ্য দিয়ে গেল। এবং তিনি চান না যে কেউ তা জানুক।
31 কারণ তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের বললেন, ' মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাকে হত্যা করবে। এবং তাকে হত্যা করার পর তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে।
32 কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝতে পারলেন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলেন।
33 এরপর তিনি কফরনাহূমে এলেন। বাড়িতে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথের মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে কি বিবাদ করেছিলে?
34 কিন্তু তারা তাদের চুপ করে রইল, কারণ তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেছিল, কে সবচেয়ে বড় হবে।
35 তারপর তিনি বসেন এবং বারোজনকে ডেকে বললেন, ' কেউ যদি প্রথম হতে চায় তবে সে সবার শেষে হবে এবং সবার সেবক হবে।'
36 আর তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মাঝে বসিয়ে দিলেন, এবং যখন তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন, তখন তিনি তাদের বললেন,
37 যে কেউ আমার নামে এই ধরনের সন্তানদের একজনকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে গ্রহণ করবে এবং যে আমাকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করবে।
38 যোহন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখেছি, আর সে আমাদের অনুসরণ করে না। আমরা তাকে নিষেধ করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না।'
39 কিন্তু যীশু বললেন, ওকে নিষেধ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে অলৌকিক কাজ করবে, যে আমার সম্পর্কে হালকাভাবে খারাপ কথা বলবে।
40 কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয় সে আমাদের পক্ষ থেকে।
41 কারণ যে কেউ আমার নামে এক পেয়ালা জল পান করার জন্য তোমাদের দেবে, কারণ তোমরা খ্রীষ্টের, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে তার পুরস্কার হারাবে না।
42 আর যে কেউ এই ছোটোদের মধ্যে একজনকে যারা আমার উপর বিশ্বাস করে, তার জন্য ভাল হয় যে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।
43 আর যদি তোমার হাত তোমাকে অপরাধী করে, তবে তা কেটে ফেল: তোমার জন্য দু'হাত রেখে নরকে যাবার চেয়ে পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই ভালো, যে আগুন কখনো নিভবে না।
44 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।
45 আর যদি তোমার পা তোমাকে আঘাত করে, তবে তা কেটে ফেল: তোমার জীবনে থামার চেয়ে ভাল, দুই পা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে, এমন আগুনে যা কখনো নিভবে না।
46 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।
47 আর যদি তোমার চোখ তোমাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে তা উপড়ে ফেল: দু'চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।
48 যেখানে তাদের কীট মরে না, আগুন নিভে না।
49 কারণ প্রত্যেককে আগুনে নোনতা করা হবে, এবং প্রতিটি বলিদান লবণ দিয়ে নোনতা করা হবে।
50 লবণ ভালো, কিন্তু লবণ যদি তার লবণাক্ততা হারিয়ে ফেলে, তবে তা কি করে মসৃণ করবে? নিজেদের মধ্যে লবণ রাখুন এবং একে অপরের সাথে শান্তিতে থাকুন।

অধ্যায় 10

1 তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে জর্ডানের অপর পারে যিহূদিয়ার উপকূলে এলেন। এবং, তিনি যেমন অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি আবার তাদের শিক্ষা দিলেন।
2 তখন ফরীশীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, একজন পুরুষের কি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধিসম্মত? তাকে প্রলুব্ধ করে।
3 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, মোশি তোমাদের কি আদেশ করেছেন?
4 তারা বলল, মূসাকে তালাকের বিল লিখতে ও তাকে ত্যাগ করতে কষ্ট হয়েছিল।
5 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্যই তিনি তোমাদের জন্য এই আদেশ লিখেছিলেন।
6 কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন।
7 এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে আবদ্ধ থাকবে;
8 আর তারা দু'জন এক মাংস হবে, তাই তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু এক মাংস।
9 তাই ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক।
10 আর বাড়িতে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে একই বিষয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন।
11 তিনি তাদের বললেন, ' যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যকে বিয়ে করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে।
12 আর যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে ত্যাগ করে অন্যের সাথে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।
13 আর তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। তাঁর শিষ্যরা তাদের নিয়ে আসা লোকদের ধমক দিলেন।
14 কিন্তু যীশু তা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বললেন, ' ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের নিষেধ করো না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।'
15 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ ছোট শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করবে না, সে সেখানে প্রবেশ করবে না।
16 আর তিনি তাদের কোলে তুলে নিলেন, তাদের গায়ে হাত রেখে তাদের আশীর্বাদ করলেন।
17 আর যখন তিনি পথে চলে গেলেন, তখন একজন দৌড়ে এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলেন, হে মহান গুরু, আমি কি করব যাতে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারি?
18 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই।
19 তুমি আদেশ জানো, ব্যভিচার করো না, হত্যা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রতারণা করো না, তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করো।
20 তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমি ছোটবেলা থেকেই এসব দেখে এসেছি।'
21তখন যীশু তাকে দেখে তাকে ভালোবাসলেন, এবং তাকে বললেন, তোমার একটা জিনিসের অভাব আছে: যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে দরিদ্রদের দান কর, তাতে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে: আর এসো, ক্রুশটি তুলে নিও। আমাকে অনুসরণ করুন
22 এই কথা শুনে তিনি দুঃখ পেলেন এবং দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন, কারণ তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল।
23 তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' ধনীদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
24 তাঁর কথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হলেন। কিন্তু যীশু আবার উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' বাচ্চারা, যারা ধন-সম্পদের ওপর ভরসা করে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
25 একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ।
26 তখন তারা বিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
27 যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।
28 তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, দেখ, আমরা সব ছেড়ে তোমার অনুগামী হয়েছি।
29 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য এবং সুসমাচারের জন্য বাড়ি, ভাই, বোন, বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান বা জমি ত্যাগ করেনি। ,
30 কিন্তু এই সময়ে সে শতগুণ পাবে, বাড়ি, ভাই, বোন, মা, ছেলেমেয়ে এবং জমি, তাড়না সহ; এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন আসতে.
31 কিন্তু অনেক যারা প্রথম, তারা শেষ হবে। এবং শেষ প্রথম।
32 তারা জেরুজালেমের দিকে যাচ্ছিল। তখন যীশু তাদের সামনে এগিয়ে গেলেন। তারা ভয় পেয়ে গেল। তখন তিনি আবার সেই বারোজনকে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতি কি ঘটতে হবে তা তাদের বলতে লাগলেন।
33 বললেন, দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে।
34 আর তারা তাকে ঠাট্টা করবে, তাকে চাবুক মারবে, তার গায়ে থুথু ফেলবে এবং তাকে মেরে ফেলবে এবং তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে।
35 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহন তাঁর কাছে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই আপনি আমাদের জন্য যা চাই তাই করুন।'
36 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কি চাও যে আমি তোমাদের জন্য করব?
37 তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের দান করুন যাতে আমরা আপনার মহিমায় একজন আপনার ডানদিকে এবং অন্যজন আপনার বাঁ দিকে বসতে পারি।
38 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না। আমি যে পেয়ালা থেকে পান করি তা কি তোমরা পান করতে পার? এবং আমি যে বাপ্তিস্ম দিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়েছি?
39 তারা তাঁকে বলল, আমরা পারি। তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমি যে পেয়ালা থেকে পান করব, তা তোমরা অবশ্যই পান করবে। আর আমি যে বাপ্তিস্মের সাথে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, তোমরাও সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম পাবে।
40 কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাম দিকে বসার দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু এটা তাদের দেওয়া হবে যাদের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।
41 আর দশজন শিষ্য একথা শুনে যাকোব ও যোহনের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হলেন।
42 কিন্তু যীশু তাদের নিজের কাছে ডেকে বললেন, ' তোমরা জান, যারা অইহুদীদের ওপর শাসন করে তারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। এবং তাদের মহান ব্যক্তিরা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে।
43 কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হবে না।
44 আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হবে, সে সকলের দাস হবে।
45 কারণ মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা করতে আসেন নি, সেবা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য দিতে এসেছিলেন।
46 আর তারা জেরিহোতে এলেন, আর তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের ও বহু লোকের সঙ্গে জেরিহো থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিমায়ের ছেলে অন্ধ বার্টিময় রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করতে লাগলেন।
47 তিনি যখন শুনলেন যে, তিনি নাসরতের যীশু, তখন তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে দায়ূদের পুত্র যীশু, আমাকে দয়া করুন।
48 এবং অনেকে তাকে চুপ করে থাকতে বলেছিল, কিন্তু সে আরও বেশি জোরে চিৎকার করে বলে উঠল, হে দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন।
49 যীশু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকতে বললেন। তারা অন্ধ লোকটিকে ডেকে বলল, 'ভালো হও, ওঠো।' সে তোমাকে ডাকে।
50 তখন সে তার জামাটা ফেলে দিয়ে উঠে যীশুর কাছে এল।
51 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি চাও যে আমি তোমার প্রতি করব? অন্ধ লোকটি তাঁকে বলল, প্রভু, আমি যেন দৃষ্টিশক্তি পাই।
52 যীশু তাকে বললেন, 'যাও! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। তখনই সে দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যীশুর পথে চলল।

অধ্যায় 11

1 এবং যখন তারা জেরুজালেমের কাছাকাছি, বেথফগে এবং বেথানিয়ার কাছে, জলপাই পাহাড়ে, তখন তিনি তাঁর দুই শিষ্যকে পাঠালেন,
2 আর তাদের বললেন, তোমাদের সামনের গ্রামে যাও৷ সেখানে প্রবেশ করলেই দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে, যার ওপর মানুষ কখনও বসেনি৷ তাকে খুলে দাও এবং তাকে নিয়ে আসো।
3 আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, তোমরা কেন এমন করছ? তোমরা বল যে প্রভুর তার প্রয়োজন আছে৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে এখানে পাঠাবেন৷
4 তারা তাদের পথে গিয়ে দেখল যে দুটি পথ মিলিত হয়েছে এমন জায়গায় দরজার কাছে গাধাটিকে বাঁধা আছে৷ এবং তারা তাকে হারায়।
5 আর যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের বলল, 'তোমরা কি করছ?
6 তারা যীশুর আদেশ মতই তাদের বলল, আর তারা তাদের ছেড়ে দিল৷
7 তারা গাধাটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে তাঁর গায়ে তাদের পোশাক পরিয়ে দিল৷ এবং তিনি তার উপর বসলেন.
8আর অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে গাছের ডাল কেটে পথের মধ্যে খড়কুটো করে দিল।
9 আর যাঁরা আগে যাচ্ছিল এবং যাঁরা পিছনে যাচ্ছিল, তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হোসান্না! ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসেন:
10 ধন্য হোক আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য, যা প্রভুর নামে আসে: উচ্চে হোসান্না৷
11 এরপর যীশু জেরুজালেমে ও মন্দিরে প্রবেশ করলেন৷ তিনি চারপাশে সব কিছু দেখলে এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সেই বারো জনের সঙ্গে বেথনিয়াতে গেলেন৷
12আর পরের দিন, যখন তারা বেথানিয়া থেকে আসছিল, তখন তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন:
13 এবং দূরে একটি ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে পাতা আছে, তিনি সেখানে কিছু খুঁজে পেতে পারেন, তিনি এসেছিলেন; এবং যখন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তিনি পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না; ডুমুরের সময় তখনও হয়নি।
14 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, ' এখন থেকে কেউ চিরকাল তোমার ফল খাবে না৷' আর তাঁর শিষ্যরা তা শুনেছিলেন৷
15 আর তারা জেরুজালেমে এলো: আর যীশু মন্দিরে গেলেন, এবং মন্দিরে যারা বেচা-কেনা করত তাদের বের করে দিতে লাগলেন, এবং টাকা বদলকারীদের টেবিল এবং যারা কপোত বিক্রি করত তাদের আসন উল্টে দিলেন৷
16 আর কোন লোক মন্দিরের মধ্য দিয়ে কোন পাত্র বয়ে নিয়ে যেতে চাইবে না৷
17 আর তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, ' এ কি লেখা নেই, আমার ঘরকে সকল জাতির প্রার্থনার ঘর বলা হবে? কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের আস্তানা বানিয়েছ।
18 আর ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও প্রধান যাজকেরা তা শুনে কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায় তা খুঁজতে লাগল, কারণ তারা তাঁকে ভয় করত, কারণ সমস্ত লোক তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল৷
19 সন্ধ্যা হলে তিনি শহরের বাইরে চলে গেলেন৷
20পরে সকালে তারা পাশ দিয়ে যাবার সময় ডুমুর গাছটি শিকড় থেকে শুকিয়ে যেতে দেখল।
21 আর পিতর স্মরণ করিতে ডাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, গুরু, দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তা শুকিয়ে গেছে৷
22 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর৷
23 কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলবে, 'তুমি সরে যাও এবং সমুদ্রে ফেলে দাও' এবং তার অন্তরে সন্দেহ করবে না, কিন্তু বিশ্বাস করবে যে সে যা বলছে তা ঘটবে৷ সে যা বলবে তাই পাবে।
24 তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা কিছু কামনা কর, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, বিশ্বাস কর যে তোমরা সেগুলি গ্রহণ করবে এবং তোমাদের সেগুলি পাবে৷
25 আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, তখন তোমাদের কারো বিরুদ্ধে কিছু থাকলে ক্ষমা করো, যাতে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন৷
26 কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না৷
27 আর তারা আবার জেরুজালেমে এলেন, আর তিনি যখন মন্দিরে হাঁটছিলেন, তখন প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং প্রাচীনরা তাঁর কাছে এলেন৷
28 আর তাকে বল, তুমি কোন ক্ষমতায় এসব করছ? আর কে তোমাকে এসব করার ক্ষমতা দিয়েছে?
29 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমিও তোমাদের একটা প্রশ্ন করব, আমাকে উত্তর দিব, আর আমি বলব কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি৷
30 যোহনের বাপ্তিস্ম, এটা কি স্বর্গ থেকে হয়েছিল, নাকি মানুষের? আমাকে উত্তর দাও
31 তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি দিয়ে বলল, 'আমরা যদি বলি, স্বর্গ থেকে! তিনি বলবেন, তাহলে কেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করনি?
32 কিন্তু আমরা যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে; তারা লোকদের ভয় করত: কারণ সমস্ত লোক যোহনকে গণনা করেছিল যে তিনি সত্যই একজন নবী।
33 তারা উত্তর দিয়ে যীশুকে বলল, আমরা বলতে পারব না৷ এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' আমিও তোমাদের বলি না কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি৷'

অধ্যায় 12

1 আর তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন৷ একজন লোক একটি আংগুর ক্ষেত রোপণ করে তার চারপাশে একটি হেজ স্থাপন করে এবং দ্রাক্ষারসের জন্য একটি জায়গা খনন করে একটি টাওয়ার তৈরি করে তা চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে দূর দেশে চলে গেল৷
2 আর ঋতুতে তিনি চাষীদের কাছে একজন দাসকে পাঠালেন, যেন সে আংগুর ক্ষেতের ফল চাষীদের কাছ থেকে নিতে পারে৷
3 তারা তাকে ধরে পিটিয়ে খালি হাতে পাঠিয়ে দিল৷
4 তারপর তিনি আবার তাদের কাছে অন্য একজন দাসকে পাঠালেন৷ তারা তাকে পাথর ছুঁড়ে মাথায় আঘাত করে এবং লজ্জাজনকভাবে তাকে বিদায় করে দেয়।

5 আর তিনি আবার আরেকজনকে পাঠালেন; তারা তাকে এবং আরও অনেককে হত্যা করেছিল। কাউকে মারছে, কাউকে হত্যা করছে।
6 সেইজন্য এখনও তাঁর এক পুত্র, তাঁর প্রিয়, তিনি তাঁকেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, এই বলে, 'তারা আমার পুত্রকে সম্মান করবে।'
7 কিন্তু সেই চাষীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'ইনি উত্তরাধিকারী। আসুন, আমরা তাকে হত্যা করি, এবং উত্তরাধিকার আমাদের হবে।
8 তারা তাকে ধরে হত্যা করে দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল।
9 তাই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক কি করবেন? সে এসে চাষীদের ধ্বংস করবে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যদের দেবে।
10 আর তোমরা কি এই শাস্ত্রটি পড় নি? নির্মাতারা যে পাথরটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তা কোণার মাথা হয়ে গেছে:
11 এটা প্রভুর কাজ ছিল এবং এটা আমাদের চোখে আশ্চর্যজনক?
12 তারা তাঁকে ধরে রাখতে চাইল, কিন্তু লোকেদের ভয় পেল, কারণ তারা জানত যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তটি বলেছেন, এবং তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।
13 আর তারা কয়েকজন ফরীশী ও হেরোদীয়কে যীশুর কাছে পাঠালেন, যেন তাঁকে তাঁর কথায় ধরা পড়ে।
14 তাঁরা এসে তাঁকে বললেন, গুরু, আমরা জানি যে আপনি সত্য, আর কাউকেই পরোয়া করেন না, কেননা আপনি মানুষের লোকের দিকে নজর দেন না, কিন্তু সত্যে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দেন: দেওয়া কি বৈধ? সিজারের প্রতি শ্রদ্ধা, নাকি না?
15 আমরা দেব না দেব না? কিন্তু তিনি তাদের ভণ্ডামি জেনে তাদের বললেন, ' তোমরা কেন আমাকে প্রলোভন করছ? আমার কাছে একটি পয়সা আন, আমি তা দেখতে পারি।
16 তারা তা নিয়ে এল। তখন তিনি তাদের বললেন, ' এই মূর্তি ও লেখা কার? তারা তাঁকে বলল, 'কৈসরেরা।'
17 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' কৈসরকে যা সিজারের, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।' তারা তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।
18 তারপর সদ্দূকীরা তাঁর কাছে আসেন, যারা বলে পুনরুত্থান নেই। এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
19 গুরু, মূসা আমাদের কাছে লিখেছিলেন, যদি একজন ব্যক্তির ভাই মারা যায় এবং তার স্ত্রীকে তার পিছনে রেখে যায় এবং কোন সন্তান না রাখে, তাহলে তার ভাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে।
20 এখন সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি একটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিল, এবং মৃত্যুবরণ করে কোন বীজ রেখেছিল।
21 এবং দ্বিতীয়টি তাকে নিয়ে গেল এবং মারা গেল, সে কোন বীজ রাখল না: এবং তৃতীয়টিও একইভাবে।
22 আর সেই সাতজনই তাকে পেয়েছিলেন, আর কোন সন্তান রাখেনি; সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল।
23 সুতরাং পুনরুত্থানে, যখন তারা উঠবে, তখন সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কেননা সাতজন তাকে স্ত্রীর কাছে রেখেছিল।
24 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা কি ভুল করছ না, কারণ তোমরা কি শাস্ত্রও জানো না, ঈশ্বরের শক্তিও জানো না?
25 কারণ যখন তারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবে, তখন তারা বিয়ে করবে না, বিয়েও করবে না। কিন্তু তারা স্বর্গের ফেরেশতাদের মত।
26 এবং মৃতদের স্পর্শ করার মতো, তারা পুনরুত্থিত হয়: তোমরা কি মোশির পুস্তকে পড়েনি যে, কীভাবে ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আমিই অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর। ?
27 তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর; তাই তোমরা বড়ই ভুল করছ।
28 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন এসে তাদের একত্রে তর্ক করতে শুনে এবং বুঝতে পেরে যে তিনি তাদের ভাল উত্তর দিয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সকলের প্রথম আদেশ কোনটি?
29 যীশু তাঁকে বললেন, ' সকল আজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি হল, হে ইস্রায়েল, শোনা প্রভু আমাদের ঈশ্বর এক প্রভু:
30 আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসবে: এই প্রথম আজ্ঞা।
31 আর দ্বিতীয়টি হল এই রকম, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে। এর চেয়ে বড় আর কোন আদেশ নেই।
32 তখন লেখক তাঁকে বললেন, 'ঠিক আছে, গুরু, আপনি সত্য বলেছেন, কারণ ঈশ্বর একজনই আছেন। এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই:
33 এবং সমস্ত হৃদয়, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ভালবাসা এবং তার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা, সমস্ত হোমবলি ও বলিদানের চেয়েও বেশি।
34 যীশু বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে তাঁকে বললেন, ' তুমি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নও।' আর তার পর আর কেউ তাকে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি।
35 তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, ' কিভাবে ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলেন যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র?
36 কারণ দায়ূদ নিজেই পবিত্র আত্মার দ্বারা বলেছিলেন, প্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, আপনি আমার ডানদিকে বসুন, যতক্ষণ না আমি আপনার শত্রুদের আপনার পায়ের তলায় পরিণত করি।
37 তাই দায়ূদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেছেন। তারপর তার ছেলে কোথা থেকে? আর সাধারণ মানুষ তার কথা সানন্দে শুনেছে।
38 আর তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে তাদের বললেন, ' শাস্ত্রের শিক্ষকদের থেকে সাবধান, যাঁরা লম্বা পোশাক পরে যেতে পছন্দ করে এবং বাজারে নমস্কার পছন্দ করে।
39 এবং সমাজগৃহের প্রধান আসন এবং ভোজের উপরের কক্ষগুলি:
40 যারা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস করে এবং ছলনা করে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, তারা আরও বড় শাস্তি পাবে।
41 আর যীশু ভাণ্ডারের সামনে বসে দেখলেন, লোকেরা কীভাবে ভাণ্ডারে টাকা ফেলছে।
42 আর সেখানে একজন দরিদ্র বিধবা এসে দুটি মাটক ছুঁড়ে মারল, যা একটি পার্থক।

43 তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা যাঁরা ধনভাণ্ডারে ফেলেছে তাদের চেয়ে বেশি ঢালাই করেছে৷
44 কারণ তারা তাদের প্রচুর পরিমাণে নিক্ষেপ করেছিল; কিন্তু সে তার ইচ্ছামত তার যা কিছু ছিল, এমনকি তার সমস্ত জীবন্ত সবকিছুই নিক্ষেপ করেছিল৷

অধ্যায় 13

1 তিনি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, 'গুরু, দেখুন এখানে কী ধরনের পাথর ও কী কী দালান রয়েছে৷
2 যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি এই বড় বড় দালানগুলো দেখছ? একটি পাথর অন্য পাথরের উপর অবশিষ্ট থাকবে না, যা নিক্ষেপ করা হবে না।
3 আর যখন তিনি মন্দিরের সামনে জলপাই পর্বতে বসেছিলেন, তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় একান্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
4 আমাদের বল, এই সব কখন হবে? এবং এই সমস্ত কিছু যখন পূর্ণ হবে তখন চিহ্ন কী হবে?
5তখন যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বলতে লাগলেন, সাবধান, কেউ যেন তোমাদের ঠকায় না৷
6 কারণ অনেকে আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট৷ এবং অনেককে প্রতারিত করবে।
7 আর যখন তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন বিচলিত হবেন না; কিন্তু শেষ এখনও হবে না.
8 কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে: এবং বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প হবে, এবং দুর্ভিক্ষ ও সমস্যা হবে: এটি দুঃখের শুরু।
9 কিন্তু সাবধান! এবং সমাজগৃহে তোমাদের মারধর করা হবে এবং আমার জন্য তোমাদের শাসক ও রাজাদের সামনে হাজির করা হবে, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য৷
10 এবং সুসমাচার প্রথমে সমস্ত জাতির মধ্যে প্রকাশিত হতে হবে৷
11 কিন্তু যখন তারা তোমাদের নিয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে, তখন তোমরা কি বলবে তা আগে থেকে চিন্তা করো না, আগে থেকেই চিন্তা করো না, কিন্তু সেই সময়ে তোমাদের যা দেওয়া হবে, তাই বল, কারণ তোমরাই কথা বল না, কিন্তু পবিত্র আত্মা
12 এখন ভাই ভাইকে এবং পিতা পুত্রকে হত্যার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করবে৷ এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে উঠবে এবং তাদের হত্যা করবে।
13 এবং আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা করবে: কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে রক্ষা পাবে৷
14কিন্তু যখন তোমরা ধ্বংসের জঘন্য জিনিস দেখবে, যা দানিয়েল ভাববাদীর দ্বারা বলা হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়, (যে পাঠ করে সে বুঝুক,) তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক৷
15আর যে ঘরের ছাদে আছে সে যেন তার ঘর থেকে কিছু বের করার জন্য বাড়ীতে না নামে, না ভিতরে প্রবেশ করে।
16 আর যে মাঠে আছে সে যেন তার পোশাক নিতে না ফিরে।
17 কিন্তু ধিক্ তাদের যারা গর্ভে আছে এবং যারা সেই সময়ে স্তন্যপান করে!
18 আর প্রার্থনা কর যেন শীতকালে তোমাদের উড়ান না হয়৷
19 কারণ সেই দিনগুলিতে এমন দুর্দশা আসবে, যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সেই সময় পর্যন্ত ছিল না, হবেও না৷
20 আর প্রভু সেই দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত না করলে, কোন মাংসই রক্ষা পাবে না, কিন্তু নির্বাচিতদের জন্য, যাকে তিনি বেছে নিয়েছেন, তিনি সেই দিনগুলিকে ছোট করেছেন৷
21 তারপর যদি কেউ তোমাকে বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এখানে আছেন৷ অথবা, দেখ, তিনি সেখানে আছেন; তাকে বিশ্বাস করবেন না:
22 কারণ মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং মিথ্যা ভাববাদীরা উঠবে, এবং চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ দেখাবে, যদি সম্ভব হয়, এমনকি নির্বাচিতদেরও প্রলুব্ধ করতে৷
23 কিন্তু সাবধান!
24কিন্তু সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না,
25 আর আকাশের তারাগুলো পড়ে যাবে, আর আকাশের শক্তিগুলো কেঁপে উঠবে।
26 আর তখন তারা মানবপুত্রকে মহা শক্তি ও মহিমা নিয়ে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে৷
27 এবং তারপর তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন এবং চার বায়ু থেকে, পৃথিবীর একেবারে শেষ অংশ থেকে স্বর্গের একেবারে শেষ অংশে তাঁর নির্বাচিতদের একত্র করবেন৷
28 এখন ডুমুর গাছের একটি দৃষ্টান্ত শিখুন; যখন তার ডাল কোমল হয়, এবং পাতা বের করে, তখন তোমরা জান যে গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে এসেছে।
29 তাই তোমরাও একইভাবে, যখন দেখবে এসব ঘটতে যাচ্ছে, তখন জেনে রেখো যে তা কাছে, এমনকী দরজার কাছেও৷
30 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এই সব কিছু করা হবে ততক্ষণ এই প্রজন্ম শেষ হবে না৷
31 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
32 কিন্তু সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউ জানে না, না, স্বর্গের স্বর্গদূতরাও জানে না, পুত্রও জানে না, কিন্তু পিতাই জানে৷
33 তোমরা সাবধান হও, জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, কারণ সময় কখন হবে তা তোমরা জান না৷
34কারণ মনুষ্যপুত্র এমন একজন লোকের মতো যিনি বহুদূরে যাত্রা করছেন, যে তার বাড়ি ছেড়েছে, এবং তার দাসদের এবং প্রত্যেককে তার কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং দারোয়ানকে সতর্ক থাকতে আদেশ করেছে৷
35 তাই তোমরা সতর্ক থাকো, কারণ তোমরা জান না কখন বাড়ির কর্তা আসবেন, সন্ধ্যাবেলায়, বা মধ্যরাতে, বা মোরগ ডাকার সময় বা সকালে৷
36 পাছে হঠাৎ এসে সে তোমাকে ঘুমাচ্ছে।
37 আর আমি তোমাদের যা বলি তা সকলকে বলছি, সাবধান!

অধ্যায় 14

1 দুদিন পর নিস্তারপর্ব ও খামিরবিহীন রুটির উৎসব ছিল৷ প্রধান যাজকেরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কীভাবে কৌশলে তাঁকে ধরে হত্যা করা যায় তা খুঁজছিলেন৷

2 কিন্তু তারা বলল, উৎসবের দিনে নয়, পাছে লোকেদের মধ্যে গোলমাল না হয়৷

3 বেথনিয়াতে শিমোন কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে, তিনি যখন খেতে বসেছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক এসেছিলেন, যার কাছে একটি অলবাস্টারের বাক্স ছিল যা খুব মূল্যবান মলম ছিল৷ এবং সে বাক্সটি ভেঙ্গে তার মাথায় ঢেলে দিল।

4 আর কিছু লোক নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, 'কেন এই মলমের অপচয় হল?

5 কারণ তা হয়তো তিনশো টাকারও বেশি দামে বিক্রি হয়ে গরীবদের দেওয়া যেত৷ এবং তারা তার বিরুদ্ধে বচসা করছিল।

6 যীশু বললেন, ওকে ছেড়ে দাও; তুমি তাকে কষ্ট দাও কেন? সে আমার উপর একটা ভালো কাজ করেছে।

7 কারণ গরীবরা সব সময় তোমাদের কাছে থাকে এবং যখনই ইচ্ছা তাদের ভালো করতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় তোমাদের কাছে নেই৷

8 সে যা করতে পারে তাই করেছে: সে আমার দেহকে সমাধিতে অভিষেক করতে এগিয়ে এসেছে।

9 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা বিশ্বে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই তিনি যা করেছেন তাও তার স্মরণার্থে বলা হবে৷

10 আর যিহূদা ইসকরিওত, বারোজনের একজন, প্রধান যাজকদের কাছে গেলেন, তাঁকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে৷

11 এই কথা শুনে তাঁরা খুশী হলেন এবং তাঁকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন৷ এবং সে খুঁজতে লাগলো কিভাবে সে সুবিধামত তাকে ধরিয়ে দিতে পারে।

12 খামিরবিহীন রুটির প্রথম দিন, যখন তারা নিস্তারপর্ব মেরে ফেলল, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় চান যে আমরা গিয়ে নিস্তারপর্ব খেতে প্রস্তুত করব?

13 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাদের বললেন, তোমরা শহরে যাও, সেখানে একজন লোক জলের কলস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে৷ তার অনুসরণ কর৷

14 আর তিনি যেখানেই যাবেন, সেই বাড়ির কর্তাকে বলুন, গুরু বলছেন, সেই অতিথিশালা কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব খাব?

15 আর তিনি তোমাকে উপরে সাজানো ও প্রস্তুত একটি বড় ঘর দেখাবেন: সেখানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করুন।

16 তখন তাঁর শিষ্যরা বেরিয়ে গিয়ে শহরে এলেন, এবং তিনি তাদের যা বলেছিলেন তা দেখতে পেলেন এবং তারা নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করলেন৷

17 সন্ধ্যায় তিনি সেই বারো জনকে নিয়ে আসলেন৷

18 তারা বসে খেতে খেতে যীশু বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে যে আমার সঙ্গে খাবে সে আমাকে ধরিয়ে দেবে৷'

19 তখন তারা দুঃখিত হয়ে একে একে তাঁকে বলতে লাগল, আমিই কি? আর একজন বলল, আমিই কি?

20 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' এই সেই বারোজনের একজন, যে আমার সঙ্গে থালায় ডুবিয়েছে৷'

21 মনুষ্যপুত্র সত্যিই যাবেন, যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে৷ সেই মানুষটির জন্য ভালো হতো যদি সে কখনো জন্ম না করত।

22 তারা যখন খাচ্ছিল, তখন যীশু রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং তা ভেঙ্গে তাদের দিলেন এবং বললেন, নাও, খাও, এটা আমার দেহ৷

23 পরে তিনি পেয়ালাটি নিলেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তা তাদের দিলেন এবং তারা সবাই তা থেকে পান করল৷

24 তিনি তাদের বললেন, এটা আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য বয়ে গেছে৷

25 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে যেদিন নতুন করে পান না করি, সেই দিন পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষালতার ফল পান করব না৷

26পরে তারা গান গেয়ে জলপাই পাহাড়ে চলে গেলেন।

27 যীশু তাদের বললেন, ' আজ রাতে আমার জন্য তোমরা সকলেই অসন্তুষ্ট হবে৷ কেননা লেখা আছে, আমি রাখালকে আঘাত করব এবং মেষরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে৷'

28 কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হওয়ার পরে, আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব৷

29কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, 'যদিও সবাই বিরক্ত হবে, তবুও আমি করব না৷

30 যীশু তাকে বললেন, ' আমি তোমাকে সত্যি বলছি, এই দিনে, এমনকি এই রাতে, মোরগ দুবার ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷'

31 কিন্তু তিনি আরও জোরালোভাবে বললেন, আমি যদি তোমার সাথে মরে যাই, তবে আমি তোমাকে কোনভাবেই অস্বীকার করব না। একইভাবে তারা সব বলেন.

32 পরে তাঁরা গেৎশিমানী নামে একটা জায়গায় এলেন; আর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, তোমরা এখানে বস।

33 আর তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব আশ্চর্য ও ভারী হতে লাগলেন৷

34 আর তাদের বললেন, আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত অতিশয় দুঃখিত: তোমরা এখানে থাকো এবং জেগে থাকো।

35 পরে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং প্রার্থনা করলেন, যদি সম্ভব হয়, তবে এই সময়টা তাঁর কাছ থেকে কেটে যায়৷

36 তিনি বললেন, আব্বা, পিতা, আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার কাছ থেকে এই পানপাত্র কেড়ে নাও, তবুও আমি যা চাই তা নয়, তুমি যা চাও তাই।

37 পরে তিনি এসে তাঁদের ঘুমাচ্ছে দেখে পিতরকে বললেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমাচ্ছ? তুমি কি এক ঘণ্টা দেখতে পারো না?

38 জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, পাছে প্রলোভনে না পড়ো৷ আত্মা সত্যিই প্রস্তুত, কিন্তু মাংস দুর্বল.

39 তারপর তিনি আবার চলে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং একই কথা বললেন৷

40 তিনি ফিরে এসে তাদের আবার ঘুমিয়ে দেখতে পেলেন, (কারণ তাদের চোখ ভারী ছিল,) তারা বুঝতে পারছিল না তাকে কি উত্তর দেবে।

41 এরপর তিনি তৃতীয়বার এসে তাদের বললেন, ' এখন ঘুমাও এবং বিশ্রাম নাও৷ যথেষ্ট হয়েছে, সময় এসেছে৷ দেখ, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷
42 ওঠ, চল চল; দেখ, যে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কাছেই আছে।
43 তিনি যখন কথা বলছিলেন তখনই সেই বারো জনের একজন যিহূদা এল৷ তাঁর সঙ্গে তলোয়ার ও লাঠি হাতে একটি বিরাট জনতা প্রধান যাজক, ব্যবস্থার শিক্ষক ও প্রাচীনদের কাছ থেকে এল৷
44 আর যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সে তাদের একটা চিহ্ন দিয়ে বলল, 'আমি যাকে চুম্বন করব, সেই সেই লোক৷' তাকে নিয়ে যান এবং নিরাপদে নিয়ে যান।
45 তিনি এসেই সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'গুরু, গুরু৷' এবং তাকে চুম্বন.
46 তারা যীশুর গায়ে হাত রেখে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল৷
47 আর যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন তলোয়ার বের করে মহাযাজকের একজন দাসকে আঘাত করে তার কান কেটে ফেলল৷
48 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা কি চোরের বিরুদ্ধে তরবারি ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ?
49 আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করো নি৷ কিন্তু শাস্ত্রের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে৷
50 আর তারা সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল৷
51 সেখানে একজন যুবক তাঁর পিছনে পিছনে চলল, তার নগ্ন দেহে একটি মসীনার কাপড় ছিল৷ এবং যুবকরা তাকে ধরে রাখল:
52 আর তিনি মসীনার কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন।
53 আর তাঁরা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে সমস্ত প্রধান যাজক, প্রাচীন ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা জড়ো হলেন৷
54 পিতর দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করলেন, এমনকি মহাযাজকের প্রাসাদেও গেলেন; আর তিনি দাসদের সঙ্গে বসে আগুনে গরম করলেন৷
55 প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে হত্যা করার জন্য সাক্ষ্য খুঁজতে লাগল৷ এবং কোন খুঁজে পাওয়া যায় নি.
56 কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য একত্রিত হয়নি৷
57 আর কিছু লোক উঠে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বলল,
58 আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি হাতের তৈরি এই মন্দিরটি ধ্বংস করে দেব এবং তিন দিনের মধ্যে আমি হাতবিহীন আরেকটি নির্মাণ করব।
59 কিন্তু তাদের দুজনের সাক্ষীও একমত হল না৷
60 তখন মহাযাজক মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কিছুর উত্তর দাও না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?
61 কিন্তু সে চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না৷ আবার মহাযাজক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তাকে বললেন, তুমি কি সেই ধন্যের পুত্র খ্রীষ্ট?
62 যীশু বললেন, আমিই আছি৷ আর তোমরা দেখবে মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডানদিকে বসে আছেন এবং আকাশের মেঘে আসতে৷
63 তখন মহাযাজক তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার?
64 তোমরা নিন্দার কথা শুনেছ৷ তোমাদের কি মনে হয়? এবং তারা সকলেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য দোষী সাব্যস্ত করল৷
65 আর কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু ফেলতে লাগলেন, মুখ ঢেকে ফেলতে লাগলেন, তাঁকে মারতে লাগলেন এবং তাঁকে বলতে লাগলেন, ভাববাণী বল;
66 আর পিতর যখন রাজপ্রাসাদের নীচে ছিলেন, তখন মহাযাজকের একজন দাসী এল৷
67 সে পিতরকে গরম করতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তুমিও নাসরতের যীশুর সঙ্গে ছিলে৷'
68 কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, আমি জানি না, আপনি কি বলছেন তাও আমি বুঝতে পারছি না। পরে তিনি বারান্দায় গেলেন; এবং মোরগ ক্রু.
69 তখন একজন দাসী তাকে আবার দেখে পাশে দাঁড়ানো লোকদের বলতে লাগল, 'ইনি তাদেরই একজন৷'
70 তিনি আবার অস্বীকার করলেন৷ আর একটু পরে, যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা আবার পিতরকে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি তাদের একজন;
71 কিন্তু তিনি অভিশাপ দিতে লাগলেন এবং শপথ করে বললেন, 'তোমরা যাঁর কথা বলছ আমি এই লোকটিকে চিনি না৷'
72 এবং দ্বিতীয়বার মোরগ ক্রু. যীশু তাঁকে যে কথা বলেছিলেন তা পিতর মনে করিয়ে দিলেন, ' মোরগ দুবার ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷' আর সে কথা ভাবতেই সে কেঁদে ফেলল।

অধ্যায় 15

1পরে সকালে প্রধান যাজকেরা প্রাচীনদের, ব্যবস্থার শিক্ষকদের এবং পুরো মহাসভার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এবং যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পীলাতের হাতে তুলে দিলেন৷
2 পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? উত্তরে তিনি তাকে বললেন, ' তুমিই বলছ৷'
3 প্রধান যাজকেরা তাঁকে অনেক দোষারোপ করলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না৷
4 পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছুরই উত্তর দাও না? দেখো তারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিচ্ছে।
5 কিন্তু যীশু তখনও কোন উত্তর দিলেন না৷ যাতে পীলাত বিস্মিত হয়েছিলেন।
6 এখন সেই ভোজে তিনি তাদের জন্য একজন বন্দীকে ছেড়ে দিলেন, যাকে তারা চাইল৷
7 আর বারাব্বা নামে একজন ছিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলেন, যারা বিদ্রোহে খুন করেছিল তাদের সঙ্গে বন্দী ছিল৷
8 আর লোকে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল যে, তিনি তাদের প্রতি যা করেছেন তা-ই করুক।

9 কিন্তু পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা কি বলবে যে আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব?

10 কারণ তিনি জানতেন যে, প্রধান যাজকেরা তাকে হিংসার জন্য তুলে দিয়েছে৷

11 কিন্তু প্রধান যাজকরা লোকদের উদ্‌বুদ্ধ করলেন, তিনি বরং বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দেবেন৷

12 তখন পীলাত তাদের উত্তর দিয়ে আবার বললেন, 'তাহলে যাকে তোমরা ইহুদীদের রাজা বলছ তার প্রতি আমি কি করব?

13 তারা আবার চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও।

14 তখন পীলাত তাদের বললেন, কেন, সে কি মন্দ কাজ করেছে? আর তারা আরও বেশি জোরে চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও।

15 আর তাই পীলাত, লোকেদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছুক, বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন৷

16 এবং সৈন্যরা তাকে প্রেটোরিয়াম নামক হলের মধ্যে নিয়ে গেল; এবং তারা পুরো ব্যান্ডকে একসাথে ডাকে।

17 তারা তাকে বেগুনী কাপড় পরিয়ে দিল এবং কাঁটার মুকুট বেঁধে তার মাথায় রাখল,

18 আর তাঁকে অভিবাদন জানাতে লাগলেন, হে ইহুদীদের রাজা!

19 আর তারা একটা নল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল এবং তার গায়ে থুথু দিল, এবং হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল।

20 এবং যখন তারা তাকে ঠাট্টা করে, তখন তারা তার কাছ থেকে বেগুনী রঙের কাপড় খুলে ফেলল এবং তার নিজের পোশাক তাকে পরিয়ে দিল এবং তাকে ক্রুশে দেবার জন্য বাইরে নিয়ে গেল৷

21 আর তারা সাইমন নামে একজন সাইরেনীয়কে, যিনি দেশের বাইরে যাচ্ছিলেন, আলেকজান্ডার ও রুফাসের পিতাকে তাঁর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করলেন৷

22 আর তারা তাকে গোলগথা নামক স্থানে নিয়ে গেল, যার অর্থ হল, খুলির জায়গা।

23 তারা তাকে গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল, কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না৷

24 এবং যখন তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল, তখন প্রত্যেকের কি নেওয়া উচিত, তারা তাদের উপরে গুলি ছুঁড়ে তাঁর পোশাক ভাগ করে দিল৷

25 তখন তৃতীয় ঘণ্টা, তারা তাঁকে ক্রুশে দিল৷

26 আর তাঁর অভিযোগের উপরে লেখা ছিল, 'ইহুদীদের রাজা৷'

27 আর তার সঙ্গে তারা দুজন চোরকে ক্রুশে দিল৷ একজন তার ডানদিকে এবং অন্যটি তার বাম দিকে।

28 আর শাস্ত্রের সেই কথা পূর্ণ হল, যা বলে, 'আর তাঁকে সীমালঙ্ঘনকারীদের সঙ্গে গণনা করা হয়েছিল৷'

29 আর যাঁরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁকে তিরস্কার করলেন, আর বললেন, আহা, তুমি যে মন্দিরটি ধ্বংস করে তিনদিনের মধ্যে তৈরি করেছ,

30 নিজেকে বাঁচাও, ক্রুশ থেকে নেমে এসো৷

31 একইভাবে প্রধান যাজকরাও ব্যবস্থার শিক্ষকদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলতে লাগল, 'তিনি অন্যদের রক্ষা করেছেন৷ সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

32 ইস্রায়েলের রাজা খ্রীষ্ট এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, যাতে আমরা দেখতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি৷ আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারা তাঁকে তিরস্কার করেছিল৷

33 আর যখন ষষ্ঠ প্রহর হল, তখন নয়টা পর্যন্ত সমস্ত দেশে অন্ধকার ছিল৷

34 আর নবম প্রহরে যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, ইলোই, এলোই, লামা সবাকথানি? যার অর্থ হল, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?

35 যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনে বলল, 'দেখ, তিনি ইলিয়াসকে ডাকছেন৷'

36 আর একজন দৌড়ে গিয়ে ভিনেগারে ভরা একটি স্পঞ্জ ভর্তি করে একটি নলের ওপর রেখে তাকে পান করতে দিয়ে বলল, 'একে যেতে দাও৷' দেখা যাক ইলিয়াস তাকে নামাতে আসবে কি না।

37 যীশু জোরে চিৎকার করে প্রেত ছেড়ে দিলেন৷

38 আর মন্দিরের ঘোমটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই ভাগে ছিঁড়ে গেল।

39 আর যখন সেনাপতি, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি দেখলেন যে তিনি এত চিৎকার করে আত্মা ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি বললেন, 'সত্যিই এই লোকটি ঈশ্বরের পুত্র ছিল৷'

40 কিছু মহিলাও দূর থেকে দেখছিলেন: তাদের মধ্যে মেরি ম্যাগডালিন এবং ছোট জেমসের মা মরিয়ম এবং জোসেস এবং সালোমি ছিলেন৷

41 (তিনি যখন গালীলে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর সেবা করেছিলেন;) এবং আরও অনেক মহিলা যারা তাঁর সঙ্গে জেরুজালেমে এসেছিল৷

42 আর এখন যখন সন্ধ্যে হল, কারণ এটা ছিল প্রস্তুতি, অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন,

43 আরিমাথিয়ার যোসেফ, একজন সম্মানিত পরামর্শদাতা, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্যও অপেক্ষা করতেন, তিনি এসে নির্ভয়ে পীলাতের কাছে গেলেন এবং যীশুর দেহ কামনা করলেন৷

44 আর পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই মারা গেছেন৷ তিনি সেনাপতিকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি মারা গেছেন কি না৷

45 সেনাপতি তা জানতে পেরে মৃতদেহটি যোষেফকে দিলেন৷

46 পরে তিনি সূক্ষ্ম মসীনা কিনলেন, এবং তাকে নামিয়ে আনলেন, এবং তাকে মসীনার কাপড়ে জড়ালেন, এবং তাকে একটি কবরে শুইয়ে দিলেন যেটি পাথর থেকে কাটা হয়েছিল, এবং সমাধির দরজার কাছে একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন৷

47 যীশুকে যেখানে শায়িত করা হয়েছিল সেখানে মরিয়ম ম্যাগডালিনী ও জোসের মা মরিয়ম দেখতে পেলেন৷

অধ্যায় 16

1 বিশ্রামবার শেষ হলে, মরিয়ম ম্যাগডালিন, যাকোবের মা মরিয়ম এবং সালোমী মিষ্টি মশলা কিনেছিলেন, যাতে তারা এসে তাঁকে অভিষেক করতে পারে৷

2 এবং সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের সময় তারা সমাধির কাছে আসল।
3 তারা নিজেদের মধ্যে বলল, কে আমাদের কবরের দরজা থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবে?
4 তারা তাকিয়ে দেখলেন যে পাথরটি গড়িয়ে গেছে, কারণ এটি খুব বড় ছিল।
5 এবং সমাধিতে প্রবেশ করে তারা দেখতে পেল যে, একটি যুবক লম্বা সাদা পোশাক পরে ডানদিকে বসে আছে। এবং তারা ভীত ছিল.
6 তিনি তাদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না। তোমরা নাসরতের যীশুকে খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি এখানে নেই: যেখানে তারা তাকে শুইয়েছিল সেই জায়গাটা দেখ।
7 কিন্তু তোমরা যাও, তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন: সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, যেমন তিনি তোমাদের বলেছিলেন।
8 তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং কবর থেকে পালিয়ে গেল। কারণ তারা কাঁপছিল এবং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারা কাউকে কিছু বলল না। কারণ তারা ভয় পেয়েছিল।
9 এখন যখন যীশু সপ্তাহের প্রথম দিনে পুনরুত্থিত হলেন, তখন তিনি প্রথমে মরিয়ম ম্যাগডালিনীর কাছে দেখা দিলেন, যার মধ্য থেকে তিনি সাতটি ভূত নিক্ষেপ করেছিলেন।
10 তখন তিনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাদের বললেন, তারা শোক ও কাঁদছিল।
11 তারা যখন শুনল যে যীশু বেঁচে আছেন এবং তাঁকে দেখা গিয়েছে, তখন তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।
12 তারপর তিনি তাদের দুজনের কাছে অন্য রূপে দেখা দিলেন, তারা হাঁটতে হাঁটতে দেশে গেলেন।
13 তারা গিয়ে অবশিষ্টদের কাছে তা বলল, তারাও তাদের কথা বিশ্বাস করল না।
14 পরে তিনি যখন এগারোজন ভোজনে বসেছিলেন তখন তিনি তাদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাদের অবিশ্বাস ও হৃদয়ের কঠোরতা নিয়ে তাদের তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তারা তাদের বিশ্বাস করেনি যারা তাঁকে জীবিত হওয়ার পর দেখেছিল।
15 তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা সমস্ত জগতে যাও এবং প্রত্যেক প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
16 যে বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম নেয় সে রক্ষা পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে অভিশপ্ত হবে।
17 আর যারা বিশ্বাসী তাদের অনুসরণ করবে এই চিহ্নগুলো; আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; তারা নতুন ভাষায় কথা বলবে;
18 তারা সাপ তুলে নেবে; এবং যদি তারা কোন মারাত্মক জিনিস পান করে তবে তা তাদের ক্ষতি করবে না। তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবে এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।
19 তারপর প্রভু তাদের সাথে কথা বলার পর, তিনি স্বর্গে উঠে গেলেন এবং ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন।
20 আর তারা এগিয়ে গেল, এবং সর্বত্র প্রচার করল, প্রভু তাদের সাথে কাজ করলেন, এবং চিহ্নগুলি অনুসরণ করে বাক্যকে নিশ্চিত করলেন। আমীন।

লুকের গসপেল

অধ্যায় 1

1 আমাদের মধ্যে যে বিষয়গুলি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা হয় সেগুলির ঘোষণা দেওয়ার জন্য অনেকে হাতে তুলেছেন,
2 যেমন তারা আমাদের কাছে তাদের তুলে দিয়েছিল, যাঁরা শুরু থেকেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং শব্দের পরিচারক ছিলেন৷
3 আমার কাছেও ভাল লাগছিল, প্রথম থেকেই সব বিষয়ে নিখুঁত বোধগম্যতা থাকায়, সর্বোত্তম থিওফিলাস, আপনাকে ক্রমানুসারে লিখতে।
4 যাতে আপনি সেই বিষয়গুলির নিশ্চিততা জানতে পারেন, যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷
5 যিহূদিয়ার বাদশাহ্ হেরোদের সময়ে আবিয়ার বংশের জাকারিয়া নামে একজন যাজক ছিলেন; আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন হারুনের কন্যা, তাঁর নাম ছিল ইলিশাবেত।
6 এবং তারা উভয়েই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক ছিল, প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধিতে নির্দোষভাবে চলত৷
7 আর তাদের কোন সন্তান ছিল না, কারণ এলিজাবেথ বন্ধ্যা ছিলেন এবং তারা দুজনেই এখন অনেক বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
8এবং এটা ঘটল যে, যখন সে তার নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরের সামনে যাজকের দায়িত্ব পালন করত,
9 যাজকের পদের রীতি অনুসারে, তিনি প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ধূপ জ্বালাতেন।
10 আর ধূপের সময় সমস্ত লোক প্রার্থনা করছিল৷
11 আর প্রভুর একজন দূত ধূপবেদীর ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা দিলেন৷
12 জাকারিয়া তাঁকে দেখে বিচলিত হলেন এবং ভয় পেলেন৷
13 কিন্তু স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'জাকারিয়া, ভয় পেয়ো না, কারণ তোমার প্রার্থনা শোনা হয়েছে৷ এবং তোমার স্ত্রী এলিজাবেথ তোমার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং তুমি তার নাম রাখবে জন।
14 আর তুমি আনন্দ ও উল্লাস পাবে; এবং অনেকে তার জন্মে আনন্দ করবে৷
15 কারণ তিনি প্রভুর দৃষ্টিতে মহান হবেন এবং দ্রাক্ষারস বা শক্তিশালী পানীয় পান করবেন না; এবং সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে, এমনকি তার মায়ের গর্ভ থেকেই৷
16 আর ইস্রায়েলের অনেক লোককে সে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দিকে ফিরে যাবে।
17 এবং তিনি ইলিয়াসের আত্মা ও শক্তিতে তাঁর আগে এগিয়ে যাবেন, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি এবং অবাধ্যদের ধার্মিকদের জ্ঞানের দিকে ফিরিয়ে দিতে৷ প্রভুর জন্য প্রস্তুত একটি মানুষ প্রস্তুত করতে.
18 তখন জাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, আমি এটা জানব কেন? কারণ আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, এবং আমার স্ত্রী অনেক বছর ধরে অসুস্থ।
19 তখন স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি গ্যাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি৷ এবং আমি তোমার সাথে কথা বলার জন্য এবং তোমাকে এই সুসংবাদ জানাতে প্রেরণ করেছি৷
20 আর, দেখ, যেদিন এই সব কাজ করা হবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি বোবা থাকবে এবং কথা বলতে পারবে না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না, যা তাদের সময়ে পূর্ণ হবে৷
21 আর লোকেরা সখরিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর আশ্চর্য হল যে তিনি মন্দিরে এতদিন ছিলেন৷
22 পরে তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না; এবং তারা বুঝতে পারলেন যে তিনি মন্দিরে একটি দর্শন দেখেছেন, কারণ তিনি তাদের ইশারা করলেন এবং বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন৷
23 আর এমন হল যে, তাঁর পরিচর্যার দিনগুলি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে চলে গেলেন৷
24 সেই দিন পরে তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস নিজেকে লুকিয়ে রেখে বললেন,
25 মানুষের মধ্যে আমার তিরস্কার দূর করার জন্য প্রভু আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করার দিনগুলিতে এইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন৷
26 আর ষষ্ঠ মাসে ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্যাব্রিয়েল ফেরেশতাকে নাসরত নামে গালীলের একটি শহরে পাঠানো হয়েছিল৷
27 একজন কুমারীকে দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল৷ আর কুমারীর নাম ছিল মরিয়ম।
28 আর ফেরেশতা তার কাছে এসে বলল, "হে তুমি যে পরম অনুগ্রহশীল, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন: নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য।
29 আর তাকে দেখে সে তার কথায় বিচলিত হল এবং মনে মনে ভাবল এটা কেমন হওয়া উচিত৷
30 আর স্বর্গদূত তাকে বললেন, 'ভয় পেও না মরিয়ম, কারণ তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছ৷'
31 আর দেখ, তুমি তোমার গর্ভে গর্ভধারণ করবে এবং একটি পুত্রের জন্ম দেবে এবং তার নাম যীশু রাখবে৷
32 তিনি মহান হবেন, এবং তাঁকে সর্বোচ্চ পুত্র বলা হবে, এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন দেবেন৷
33 আর তিনি যাকোবের বংশের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন; এবং তার রাজ্যের কোন শেষ হবে না.
34 তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, 'এটা কেমন হবে, আমি একজন মানুষকে চিনি না?
35 আর স্বর্গদূত উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার ওপর আসবে এবং পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে ছায়া দেবে৷ সেইজন্য তোমার থেকে যে পবিত্র বস্তুর জন্ম হবে তাকেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে৷
36 আর দেখ, তোমার মামাতো বোন এলিজাবেথও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র গর্ভধারণ করেছে, এবং এটি তার সঙ্গে ষষ্ঠ মাস, যাকে বন্ধ্যা বলা হত৷
37 কারণ ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়৷
38 তখন মরিয়ম বললেন, দেখ প্রভুর দাসী৷ তোমার কথামত আমার প্রতি তা হোক। আর দেবদূত তার কাছ থেকে চলে গেলেন।
39 সেই সময়ে মরিয়ম উঠলেন, এবং তাড়াতাড়ি করে পাহাড়ী এলাকায়, যিহূদার একটি শহরে গেলেন৷
40 আর সখরিয়ের বাড়িতে ঢুকে ইলীশাবেতকে অভিবাদন জানালেন৷
41 আর এমন হল যে, যখন এলিজাবেথ মরিয়মের অভিবাদন শুনলেন, তখন তার গর্ভের শিশুটি লাফিয়ে উঠল৷ এবং এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল:

42 আর সে উচ্চস্বরে কহিল, নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য এবং তোমার গর্ভের ফল ধন্য।
43 আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন এটা আমার কাছে কোথা থেকে?
44 কারণ, দেখ, তোমার অভিবাদনের রব আমার কানে বেজে উঠলেই আমার গর্ভে শিশুটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল৷
45 এবং ধন্য সে যে বিশ্বাস করে, কারণ প্রভুর কাছ থেকে তাকে যা বলা হয়েছিল সেগুলিই হবে৷
46 আর মরিয়ম বললেন, আমার আত্মা প্রভুকে মহিমান্বিত করে৷
47 আর আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে আনন্দিত হয়েছে৷
48 কারণ তিনি তার দাসীর নিম্ন সম্পত্তির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন: কারণ, দেখ, এখন থেকে সমস্ত প্রজন্ম আমাকে ধন্য বলবে৷
49 কারণ যিনি পরাক্রমশালী তিনি আমার জন্য মহান কাজ করেছেন; এবং তাঁর নাম পবিত্র।
50 আর যারা তাঁকে ভয় করে তাদের প্রতি তাঁর করুণা বংশ পরম্পরায়।
51 তিনি তাঁর বাহুতে শক্তি প্রদর্শন করেছেন; তিনি তাদের হৃদয়ের কল্পনায় গর্বিতদের ছড়িয়ে দিয়েছেন।
52 তিনি বলবানদেরকে তাদের আসন থেকে নামিয়েছেন এবং তাদের নিম্ন স্তরে উন্নীত করেছেন।
53 তিনি ক্ষুধার্তদের ভালো জিনিস দিয়ে তৃপ্ত করেছেন; আর ধনীদের তিনি খালি করে পাঠিয়েছেন।
54 তিনি তাঁর করুণার স্মরণে তাঁর দাস ইস্রায়েলকে ঢেলে দিয়েছেন;
55 তিনি যেমন আমাদের পূর্বপুরুষদের, অব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকালের জন্য বলেছিলেন৷
56 আর মরিয়ম প্রায় তিন মাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন৷
57 এলিজাবেথের প্রসবের পূর্ণ সময় এসে গেছে; এবং তিনি একটি পুত্র জন্ম দিলেন.
58 এবং তার প্রতিবেশীরা এবং তার চাচাতো ভাইয়েরা শুনেছিল যে প্রভু তার প্রতি মহা করুণা করেছিলেন৷ এবং তারা তার সঙ্গে আনন্দিত.
59 অষ্টম দিনে তারা শিশুটির সুন্নত করতে এল৷ তারা তার পিতার নাম অনুসারে তাকে জাকারিয়া বলে ডাকত।
60 তার মা উত্তর দিয়ে বললেন, 'তাই নয়; কিন্তু তাকে জন বলা হবে৷
61 তারা তাকে বলল, 'তোমার আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে এই নামে ডাকা হয়৷'
62 তারা তার পিতাকে ইশারা করল যে, তিনি তাকে কীভাবে ডাকবেন৷
63 তিনি একটা লেখার টেবিল চেয়ে বললেন, 'ওর নাম জন৷' এবং তারা সব বিস্মিত.
64 তখনই তাঁর মুখ খুলে গেল এবং তাঁর জিভ খুলে গেল এবং তিনি কথা বললেন ও ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন৷
65 তখন তাদের চারপাশে যারা বাস করত তাদের সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং এই সমস্ত কথা যিহূদিয়ার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল৷
66 যাঁরা তাদের কথা শুনেছিল তারা সকলেই মনে মনে বলে উঠল, 'এ কেমন ছেলে হবে!' এবং প্রভুর হাত তার সঙ্গে ছিল.
67 আর তাঁর পিতা জাকারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন,
68 ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হোন; কারণ তিনি তার লোকদের পরিদর্শন করেছেন এবং মুক্ত করেছেন,
69 এবং তাঁর দাস দায়ূদের ঘরে আমাদের জন্য পরিত্রাণের একটি শিং তুলেছেন;
70 তিনি যেমন তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, যা জগত শুরু হওয়ার পর থেকে হয়ে আসছে:
71 যাতে আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে এবং যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাই৷
72 আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি প্রতিশ্রুত করুণা সম্পাদন করতে এবং তাঁর পবিত্র চুক্তি মনে রাখতে;
73 তিনি আমাদের পিতা ইব্রাহিমের কাছে যে শপথ করেছিলেন,
74 যে তিনি আমাদের দিতেন, যাতে আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি,
75 আমাদের জীবনের সমস্ত দিন তাঁর সামনে পবিত্রতা ও ধার্মিকতায়।
76 এবং হে শিশু, তোমাকে সর্বোচ্চের ভাববাদী বলা হবে: কেননা তুমি প্রভুর মুখের সামনে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে যাবে;
77 তাঁর লোকেদের তাদের পাপের ক্ষমার মাধ্যমে পরিত্রাণের জ্ঞান দিতে,
78 আমাদের ঈশ্বরের কোমল করুণার মাধ্যমে; যাতে উচ্চ থেকে দিনের স্রোত আমাদের পরিদর্শন করেছে,
79 যারা অন্ধকারে এবং মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে তাদের আলো দিতে, শান্তির পথে আমাদের পায়ের পথ দেখাতে।
80 এবং শিশুটি বেড়ে উঠল এবং আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ইস্রায়েলের কাছে তার প্রকাশের দিন পর্যন্ত মরুভূমিতে ছিল৷

অধ্যায় 2

1 সেই দিনগুলিতে সিজার অগাস্টাসের কাছ থেকে একটি আদেশ জারি হল যে সমস্ত জগতকে কর দিতে হবে৷
2 (এবং এই শুল্ক প্রথম করা হয়েছিল যখন সিরেনিয়াস সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।)
3 আর সকলেই কর দিতে গেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ শহরে চলে গেল৷
4 আর যোষেফও গালীল থেকে, নাসরত শহর থেকে, যিহূদিয়াতে, দায়ূদের শহরে, যাকে বেথেলহেম বলে; (কারণ তিনি ডেভিডের বংশ ও বংশের ছিলেন :)
5 মরিয়মের সাথে তার সঙ্গী স্ত্রী, সন্তানের সাথে মহান হওয়া।
6 আর তাই হল, যখন তারা সেখানে ছিল, তখন তার প্রসবের দিন পূর্ণ হল৷
7 এবং সে তার প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করল, এবং তাকে কাপড়ে মুড়ে একটি খাঁড়িতে শুইয়ে দিল৷ কারণ সরাইখানায় তাদের জন্য কোনো জায়গা ছিল না।

8 আর সেই দেশেই মেষপালকরা মাঠে থাকত, রাত্রিবেলা তাদের পালের পাহারা দিত।
9 এবং দেখ, প্রভুর দূত তাদের কাছে এলেন, এবং প্রভুর মহিমা তাদের চারপাশে আলোকিত হল, এবং তারা খুব ভয় পেল।
10 আর স্বর্গদূত তাদের বললেন, ভয় কোরো না, কারণ দেখ, আমি তোমাদের জন্য মহা আনন্দের সুসংবাদ আনছি, যা সমস্ত মানুষের জন্য হবে।
11 কেননা আজ দায়ূদের শহরে তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে, যিনি খ্রীষ্ট প্রভু।
12 এবং এটা তোমাদের জন্য একটি চিহ্ন হবে; আপনি শিশুটিকে জামাকাপড়ে মোড়ানো, একটি খাঁচায় শুয়ে দেখতে পাবেন।
13 আর হঠাৎ স্বর্গীয় সৈন্যদলের একদল স্বর্গদূতের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বললেন,
14 ঈশ্বরের মহিমা সর্বোচ্চ, এবং পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের প্রতি শুভ ইচ্ছা।
15আর এমন হল, স্বর্গদূতেরা যখন তাদের থেকে স্বর্গে চলে গেল, তখন রাখালরা একে অপরকে বলল, চল আমরা এখন বেথেলহেমে যাই, এবং প্রভু যা ঘটতে চলেছে তা দেখি। আমাদের
16 আর তারা তাড়াতাড়ি করে এসে মরিয়ম ও যোষেফকে দেখতে পেলেন এবং শিশুটিকে একটি খাঁড়িতে পড়ে আছে।
17 তারা তা দেখে এই শিশুটির বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা সকলের কাছে জানালেন।
18 যাঁরা তা শুনেছিল তারা সকলেই মেষপালকদের দ্বারা যা বলা হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হল।
19 কিন্তু মরিয়ম এই সব কথা মনে মনে ভাবতেন।
20 আর মেষপালকেরা ফিরে গেল, তারা যা শুনেছে এবং যা দেখেছিল তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও প্রশংসা করতে লাগলো, যেমন তাদের বলা হয়েছিল।
21 আর যখন শিশুটির সুন্নত করার আট দিন পূর্ণ হল, তখন তার নাম রাখা হল যীশু, যা গর্ভে গর্ভে ধারণের আগে ফেরেশতার নামে রাখা হয়েছিল।
22 মোশির আইন অনুসারে যখন তার শুদ্ধিকরণের দিনগুলি শেষ হল, তখন তারা তাকে জেরুজালেমে নিয়ে এল, তাকে প্রভুর কাছে পেশ করার জন্য।
23 (যেমন প্রভুর আইনে লেখা আছে, প্রত্যেক পুরুষ যে গর্ভ খোলে তাকে প্রভুর কাছে পবিত্র বলা হবে;)
24 এবং প্রভুর বিধি অনুসারে বলি দিতে হবে, এক জোড়া কবুতর বা দুটি কবুতর।
25আর দেখ, জেরুজালেমে শিমিওন নামে একজন লোক ছিল; এবং সেই লোকটি ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক ছিল, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষায় ছিল: এবং পবিত্র আত্মা তার উপরে ছিল।
26 এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর কাছে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখার আগে তিনি মৃত্যুকে দেখতে পাবেন না।
27 আর তিনি আত্মার দ্বারা মন্দিরে এলেন, এবং যখন পিতা-মাতা শিশু যীশুকে ভিতরে আনলেন, তাঁর জন্য আইন-কানুন অনুসারে কাজ করার জন্য,
28 তারপর তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন,
29 প্রভু, এখন আপনি আপনার দাসকে আপনার বাক্য অনুসারে শান্তিতে চলে যেতে দিন:
30কারণ আমার চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখেছে,
31 যা তুমি সমস্ত মানুষের সামনে প্রস্তুত করেছ;
32 অইহুদীদের আলোকিত করার একটি আলো, এবং আপনার লোক ইস্রায়েলের গৌরব।
33 আর যোষেফ ও তাঁর মা তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হলেন।
34 শিমিওন তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মা মরিয়মকে বললেন, দেখ, এই শিশুটি ইস্রায়েলে অনেকের পতন ও পুনরুত্থানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এবং একটি চিহ্নের জন্য যার বিরুদ্ধে কথা বলা হবে;
35 (হ্যাঁ, একটি তলোয়ার তোমার নিজের আত্মাকেও বিদ্ধ করবে) যাতে অনেকের হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশ পায়।
36 আর আন্না নামে একজন ভাববাদী ছিলেন, তিনি আসের বংশের ফানুয়েলের কন্যা ছিলেন।
37 এবং তিনি প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী একজন বিধবা ছিলেন, তিনি মন্দির থেকে চলে যান নি, কিন্তু রাতদিন উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করতেন।
38 আর সেই মুহুর্তে তিনি এসে প্রভুকে ধন্যবাদ জানালেন এবং যারা জেরুজালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন তাদের সকলের কাছে তাঁর কথা বললেন।
39 এবং প্রভুর বিধি অনুসারে সমস্ত কিছু করার পর তারা গালীলে, তাদের নিজের শহর নাসরতে ফিরে গেল।
40 আর শিশুটি বেড়ে উঠল, আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠল, জ্ঞানে পূর্ণ হল, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তার ওপর ছিল।
41 এখন তার বাবা-মা প্রতি বছর নিস্তারপর্বের উৎসবে জেরুজালেমে যেতেন।
42 যীশুর বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁরা ভোজের রীতি অনুসারে জেরুজালেমে গেলেন।
43 আর সেই দিনগুলি শেষ হলে, তারা যখন ফিরে এল, তখন শিশু যীশু জেরুজালেমেই থেকে গেলেন। যোষেফ ও তার মা তা জানতেন না।
44 কিন্তু তারা অনুমান করে যে তিনি সেই দলে ছিলেন, এক দিনের যাত্রা করলেন। এবং তারা তাদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের মধ্যে তাকে খুঁজতে লাগল।
45 কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁরা তাঁকে খুঁজতে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।
46 তিন দিন পর তাঁরা তাঁকে মন্দিরে দেখতে পেলেন।
47 যাঁরা তাঁর কথা শুনলেন, তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে আশ্চর্য হলেন।
48 তাঁরা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বাছা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি দুঃখে তোমাকে খুঁজি।
49 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা কেমন করে আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে আমি আমার পিতার ব্যবসার বিষয়ে হতে পারি?
50 যীশু তাঁদের যা বললেন তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

51 পরে তিনি তাদের সঙ্গে নেমে নাসরেতে গেলেন এবং তাদের বশীভূত হলেন, কিন্তু তাঁর মা এই সমস্ত কথা মনে রাখলেন৷
52 আর যীশু জ্ঞান ও উচ্চতায় এবং ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেলেন।

অধ্যায় 3

1 এখন টাইবেরিয়াস সিজারের রাজত্বের পনেরতম বছরে, পন্তিয়াস পিলাত যিহূদিয়ার শাসনকর্তা, এবং হেরোদ গালীলের শাসনকর্তা, এবং তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ট্র্যাকোনাইটিস অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং লিসানিয়াস অ্যাবিলিনের শাসনকর্তা,
2 আন্না এবং কায়াফা মহাযাজক, মরুভূমিতে সখরিয়ার পুত্র যোহনের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এসেছিল৷
3 আর তিনি জর্ডানের চারপাশের সমস্ত দেশে এসে পাপের ক্ষমার জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে লাগলেন৷
4 ভাববাদী যিশাইয়ের কথার বইতে যেমন লেখা আছে, 'মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর৷'
5 প্রত্যেকটি উপত্যকা পূর্ণ হবে, প্রতিটি পর্বত ও পাহাড়কে নীচে নামানো হবে; এবং আঁকাবাঁকা সোজা করা হবে, এবং রুক্ষ পথ মসৃণ করা হবে;
6 আর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাবে৷
7 তারপর তিনি তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসা জনতাকে বললেন, ওহে সাপের বংশ, কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছে যে ক্রোধ থেকে পালাতে হবে?
8 তাই অনুতাপের যোগ্য ফল নিয়ে আসুন, এবং নিজেদের মধ্যে বলতে শুরু করবেন না, আমাদের পিতার কাছে আব্রাহাম আছেন: কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকে অব্রাহামের সন্তানদের জন্ম দিতে সক্ষম৷
9 এবং এখন গাছের গোড়ার কাছে কুড়াল রাখা হয়েছে: তাই প্রত্যেকটি গাছ যা ভাল ফল দেয় না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়৷
10 তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আমরা কি করব?
11 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, যার দুটি জামা আছে, সে তাকে দেয় যার একটিও নেই৷ আর যার মাংস আছে সেও তাই করুক৷
12 তখন কর আদায়কারীরাও বাপ্তিস্ম নিতে এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা কি করব?
13 তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের যা নিযুক্ত করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু নেবেন না৷
14 আর সৈন্যরাও একইভাবে তাঁর কাছে দাবি করল, আর আমরা কি করব? তিনি তাদের বললেন, 'কারও প্রতি অত্যাচার করো না, কাউকে মিথ্যা অভিযোগ করো না৷ এবং আপনার মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকুন।
15 এবং লোকেরা যেমন প্রতীক্ষায় ছিল, এবং সমস্ত লোক তাদের হৃদয়ে যোহনের বিষয়ে চিন্তা করছিল, তিনি খ্রীষ্ট ছিলেন কি না;
16 যোহন তাদের সবাইকে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি৷ কিন্তু আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসছেন, যার জুতার ফিট আমি খুলে দেবার যোগ্য নই: তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন।
17 যার পাখা তার হাতে, এবং সে তার মেঝে পরিষ্কার করবে, এবং তার সংগ্রহে গম জড়ো করবে; কিন্তু তুষকে সে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে যা নিভে যাবে না।
18 এবং তাঁর উপদেশের মধ্যে আরও অনেক বিষয় তিনি লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন৷
19 কিন্তু রাজা হেরোদ তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াসের জন্য এবং হেরোদ যে সমস্ত অন্যায় করেছিলেন তার জন্য তিনি তিরস্কার করেছিলেন৷
20 সব কিছুর উপরে এটা যোগ করলেন যে, তিনি যোহনকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।
21 এখন যখন সমস্ত লোক বাপ্তিস্ম নিল, তখন এমন হল যে, যীশুও বাপ্তিস্ম নিচ্ছেন এবং প্রার্থনা করছেন, স্বর্গ খুলে গেল৷
22 এবং পবিত্র আত্মা ঘুঘুর মতো শারীরিক আকারে তাঁর উপরে নেমে এলেন, এবং স্বর্গ থেকে একটি রব এলো, যা বলল, তুমি আমার প্রিয় পুত্র; তোমার মধ্যে আমি সন্তুষ্ট।
23 আর যীশু নিজেও প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যোষেফের পুত্র, যিনি হেলির পুত্র ছিলেন (যেমন মনে করা হয়েছিল)৷
24 কোনটি ছিল মত্ততের পুত্র, কোনটি ছিল লেবির পুত্র, কোনটি মেল্‌খির পুত্র, যেটি যন্নার পুত্র, যেটি যোষেফের পুত্র,
25 মত্তথিয়াসের ছেলে, আমোসের ছেলে, আমোসের ছেলে, নাউমের ছেলে, ইস্লির ছেলে, যে নাগের ছেলে।
26 কোনটা মাথের ছেলে, কোনটা মাত্তাথিয়ার ছেলে, যেটা সেমিয়ের ছেলে, যেটা ইউসুফের ছেলে, যেটা ছিল যিহূদার ছেলে।
27 যোহানার ছেলে, যে রেসার ছেলে, যে জোরোবাবেলের ছেলে, যে সালথিয়েলের ছেলে, যে নেরির ছেলে,
28 মল্‌খির ছেলে, অদ্দির ছেলে, যে কোসামের ছেলে, যে ইল্মোদমের ছেলে, যে ইরের ছেলে।
29 যোষের ছেলে, ইলীয়েজারের ছেলে, যে যোরীমের ছেলে, যে মত্ততের ছেলে, যে লেবির ছেলে।
30 কোনটি শিমিয়োনের পুত্র, কোনটি যিহূদার পুত্র, কোনটি যোষেফের পুত্র, কোনটি যোনানের পুত্র, যেটি ইলিয়াকীমের পুত্র,
31মেলেয়ার ছেলে, যে মেননের ছেলে, যে মত্তাথার ছেলে, যে নাথনের ছেলে, যে দায়ূদের ছেলে।
32 যিশয়ের ছেলে, যে ওবেদের ছেলে, যেটা বুজের ছেলে, যেটা সালমনের ছেলে, যেটা নাসোনের ছেলে।
33 অমীনাদবের ছেলে, যে অরামের ছেলে, যে ইস্রোমের ছেলে, যে ফরেসের ছেলে, যে ছিল যিহূদার ছেলে।
34যাকোবের ছেলে, ইস্‌হাকের ছেলে, ইব্রাহিমের ছেলে, যে থারার ছেলে, যে নাখোরের ছেলে,
35 সরুকের ছেলে, যে রগৌর ছেলে, যে ফালেকের ছেলে, যে হেবরের ছেলে, যে ছিল সালার ছেলে।
36 কয়নানের ছেলে, যে ছিল অর্ফক্সদের ছেলে, যে সেমের ছেলে, যে নোয়ের ছেলে, যে ছিল লেমকের ছেলে।
37 যে মথুশালার পুত্র, যেটি হনোকের পুত্র, যে জারদের পুত্র, যেটি মালেলেলের পুত্র, যেটি কয়নানের পুত্র,
38 এনোসের ছেলে, শেথের ছেলে, যে আদমের ছেলে, যে ঈশ্বরের ছেলে।

অধ্যায় 4

1আর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে জর্ডান থেকে ফিরে এলেন, এবং আত্মার দ্বারা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন,
2 চল্লিশ দিন শয়তানের প্রলোভনে থাকা। আর সেই দিনগুলিতে তিনি কিছুই খাননি, এবং সেগুলি শেষ হলে পরে তিনি ক্ষুধার্ত হলেন৷
3 আর শয়তান তাকে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহলে এই পাথরটিকে রুটি বানানোর নির্দেশ দাও৷
4 যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যেই বাঁচবে৷
5 আর শয়তান তাকে একটা উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাল৷
6 আর শয়তান তাকে বলল, এই সমস্ত ক্ষমতা আমি তোমাকে দেব এবং তাদের গৌরব দেব, কারণ এটা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে৷ আর যাকে চাই তাকেই দেব।
7 তাই যদি তুমি আমাকে উপাসনা কর তবে সবই তোমার হবে৷
8 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, হে শয়তান, তুমি আমার পিছনে সরে যাও, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে৷'
9 আর তিনি তাকে জেরুজালেমে নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে বললেন, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিজেকে নিচে ফেলে দাও৷
10 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমাকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের আপনার উপরে দায়িত্ব দেবেন৷
11 এবং তাদের হাতে তারা তোমাকে বহন করবে, পাছে যে কোন সময় পাথরের সাথে তোমার পা ধাক্কা দেবে।
12 তখন যীশু তাকে বললেন, ' কথা আছে, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না৷
13 আর শয়তান সমস্ত প্রলোভনের অবসান ঘটিয়ে এক সময়ের জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল৷
14 আর যীশু আত্মার শক্তিতে গালীলে ফিরে এলেন, এবং চারপাশের সমস্ত অঞ্চলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল৷
15 আর তিনি সকলের কাছে মহিমান্বিত হয়ে তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন৷
16 আর তিনি নাসরেতে এলেন, যেখানে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন; এবং তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গিয়ে পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন৷
17 আর তাঁর কাছে ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তক দেওয়া হল৷ আর তিনি বইটি খুলে সেই জায়গাটি খুঁজে পেলেন যেখানে লেখা ছিল,
18 প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনি গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের সুস্থ করার জন্য, বন্দীদের মুক্তির প্রচার করতে এবং অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে, ক্ষতবিক্ষতদের মুক্তি দিতে,
19 প্রভুর গ্রহণযোগ্য বছর প্রচার করতে.
20 তিনি বইটি বন্ধ করে আবার মন্ত্রীকে দিয়ে বসলেন৷ যাঁরা সমাজ-গৃহে ছিলেন তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে স্থির ছিল৷
21 তখন তিনি তাদের বলতে লাগলেন, আজ এই শাস্ত্র তোমাদের কানে পূর্ণ হল৷
22 আর সকলে তাঁকে সাক্ষ্য দিল, এবং তাঁর মুখ থেকে যে দয়াময় কথা বের হল তাতে আশ্চর্য হল৷ তারা বলল, 'ইনি কি ইউসুফের ছেলে নয়?
23 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অবশ্যই আমাকে এই প্রবাদ বলবে, 'চিকিৎসক, নিজেকে সুস্থ কর৷ আমরা কফরনাহূমে যা করতে শুনেছি, এখানেও তাই করো৷'
24 তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন ভাববাদীকে তার নিজের দেশে গ্রহণ করা হয় না৷
25কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইলিয়াসের সময়ে ইস্রায়েলে অনেক বিধবা ছিল, যখন আকাশ তিন বছর ছয় মাস বন্ধ ছিল, যখন সারা দেশে মহা দুর্ভিক্ষ ছিল৷
26 কিন্তু ইলিয়াসকে সীদোনের সারেপ্তা শহরে একজন বিধবা মহিলার কাছে ছাড়া তাদের কারো কাছেই পাঠানো হয়নি৷
27 এবং ভাববাদী এলিসিয়াসের সময়ে ইস্রায়েলে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল; আর তাদের কেউই শুচি হয়নি, অরামীয় নামানকে বাঁচিয়েছে।
28 এই কথা শুনে সমাজ-গৃহের সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হল৷
29 এবং উঠে এসে তাকে শহর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাকে পাহাড়ের কপালে নিয়ে গেল যেখানে তাদের শহরটি নির্মিত হয়েছিল, যাতে তারা তাকে মাথার উপরে ফেলে দিতে পারে৷
30 কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন,
31 আর তিনি গালীলের কফরনাহূমে নেমে এসে বিশ্রামবারে তাদের শিক্ষা দিলেন।
32 আর তাঁহার মতবাদে তাহারা আশ্চর্য হইল, কারণ তাঁহার বাক্য শক্তি সহকারে ছিল।
33 আর সমাজ-গৃহে একজন লোক ছিল, যার মধ্যে অশুচি শয়তানের আত্মা ছিল, আর সে জোরে চিৎকার করে বলল,
34 বললেন, আমাদের একা থাকতে দাও; হে নাসরতের যীশু, তোমার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? তুমি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ? আমি তোমাকে জানি তুমি কে; ঈশ্বরের পবিত্র এক.
35 যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করে থাক, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এস৷ শয়তান যখন তাকে মাঝখানে ফেলে দিল, তখন সে তার থেকে বেরিয়ে এল, তাকে আঘাত করল না৷
36তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিল, এ কেমন কথা! কারণ তিনি কর্তৃত্ব ও শক্তি দিয়ে অশুচি আত্মাদের আদেশ করেন এবং তারা বেরিয়ে আসে৷
37 আর তাঁর খ্যাতি আশেপাশের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল৷
38 পরে তিনি সমাজ-গৃহ থেকে উঠে শিমোনের বাড়িতে গেলেন৷ শিমোনের স্ত্রীর মা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলেন৷ তারা তার জন্য তাকে অনুরোধ করল৷
39 তখন তিনি তার কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন৷ এবং তা তাকে ছেড়ে চলে গেল: আর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে তাদের সেবা করল৷

40 সূর্যাস্তের সময় যারা বিভিন্ন রোগে ভুগছিল তারা তাদের যীশুর কাছে নিয়ে এল৷ তিনি তাদের প্রত্যেকের গায়ে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন।
41 আর অনেকের মধ্য থেকে শয়তানরাও চিৎকার করে বেরিয়ে এল, আর বলতে লাগল, তুমিই ঈশ্বরের পুত্র৷ তিনি তাদের ধমক দিয়ে কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই খ্রীষ্ট৷
42 যখন দিন হল, তখন তিনি চলে গেলেন এবং এক নির্জন জায়গায় গেলেন; আর লোকেরা তাঁকে খুঁজতে লাগল, এবং তাঁর কাছে এসে তাঁকে আটকে রাখল, যেন তিনি তাদের ছেড়ে চলে না যান।
43 তিনি তাদের বললেন, ' আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যের কথা অন্যান্য শহরে প্রচার করতে হবে৷
44 আর তিনি গালীলের সমাজ-গৃহে প্রচার করতে লাগলেন৷

অধ্যায় 5

1আর এমন হল যে, লোকেরা যখন তাঁকে ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য চাপ দিচ্ছিল, তখন তিনি গনেসরেট হ্রদের ধারে দাঁড়ালেন,
2 এবং হ্রদের ধারে দুটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, কিন্তু জেলেরা তাদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল৷
3 আর তিনি শিমোনের জাহাজগুলির মধ্যে একটিতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন দেশ থেকে একটু বের করে দেন৷ তারপর তিনি বসে পড়লেন এবং জাহাজ থেকে লোকদের শিক্ষা দিলেন৷
4 কথা বলা চলে গেলে তিনি শিমোনকে বললেন, ' গভীর দিকে বের হয়ে যাও, আর ড্রপের জন্য তোমার জাল ফেলো৷'
5 শিমোন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা সারা রাত পরিশ্রম করেছি, কিছুই নিইনি, তবুও আপনার কথায় আমি জাল ফেলব৷'
6 তারা এই কাজটি করার পর, তারা অনেক মাছের দল বেঁধে রাখল এবং তাদের জাল ভেঙ্গে দিল৷
7 আর তারা অন্য জাহাজে থাকা তাদের অংশীদারদের ইশারা করল যে তারা এসে তাদের সাহায্য করুক৷ আর তারা এসে জাহাজ দুটিকে এমনভাবে পূর্ণ করল যে তারা ডুবে যেতে লাগল।
8 শিমোন পিতর তা দেখে যীশুর হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যাও৷ হে মাবুদ, আমি পাপী মানুষ।
9কারণ তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তারা যে সব মাছ ধরেছিল তা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন৷
10 সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহনও শিমোনের সহযোগী ছিলেন। যীশু শিমোনকে বললেন, ' ভয় পেয়ো না৷ এখন থেকে তুমি লোকদের ধরবে।
11 এবং যখন তারা তাদের জাহাজগুলিকে স্থলে নিয়ে এল, তখন তারা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে যীশুর অনুসরণ করল৷
12 আর এমন হল, যখন তিনি কোন এক শহরে ছিলেন, তখন একজন কুষ্ঠরোগে ভরা একজন লোককে দেখতে পেলেন৷ যীশুকে দেখে তিনি মুখের ওপর উপুড় হয়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন, প্রভু, আপনি যদি চান তবে আমাকে শুচি করতে পারেন৷
13 তখন সে তার হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বলল, আমি চাই: তুমি শুচি হও৷ আর সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে কুষ্ঠরোগ চলে গেল।
14 আর তিনি তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, কাহাকেও বলিও না; কিন্তু যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, এবং মোশির আজ্ঞানুসারে তোমার শুদ্ধির জন্য উৎসর্গ কর, যেন তাহাদের সাক্ষ্য হয়।
15 কিন্তু ততই তার সম্পর্কে দেশ-বিদেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, এবং অনেক লোক তার কথা শোনার জন্য এবং তাদের দুর্বলতা থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল৷
16 আর তিনি মরুভূমিতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে প্রার্থনা করলেন৷
17 আর একটা নির্দিষ্ট দিনে যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন এমন হল যে, সেখানে ফরীশী ও আইনের চিকিৎসকরা বসে ছিলেন, যাঁরা গালীল, যিহূদিয়া ও জেরুজালেমের প্রতিটি শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; এবং প্রভুর শক্তি। তাদের সুস্থ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন।
18 আর, দেখ, লোকেরা পলসি রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে বিছানায় নিয়ে এল৷ তারা তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসার এবং তাঁর সামনে শুইয়ে দেওয়ার উপায় খুঁজছিল৷
19আর ভিড়ের কারণে কোন উপায়ে তাঁকে ভিতরে আনা যায় তা খুঁজে না পেয়ে তারা ঘরের ছাদে গিয়ে তাঁর পালঙ্কের টালি দিয়ে তাঁকে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল৷
20 তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি তাকে বললেন, ' হে মানুষ, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে৷'
21 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তর্ক করতে লাগলেন৷ একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?
22 কিন্তু যীশু যখন তাদের চিন্তা বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের অন্তরে কিসের কারণ?
23 কি সহজ, বলা, তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে; নাকি বলতে হবে, উঠে হাঁটতে?
24 কিন্তু যাতে তোমরা জানতে পার যে মানবপুত্রের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা পৃথিবীতে আছে, (তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন,) আমি তোমায় বলছি, উঠ, তোমার পালঙ্ক তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও৷
25 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন, এবং যেখানে তিনি শুয়েছিলেন তা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে নিজের বাড়িতে চলে গেলেন৷
26তখন সকলে আশ্চর্য হইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল, এবং ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, আজ আমরা অদ্ভুত জিনিস দেখিয়াছি।
27 এই সবের পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং লেবি নামে একজন কর আদায়কারীকে শুল্কের রসিদে বসে থাকতে দেখলেন৷ তিনি তাকে বললেন, আমার অনুসরণ কর৷
28 আর তিনি সব ছেড়ে উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন।
29 আর লেবি তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে একটা বড় ভোজের আয়োজন করলেন; আর সেখানে কর আদায়কারী ও অন্যদের এক বিরাট দল ছিল যারা তাদের সঙ্গে বসেছিল।
30 কিন্তু তাদের ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমরা কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাও কেন?

31 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' যারা সুস্থ তাদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই৷ কিন্তু তারা যারা অসুস্থ।
32 আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, পাপীদের অনুতাপ করতে এসেছি৷
33 তাঁরা তাঁকে বললেন, 'কেন য়োহনের শিষ্যরা প্রায়ই উপবাস করে এবং প্রার্থনা করে, আর একইভাবে ফরীশীদের শিষ্যরাও৷ কিন্তু তোমার খাওয়া-দাওয়া?
34 যীশু তাদের বললেন, ' বরের সঙ্গে থাকাকালীন তোমরা কি বরযাত্রীর ছেলেমেয়েদের উপোস করতে পারবে?
35 কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই দিনগুলিতে তারা উপবাস করবে৷
36 তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্তও বললেন৷ কেউ পুরাতনের গায়ে নতুন কাপড়ের টুকরো রাখে না; যদি অন্যথায়, তবে নতুন উভয়ই ভাড়া দেয় এবং নতুন থেকে যে অংশটি নেওয়া হয়েছিল তা পুরানোটির সাথে একমত হয় না।
37 আর কেউ পুরানো বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখে না৷ অন্যথায় নতুন মদের বোতলগুলি ফেটে যাবে এবং ছিটকে যাবে এবং বোতলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে৷
38 কিন্তু নতুন দ্রাক্ষারস অবশ্যই নতুন বোতলে রাখতে হবে৷ এবং উভয় সংরক্ষিত হয়.
39 কেউ পুরানো দ্রাক্ষারস পান করে অবিলম্বে নতুন আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সে বলে, পুরানোই ভালো৷

অধ্যায় 6

1 প্রথম বিশ্রামবারের পরে দ্বিতীয় বিশ্রামবারে তিনি শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন৷ আর তাঁর শিষ্যরা শস্যের কান ছিঁড়ে হাতে ঘষে খেতেন৷
2 ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের বললেন, বিশ্রামবারে যা করা বিধিসম্মত নয় তা কেন করছ?
3 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ' তোমরা কি এতটুকু পড়ে নি যে, দায়ূদ যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা কি করেছিলেন৷
4 তিনি কীভাবে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, এবং সেই রুটি নিয়ে গেলেন এবং ভোজন করলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও দিলেন৷ যা শুধু যাজকদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়?
5 তিনি তাদের বললেন, 'মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু৷'
6 আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ সেখানে একজন লোক ছিল যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল৷
7 বিশ্রামবারে তিনি সুস্থ হবেন কি না, সেই বিষয়ে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তাঁকে দেখছিলেন৷ যাতে তারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খুঁজে পেতে পারে।
8 কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জানতেন, আর যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে বললেন, উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও৷ আর তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
9 তখন যীশু তাদের বললেন, আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করব; বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা বৈধ, না মন্দ করা? জীবন বাঁচাতে, নাকি ধ্বংস করতে?
10 এবং তাদের চারপাশে চারদিকে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়াও৷ আর তিনি তাই করলেন: আর তাঁর হাত অন্য হাতের মতো সুস্থ হয়ে উঠল৷
11 আর তারা পাগল হয়ে গেল; এবং তারা যীশুর সাথে কি করতে পারে তা একে অপরের সাথে কথা বলেছিল৷
12 সেই দিনগুলিতে, তিনি প্রার্থনা করার জন্য একটি পর্বতে গেলেন এবং সারা রাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন৷
13 যখন দিন হল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে আনলেন৷ তাদের মধ্য থেকে তিনি বারোজনকে মনোনীত করলেন, যাদের তিনি প্রেরিত নামও দিলেন৷
14 শিমোন, (যার নাম তিনি পিটারও রেখেছিলেন) এবং তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন, ফিলিপ ও বার্থলোমিউ,
15 ম্যাথু ও থমাস, আলফাইয়ের ছেলে যাকোব এবং শিমোন যাকে জেলোটস বলে,
16 আর যাকোবের ভাই যিহূদা, এবং যিহূদা ইসকরিওত, যিনি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন৷
17 আর তিনি তাদের সঙ্গে নেমে এসে সমতলে দাঁড়ালেন, এবং তাঁর শিষ্যদের দল, এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও জেরুজালেম থেকে এবং সোয়ার ও সীডনের সমুদ্র উপকূল থেকে প্রচুর লোকের দল, যারা তাঁর কথা শুনতে এসেছিল৷ এবং তাদের রোগ নিরাময় করা;
18 আর যাঁরা অশুচি আত্মায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়েছিল, তারা সুস্থ হয়েছিল৷
19 আর সমস্ত জনতা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল, কারণ তাঁর মধ্যে থেকে পুণ্য বেরিয়েছিল এবং তাদের সবাইকে সুস্থ করে তুলেছিল৷
20 আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে চোখ তুলে বললেন, ধন্য তোমরা দরিদ্র, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই৷
21 ধন্য তোমরা যারা এখন ক্ষুধার্ত, কারণ তোমরা তৃপ্ত হবে৷ ধন্য তোমরা যারা এখন কাঁদছ, কারণ তোমরা হাসবে৷
22 ধন্য তোমরা, যখন মানুষ তোমাদের ঘৃণা করবে, এবং যখন তারা তোমাদেরকে তাদের সঙ্গ থেকে আলাদা করবে, এবং তোমাদের তিরস্কার করবে, এবং মানবপুত্রের জন্য তোমাদের নাম মন্দ বলে তাড়িয়ে দেবে৷
23 সেদিন তোমরা আনন্দ কর এবং আনন্দে লাফিয়ে উঠো, কারণ, দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরষ্কার মহান, কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ভাববাদীদের প্রতি একইভাবে কাজ করেছিলেন৷
24 কিন্তু ধিক্ তোমাদের ধনী! কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছ৷
25 ধিক্ তোমাদের যারা পরিপূর্ণ! কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে৷ হায় হায় তোমাকে এখন! কারণ তোমরা শোক করবে ও কাঁদবে৷
26 ধিক্ তোমাদের, যখন সমস্ত লোক তোমাদের ভাল কথা বলবে! কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা মিথ্যা ভাববাদীদের প্রতিও তাই করেছিল৷
27কিন্তু আমি তোমাদের যারা শোনে তাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের ভালো করো৷
28 যারা আপনাকে অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করুন এবং যারা আপনাকে ব্যবহার করেও তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

29 আর যে তোমাকে এক গালে আঘাত করে তার কাছে অন্য গালেও নিবেদন কর; এবং যে তোমার জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার জামাটাও নিতে নিষেধ করো।
30 যে কেউ তোমার কাছে চায় তাকে দাও; আর যে তোমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয় তার কাছে আর জিজ্ঞেস করো না।
31 আর তোমরা যেমন চাও যে লোকেরা তোমাদের প্রতি করুক, তোমরাও তাদের প্রতি সেইরূপ কর।
32 কারণ যারা তোমাদের ভালোবাসে যদি তোমরা তাদের ভালোবাস, তবে তোমাদের কিসের কৃতজ্ঞতা আছে? কারণ পাপীরাও তাদের ভালোবাসে যারা তাদের ভালোবাসে।
33 আর যারা তোমাদের মঙ্গল করে তাদের যদি তোমরা ভালো কর, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতা কী? কারণ পাপীরাও একই কাজ করে।
34 আর যাদের কাছ থেকে তোমরা পাবার আশা কর তাদের যদি ধার দাও, তবে তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা? কারণ পাপীরাও পাপীদের ধার দেয়, আবার অনেক কিছু পাওয়ার জন্য।
35 কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো, ভালো কাজ করো এবং ধার দাও, আর কিছু না পাওয়ার আশা করো। এবং তোমাদের পুরষ্কার মহান হবে, এবং তোমরা হবে সর্বোচ্চের সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও মন্দের প্রতি সদয়।
36 সেইজন্য তোমরা করুণাময় হও, যেমন তোমাদের পিতাও করুণাময়।
37 বিচার করো না, এবং তোমাদের বিচার করা হবে না: নিন্দা করো না, এবং তোমাদের নিন্দা করা হবে না: ক্ষমা করো, এবং তোমাদের ক্ষমা করা হবে।
38 দাও, এবং এটা তোমাদের দেওয়া হবে; ভাল পরিমাপ, নিচে চাপা, এবং একসঙ্গে ঝাঁকান, এবং উপর দিয়ে দৌড়ে, মানুষ আপনার বুকে দেবে. কেননা যে মাপ দিয়ে তোমরা মাপবে সেই মাপ দিয়েই আবার তোমাদের কাছে মাপা হবে।
39 তখন তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, অন্ধ কি অন্ধকে নেতৃত্ব দিতে পারে? তারা দুজনেই কি খাদে পড়বে না?
40 শিষ্য তার প্রভুর উপরে নয়, কিন্তু যে সিদ্ধ সে তার গুরুর মতো হবে।
41 আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটকুট আছে তা কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে রশ্মি আছে তা বুঝতে পারছ না?
42 না হয় আপনি কীভাবে আপনার ভাইকে বলতে পারেন, ভাই, আমাকে আপনার চোখের কুটকুটটি বের করে আনতে দিন, যখন আপনি নিজের চোখের মণিটি দেখতে পাচ্ছেন না? হে ভণ্ড, আগে তোমার নিজের চোখের মণিটা বের করে দাও, তারপর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটকুট আছে তা বের করতে তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে।
43 কারণ একটি ভাল গাছ খারাপ ফল দেয় না; নষ্ট গাছও ভালো ফল দেয় না।
44 কারণ প্রতিটি গাছ তার নিজের ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। কারণ কাঁটা দিয়ে মানুষ ডুমুর কুড়ায় না, বা ঝোপঝাড় থেকেও আঙ্গুর সংগ্রহ করে না।
45 একজন ভাল মানুষ তার হৃদয়ের ভাল ভান্ডার থেকে যা ভাল তা বের করে। আর একজন মন্দ লোক তার হৃদয়ের মন্দ ভান্ডার থেকে যা মন্দ তা বের করে, কারণ তার হৃদয়ের প্রাচুর্যের জন্য তার মুখ কথা বলে।
46 আর কেন তোমরা আমাকে প্রভু, প্রভু বলে ডাকছ, আমি যা বলি তা কর না?
47 যে কেউ আমার কাছে আসে এবং আমার কথা শুনে এবং সেগুলি পালন করে, আমি তোমাকে দেখাব সে কার মত।
48 সে সেই লোকের মতো যে একটি বাড়ি তৈরি করেছিল, গভীর খনন করেছিল এবং একটি পাথরের উপর ভিত্তি স্থাপন করেছিল: এবং যখন বন্যা শুরু হয়েছিল, তখন স্রোত সেই বাড়িটির উপর প্রবলভাবে আঘাত করেছিল, এবং এটিকে নাড়াতে পারেনি: কারণ এটি একটি পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। .
49 কিন্তু যে শোনে কিন্তু তা করে না, সে এমন একজন মানুষের মত যে ভিত্তি ছাড়াই পৃথিবীতে একটি ঘর তৈরি করেছে। যার বিরুদ্ধে স্রোত প্রবলভাবে আঘাত করেছিল এবং সাথে সাথে এটি পড়েছিল; এবং সেই বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছিল মহান।

অধ্যায় 7

1 লোকেদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কথা শেষ করে তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন।
2 আর একজন শতপতির চাকর, যে তার প্রিয় ছিল, সে অসুস্থ ছিল এবং মারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।
3 যীশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের বৃদ্ধ নেতাদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন, তিনি এসে তাঁর দাসকে সুস্থ করুন।
4তারা যীশুর কাছে এসে তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুনয় করে বলল, 'যার জন্য তিনি এই কাজ করার যোগ্য ছিলেন।
5 কারণ তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের জন্য একটি সমাজগৃহ নির্মাণ করেছেন।
6 তখন যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি যখন বাড়ি থেকে দূরে ছিলেন না, তখন সেনাপতি তাঁর কাছে বন্ধুদের পাঠিয়ে বললেন, প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না, কারণ আমি যোগ্য নই যে আপনি আমার ছাদের নীচে প্রবেশ করবেন।
7 তাই আমি নিজেকে আপনার কাছে আসার যোগ্য মনে করিনি; কিন্তু এক কথায় বলুন, তাহলে আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে।
8 কারণ আমিও একজন কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তি, আমার অধীনে সৈন্য রয়েছে, আর আমি একজনকে বলি, যাও, সে চলে যাবে। আর একজনকে, এসো, আর সে আসবে। এবং আমার দাসকে, এটা কর, আর সে তা করবে।
9 যীশু যখন এইসব কথা শুনলেন, তখন তিনি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবং তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, আমি তোমাদের বলছি, আমি ইস্রায়েলে এত বড় বিশ্বাস খুঁজে পাইনি।
10 যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে সেই চাকরকে সুস্থ দেখতে পেলেন যে অসুস্থ ছিল।
11 পরের দিন তিনি নাইন নামে একটি শহরে গেলেন। তাঁর অনেক শিষ্য ও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে গেল।
12 যখন তিনি শহরের ফটকের কাছে এলেন, তখন দেখ, সেখানে একজন মৃত লোককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে তার

মায়ের একমাত্র ছেলে এবং সে একজন বিধবা ছিল এবং
শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল।
13 আর প্রভু তাকে দেখে তার প্রতি করুণা করলেন এবং
তাকে বললেন, কেঁদো না।
14 আর তিনি এসে বিয়ারটি স্পর্শ করলেন, আর যারা তাকে
প্রসব করেছিল তারা স্থির হয়ে রইল। তখন তিনি বললেন,
যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ।
15 আর যে মৃত ছিল সে উঠে বসে কথা বলতে লাগল। এবং
তাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিল।
16 তখন সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং তারা ঈশ্বরের
প্রশংসা করে বলল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান
ভাববাদী আবির্ভূত হয়েছেন। এবং, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের
পরিদর্শন করেছেন।
17 আর তাঁর এই গুজব সমস্ত যিহূদিয়া এবং আশেপাশের
সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।
18 আর য়োহনের শিষ্যরা তাঁকে এই সমস্ত বিষয় জানালেন।
19 তখন যোহন তাঁর দু'জন শিষ্যকে ডেকে যীশুর কাছে
পাঠিয়ে বললেন, 'যার আসার কথা আপনিই কি?' নাকি
আমরা অন্যের সন্ধান করি?
20 সেই লোকেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 'জন ব্যাপটিস্ট
আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, এই বলে যে,
আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি আসবেন?' নাকি আমরা
অন্যের সন্ধান করি?
21 এবং সেই একই সময়ে তিনি তাদের অনেক রোগ,
মহামারী এবং মন্দ আত্মা থেকে নিরাময় করেছিলেন। এবং
অনেক অন্ধকে তিনি দৃষ্টিশক্তি দিলেন।
22 তখন যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যাও এবং যা যা
দেখেছ ও শুনেছ তা যোহনকে বল। কিভাবে অন্ধরা দেখতে
পায়, খোঁড়ারা হাঁটে, কুষ্ঠরোগীরা শুচি হয়, বধিররা শোনে,
মৃতরা জীবিত হয়, গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা
হয়।
23 আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমার দ্বারা অসন্তুষ্ট হবে না।
24 আর যোহনের দূতেরা চলে গেলে তিনি লোকদের কাছে
যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুভূমিতে কি
দেখতে গিয়েছিলে? একটা খাগড়া কি বাতাসে কাঁপছে?
25 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? নরম পোশাক পরা
একজন মানুষ? দেখ, যাঁরা সুন্দর পোশাক পরে, এবং
সুন্দরভাবে বাস করে, তারা রাজার দরবারে রয়েছে।
26 কিন্তু তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবী? হ্যাঁ,
আমি তোমাদের বলছি, এবং একজন ভাববাদীর চেয়েও
অনেক বেশি।
27 ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখ, আমি
আমার বার্তাবাহককে তোমার সামনে পাঠাচ্ছি, সে তোমার
আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।'
28 কারণ আমি তোমাদের বলছি, মহিলাদের থেকে যাঁরা
জন্মেছেন তাদের মধ্যে যোহন বাপ্তিস্মদাতার চেয়ে বড়
ভাববাদী নেই।
29 আর যাঁরা তাঁর কথা শুনেছিলেন, ও কর আদায়কারীরা
য়োহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়ে ঈশ্বরকে ধার্মিক বলে
প্রমাণ করলেন।
30 কিন্তু ফরীশীরা ও আইনজ্ঞরা তাঁর কাছ থেকে বাপ্তিস্ম না
পেয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের মন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান করল।
31 প্রভু বললেন, 'তাহলে এই প্রজন্মের লোকদের আমি
কোথায় তুলনা করব? এবং তারা কি মত?
32 তারা সেই ছেলেমেয়েদের মত যারা বাজারে বসে একে
অপরকে ডেকে বলছে, আমরা তোমাদের কাছে বাঁশি
বাজালাম, কিন্তু তোমরা নাচো নি। আমরা তোমাদের জন্য
শোক করেছি, কিন্তু তোমরা কাঁদো নি।
33 কারণ যোহন বাপ্তিস্মদাতা রুটি খেতে বা দ্রাক্ষারস পান
করতে আসেননি। আর তোমরা বল, তার একটা শয়তান
আছে।
34 মনুষ্যপুত্র আসছেন খাওয়া-দাওয়া করছেন। আর
তোমরা বলছ, দেখ, একজন পেটুক ও মদখোর, কর
আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু!
35 কিন্তু জ্ঞান তার সমস্ত সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত।
36 ফরীশীদের মধ্যে একজন যীশুর কাছে চেয়েছিলেন যে
তিনি তাঁর সঙ্গে খেতে পারেন। তারপর তিনি ফরীশীর
বাড়িতে গিয়ে খেতে বসলেন।
37আর দেখ, সেই নগরের একজন স্ত্রীলোক, যিনি একজন
পাপী, যখন তিনি জানতে পারলেন যে যীশু ফরীশীর
বাড়িতে খেতে বসেছেন, তখন তিনি একটি মলমের বাক্স
নিয়ে এলেন।
38 আর তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পা
ধুতে লাগলেন, আর তাঁর মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন,
তাঁর পায়ে চুম্বন করলেন এবং মলম দিয়ে অভিষেক
করলেন।
39 যে ফরীশী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছিল, সে তাহা
দেখিয়া মনে মনে বলিল, এই লোকটি যদি ভাববাদী হইত,
তবে ইহা কে ও কেমন স্ত্রীলোক, যে তাহাকে স্পর্শ
করিতেছে, তাহা জানিতে পারিত, কারণ সে একজন পাপী।
40 তখন যীশু তাকে বললেন, ' শিমোন, তোমাকে আমার
কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন, গুরু, বলুন।
41 একজন পাওনাদার ছিল যার দু'জন ঋণী ছিল:
একজনের পাঁচশো পেন্স এবং অন্যজনের পঞ্চাশ টাকা।
42 আর যখন তাদের কাছে কিছু দেবার ছিল না, তখন তিনি
তাদের উভয়কে অকপটে ক্ষমা করে দিলেন। তাই বলুন,
তাদের মধ্যে কে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে?
43 শিমোন উত্তর দিয়ে বললেন, আমি মনে করি, তিনি
যাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করেছেন। তিনি তাকে বললেন,
তুমি ঠিকই বিচার করেছ।
44 তখন তিনি সেই মহিলার দিকে ফিরে শিমোনকে
বললেন, ' তুমি কি এই মহিলাকে দেখতে পাচ্ছ? আমি
তোমার গৃহে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পায়ে জল দাও
নি; কিন্তু সে চোখের জলে আমার পা ধুইয়েছে, মাথার চুল
দিয়ে মুছেছে।
45 তুমি আমাকে কোন চুম্বন দাও নি; কিন্তু আমি যখন
থেকে এসেছি তখন থেকে এই মহিলা আমার পায়ে চুম্বন
করা বন্ধ করেনি।
46 তুমি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দাও নি, কিন্তু এই
স্ত্রীলোক আমার পায়ে মলম মাখিয়েছে।
47 তাই আমি তোমাকে বলছি, তার অনেক পাপ ক্ষমা করা
হয়েছে। কারণ সে অনেক ভালবাসত: কিন্তু যাকে সামান্য
ক্ষমা করা হয়, সে সামান্যই ভালবাসে।
48 তিনি তাকে বললেন, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

49যারা যীশুর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'ইনি কে পাপও ক্ষমা করেন?'
50 তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, ' তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে৷ শান্তিতে যান।

অধ্যায় 8

1পরে এমন হল যে, তিনি প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে গিয়ে প্রচার করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন; আর সেই বারো জন তাঁর সঙ্গে ছিলেন৷
2আর কতিপয় স্ত্রীলোক, যারা অশুভ আত্মা ও অসুস্থতা থেকে নিরাময় হয়েছিল, মরিয়ম ম্যাগডালিন নামক, যাদের মধ্য থেকে সাতটি শয়তান বের হয়েছিল।
3 এবং চুজা হেরোদের গৃহাধ্যক্ষের স্ত্রী জোয়ানা, সুজানা এবং আরও অনেকে, যাঁরা তাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাঁর সেবা করতেন৷
4আর যখন অনেক লোক একত্রিত হইল, এবং প্রত্যেক নগর হইতে তাঁহার কাছে আসিল, তখন তিনি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিয়াছিলেন:
5 একজন বপনকারী তার বীজ বপন করতে বেরিয়েছিলেন, এবং তিনি যখন বীজ বপন করতেন, তখন কিছু পথের ধারে পড়েছিল৷ আর তা মাড়িয়ে গেল, আর আকাশের পাখিরা তা খেয়ে ফেলল।
6 আর কেউ কেউ পাথরের ওপর পড়ল৷ এবং যত তাড়াতাড়ি তা অঙ্কুরিত হল, এটি শুকিয়ে গেল, কারণ এতে আর্দ্রতার অভাব ছিল।
7 আর কিছু কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; এবং কাঁটাগুলি তার সাথে গজাল এবং এটি দম বন্ধ করে দিল।
8আর অন্যরা ভাল জমিতে পড়ল, এবং গজাল এবং শতগুণ ফল দিল। এই কথা বলে তিনি চিৎকার করে বললেন, ' যার শোনার কান আছে সে শুনুক৷'
9 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দৃষ্টান্তটি কী হতে পারে?
10 তিনি বললেন, ' তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের রহস্য জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে৷ যাতে তারা দেখতে না পায় এবং শুনে তারা বুঝতে না পারে।
11 এখন দৃষ্টান্ত হল এই: বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য৷
12 পথের ধারে যারা শোনে তারাই; তারপর শয়তান আসে, এবং তাদের হৃদয় থেকে শব্দটি কেড়ে নেয়, যাতে তারা বিশ্বাস না করে এবং রক্ষা পায়৷
13 পাথরের উপরে তারাই তারা, যারা শুনলে আনন্দের সাথে বাক্য গ্রহণ করে; এবং তাদের কোন শিকড় নেই, যা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে এবং প্রলোভনের সময় পড়ে যায়৷
14 এবং কাঁটাঝোপের মধ্যে যা পড়েছিল তা হল তারা, যা শুনে তারা বেরিয়ে যায়, এবং এই জীবনের যত্ন, ধন-সম্পদ এবং আনন্দে দমবন্ধ হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণতায় কোন ফল আনে না।
15 কিন্তু ভাল জমিতে তারাই হয়, যারা সৎ ও ভাল অন্তরে বাক্য শুনে তা পালন করে এবং ধৈর্য সহকারে ফল দেয়৷
16 কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখে না বা বিছানার নিচে রাখে না। কিন্তু এটি একটি বাতিদানের উপর স্থাপন করে, যাতে যারা ভিতরে প্রবেশ করে তারা আলো দেখতে পায়।
17 কারণ কোন কিছুই গোপন নয়, যা প্রকাশ পাবে না; এমন কোন জিনিস লুকানো নেই, যা জানা যাবে না এবং বিদেশে আসবে।
18 কাজেই তোমরা কেমন শুনছ সেদিকে খেয়াল রেখো, কারণ যার আছে তাকে দেওয়া হবে৷ আর যার নেই, তার কাছ থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে৷
19 তারপর তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন, এবং প্রেসের জন্য তাঁর কাছে আসতে পারলেন না।
20 আর নিশ্চিতভাবে তাঁকে বলা হল, 'তোমার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমাকে দেখতে চায়৷'
21 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' আমার মা ও আমার ভাইয়েরা তারাই যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং তা পালন করে৷'
22 একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটা জাহাজে উঠলেন৷ তিনি তাদের বললেন, ' চল আমরা হ্রদের ওপারে যাই৷' এবং তারা এগিয়ে শুরু.
23 কিন্তু যখন তারা জাহাজে যাচ্ছিল তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আর হ্রদে ঝড়ের ঝড় নেমে এল৷ এবং তারা জলে পূর্ণ ছিল এবং বিপদে পড়েছিল৷
24 তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে বলল, 'গুরু, গুরু, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি৷' তারপর তিনি উঠে গিয়ে বাতাস ও জলের উত্তেজনাকে ধমক দিলেন, এবং তারা থেমে গেল এবং সেখানে শান্তি হল৷
25 তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তারা ভয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, এ কেমন মানুষ! কারণ তিনি বাতাস ও জলকেও আদেশ করেন, আর তারা তাঁর আদেশ পালন করে৷
26 আর তারা গালীলের বিপরীতে গাদারেনিদের দেশে পৌঁছাল৷
27 পরে তিনি যখন স্থলে গেলেন, তখন শহরের বাইরে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, যাকে অনেক দিন ধরে শয়তান ছিল, এবং সে কোন কাপড়-চোপড় পরিধান করত না, কোন বাড়ীতে থাকত না, কিন্তু সমাধিতে থাকত।
28 যীশুকে দেখে তিনি চিৎকার করে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়লেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, হে যীশু, হে পরমেশ্বর ঈশ্বরের পুত্র, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তোমাকে মিনতি করছি, আমাকে কষ্ট দিও না।
29 (কারণ তিনি অশুচি আত্মাকে লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন৷ কারণ প্রায়শই এটি তাকে ধরেছিল; এবং তাকে শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছিল; এবং সে ব্যান্ডগুলি ভেঙে দেয় এবং শয়তানকে প্রান্তরে তাড়িয়ে দেয়।)
30 যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, সৈন্যদল, কারণ তার মধ্যে অনেক শয়তান ঢুকেছিল৷
31 তারা তাঁকে অনুরোধ করল যে, তিনি তাদের গভীরে যেতে আদেশ করবেন না৷
32 সেখানে পাহাড়ে অনেক শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল, আর তারা তাঁর কাছে অনুনয় করল যেন তিনি তাদের তাদের মধ্যে ঢুকতে দেন৷ এবং সে তাদের কষ্ট দিল।

33 তারপর শয়তানরা লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে শুয়োরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, এবং পালটি হ্রদের মধ্যে একটি খাড়া জায়গায় হিংস্রভাবে দৌড়ে গেল এবং দম বন্ধ হয়ে গেল৷
34 যাঁরা তাদের খোরাক দিচ্ছিল তা দেখে তারা পালিয়ে গেল এবং শহরে ও গ্রামে গিয়ে খবর দিল৷
35 তারপর তারা কি হয়েছে তা দেখতে বেরিয়ে গেল৷ তিনি যীশুর কাছে এসে দেখতে পেলেন যে, যাঁর মধ্যে থেকে শয়তানরা বেরিয়ে গিয়েছিল, সে পোশাক পরে এবং তার ঠিক মনে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে৷ তারা ভয় পেয়ে গেল৷
36 যাঁরা তা দেখেছিল, তারাও তাদের বলেছিল যে, যাকে ভূতগ্রস্ত করা হয়েছিল সে কী উপায়ে সুস্থ হয়েছিল৷
37 তখন আশেপাশের গাদারেনিদের দেশের সমস্ত জনতা তাঁকে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে অনুরোধ করল৷ কারণ তারা খুব ভয়ে নিয়ে গিয়েছিল৷ তিনি জাহাজে উঠে আবার ফিরে গেলেন৷
38এখন যে লোকটির মধ্য থেকে শয়তানরা বের হয়ে গিয়েছিল, সে তার সঙ্গে থাকার জন্য তাকে অনুরোধ করল, কিন্তু যীশু তাকে এই বলে বিদায় দিলেন,
39 তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাও এবং দেখাও যে ঈশ্বর তোমার প্রতি কত মহান কাজ করেছেন৷ তখন তিনি চলে গেলেন এবং যীশু তাঁর প্রতি কত বড় কাজ করেছিলেন তা সমস্ত শহরে প্রচার করলেন৷
40 আর এমন হল যে, যীশু যখন ফিরে এলেন, তখন লোকেরা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করল, কারণ তারা সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল৷
41 আর দেখ, যায়ীর নামে একজন লোক এসেছিলেন, আর তিনি ছিলেন সমাজ-গৃহের শাসনকর্তা; আর তিনি যীশুর পায়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁর বাড়িতে আসেন৷
42 কারণ তাঁর একটি মাত্র কন্যা ছিল, যার বয়স প্রায় বারো বছর, এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিল৷ কিন্তু তিনি যেতেই লোকে তার ভিড় জমায়।
43 আর একজন মহিলার বারো বছর ধরে রক্তের সমস্যা ছিল, যে তার সমস্ত জীবন চিকিত্সকদের জন্য ব্যয় করেছিল, কোনটিই সে সুস্থ হতে পারেনি৷
44 পিছন পিছন এসে তাঁর পোশাকের সীমানা স্পর্শ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার রক্তের দাগ কেটে গেল।
45 যীশু বললেন, কে আমাকে স্পর্শ করেছে? সকলে অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন, 'গুরু, লোকে আপনার ভিড় করে আপনাকে চাপা দিচ্ছে, আর আপনি কি বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করেছে?'
46 যীশু বললেন, ' কেউ আমাকে স্পর্শ করেছে৷
47 আর সেই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল যে সে লুকিয়ে নেই, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ল এবং সমস্ত লোকের সামনে তাঁকে বলল যে কী কারণে সে তাকে স্পর্শ করেছিল এবং কীভাবে সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়েছিল৷
48 তখন তিনি তাকে বললেন, ' মেয়ে, শান্ত হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে৷ শান্তিতে যান।
49 তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ী থেকে একজন এসে বললেন, 'আপনার মেয়ে মারা গেছে৷ সমস্যা মাস্টার না.
50 কিন্তু যীশু তা শুনে তাঁকে বললেন, ' ভয় পেও না, শুধু বিশ্বাস কর, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে৷'
51 পরে তিনি ঘরে ঢুকে পিতর, যাকোব, যোহন এবং মেয়েটির বাবা ও মা ছাড়া কাউকে ভিতরে যেতে দিলেন না৷
52 আর সকলে কেঁদে কেঁদে উঠল, কিন্তু তিনি বললেন, কেঁদো না; সে মরেনি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে৷
53 তারা তাকে উপহাস করতে লাগল, কারণ সে মারা গেছে জেনে।
54 তখন তিনি তাদের সবাইকে বের করে দিলেন এবং তার হাত ধরে ডেকে বললেন, দাসী, ওঠ৷
55 আর তার আত্মা আবার এলো এবং সে তৎক্ষণাৎ উঠল, এবং তিনি তাকে মাংস দিতে আদেশ করলেন৷
56 আর তার বাবা-মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, যা হয়েছে তা কাউকে জানাবেন না।

অধ্যায় 9

1 তারপর তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যকে একত্রে ডাকলেন এবং তাদের সমস্ত শয়তানদের উপর এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিলেন৷
2 আর তিনি তাদের পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করতে এবং অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য৷
3 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যাত্রার জন্য কিছুই নিও না, না লাঠি, না ঝুলি, না রুটি, না টাকা৷ দুটি কোটও নেই।
4 আর যে গৃহে প্রবেশ করবে, সেখানেই থাকবে এবং সেখান থেকে চলে যাবে।
5 আর যে তোমাকে গ্রহণ করবে না, তুমি যখন সেই শহরের বাইরে যাও, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমার পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।
6 আর তারা চলে গেল, এবং সুসমাচার প্রচার করতে এবং সর্বত্র সুস্থ করে নগরের মধ্য দিয়ে গেল৷
7তখন রাজা হেরোদ তাঁর দ্বারা যা কিছু করা হয়েছিল তা শুনলেন, এবং তিনি হতবাক হয়ে গেলেন, কারণ কিছু লোকের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন৷
8 আর কয়েকজনের মধ্যে ইলিয়াস আবির্ভূত হয়েছিলেন৷ এবং অন্যদের, যে পুরানো নবীদের মধ্যে একজন পুনরুত্থিত হয়েছিল৷
9 আর হেরোদ বললেন, আমি যোহনের শিরশ্ছেদ করেছি; কিন্তু ইনি কে, যাঁর সম্বন্ধে আমি এমন কথা শুনছি? এবং তিনি তাকে দেখতে চেয়েছিলেন।
10 আর প্রেরিতরা ফিরে এসে তারা যা করেছে তা তাঁকে জানালেন। পরে তিনি তাদের নিয়ে বেৎসৈদা শহরের এক মরুভূমিতে একান্তে চলে গেলেন।
11 এবং লোকেরা, যখন তারা তা জানল, তখন তাকে অনুসরণ করল: এবং তিনি তাদের গ্রহণ করলেন এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বললেন, এবং যাদের আরোগ্যের প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন৷

12 যখন দিন শেষ হতে শুরু করল, তখন সেই বারোজন এসে তাঁকে বললেন, লোকসমাগমকে বিদায় করে দাও, যেন তারা আশেপাশের শহরে ও গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারে এবং খাবার খেতে পারে, কারণ আমরা এখানে আছি। মরুভূমির জায়গা।
13 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, তোমরা তাদের খেতে দাও। তারা বলল, 'আমাদের কাছে পাঁচটা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা গিয়ে এই সমস্ত লোকদের জন্য মাংস কিনি।
14 কারণ তারা প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল। তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' ওদের পঞ্চাশ জন করে এক দলে বসিয়ে দাও।'
15 তারা তাই করল এবং তাদের সবাইকে বসিয়ে দিল।
16 তারপর তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভেঙ্গে দিলেন এবং শিষ্যদের লোকদের সামনে রাখার জন্য দিলেন।
17 আর তারা খেয়ে তৃপ্ত হল; আর তাদের কাছে বারোটি ঝুড়ি অবশিষ্ট থাকা টুকরোগুলো তুলে নেওয়া হল।
18 আর এমন হল, যখন তিনি একাকী প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ' লোকেরা বলে আমি কে?
19 তারা উত্তরে বলল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহন! কিন্তু কেউ কেউ বলে, ইলিয়াস; এবং অন্যরা বলে, পুরানো নবীদের মধ্যে একজন পুনরুত্থিত হয়েছে।
20 তিনি তাদের বললেন, কিন্তু তোমরা বল যে আমি কে? পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরের খ্রীষ্ট।
21 আর তিনি তাদের কঠোরভাবে আজ্ঞা করলেন, আর কাউকে এই কথা না বলুন।
22 বললেন, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, এবং নিহত হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে জীবিত হতে হবে।
23 তিনি তাদের সকলকে বললেন, যদি কেউ আমার পিছনে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন তার ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক।
24 কারণ যে কেউ নিজের জীবন বাঁচাতে চায় সে তা হারাবে, কিন্তু যে আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে।
25কারণ একজন মানুষ যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে, এবং নিজেকে হারায় বা দূরে সরিয়ে দেয় তবে তার কি লাভ?
26 কারণ যে কেউ আমাকে এবং আমার কথার জন্য লজ্জিত হবে, মানবপুত্র যখন তাঁর নিজের মহিমায়, তাঁর পিতার এবং পবিত্র ফেরেশতাদের মহিমায় আসবেন তখন তিনি লজ্জিত হবেন।
27 কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ পাবে না।
28 এইসব কথা বলার প্রায় আট দিন পর তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন।
29 এবং তিনি প্রার্থনা করার সময়, তার মুখের ফ্যাশন পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং তার পোশাক সাদা এবং চকচকে ছিল।
30 আর দেখ, সেখানে দু'জন লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল, এরা হলেন মোশি ও ইলিয়াস।
31 যিনি প্রতাপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন যা তিনি জেরুজালেমে সম্পন্ন করবেন।
32 কিন্তু পিতর ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘুমে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, আর যখন তাঁরা জেগে উঠলেন, তাঁরা তাঁর মহিমা ও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে দেখলেন।
33 তারা যখন যীশুর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমাদের এখানে থাকা ভাল। একটা তোমার জন্য, একটা মোশির জন্য, আর একটা ইলিয়াসের জন্য।
34 তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন একটি মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেলল, এবং মেঘের মধ্যে প্রবেশ করতেই তারা ভয় পেল।
35 তখন মেঘের মধ্য থেকে একটি রব এল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র। তার কথা শোনো।'
36 আর আওয়াজ শেষ হলে যীশুকে একা পাওয়া গেল। তারা তা বন্ধ করে রাখল এবং সেই সময়ে যা দেখেছিল তার কিছুই কাউকে বলল না।
37 পরের দিন তারা পাহাড় থেকে নেমে আসার পর অনেক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করল।
38 আর দেখ, দলের একজন লোক চিৎকার করে বলল, 'গুরু, আমার ছেলের দিকে তাকান, কারণ সে আমার একমাত্র সন্তান।'
39 আর দেখ, একটা আত্মা তাকে ধরে নিয়ে গেল, আর সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল; এবং এটি তাকে ছিঁড়ে ফেলে যে সে আবার ফেনা করে, এবং তাকে আঘাত করা খুব কমই তার কাছ থেকে চলে যায়।
40 এবং আমি আপনার শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলাম যে তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে। এবং তারা পারেনি।
41 যীশু উত্তরে বললেন, ' হে অবিশ্বাসী ও বিকৃত প্রজন্ম, কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব এবং তোমাদের কষ্ট দেব? তোমার ছেলেকে এখানে নিয়ে এসো।
42 সে যখন আসছিল তখন শয়তান তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং ছিঁড়ে ফেলল। আর যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে শিশুটিকে সুস্থ করে আবার তার পিতার হাতে তুলে দিলেন।
43 ঈশ্বরের পরাক্রম দেখে তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু যীশু যা করেছিলেন তা নিয়ে যখন তারা প্রত্যেকে বিস্মিত হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন,
44 এই কথাগুলো আপনার কানে ঢোক, কারণ মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
45 কিন্তু তারা এই কথা বুঝতে পারল না, এবং এটা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হল যে, তারা তা বুঝতে পারল না।
46 তখন তাদের মধ্যে কে বড় হওয়া উচিত এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হল।
47 যীশু তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে দিলেন।

48 তিনি তাদের বললেন, ' যে কেউ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে গ্রহণ করবে, আর যে আমাকে গ্রহণ করবে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করবে।
49 যোহন উত্তর দিয়ে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখেছি। এবং আমরা তাকে নিষেধ করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না।।
50 যীশু তাকে বললেন, ' ওকে বারণ করো না, কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয় সে আমাদের পক্ষে।'
51 আর এমন হল, যখন তাঁকে স্বাগত জানানোর সময় হল, তখন তিনি জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য তাঁর মুখ স্থির করলেন।
52 আর তাঁহার সম্মুখে দূত প্রেরণ করিলেন; আর তাহারা গিয়া শমরীয়দের একটি গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে।
53 কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করল না, কারণ তাঁর মুখের মতন তিনি জেরুজালেমে যাবেন।
54 আর তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন এই দেখিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কি ইলিয়াসের ন্যায় স্বর্গ হইতে আগুন নামিয়া তাহাদিগকে ভস্ম করিতে আদেশ করিবেন?
55 কিন্তু তিনি ফিরে গিয়ে তাদের ধমক দিয়ে বললেন, ' তোমরা কিরকম আত্মা তা জান না।
56কারণ মনুষ্যপুত্র মানুষের জীবন বিনষ্ট করতে আসেননি, কিন্তু তাদের বাঁচাতে এসেছেন। এবং তারা অন্য গ্রামে চলে গেল।
57 তারা যখন পথে যাচ্ছিল, তখন একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, আপনি যেখানেই যাবেন আমি আপনাকে অনুসরণ করব।'
58 যীশু তাকে বললেন, ' শেয়ালের গর্ত আছে আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে। কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার জায়গা নেই।
59 সে অন্য একজনকে বলল, ' আমাকে অনুসরণ কর।' কিন্তু তিনি বললেন, প্রভু, প্রথমে আমাকে যেতে দিন এবং আমার বাবাকে কবর দিতে দিন।
60 যীশু তাকে বললেন, মৃতদের তাদের মৃত কবর দিতে দাও, কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার কর।
61 আর একজন আরও বলল, 'প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করব। তবে আমাকে প্রথমে তাদের বিদায় জানাতে দাও, যারা আমার বাড়িতে বাড়িতে আছে।
62 যীশু তাঁকে বললেন, ' কেউই লাঙ্গলে হাত রেখে পিছনে ফিরে তাকায়, ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়।'

অধ্যায় 10

1 এই ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তর জন লোককে নিযুক্ত করলেন এবং প্রত্যেকটি শহরে ও জায়গায়, যেখানে তিনি নিজে আসবেন, তাদের দু-দুজন তাঁর মুখের আগে পাঠিয়ে দিলেন।
2 তাই তিনি তাদের বললেন, ' ফসল সত্যিই অনেক, কিন্তু মজুর কম। তাই তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তাঁর ফসল কাটাতে মজুর পাঠান।'
3 তোমার পথে যাও, দেখ, আমি তোমাকে নেকড়েদের মধ্যে মেষশাবকের মত পাঠাচ্ছি।
4 মানিব্যাগ, স্ক্রিপ বা জুতা সঙ্গে নিয়ে যাবেন না এবং পথে কাউকে সালাম দেবেন না।
5 আর যে গৃহে প্রবেশ কর, প্রথমে বল, এই বাড়িতে শান্তি হোক।
6 আর যদি শান্তির পুত্র সেখানে থাকে, তবে আপনার শান্তি তার উপর থাকবে, যদি না হয়, তবে তা আবার আপনার দিকে ফিরে আসবে।
7 এবং একই বাড়িতে থাক, তারা যা দেয় তা খাও এবং পান কর, কারণ শ্রমিক তার মজুরির যোগ্য। ঘরে ঘরে যাবেন না।
8আর আপনি যে শহরে প্রবেশ করেন এবং তারা আপনাকে গ্রহণ করে, আপনার সামনে রাখা জিনিসগুলি খাও।
9 আর সেখানে যারা অসুস্থ তাদের সুস্থ কর এবং তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।
10 কিন্তু আপনি যে শহরে প্রবেশ করেন এবং তারা আপনাকে গ্রহণ না করে, সেই শহরের রাস্তায় বেরিয়ে যান এবং বলুন,
11 এমনকি তোমাদের শহরের ধূলিকণাও, যা আমাদের গায়ে লেগে আছে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে মুছে ফেলি; তবুও তোমরা নিশ্চিত হও যে, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।
12 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন সেই শহরের চেয়ে সদোমের জন্য এটা বেশি সহনীয় হবে।
13 ধিক্ তোমাকে, চোরাজিন! ধিক্ তোমাকে, বেথসৈদা! কারণ তোমাদের মধ্যে যা করা হয়েছে তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে তারা অনেক আগেই চট ও ছাই পরে বসে অনুতপ্ত হত।
14কিন্তু বিচারের সময় সোর ও সীডনের জন্য তা আপনার চেয়ে বেশি সহনীয় হবে।
15 আর তুমি, কফরনাহূম, যাকে স্বর্গে উন্নীত করা হয়েছে, তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে।
16 যে তোমার কথা শোনে সে আমার কথা শোনে; আর যে তোমাকে তুচ্ছ করে সে আমাকে অবজ্ঞা করে। আর যে আমাকে তুচ্ছ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকেই তুচ্ছ করে।
17 আর সেই সত্তরজন আনন্দে আবার ফিরে এলেন, বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে শয়তানরাও আমাদের বশীভূত হয়েছে।'
18 তখন তিনি তাদের বললেন, আমি শয়তানকে স্বর্গ থেকে বিদ্যুতের মতো পড়তে দেখলাম।
19 দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিচ্ছুদের উপর পদদলিত করার ক্ষমতা এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপর দিয়েছি: এবং কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।
20 তবুও আনন্দ করো না যে আত্মারা তোমাদের অধীন। বরং আনন্দ কর, কারণ তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।
21 সেই সময়ে যীশু আত্মায় আনন্দিত হয়ে বললেন, হে পিতা, স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে এই সব লুকিয়ে রেখেছ এবং শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ। কেননা তোমার দৃষ্টিতে এটা ভালো মনে হয়েছিল।
22 আমার পিতার কাছ থেকে আমার কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করা হয়েছে। আর কেউ জানে না পুত্র কে তা পিতা

ছাড়া। এবং পুত্র ছাড়া পিতা কে, এবং পুত্র যাকে প্রকাশ করবেন তিনিই৷
23 আর তিনি তাঁকে তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরিয়ে একান্তে বললেন, ধন্য সেই চোখ যারা তোমরা যা দেখছ তা দেখে৷
24 কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা দেখছ, অনেক ভাববাদী ও রাজা সেই সব দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখেননি৷ আর সেই সব কথা শোনার জন্য যা তোমরা শুনছ কিন্তু শোনো নি৷
25 আর দেখ, একজন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রলোভন দিয়ে বললেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে আমি কি করব?
26 তিনি তাঁকে বললেন, ' বিধি-ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? তুমি কিভাবে পড়?
27 উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে৷ এবং তোমার প্রতিবেশী তোমার নিজের মত।
28 তিনি তাকে বললেন, ' তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ, এটা কর, তাহলে তুমি বাঁচবে৷'
29 কিন্তু সে নিজেকে ন্যায়সঙ্গত করতে ইচ্ছুক হয়ে যীশুকে বলল, আর আমার প্রতিবেশী কে?
30 যীশু উত্তরে বললেন, ' একজন লোক জেরুজালেম থেকে জেরিহোতে নেমে চোরদের মধ্যে পড়ল, তারা তার পোশাক খুলে ফেলল, তাকে আহত করল এবং তাকে অর্ধমৃত রেখে চলে গেল৷
31 আর দৈবক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন যাজক নেমে এলেন, আর তাঁকে দেখতে পেয়ে অন্য পাশ দিয়ে চলে গেলেন৷
32 একইভাবে একজন লেবীয়, যখন তিনি সেই জায়গায় ছিলেন, তিনি এসে তাকে দেখেছিলেন এবং অন্য পাশ দিয়ে চলে গেলেন৷
33 কিন্তু একজন শমরীয় যাত্রা করতে করতে তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি করুণা হল৷
34 তারপর তার কাছে গিয়ে তেল ও দ্রাক্ষারস ঢেলে তার ক্ষতগুলো বেঁধে তার নিজের পশুর ওপর বসিয়ে তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার যত্ন নিলেন৷
35 আর পরের দিন যখন তিনি চলে গেলেন, তখন তিনি দুই পেন্সি বের করলেন, এবং সেগুলি হোস্টকে দিলেন এবং তাঁকে বললেন, 'ওর যত্ন নেও৷ আর তুমি যা কিছু বেশি খরচ করবে, আমি যখন আবার আসব, আমি তোমাকে শোধ করব।
36 যে চোরদের মধ্যে পড়েছিল তার প্রতিবেশী এই তিনজনের মধ্যে কে তোমার মনে হয়?
37 তিনি বললেন, 'যে তাকে করুণা করেছে৷' তখন যীশু তাকে বললেন, ' যাও, তুমিও তাই করো৷'
38 তারা যেতে যেতে তিনি একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন এবং মার্থা নামে একজন মহিলা তাকে তার বাড়িতে গ্রহণ করলেন৷
39 মরিয়ম নামে তার একটি বোন ছিল, সেও যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনেছিল৷
40 কিন্তু মার্থা অনেক পরিচর্যার জন্য বিরক্ত হলেন, এবং তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার বোন যে আমাকে একা সেবা করার জন্য রেখে গেছেন তা কি আপনি চিন্তা করেন না? তাই তাকে অনুরোধ করুন যে সে আমাকে সাহায্য করবে।
41 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে সতর্ক ও চিন্তিত৷
42 কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক: আর মরিয়ম সেই ভালো অংশ বেছে নিয়েছেন, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না৷

অধ্যায় 11

1 আর এমন হল যে, তিনি যখন এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি থামলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহন তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন৷
2 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল, 'আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র হোক৷' তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হবে।
3 প্রতিদিন আমাদের প্রতিদিনের রুটি দিন।
4 এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করুন; কারণ যারা আমাদের কাছে ঋণী তাদের আমরা ক্ষমা করে দিই৷ এবং আমাদের প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে যাবেন না; কিন্তু মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করুন.
5 তখন তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কার বন্ধু থাকবে, সে মধ্যরাতে তার কাছে যাবে এবং তাকে বলবে, বন্ধু, আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও৷
6 কারণ আমার একজন বন্ধু তার যাত্রায় আমার কাছে এসেছে, এবং তার সামনে আমার কিছু রাখার নেই?
7 এবং তিনি ভেতর থেকে উত্তর দেবেন এবং বলবেন, আমাকে কষ্ট দিও না: দরজা এখন বন্ধ, এবং আমার সন্তানরা আমার সাথে বিছানায় আছে; আমি উঠে তোমাকে দিতে পারি না।
8 আমি তোমাদের বলছি, যদিও সে উঠে তাকে দেবে না, কারণ সে তার বন্ধু, তবুও তার অবাধ্যতার কারণে সে উঠবে এবং তার যতটা প্রয়োজন তাকে দেবে৷
9 আর আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেওয়া হবে৷ খুঁজো, তুমি পাবে; ধাক্কা দাও, আর তা তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।
10 কারণ যে কেউ চায় সে পায়; আর যে খোঁজ করে সে খুঁজে পায়; এবং যে ধাক্কা দেয় তার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে৷
11 যদি কোন পুত্র তোমাদের পিতার কাছে রুটি চায়, তবে সে কি তাকে একটি পাথর দেবে? অথবা যদি সে একটি মাছ চায়, সে কি একটি মাছের জন্য তাকে একটি সাপ দেবে?
12 অথবা যদি সে একটি ডিম চায় তবে সে কি তাকে একটি বিচ্ছু দেবে?
13 তাই যদি তোমরা মন্দ হয়েও তোমাদের সন্তানদের ভালো উপহার দিতে জানো, তাহলে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যাঁরা তাঁর কাছে চান তাদের পবিত্র আত্মা কত বেশি দেবেন?

14 আর তিনি একটি শয়তানকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, আর তা ছিল বোবা। শয়তান বের হয়ে গেলে বোবা কথা বলতে লাগল। এবং লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল।
15 কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'সে ভূতদের প্রধান বেলজেবুবের মাধ্যমে ভূত তাড়ায়।'
16আর অন্যরা তাঁকে প্রলুব্ধ করে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন চেয়েছিল।
17 কিন্তু তিনি তাদের মনের কথা জেনে তাদের বললেন, ' যে রাজ্যই নিজেদের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়, তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং একটি বাড়ির বিরুদ্ধে বিভক্ত একটি ঘর ধ্বংস হয়.
18 শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়, তবে তার রাজ্য কীভাবে দাঁড়াবে? কারণ তোমরা বলছ আমি বেলজেবুবের মাধ্যমে ভূত তাড়াই।
19আর আমি যদি বেলজেবুবের সাহায্যে ভূত তাড়াই, তবে তোমার ছেলেরা কার দ্বারা তাড়াবে? তাই তারা তোমাদের বিচারক হবে।
20 কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে শয়তানদের তাড়িয়ে দেই, তাতে সন্দেহ নেই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের ওপর এসে পড়েছে।
21 যখন একজন শক্তিশালী লোক তার প্রাসাদ রক্ষা করে, তখন তার মাল শান্তিতে থাকে:
22 কিন্তু যখন তার চেয়ে শক্তিশালী একজন তার উপর এসে তাকে পরাস্ত করবে, সে তার কাছ থেকে তার সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নেবে যার উপর সে বিশ্বাস করেছিল এবং তার লুটের জিনিস ভাগ করে নেয়।
23 যে আমার সাথে নেই সে আমার বিরুদ্ধে;
24 একজন মানুষের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা বের হয়ে গেলে সে বিশ্রামের খোঁজে শুকনো জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আর কাউকে না পেয়ে তিনি বললেন, আমি যেখান থেকে বের হয়েছিলাম সেই বাড়িতেই ফিরে যাব।
25 এবং যখন তিনি আসেন, তিনি দেখতে পান যে এটি ঝাঁকানো এবং সাজানো হয়েছে।
26 তারপর সে গিয়ে নিজের থেকে আরও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে নিয়ে গেল। এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে বাস করে: এবং সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথমটির চেয়ে খারাপ।
27 এবং যখন তিনি এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন সেই দলের একজন মহিলা উচ্চস্বর করে তাঁকে বললেন, ধন্য সেই গর্ভের গর্ভ যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যে বাচ্চাগুলো তুমি চুষেছ।
28 কিন্তু তিনি বললেন, হ্যাঁ, বরং ধন্য তারা যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং পালন করে।
29 লোকেরা যখন একত্রিত হল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, এরা দুষ্ট প্রজন্ম; তারা একটা চিহ্ন খুঁজছে; আর কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না, কিন্তু যোনাস নবীর চিহ্ন।
30 কারণ যোনা যেমন নীনবীদের কাছে চিহ্ন ছিলেন, মানবপুত্রও এই প্রজন্মের কাছে সেইরকমই হবেন।
31 দক্ষিণের রাণী বিচারের সময় এই প্রজন্মের লোকদের সাথে উঠবেন এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কারণ তিনি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে শলোমনের জ্ঞান শুনতে এসেছিলেন; আর দেখ, শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
32 নিনেভের লোকেরা এই প্রজন্মের সাথে বিচারের দিনে উঠে দাঁড়াবে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে: কারণ তারা জোনাসের প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল; এবং, দেখ, জোনাসের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।
33 কেউ মোমবাতি জ্বালিয়ে গুপ্ত স্থানে রাখে না, ঝোপের নিচে নয়, মোমবাতিতে রাখে, যাতে যারা ভিতরে আসে তারা আলো দেখতে পায়।
34 দেহের আলো হল চোখ। তাই যখন তোমার চোখ একক থাকে, তখন তোমার সমস্ত শরীরও আলোয় পূর্ণ হয়। কিন্তু তোমার চোখ খারাপ হলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হয়।
35 তাই সাবধান থেকো, তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যেন অন্ধকার না হয়।
36 তাই যদি তোমার সমস্ত শরীর আলোয় পূর্ণ হয়, কোন অংশ অন্ধকার না থাকে, তাহলে পুরো শরীর আলোয় পূর্ণ হবে, যেমন একটি মোমবাতির উজ্জ্বল আলো তোমাকে আলো দেয়।
37 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন একজন ফরীশী তাঁকে তাঁর সঙ্গে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি ভিতরে গিয়ে খেতে বসলেন।
38 ফরীশী তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে তিনি রাতের খাবারের আগে আগে গোসল করেননি।
39 প্রভু তাঁকে বললেন, ' তোমরা ফরীশীরা কি এখন পেয়ালা ও থালার বাইরে থেকে পরিষ্কার কর? কিন্তু তোমার অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ উন্মাদনা ও দুষ্টতায় পরিপূর্ণ।
40 হে মূর্খেরা, যিনি বাইরে যা তৈরি করেছেন তিনি কি ভিতরের জিনিস তৈরি করেননি?
41 বরং তোমার যা আছে তাই দান কর; আর, দেখ, তোমার কাছে সব কিছু শুচি।
42 কিন্তু ধিক্ তোমাদের ফরীশীরা! কারণ তোমরা পুদিনা, রুই এবং সব রকমের ভেষজ উদ্ভিদের দশমাংশ দাও এবং বিচার ও ঈশ্বরের ভালবাসাকে অতিক্রম কর। এইগুলি তোমাদের করা উচিত ছিল এবং অন্যটিকে বাতিল না করা উচিত।
43 ধিক্ তোমাদের, ফরীশীরা! কেননা তোমরা সমাজগৃহের সর্বোচ্চ আসন পছন্দ কর এবং বাজারে অভিবাদন পছন্দ কর।
44 ধিক্ তোমাদের, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা, ভণ্ড! কারণ তোমরা সেই কবরের মত যা দেখা যায় না, এবং যারা তাদের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় তারা তাদের সম্পর্কে জানে না।
45 তখন আইনজীবীদের একজন উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি এই কথা বলে আমাদেরও অপমান করছেন।'
46 তিনি বললেন, ' হায় তোমাদেরও, হে উকিলগণ! কেননা তোমরা পুরুষদেরকে বহন করার জন্য কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ, আর তোমরা নিজেরা নিজের একটি আঙুল দিয়ে বোঝা স্পর্শ করো না।
47 ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি তৈরি করেছ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের হত্যা করেছিল।
48 তোমরা সত্যই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজকে অনুমোদন দিয়েছ, কারণ তারা

সত্যিই তাদের হত্যা করেছিল এবং তোমরা তাদের সমাধি নির্মাণ করেছিলে।
49 সেইজন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও বলেছেন, আমি তাদের কাছে ভাববাদী ও প্রেরিত পাঠাব, এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে ও তাড়না করবে:
50 যেন সমস্ত ভাববাদীদের রক্ত, যা জগতের ভিত্তি থেকে বয়ে গেছে, এই প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন হবে।
51 হেবলের রক্ত থেকে শুরু করে জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত, যেটি বেদী ও মন্দিরের মাঝখানে মারা গিয়েছিল: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের কাছে এর প্রয়োজন হবে।
52 ধিক্ তোমাদের, আইনজীবীরা! কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবিকাঠি কেড়ে নিয়েছ। তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রবেশ কর নি, আর যারা প্রবেশ করছিল তাদের বাধা দিয়েছ।
53 আর তিনি যখন তাদের এই কথাগুলো বললেন, তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁকে প্রবলভাবে তাগাদা দিতে লাগলেন এবং অনেক কথা বলতে তাঁকে প্ররোচিত করতে লাগলেন।
54 শুয়ে শুয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে কিছু বের করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা তাঁকে দোষারোপ করতে পারে।

অধ্যায় 12

1 এর মধ্যে, যখন অসংখ্য লোক একত্রিত হল, এমনভাবে তারা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদের বলতে লাগলেন, ফরীশীদের খামির থেকে সাবধান, যা ভণ্ডামি।
2 কেননা এমন কিছু আবৃত নেই যা প্রকাশ পাবে না; না গোপন, যে জানা যাবে না.
3 তাই অন্ধকারে তোমরা যা বলছ তা আলোতে শোনা হবে। এবং ঘরের ছাদে কানে কানে যা বলেছ তা ঘোষণা করা হবে।
4 আর আমি আমার বন্ধুদের বলছি, যারা মৃতদেহকে হত্যা করে তাদের ভয় কোরো না এবং তার পরে আর কিছু করার নেই।
5 কিন্তু আমি তোমাদের সতর্ক করব কাকে তোমরা ভয় করবে: তাকে ভয় কর, যাকে হত্যা করার পর নরকে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকে ভয় কর।
6 পাঁচটা চড়ুই কি দুই টাকায় বিক্রি হয় না, আর একটাও কি ঈশ্বরের সামনে ভুলে যায় না?
7 কিন্তু তোমার মাথার চুলগুলোও সব গুনে আছে। তাই ভয় পেয়ো না, অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান তোমরা।
8এছাড়াও আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ আমাকে মানুষের সামনে স্বীকার করবে, মানবপুত্রও তাকে ঈশ্বরের দূতদের সামনে স্বীকার করবেন।
9 কিন্তু যে আমাকে মানুষের সামনে অস্বীকার করে তাকে ঈশ্বরের ফেরেশতাদের সামনে অস্বীকার করা হবে।
10 আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করে তাকে ক্ষমা করা হবে না।
11 এবং যখন তারা আপনাকে সমাজগৃহে, ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ক্ষমতার কাছে নিয়ে আসে, তখন আপনি কীভাবে বা কী উত্তর দেবেন, বা কী বলবেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন না:
12 কারণ পবিত্র আত্মা সেই সময়েই তোমাদের শিক্ষা দেবেন যা বলা উচিত।
13 তখন দলের একজন তাঁকে বলল, 'গুরু, আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ করে নেয়।'
14 তখন তিনি তাকে বললেন, হে মানুষ, কে আমাকে তোমার বিচারক বা বিভাজনকারী করেছে?
15 তখন তিনি তাদের বললেন, ' সাবধানে থেকো এবং লোভ থেকে সাবধান হও, কারণ একজন মানুষের জীবন তার প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে না।
16 তখন তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, ' একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর পরিমাণে ফল এসেছে।
17 সে মনে মনে ভাবল, আমি কি করব, কারণ আমার ফল দেওয়ার জায়গা নেই?
18 আর তিনি বললেন, আমি এই কাজ করব: আমি আমার শস্যাগার ভেঙে ফেলব এবং আরও বড় করব; এবং সেখানে আমি আমার সমস্ত ফল ও আমার জিনিসপত্র দেব।
19 এবং আমি আমার প্রাণকে বলব, আত্মা, অনেক বছর ধরে তোমার অনেক মাল জমা আছে; আরাম কর, খাও, পান কর, আনন্দ কর।
20 কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে বোকা, আজ রাতে তোমার প্রাণ তোমার কাছে চাইবে, তাহলে তুমি যা দিয়েছ সেগুলি কার হবে?
21 সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য ধন জমা করে এবং ঈশ্বরের কাছে ধনী নয়।
22 তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কি খাবে তা নিয়ে তোমাদের জীবনের জন্য চিন্তা করো না। শরীরের জন্যও নয়, যা পরতে হবে।
23 প্রাণ মাংসের চেয়েও বেশি আর শরীর পোশাকের চেয়েও বেশি।
24 কাকদের কথা বিবেচনা কর, কারণ তারা বীজ বপন করে না বা কাটে না; যার ভাণ্ডার বা শস্যাগার নেই; এবং ঈশ্বর তাদের খাওয়ান: আপনি পাখিদের চেয়ে কত বেশি ভাল?
25 আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা করে তার উচ্চতা এক হাত বাড়াতে পারে?
26 যদি তোমরা সেই কাজটি করতে না পারো যা সামান্যতম, তাহলে বাকিটা নিয়ে চিন্তা করছ কেন?
27 লিলিগুলি কীভাবে বেড়ে ওঠে তা বিবেচনা করুন: তারা পরিশ্রম করে না, তারা কাটে না; তবুও আমি তোমাদের বলছি, শলোমন তাঁর সমস্ত মহিমায় এদের মধ্যে একটির মতো সাজাননি।
28 তাহলে ঈশ্বর যদি আজ মাঠের ঘাসকে এমন পোশাক দেন, যা আগামীকাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে। হে অল্প বিশ্বাসী, তিনি তোমাদের আর কত পোশাক পরবেন?
29 আর তোমরা কি খাবে বা কি পান করবে তা খুঁজো না, সন্দেহযুক্ত মনেরও হবেন না।

30 জগতের জাতিগুলি এই সমস্ত জিনিসের খোঁজ করে৷ তোমাদের পিতা জানেন যে তোমাদের এই জিনিসগুলির প্রয়োজন৷
31 বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের খোঁজ কর; এবং এই সমস্ত জিনিস আপনার জন্য যোগ করা হবে.
32 ছোট পাল, ভয় পেও না; কারণ তোমাকে রাজ্য দিতে তোমার পিতার সন্তুষ্টি।
33 তোমার যা আছে তা বিক্রি কর এবং ভিক্ষা দাও; নিজের জন্য ব্যাগগুলি জোগাড় করুন যা পুরানো নয়, স্বর্গে একটি ধন যা নষ্ট হয় না, যেখানে কোন চোর আসে না, পতঙ্গও নষ্ট করে না।
34 কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে৷
35 তোমার কোমর বেঁধে থাকুক, তোমার আলো জ্বলুক;
36 আর তোমরা নিজেদের সেই লোকদের মত কর যারা তাদের প্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, কখন তিনি বিয়ে থেকে ফিরে আসবেন৷ যাতে সে এসে ধাক্কা দেয়, তখনই তারা তার জন্য খুলে দিতে পারে৷
37 ধন্য সেই দাসেরা, যাদের প্রভু যখন আসবেন তখন তিনি প্রহরী দেখতে পাবেন: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে নিজেকে কোমরে বেঁধে তাদের খেতে বসিয়ে দেবে, এবং বাইরে এসে তাদের সেবা করবে৷
38 আর যদি সে দ্বিতীয় প্রহরে আসে বা তৃতীয় প্রহরে এসে তাদের দেখতে পায়, তবে ধন্য সেই দাসরা৷
39এবং এটা জেনে রাখুন যে, বাড়ির কর্তা যদি জানতেন যে চোর কোন্ সময়ে আসবে, তবে সে সতর্ক থাকত, এবং তার ঘর ভাঙতে হত না৷
40 অতএব তোমরাও প্রস্তুত হও, কারণ মনুষ্যপুত্র এমন এক সময়ে আসবেন যখন তোমরা চিন্তাও করবে না৷
41 তখন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমাদের এই দৃষ্টান্তটি বলছেন নাকি সবাইকে?
42 প্রভু বললেন, ' তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী গৃহাধ্যক্ষ কে, যাকে তার প্রভু তার পরিবারের শাসনকর্তা করবেন, তাদের যথাসময়ে তাদের মাংস দেওয়ার জন্য?
43 ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে এমন করতে দেখবেন৷
44 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত কিছুর শাসনকর্তা করবেন৷
45 কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু তার আসতে দেরি করছেন৷ এবং দাস-দাসীকে মারতে শুরু করবে, খাওয়া-দাওয়া করবে এবং মাতাল হবে;
46 সেই ভৃত্যের প্রভু এমন দিনে আসবেন যেদিন সে তার খোঁজ করবে না, এবং এমন সময় আসবে যখন সে সচেতন হবে না, এবং তাকে কেটে ফেলবে এবং তাকে অবিশ্বাসীদের সাথে তার অংশ নিযুক্ত করবে৷
47 আর যে দাস তার প্রভুর ইচ্ছা জানত, এবং নিজেকে প্রস্তুত করে নি বা তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেনি, তাকে অনেক মারধর করা হবে৷
48 কিন্তু যে কেউ জানত না এবং বেত্রাঘাতের যোগ্য কাজ করেছে, তাকে অল্প মারতে হবে৷ কারণ যাকে অনেক দেওয়া হয়, তার থেকে অনেক কিছু চাওয়া হয়: আর যাকে মানুষ অনেক কিছু দিয়েছে, তার কাছে তারা আরও চাইবে৷
49 আমি পৃথিবীতে আগুন পাঠাতে এসেছি; এবং আমি কি করব, যদি এটি ইতিমধ্যেই জ্বলে যায়?
50 কিন্তু আমার একটা বাপ্তিস্ম আছে যার সাথে বাপ্তিস্ম নিতে হবে; এবং এটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি কতটা কষ্টে আছি!
51 তোমরা কি মনে কর যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? আমি তোমাকে বলছি, না; বরং বিভাগ:
52 কারণ এখন থেকে এক বাড়িতে পাঁচজন বিভক্ত হবে, তিনজন দুজনের বিরুদ্ধে এবং দুজন তিনজনের বিরুদ্ধে৷
53 পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে এবং পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিভক্ত হবে৷ মা মেয়ের বিরুদ্ধে, আর মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে; শাশুড়ি তার পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, এবং পুত্রবধূ তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে।
54 তিনি লোকদের আরও বললেন, ' যখন তোমরা পশ্চিম দিক থেকে মেঘ উঠতে দেখ, তখনই তোমরা বল, 'বৃষ্টি আসছে৷' এবং তাই এটা হয়.
55 আর যখন দেখবেন দখিনা বাতাস বইছে, তখন বলবেন, গরম হবে; এবং এটা ঘটতে আসে.
56 হে ভণ্ডরা, তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর চেহারা দেখতে পারো; কিন্তু এই সময় কি করে তোমরা বুঝতে পারছ না?
57 হ্যাঁ, এবং কেন তোমরা নিজেরাই বিচার কর না যা সঠিক?
58 আপনি যখন আপনার প্রতিপক্ষের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবেন, যেমন আপনি পথে আছেন, তখন তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধ্যবসায় করুন; পাছে সে তোমাকে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে, আর বিচারক তোমাকে অফিসারের হাতে তুলে দেবে, আর অফিসার তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে।
59 আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ না তুমি শেষ মাইটটি পরিশোধ না কর ততক্ষণ তুমি সেখান থেকে চলে যাবে না।

অধ্যায় 13

1 সেই সময় সেখানে কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যারা তাঁকে গালীলীয়দের কথা বলেছিলেন, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলিদানের সাথে মিশে গিয়েছিল।
2 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা কি মনে কর যে, এই গালীলীয়রা সমস্ত গালীলীয়দের চেয়ে পাপী ছিল, কারণ তারা এমন কষ্ট ভোগ করেছিল?
3 আমি তোমাদের বলছি, না, কিন্তু, যদি তোমরা অনুতপ্ত না হও, তোমরাও একইভাবে ধ্বংস হবে৷
4 নাকি সেই আঠারো জন, যাদের উপরে সিলোয়ামের বুরুজ পড়েছিল এবং তাদের হত্যা করেছিল, তোমরা কি মনে কর যে তারা জেরুজালেমে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের চেয়ে পাপী ছিল?
5 আমি তোমাদিগকে বলি, না, কিন্তু, যদি তোমরা অনুতপ্ত না হও, তোমরা সকলেই একইভাবে বিনষ্ট হইবে৷
6 তিনি এই দৃষ্টান্তটিও বললেন; একজন লোক তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একটি ডুমুর গাছ লাগিয়েছিল৷ তিনি এসে তাতে ফল খুঁজলেন, কিন্তু কিছু পেলেন না৷
7 তারপর তিনি তার দ্রাক্ষা ক্ষেতের রক্ষককে বললেন, দেখ, এই তিন বছর ধরে আমি এই ডুমুর গাছে ফল খুঁজতে

এসেছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। এটা কেটে ফেল। কেন এটা মাটি চাপা?
8 তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, প্রভু, এই বছরও এটাকে ছেড়ে দিন, যতক্ষণ না আমি এটির চারপাশে খনন করে গোবর দিব।
9 আর যদি ফল দেয়, ভালই: আর যদি না হয়, তার পরে কেটে ফেলবে।
10 বিশ্রামবারে তিনি এক সমাজগৃহে শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
11 এবং দেখ, সেখানে একজন মহিলা ছিলেন যার আঠারো বছর ধরে দুর্বলতার আত্মা ছিল, এবং তিনি একত্রে নত হয়েছিলেন এবং কোনভাবেই নিজেকে উঠাতে পারছিলেন না।
12 যীশু তাকে দেখে তাকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, হে নারী, তুমি তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেয়েছ।
13 আর তিনি তার গায়ে হাত রাখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে গেল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করল।
14তখন সমাজগৃহের শাসক ক্ষোভের সহিত উত্তর দিলেন, কারণ যীশু বিশ্রামবারে সুস্থ করেছিলেন এবং লোকদের বলেছিলেন, ছয়টি দিন আছে যেদিনে লোকদের কাজ করা উচিত; সেইজন্য সেগুলিতে এসে সুস্থ হও, কিন্তু বিশ্রামবারে নয়। বিশ্রামবার দিন
15 তখন প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, হে ভণ্ড, তোমাদের প্রত্যেকেই কি বিশ্রামবারে তার ষাঁড় বা গাধা খোসা থেকে খুলে তাকে জল দেওয়ার জন্য নিয়ে যায় না?
16 আর এই আঠারো বছর ধরে শয়তান যাকে বেঁধে রেখেছিল সেই অব্রাহামের কন্যা হয়েও কি বিশ্রামবারে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়?
17 যখন তিনি এই সব কথা বললেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রতিপক্ষ লজ্জিত হল এবং তাঁর দ্বারা কৃত সমস্ত গৌরবময় কাজের জন্য সমস্ত লোক আনন্দিত হল।
18 তখন তিনি বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের মত? আর আমি কোথায় তার সাথে সাদৃশ্য রাখব?
19 এটা একটা সরিষার দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে তার বাগানে ফেলে দিল; এবং তা বড় হয়ে একটি বড় গাছে পরিণত হল। এবং বাতাসের পাখিরা এর ডালে অবস্থান করে।
20 তিনি আবার বললেন, ' আমি ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব?
21 এটা খামিরের মত, যা একজন মহিলা নিয়ে তিন মাপ খাবারের মধ্যে লুকিয়ে রাখল, যতক্ষণ না পুরোটা খামির হয়ে গেল।
22 আর তিনি শহর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতেন, শিক্ষা দিতেন এবং জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করতেন।
23 তখন একজন তাঁকে বলল, 'প্রভু, পরিত্রাণ পেতে পারেন এমন কিছু কি আছে? আর তিনি তাদের বললেন,
24 স্ট্রেট গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা কর, কারণ আমি তোমাদের বলছি, অনেকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না।
25 যখন একবার বাড়ির কর্তা উঠে দরজা বন্ধ করে দেন, আর তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় কড়া নাড়তে বলতে বলতে, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য খুলে দাও। আর সে উত্তরে তোমাদের বলবে, আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে এসেছ।
26তখন তোমরা বলতে আরম্ভ করবে, আমরা তোমার সান্নিধ্যে খাওয়া-দাওয়া করেছি, আর তুমি আমাদের রাস্তায় শিক্ষা দিয়েছ।
27 কিন্তু সে বলবে, আমি তোমাদের বলছি, আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে এসেছ। হে পাপাচারী সকল কর্মীরা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।
28 সেখানে কান্নাকাটি এবং দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে, যখন তোমরা দেখতে পাবে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব এবং সমস্ত ভাববাদীকে, ঈশ্বরের রাজ্যে, এবং তোমরা নিজেদেরকে বাইরে বের করে দিচ্ছ।
29আর তারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আসবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে বসবে।
30 আর দেখ, শেষ আছে যা আগে হবে, আর আছে প্রথম যা শেষ হবে।
31সেই দিনে কয়েকজন ফরীশী এসে তাঁকে বলল, 'তুমি বের হয়ে যাও এবং এখান থেকে চলে যাও, কারণ হেরোদ তোমাকে মেরে ফেলবে।'
32 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা যাও এবং সেই শেয়ালকে বল, দেখ, আমি ভূত তাড়াই, এবং আমি আজ ও আগামীকাল আরোগ্য করি এবং তৃতীয় দিনে আমি সিদ্ধ হব।'
33 তবুও আমাকে আজ, আগামীকাল এবং পরের দিন হাঁটতে হবে: কারণ জেরুজালেমের বাইরে একজন ভাববাদীর মৃত্যু হতে পারে না।
34 হে জেরুজালেম, জেরুজালেম! কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করতাম, যেমন একটি মুরগি তার বাচ্চাকে তার ডানার নীচে জড়ো করে, কিন্তু তুমি তা কর না!
35 দেখ, তোমাদের বাড়িটি তোমাদের জন্য উজাড় হয়ে গেছে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন।

অধ্যায় 14

1 বিশ্রামবারে যখন তিনি প্রধান ফরীশীদের মধ্যে একজনের বাড়িতে রুটি খেতে গেলেন, তখন তারা তাঁকে দেখছিল।
2 আর দেখ, তাঁর সামনে একজন লোক ছিল যাকে ড্রপসি হয়েছিল।
3 এর উত্তরে যীশু আইনজ্ঞ ও ফরীশীদের বললেন, ' বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?'
4 এবং তারা তাদের শান্ত ছিল. তখন তিনি তাকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করলেন এবং ছেড়ে দিলেন।
5 উত্তরে তাদের বললেন, ' তোমাদের মধ্যে কার একটি গাধা বা বলদ গর্তে পড়লে বিশ্রামবারে তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলবে না?
6 কিন্তু তারা এই সব কথার উত্তর দিতে পারলেন না।
7 এবং যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কাছে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, যখন তিনি চিহ্নিত করলেন যে তারা কীভাবে প্রধান ঘরগুলি বেছে নিয়েছে। তাদের বলছি,

8 যখন তোমাকে কোন পুরুষের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন উঁচু ঘরে বসবেন না; পাছে তোমার চেয়ে সম্মানিত লোক তার কাছে নিমন্ত্রিত হবে।
9 আর যে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সে এসে তোমাকে বলে, এই লোকটিকে জায়গা দাও৷ আর তুমি লজ্জায় সর্বনিম্ন রুম নিতে শুরু কর।
10 কিন্তু যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তখন গিয়ে নীচের ঘরে বসো; যে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে সে যখন আসবে, তখন সে তোমাকে বলবে, 'বন্ধু, ওপরে যাও, তাহলে তোমার সঙ্গে যারা খেতে বসেছে তাদের সামনে তোমার উপাসনা করবো'
11 কারণ যে কেউ নিজেকে বড় করে সে হীন হবে; এবং যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে৷
12 তারপর যিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকেও তিনি বললেন, আপনি যখন রাতের খাবার বা নৈশভোজ করবেন, তখন আপনার বন্ধুদের, ভাইদের, আত্মীয়দের বা আপনার ধনী প্রতিবেশীকে ডাকবেন না৷ পাছে তারাও তোমাকে আবার আমন্ত্রণ জানায় এবং তোমার প্রতিফল পেতে হয়।
13 কিন্তু তুমি যখন ভোজের আয়োজন কর, তখন গরীব, পঙ্গু, খোঁড়া, অন্ধকে ডাক।
14 আর তুমি আশীর্বাদ পাবে; কারণ তারা তোমাকে প্রতিদান দিতে পারবে না, কারণ ধার্মিকদের পুনরুত্থানে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে৷
15 যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'ধন্য সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের রাজ্যে রুটি খাবে৷'
16 তারপর তিনি তাকে বললেন, একজন লোক একটি মহান নৈশভোজ করেছে এবং অনেককে নিমন্ত্রণ করেছে৷
17 আর যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাদের এই কথা বলার জন্য রাতের খাবারের সময় তাঁর দাসকে পাঠালেন৷ সব কিছু এখন প্রস্তুত.
18আর সকলে এক সম্মতিতে অজুহাত দিতে লাগিল। প্রথমজন তাকে বলল, আমি এক টুকরো মাটি কিনেছি, এবং আমাকে যেতে হবে এবং দেখতে হবে: আমি প্রার্থনা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন৷
19 আর একজন বলল, আমি পাঁচ জোয়াল বলদ কিনেছি, আর আমি সেগুলো প্রমাণ করতে যাচ্ছি: আমি প্রার্থনা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন৷
20 আর একজন বলল, আমি বউকে বিয়ে করেছি, তাই আসতে পারছি না।
21 তখন সেই দাস এসে তার প্রভুকে এই সব কথা জানাল৷ তখন বাড়ির কর্তা রাগান্বিত হয়ে তার চাকরকে বললেন, তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় ও অলিতে গলিতে যাও এবং গরীব, পঙ্গু, অন্ধ ও অন্ধদের এখানে নিয়ে এস।
22 তখন চাকরটি বলল, 'প্রভু, আপনি যেমন হুকুম দিয়েছেন, তাই হয়েছে, তবুও জায়গা আছে৷
23 আর প্রভু ভৃত্যকে বললেন, রাজপথে ও হেজগুলিতে যাও এবং তাদের ভিতরে আসতে বাধ্য কর, যাতে আমার ঘর পূর্ণ হয়৷
24 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কেউই আমার নৈশভোজের স্বাদ পাবে না৷
25 তখন তাঁর সঙ্গে অনেক লোক গেল৷ তিনি ফিরে গিয়ে তাদের বললেন,
26 যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও বোন, হ্যাঁ, নিজের জীবনকেও ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না৷
27 আর যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পিছনে না আসে সে আমার শিষ্য হতে পারে না।
28 তোমাদের মধ্যে কে একটি টাওয়ার তৈরি করতে চায়, সে প্রথমে বসে না, এবং তার খরচ শেষ করার জন্য যথেষ্ট আছে কি না?
29 পাছে, তিনি ভিত্তি স্থাপন করার পরে, এবং তা শেষ করতে সক্ষম না হলে, যাঁরা দেখছেন তারা সবাই তাঁকে ঠাট্টা করতে শুরু করবে৷
30 তিনি বললেন, এই লোকটি গড়তে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি৷
31 অথবা কোন রাজা, অন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, প্রথমে বসে না বসে পরামর্শ করেন যে বিশ হাজার লোকের বিরুদ্ধে যে তার বিরুদ্ধে আসবে তার সাথে দশ হাজার সৈন্যের মুখোমুখি হতে পারবে কি না?
32 অন্যথায়, যখন অন্যটি এখনও অনেক দূরে, তিনি একটি দূত পাঠান এবং শান্তির শর্ত চান৷
33 একইভাবে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার যা কিছু আছে তা ত্যাগ করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না৷
34 লবণ ভালো, কিন্তু লবণ যদি তার গন্ধ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা পাকা হবে কি করে?
35 এটা জমির জন্য উপযুক্ত নয়, এখনও গোবরের জন্য উপযুক্ত নয়; কিন্তু পুরুষরা তা বের করে দেয়। যার শোনার কান আছে, সে শুনুক৷

অধ্যায় 15

1 তারপর তাঁর কথা শোনার জন্য সমস্ত কর আদায়কারী ও পাপী তাঁর কাছে এলেন৷
2 তখন ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, এই লোকটি পাপীদের গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে খায়৷
3 আর তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি বললেন,
4 তোমাদের মধ্যে কোন লোকের কাছে একশত ভেড়া আছে, যদি সে তাদের একটি হারায়, তবে নিরানব্বইটিকে প্রান্তরে রেখে যে হারানো ভেড়ার খোঁজ না পায়, যতক্ষণ না সে তা খুঁজে পায়?
5 এবং যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন সে আনন্দে তার কাঁধে রাখে৷
6 এবং যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে, তখন সে তার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর৷ কারণ আমি আমার হারিয়ে যাওয়া ভেড়া খুঁজে পেয়েছি।
7 আমি তোমাদের বলছি, একইভাবে অনুতাপকারী একজন পাপীর জন্য স্বর্গে আনন্দ হবে, নিরানব্বই জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চেয়েও বেশি, যাদের অনুতাপের প্রয়োজন নেই৷
8 হয় কোন মহিলার দশটি রূপার টুকরা আছে, যদি সে একটি টুকরো হারিয়ে যায়, তবে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘর ঝাড়ু দেয় না এবং যতক্ষণ না সে এটি খুঁজে পায় ততক্ষণ চেষ্টা করে?

9 এবং যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন সে তার বন্ধুদের এবং তার প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সাথে আনন্দ কর; কারণ আমি যে টুকরোটি হারিয়েছিলাম তা খুঁজে পেয়েছি।
10 একইভাবে, আমি তোমাদের বলছি, একজন পাপী যে অনুতপ্ত হয় তার জন্য ঈশ্বরের ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে আনন্দ হয়।
11 তিনি বললেন, একজন ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল।
12 আর তাদের মধ্যে ছোটটি তার বাবাকে বলল, পিতা, আমার কাছে যে মাল পড়ে তার অংশ আমাকে দিন। এবং তিনি তাদের মধ্যে তার জীবন ভাগ করে দিলেন.
13 আর অনেক দিন পরেই ছোট ছেলে সবাইকে জড়ো করে দূর দেশে যাত্রা করল, এবং সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে তার সম্পদ নষ্ট করল।
14 আর তিনি সমস্ত খরচ করে ফেললে সেই দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এবং সে অভাবগ্রস্ত হতে লাগল।
15 এবং তিনি গিয়ে সেই দেশের একজন নাগরিকের কাছে নিজেকে যোগদান করলেন; তিনি তাকে তার ক্ষেতে শুয়োর চরাতে পাঠালেন।
16 আর শুয়োররা যে ভুসি খেত সেগুলি দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে তার পেট ভরত, আর কেউ তাকে দেয়নি।
17 তিনি নিজের কাছে এসে বললেন, আমার পিতার কতজন কর্মচারীর কাছে যথেষ্ট রুটি আছে এবং আমি ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি!
18 আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব এবং তাকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং আপনার আগে পাপ করেছি,
19 আর আমি আর তোমার ছেলে বলে ডাকার যোগ্য নই; আমাকে তোমার ভাড়া করা দাসদের একজন করে দাও।
20 পরে তিনি উঠে পিতার কাছে গেলেন। কিন্তু যখন সে এখনও অনেক দূরে ছিল, তখন তার পিতা তাকে দেখতে পেয়ে করুণা করলেন, এবং দৌড়ে গিয়ে তার ঘাড়ে পড়লেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।
21 তখন পুত্র তাকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং আপনার দৃষ্টিতে পাপ করেছি, আর আপনার পুত্র বলে ডাকার যোগ্য নই।
22কিন্তু পিতা তাঁর দাসদের বললেন, সবচেয়ে ভালো পোশাক বের করে তাকে পরিয়ে দাও। এবং তার হাতে একটি আংটি, এবং তার পায়ে জুতা পরা:
23 মোটাতাজা বাছুরটিকে এখানে নিয়ে এসে মেরে ফেল; এবং আসুন আমরা খাই এবং আনন্দ করি:
24 এই জন্য আমার ছেলে মারা গিয়েছিল, এবং আবার জীবিত হয়েছে; তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, এবং খুঁজে পাওয়া গেছে। এবং তারা আনন্দিত হতে শুরু করে.
25 তখন তাঁর বড় ছেলে মাঠে ছিল। সে এসে বাড়ির কাছে এসে বাদ্য ও নাচের শব্দ শুনতে পেল।
26 আর তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন এসবের মানে কি?
27 তিনি তাকে বললেন, 'তোমার ভাই এসেছেন। আর তোমার পিতা মোটাতাজা বাছুরটিকে মেরে ফেলেছেন, কারণ তিনি তাকে নিরাপদে গ্রহণ করেছেন।
28 তাতে তিনি রেগে গেলেন, ভিতরে যেতে চাইলেন না, তাই তাঁর বাবা বাইরে এসে তাঁকে অনুরোধ করলেন।
29 উত্তরে সে তার পিতাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা করছি, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি, তবু তুমি আমাকে কখনো বাচ্চা দাওনি যাতে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারি।
30 কিন্তু তোমার এই ছেলে আসার সাথে সাথে, যে তোমার জীবন বেশ্যাদের সাথে খেয়ে ফেলেছে, তুমি তার জন্য মোটাতাজা বাছুর মেরেছ।
31 তিনি তাঁকে বললেন, 'বাছা, তুমি চিরকাল আমার সঙ্গে আছ, আর আমার যা কিছু আছে সবই তোমার।'
32 আমাদের আনন্দ করা এবং আনন্দ করা উচিত ছিল, কারণ এই আপনার ভাইটি মারা গিয়েছিল এবং আবার জীবিত হয়েছে। এবং হারিয়ে গেছে, এবং পাওয়া গেছে.

অধ্যায় 16

1 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ' একজন ধনী লোক ছিল, যার একজন কর্মচারী ছিল। এবং তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে সে তার মাল নষ্ট করেছে।
2 তখন সে তাকে ডেকে বলল, 'আমি তোমার কথা কি করে শুনি? তোমার দায়িত্বের হিসাব দাও; কারণ তুমি হয়তো আর গৃহাধ্যক্ষ থাকবে না।
3 তখন কর্মচারী মনে মনে বললেন, আমি কি করব? কারণ আমার প্রভু আমার কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছেন। আমি খনন করতে পারি না। ভিক্ষা করতে আমি লজ্জিত।
4 আমি স্থির হয়েছি কি করব, যাতে আমাকে গৃহাধ্যক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তারা আমাকে তাদের বাড়িতে গ্রহণ করতে পারে।
5 তাই সে তার প্রভুর ঋণগ্রস্তদের প্রত্যেককে তার কাছে ডেকে প্রথমটিকে বলল, আমার প্রভুর কাছে তুমি কত ঋণী?
6তিনি বললেন, একশো মাপ তেল। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার বিল নাও, তাড়াতাড়ি বসে পঞ্চাশটা লিখ।
7 তারপর তিনি অন্য একজনকে বললেন, আর তোমার কাছে কত পাওনা? তিনি বললেন, একশো মণ গম। তখন সে তাকে বলল, তোমার বিল নাও, আর সোয়াশি লিখ।
8 আর প্রভু অন্যায় কর্মচারীর প্রশংসা করলেন, কারণ তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছিলেন: কারণ এই জগতের সন্তানেরা তাদের প্রজন্মের মধ্যে আলোর সন্তানদের চেয়েও জ্ঞানী।
9 এবং আমি তোমাদের বলছি, অধার্মিকতার সম্পদকে নিজেদের জন্য বন্ধু বানিয়ে নাও। যাতে, আপনি ব্যর্থ হলে, তারা আপনাকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে গ্রহণ করতে পারে।
10 যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত সে অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অন্যায় সে অনেক বিষয়েও অন্যায়।
11 তাই যদি তোমরা অধার্মিক সম্পদের প্রতি বিশ্বস্ত না হও, তবে প্রকৃত ধন-সম্পদ কে তোমাদের আস্থার প্রতি দায়বদ্ধ করবে?
12 আর যদি তোমরা বিশ্বস্ত না হও যা অন্যের, তবে যা তোমাদের নিজের তা কে দেবে?
13 কোন দাস দুই প্রভুর সেবা করতে পারে না, কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে এবং অন্যজনকে ভালবাসবে; অন্যথায় সে একটিকে ধরে রাখবে এবং অন্যটিকে তুচ্ছ করবে। আপনি ঈশ্বর এবং অর্থের সেবা করতে পারেন না.

14আর লোভী ফরীশীরাও এই সমস্ত কথা শুনিয়া যীশুকে উপহাস করিল।
15 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা সেই লোক যাঁরা মানুষের সামনে নিজেদের ধার্মিক বলে প্রমাণ করা কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তর জানেন৷
16 আইন ও ভাববাদীরা যোহনের আগ পর্যন্ত ছিল: সেই সময় থেকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচারিত হয় এবং প্রত্যেকে তার মধ্যে চাপ দেয়৷
17 আর স্বর্গ ও পৃথিবীর পক্ষে আইনের একটি শিরোনাম বিফলে যাওয়া অপেক্ষা সহজ।
18 যে কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে, আর যে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তাকে বিয়ে করে সে ব্যভিচার করে।
19একজন ধনী লোক ছিল, সে বেগুনি ও সূক্ষ্ম মসীনার পোশাক পরত এবং প্রতিদিনই জমকালোভাবে কাজ করত।
20 আর সেখানে লাসার নামে এক ভিক্ষুক ছিল, যাকে তার ফটকের কাছে শুয়ে রাখা হয়েছিল, ঘা ভর্তি।
21 এবং ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো দিয়ে খাওয়াতে চাইছিল: তাছাড়া কুকুর এসে তার ঘা চেটেছিল৷
22 এবং এমনটি ঘটল যে, ভিক্ষুকটি মারা গেল, এবং ফেরেশতারা তাকে অব্রাহামের বুকে নিয়ে গেল: ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে কবর দেওয়া হল;
23 এবং জাহান্নামে যন্ত্রণার মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি চোখ তুলে ইব্রাহিমকে এবং তার বুকে লাসারকে দেখতে পান।
24 এবং তিনি চিৎকার করে বললেন, আব্রাহাম পিতা, আমার প্রতি দয়া করুন এবং লাসারকে পাঠান, যাতে তিনি তার আঙুলের ডগা জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বাকে ঠান্ডা করেন৷ কারণ আমি এই অগ্নিতে যন্ত্রণা পেয়েছি।
25কিন্তু ইব্রাহিম বললেন, "বাছা, মনে রেখ যে তুমি তোমার জীবদ্দশায় তোমার ভাল জিনিস পেয়েছ, আর একইভাবে লাসার মন্দ জিনিস পেয়েছ; কিন্তু এখন সে সান্ত্বনা পেয়েছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ৷
26 আর এই সবকিছুর পাশাপাশি, আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি বড় উপসাগর স্থির রয়েছে: যাতে যারা এখান থেকে আপনার কাছে যেতে চায় তারা পারে না; তারা আমাদের কাছে যেতে পারে না, সেখান থেকে আসবে।
27 তারপর তিনি বললেন, তাই বাবা, আপনি তাকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠান৷
28 কারণ আমার পাঁচ ভাই আছে; যাতে তিনি তাদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারেন, পাছে তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে৷
29 অব্রাহাম তাঁকে বললেন, তাদের কাছে মূসা ও ভাববাদীরা আছেন; তাদের শুনতে দাও।
30 তিনি বললেন, না বাবা ইব্রাহিম, কিন্তু যদি কেউ মৃতদের মধ্য থেকে তাদের কাছে যায় তবে তারা অনুতপ্ত হবে৷
31 যীশু তাঁকে বললেন, 'যদি তারা মূসা ও ভাববাদীদের কথা না শোনে, তবে মৃতদের মধ্য থেকে একজন পুনরুত্থিত হলেও তারা রাজি হবে না৷'

অধ্যায় 17

1 তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন, এটা অসম্ভব কিন্তু অপরাধ আসবেই৷
2 এই ছোটদের মধ্যে একজনকে আঘাত করার চেয়ে তার গলায় একটি চাঁতির পাথর ঝুলিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ভাল ছিল৷
3 সাবধান! যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তবে তাকে তিরস্কার করো৷ এবং যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাকে ক্ষমা করুন।
4 আর যদি সে দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে এবং দিনে সাতবার তোমার দিকে ফিরে বলে, আমি অনুতাপ করছি; তুমি তাকে ক্ষমা করবে।
5 আর প্রেরিতরা প্রভুকে বললেন, আমাদের বিশ্বাস বাড়াও৷
6 আর প্রভু বললেন, যদি তোমাদের বিশ্বাস সরিষার দানার মতও থাকত, তাহলে এই তুষার গাছকে বলতে পার, শিকড় উপড়ে ফেল এবং সমুদ্রে রোপণ কর; এবং এটা আপনার আনুগত্য করা উচিত.
7 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে, যার একজন চাকর হাল চাষ করে বা গবাদি পশু চরায়, সে যখন ক্ষেত থেকে আসবে তখন তাকে বলবে, যাও, খেতে বস?
8 এবং বরং তাকে বলবে না, আমি যা খেতে পারি তা প্রস্তুত কর এবং কোমর বেঁধে আমার সেবা কর, যতক্ষণ না আমি খাওয়া-দাওয়া করি৷ তারপর তুমি খাবে ও পান করবে?
9 সে কি সেই দাসকে ধন্যবাদ দেয় কারণ সে তাকে যা আদেশ করা হয়েছিল তা করেছে? আমি ট্রু না.
10 একইভাবে তোমরাও যখন তোমাদের আদেশ করা হয়েছে সেই সমস্ত কাজ করবে, তখন বলবে, আমরা অলাভজনক দাস; আমাদের যা করার কর্তব্য ছিল আমরা তা করেছি৷
11 জেরুজালেমে যাওয়ার সময় তিনি শমরিয়া ও গালীলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন৷
12 এবং তিনি যখন একটি গ্রামে প্রবেশ করলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দশজন কুষ্ঠরোগীর দেখা হল, যারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল৷
13 তারা উচ্চস্বরে বলে উঠল, যীশু, গুরু, আমাদের প্রতি দয়া করুন৷
14 তখন তিনি তাদের দেখে বললেন, ' যাও যাজকদের কাছে নিজেদের দেখাও৷' তারা যেতে যেতে শুচি হয়ে গেল৷
15আর তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল যে তিনি সুস্থ হয়েছেন, তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন।
16 এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল৷ আর তিনি ছিলেন একজন শমরীয়৷
17 যীশু উত্তরে বললেন, দশজন কি শুচি হয়নি? কিন্তু নয়টা কোথায়?
18 এই অপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া ঈশ্বরের গৌরব করতে ফিরে এসেছে এমন কেউ খুঁজে পাওয়া যায় নি৷
19 তখন তিনি তাকে বললেন, ওঠ, যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে৷
20 ফরীশীরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে, তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য পর্যবেক্ষণে আসে না৷

21 তারাও বলবে না, দেখ এখানে! বা, সেখানে দেখ! কারণ, দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমার মধ্যেই আছে৷

22 তখন তিনি শিষ্যদের বললেন, ' এমন দিন আসবে যখন তোমরা মানবপুত্রের দিনের একটি দেখতে চাইবে, কিন্তু তা দেখতে পাবে না৷

23 আর তারা তোমাকে বলবে, এখানে দেখ; অথবা, সেখানে দেখুন: তাদের অনুসরণ করবেন না এবং তাদের অনুসরণ করবেন না।

24 কারণ বিদ্যুতের মতো, যা আকাশের নীচের এক অংশ থেকে আলোকিত করে, স্বর্গের নীচে অন্য অংশে আলোকিত করে৷ মনুষ্যপুত্রের দিনেও তাই হবে৷

25 কিন্তু প্রথমে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে এবং এই প্রজন্মের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে৷

26 আর নোয়ের দিনে যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের দিনেও তাই হবে৷

27 যেদিন নো জাহাজে ঢুকেছিল, সেই দিন পর্যন্ত তারা খেয়েছিল, পান করেছিল, তারা বিয়ে করেছিল, তাদের বিয়ে হয়েছিল, এবং বন্যা এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছিল।

28 লোটের সময়ে যেমন হয়েছিল; তারা খেয়েছে, তারা পান করেছে, তারা কিনেছে, তারা বিক্রি করেছে, তারা রোপণ করেছে, তারা নির্মাণ করেছে;

29 কিন্তু লোট যেদিন সদোম থেকে বের হয়ে গেলেন সেদিনই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল।

30 যেদিন মনুষ্যপুত্র প্রকাশিত হবেন সেই দিনেও তাই হবে৷

31 সেই দিন, যে ঘরের ছাদে থাকবে এবং ঘরে তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য সে যেন নিচে না আসে এবং যে মাঠে থাকে, সেও যেন ফিরে না আসে।

32 লোটের স্ত্রীর কথা মনে রেখো৷

33 যে কেউ নিজের জীবন বাঁচাতে চাইবে সে তা হারাবে; এবং যে কেউ তার প্রাণ হারাবে সে তা রক্ষা করবে।

34 আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে দুজন লোক এক বিছানায় থাকবে৷ একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে রেখে দেওয়া হবে৷

35 দুইজন স্ত্রীলোক একত্রে পিষে খাবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷

36 দুজন লোক মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে৷

37 তারা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'কোথায় প্রভু? তিনি তাদের বললেন, ' শরীর যেখানেই থাকুক না কেন, ঈগলরা সেখানেই জড়ো হবে৷'

অধ্যায় 18

1 আর তিনি এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন যে, লোকেদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত এবং হতাশ না হওয়া উচিত৷

2 বললেন, এক নগরে একজন বিচারক ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না, মানুষকেও মানতেন না৷

3 সেই শহরে একজন বিধবা ছিল৷ সে যীশুর কাছে এসে বলল, 'আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাকে প্রতিশোধ নাও৷'

4 এবং তিনি কিছুক্ষণের জন্য চান না, কিন্তু পরে তিনি মনে মনে বললেন, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মানুষকেও ভাবি না৷

5তবুও এই বিধবা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে আমি তার প্রতিশোধ নেব, পাছে তার প্রতিনিয়ত আসার ফলে সে আমাকে ক্লান্ত করে দেবে।

6 আর প্রভু বললেন, অন্যায় বিচারক কি বলে শোন।

7 আর ঈশ্বর কি তাঁর নিজের নির্বাচিতদের প্রতিশোধ নেবেন না, যারা দিনরাত তাঁর কাছে কান্নাকাটি করে, যদিও তিনি তাদের সহ্য করেন?

8 আমি তোমাদের বলছি, তিনি দ্রুত তাদের প্রতিশোধ নেবেন৷ তথাপি যখন মানবপুত্র আসবেন, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?

9 এবং তিনি এই দৃষ্টান্তটি এমন কিছু লোকের কাছে বলেছিলেন যারা নিজেদের উপর বিশ্বাস করে যে তারা ধার্মিক এবং অন্যদের তুচ্ছ করেছে:

10 দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল৷ একজন ফরীশী, অন্যজন কর আদায়কারী৷

11 ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে এইভাবে প্রার্থনা করলেন, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য মানুষের মতো চাঁদাবাজ, অন্যায়কারী, ব্যভিচারী বা এই কর আদায়কারীর মতো নই৷

12 আমি সপ্তাহে দুবার উপবাস করি, আমার যা কিছু আছে তার দশমাংশ দেই।

13 আর কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ না তুলে নিজের বুকের ওপর চাপা দিয়ে বলল, ঈশ্বর আমার পাপীকে দয়া করুন৷

14 আমি তোমাদের বলছি, এই লোকটি অন্যের চেয়ে ধার্মিক বলে তার বাড়িতে নেমেছিল৷ এবং যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে৷

15 আর তারা শিশুকেও তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন৷ কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তা দেখে তাদের ধমক দিলেন৷

16 কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন, ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের নিষেধ করো না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই৷

17 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ ছোট শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করবে না সে কোনভাবেই সেখানে প্রবেশ করবে না৷

18 আর একজন শাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে আমি কি করব?

19 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? কেউই ভালো নয়, একজন ছাড়া, অর্থাৎ ঈশ্বর।

20 তুমি আজ্ঞা জানো, ব্যভিচার করো না, খুন করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার বাবা ও মাকে সম্মান করো।

21 তিনি বললেন, 'আমি আমার যৌবন থেকে এই সব পালন করেছি৷

22 যীশু এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, তবুও তোমার একটা জিনিসের অভাব আছে: তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে তোমার স্বর্গে ধন থাকবে: আর এসো, আমার অনুসরণ কর।

23 এই কথা শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন, কারণ তিনি খুব ধনী ছিলেন৷
24 যীশু খুব দুঃখিত দেখে বললেন, ' যাদের ধন আছে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!
25 কারণ একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ৷
26 আর যারা শুনেছিল তারা বলল, তাহলে কে উদ্ধার পাবে?
27 তিনি বললেন, মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব৷
28 তখন পিতর বললেন, 'দেখুন, আমরা সব ছেড়ে তোমাকে অনুসরণ করেছি৷
29 তিনি তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাড়ি, বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী বা সন্তান ত্যাগ করেনি৷
30 যারা এই বর্তমান সময়ে বহুগুণ বেশি পাবে না, এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন পাবে৷
31 তারপর তিনি সেই বারোজনকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, ' দেখুন, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি, এবং মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে ভাববাদীদের দ্বারা যা কিছু লেখা আছে তা সবই সিদ্ধ হবে৷
32 কারণ তাকে অইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং তাকে উপহাস করা হবে, এবং তিরস্কার করা হবে এবং থুথু দেওয়া হবে:
33 আর তারা তাকে চাবুক মেরে মেরে ফেলবে এবং তৃতীয় দিনে সে পুনরুত্থিত হবে৷
34 তারা এসবের কিছুই বুঝল না৷ এই কথাটি তাদের কাছ থেকে লুকানো ছিল, যা বলা হয়েছিল তা তারা জানত না৷
35 আর এমন হল যে, তিনি যখন জেরিহোর কাছে এসেছিলেন, তখন একজন অন্ধ পথের ধারে বসে ভিক্ষা করতে লাগল৷
36 লোকের পাশ দিয়ে যাবার কথা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এর মানে কি?
37 তারা তাঁকে বলল, নাসরতীয় যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছেন৷
38 আর তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হে দায়ূদের পুত্র যীশু, আমাকে দয়া করুন৷'
39 যাঁরা আগে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে ধমক দিলেন যেন তিনি শান্ত হন৷
40 তখন যীশু দাঁড়ালেন এবং তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন৷ তিনি কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
41 বললেন, 'আমি তোমার প্রতি কি করব?' তিনি বললেন, 'প্রভু, আমি যেন আমার দৃষ্টি পেতে পারি৷'
42 যীশু তাকে বললেন, ' তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে৷'
43 তখনই তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাঁর অনুসরণ করলেন৷

অধ্যায় 19

1 আর যীশু জেরিহোর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন৷
2 আর দেখ, সক্কেয় নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি কর আদায়কারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং তিনি ধনী ছিলেন৷
3 আর সে যীশু কে দেখতে চাইল৷ এবং প্রেসের জন্য পারেনি, কারণ সে ছোট ছিল।
4 আর সে আগে দৌড়ে গেল এবং তাকে দেখতে একটা গুল্ম গাছে উঠে গেল, কারণ সে সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল৷
5 যীশু সেই জায়গায় এসে উপরে তাকালেন এবং তাঁকে দেখে বললেন, জক্কেয়, জলদি নেমে এস৷ কারণ আজ আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।
6 আর তিনি তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে এসে আনন্দে তাঁকে গ্রহণ করলেন৷
7 তা দেখে তারা সবাই বিড়বিড় করে বলল, সে একজন পাপী লোকের সঙ্গে অতিথি হতে গিয়েছিল৷
8 তখন সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বললেন; দেখ, প্রভু, আমার অর্ধেক মাল আমি গরীবদের দিচ্ছি; এবং যদি আমি মিথ্যা অভিযোগ করে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকি তবে আমি তাকে চারগুণ ফিরিয়ে দেব।
9 যীশু তাকে বললেন, আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে, কারণ সেও অব্রাহামের পুত্র৷
10কারণ মনুষ্যপুত্র এসেছেন তা খুঁজতে ও উদ্ধার করতে যা হারিয়ে গেছে৷
11 তারা যখন এই সব কথা শুনল, তখন তিনি একটা দৃষ্টান্ত যোগ করলেন এবং বললেন, কারণ তিনি জেরুজালেমের কাছাকাছি ছিলেন এবং তারা মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য অবিলম্বে প্রকাশিত হবে৷
12 তাই তিনি বললেন, ' একজন উচ্চপদস্থ লোক দূর দেশে গিয়েছিলেন নিজের জন্য একটি রাজ্য পেতে এবং ফিরে যেতে৷
13 আর তিনি তাঁর দশজন দাসকে ডেকে তাদের দশ পাউন্ড দিলেন এবং বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত দখল কর।
14কিন্তু তাঁর প্রজারা তাঁকে ঘৃণা করত এবং তাঁর পিছনে বার্তা পাঠাল যে, এই লোকটি আমাদের উপরে রাজত্ব করবে না।
15 এবং এটা ঘটল যে, যখন তিনি রাজ্য পেয়ে ফিরে গেলেন, তখন তিনি এই দাসদেরকে তাঁর কাছে ডাকতে আদেশ করলেন, যাদেরকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে প্রতিটি মানুষ ব্যবসা করে কত লাভ করেছে৷
16 তারপর প্রথমজন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার পাউন্ড দশ পাউন্ড লাভ করেছে৷
17 তখন তিনি তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি ভালো দাস, তুমি অল্পতেই বিশ্বস্ত হয়েছ, তাই তোমার দশটি শহরের ওপর কর্তৃত্ব আছে৷'
18 আর দ্বিতীয় জন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার পাউন্ড পাঁচ পাউন্ড লাভ করেছে৷'
19 তিনি তাকেও একইভাবে বললেন, তুমিও পাঁচটি শহরের উপরে হও৷
20 আর আরেকজন এসে বলল, 'প্রভু, দেখুন, এই হল আপনার পাউন্ড, যা আমি রুমালে রেখেছি৷
21কেননা আমি তোমাকে ভয় করতাম, কেননা তুমি একজন কঠোর মানুষ; তুমি যা শুইয়ে রাখো না তা তুলে নিও এবং যা বপন করো নি তা কাটে।
22 তিনি তাকে বললেন, 'হে দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজের মুখেই তোমার বিচার করব৷' তুমি জানো যে আমি একজন

কঠোর মানুষ, যা আমি রাখিনি তা তুলে নিই এবং আমি যা বপন করিনি তা কাটে।
23তাহলে কেন তুমি আমার টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে না, যাতে আমার আসার সময় সুদের সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজন হত?
24 যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাঁদের বললেন, 'ওর কাছ থেকে নাও এবং যার দশটাকা আছে তাকে দাও।'
25 (তারা তাঁকে বলল, প্রভু, তার দশ পাউন্ড আছে।)
26 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকেই দেওয়া হবে। এবং যার নেই তার কাছ থেকে তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে।
27 কিন্তু আমার সেই শত্রুরা, যারা চায় না যে আমি তাদের উপরে রাজত্ব করব, তারা এখানে নিয়ে আস এবং আমার সামনে তাদের হত্যা কর।
28 এই কথা বলার পর তিনি জেরুজালেমে উঠে এগিয়ে গেলেন।
29 আর এমন হল, যখন তিনি বেথফগে ও বেথানিয়ার কাছে, জলপাই পাহাড় নামক পাহাড়ে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁর দুই শিষ্যকে পাঠালেন,
30 বললেন, 'তোমার সামনের গ্রামে যাও; যেখানে প্রবেশ করার সময় আপনি একটি গাধা বাঁধা দেখতে পাবেন, যেখানে মানুষ কখনও বসেনি: তাকে খুলে দিন এবং তাকে এখানে নিয়ে আসুন।
31 আর যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে? এইভাবে তোমরা তাকে বলবে, কারণ প্রভুর তার প্রয়োজন আছে।
32 আর যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা চলে গেল এবং যীশু তাদের যা বলেছিলেন ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন।
33 তারা যখন গাধাটি খুলছিল, তখন তার মালিকেরা তাদের বলল, 'কেন গাধাটি খুলছ?
34 তারা বলল, প্রভুর তার দরকার আছে।
35 তারা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তারা গাধা গাধাটির ওপর তাদের পোশাক ফেলে যীশুকে তার ওপর বসিয়ে দিল।
36 তিনি যেতে যেতে তারা তাদের কাপড়-চোপড় বিছিয়ে দিল পথে।
37 আর যখন তিনি কাছাকাছি এসেছিলেন, এমনকি এখন জলপাই পর্বতের নীচে, তখন সমস্ত শিষ্যরা আনন্দ করতে লাগল এবং তারা যে সমস্ত অলৌকিক কাজ দেখেছিল তার জন্য উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।
38 বলছিলেন, ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন: স্বর্গে শান্তি এবং সর্বোচ্চ মহিমা।
39 তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন ফরীশী তাঁকে বলল, 'গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।'
40 তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের বলছি, যদি তারা চুপ করে থাকে, তাহলে পাথরগুলো সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করবে।'
41পরে তিনি কাছে এসে সেই শহরকে দেখে কেঁদে ফেললেন,
42 বলছিলেন, ' তুমি যদি জানত, অন্তত এই দিনে, তোমার শান্তির বিষয়গুলি কি! কিন্তু এখন তারা তোমার চোখের আড়াল।
43কারণ তোমার উপর এমন দিন আসবে যে তোমার শত্রুরা তোমার চারপাশে পরিখা নিক্ষেপ করবে, তোমাকে ঘিরে ফেলবে এবং তোমাকে চারদিক দিয়ে আটকে রাখবে,
44 এবং তোমাকে এবং তোমার মধ্যে তোমার সন্তানদের মাটির সাথে শুইয়ে দেবে; এবং তারা তোমার মধ্যে একটি পাথর অন্য পাথর ছেড়ে যাবে না; কেননা তুমি তোমার দর্শনের সময় জানতে না।
45 পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে গেলেন এবং সেখানে যারা বিক্রি করত এবং যারা কেনাকাটা করত তাদের তাড়িয়ে দিতে লাগলেন।
46 তাদের বললেন, শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার ঘর হল প্রার্থনার ঘর। কিন্তু তোমরা এটাকে চোরের আস্তানা বানিয়েছ।'
47 তিনি প্রতিদিন মন্দিরে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং লোকদের প্রধানরা তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
48 তারা কি করবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না, কারণ সমস্ত লোক তাঁর কথা শুনতে খুব মনোযোগী ছিল।

অধ্যায় 20

1আর এমন হল যে, সেই দিনগুলির মধ্যে একদিন, তিনি যখন মন্দিরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এবং সুসমাচার প্রচার করছিলেন, তখন প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা প্রাচীনদের সঙ্গে তাঁর কাছে এলেন।
2 তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের বলুন, আপনি কোন ক্ষমতায় এসব করছেন? বা তিনি কে যে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?
3 তখন তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমিও তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করব; এবং আমাকে উত্তর:
4 যোহনের বাপ্তিস্ম, এটা কি স্বর্গ থেকে, নাকি মানুষের?
5 তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি দিয়ে বলল, 'আমরা যদি বলি, স্বর্গ থেকে! সে বলবে, তাহলে কেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করলে না?
6 কিন্তু আমরা যদি বলি, পুরুষদের থেকে; সমস্ত লোক আমাদের পাথর মারবে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে যোহন একজন নবী ছিলেন।
7 তারা উত্তর দিল, এটা কোথা থেকে হয়েছে তা তারা বলতে পারে না।
8 যীশু তাদের বললেন, আমি কোন্ অধিকারে এই কাজগুলি করি তাও তোমাদের বলব না।
9 তারপর তিনি লোকদের কাছে এই দৃষ্টান্ত বলতে শুরু করলেন। একজন লোক একটা আংগুর ক্ষেত লাগিয়ে চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে বহুদিনের জন্য দূর দেশে চলে গেল।
10 মৌসুমে তিনি একজন দাসকে চাষীদের কাছে পাঠালেন, যেন তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল দেয়, কিন্তু চাষীরা তাকে পিটিয়ে খালি হাতে বিদায় দিল।
11 আর তিনি আবার আরেকজন দাসকে পাঠালেন, আর তারা তাকেও মারধর করল, ও তাকে অপমানিত করল এবং খালি হাতে বিদায় করল।
12 আর তিনি আবার তৃতীয় আরেকজনকে পাঠালেন, আর তারা তাঁকেও আহত করে তাড়িয়ে দিল।

13 তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক বললেন, আমি কি করব? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব: সম্ভবত তারা তাকে দেখে শ্রদ্ধা করবে।
14 কিন্তু চাষীরা তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে তর্ক করে বলল, 'ইনিই উত্তরাধিকারী, আসুন, আমরা তাকে মেরে ফেলি, যেন উত্তরাধিকার আমাদের হয়।
15 তাই তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে ছুঁড়ে ফেলে মেরে ফেলল। তাই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক তাদের কি করবেন?
16 সে এসে এই চাষীদের ধ্বংস করবে এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যদের হাতে দেবে। তারা এটা শুনে বলল, ঈশ্বর নিষেধ করুন।
17 তখন তিনি তাদের দেখে বললেন, তাহলে এ কি লেখা আছে, 'যে পাথরটিকে নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই পাথরটিই কোণের মাথা হয়ে গেল?'
18 যে কেউ সেই পাথরের উপর পড়বে সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু যার উপর তা পড়বে, তাকে পিষে গুঁড়ো করবে।
19 সেই সময় প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে ধরতে চেয়েছিলেন। তারা লোকদের ভয় করত, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্ত বলেছেন।
20 এবং তারা তাকে দেখেছিল, এবং গুপ্তচরদের পাঠায়, যারা নিজেদেরকে ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পরিচয় দিতে পারে, যাতে তারা তার কথা ধরে রাখতে পারে, যাতে তারা তাকে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিতে পারে।
21 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, আমরা জানি যে আপনি ঠিকই বলেন এবং শিক্ষা দেন, আপনি কারও কথাই গ্রহণ করেন না, কিন্তু সত্যই ঈশ্বরের পথ শেখান।
22 আমাদের জন্য সিজারের কাছে খাজনা দেওয়া বৈধ, নাকি না?
23 কিন্তু তিনি তাদের ধূর্ততা বুঝতে পেরে বললেন, ' তোমরা কেন আমাকে প্রলুব্ধ করছ?
24 আমাকে একটি পয়সা দেখাও। কার ইমেজ এবং সুপারস্ক্রিপশন এটা আছে? তারা উত্তর দিয়ে বলল, সিজারের।
25 তিনি তাদের বললেন, ' অতএব যা কৈসরের তা সিজারকে দাও এবং যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।'
26 আর তারা লোকদের সামনে তাঁর কথা ধরে রাখতে পারল না; এবং তাঁর উত্তরে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং শান্ত হল।
27 তারপর কয়েকজন সদ্দূকীর কাছে এসেছিলেন, যারা অস্বীকার করে যে পুনরুত্থান আছে। এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল,
28 বলছিলেন, গুরু, মূসা আমাদের কাছে লিখেছিলেন, যদি কোন পুরুষের ভাই মারা যায়, যদি তার স্ত্রী থাকে এবং সে নিঃসন্তান মারা যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তার ভাইয়ের জন্য বংশ বৃদ্ধি করবে।
29 সেইজন্য সাত ভাই ছিল: এবং প্রথমটি একটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিল এবং সন্তান ছাড়াই মারা গিয়েছিল।
30 আর দ্বিতীয়জন তাকে বিয়ে করল এবং সে নিঃসন্তান মারা গেল।
31 আর তৃতীয়জন তাকে নিয়ে গেল। এবং একইভাবে সাতটিও: এবং তারা কোন সন্তান না রেখে মারা গেল।
32 সবার শেষে স্ত্রীলোকটিও মারা গেল।
33 অতএব পুনরুত্থানে সে কার স্ত্রী? সাত জন্য তার স্ত্রী ছিল.
34 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, এই জগতের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে এবং বিয়ে করা হয়।
35 কিন্তু যারা সেই জগৎ এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে, তারা বিয়ে করবে না, বিয়েও করবে না।
36 তারা আর মরতে পারবে না, কারণ তারা ফেরেশতাদের সমান; এবং তারা ঈশ্বরের সন্তান, পুনরুত্থানের সন্তান।
37 এখন মৃতরা পুনরুত্থিত হয়েছে, এমনকী মূসাও ঝোপের দিকে দেখিয়েছিলেন, যখন তিনি প্রভুকে অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর বলেছেন।
38 কারণ তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈশ্বর; কারণ সকলেই তাঁর কাছে জীবিত।
39 তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বললেন, 'গুরু, আপনি ভাল বলেছেন।'
40 এরপর তারা তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না।
41 তিনি তাদের বললেন, ' তারা কি করে বলে যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র?
42 আর দায়ূদ নিজেই গীতসংহিতা বইতে বলেছেন, সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, তুমি আমার ডানদিকে বস।
43 যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের ছাউনি না করি।
44 তাই দায়ূদ তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তাহলে তিনি কেমন করে তাঁর পুত্র?
45 তখন তিনি সমস্ত লোকের উপস্থিতিতে তাঁর শিষ্যদের বললেন,
46 বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, যাঁরা লম্বা পোশাক পরে হাঁটতে চান, এবং বাজারে অভিবাদন পছন্দ করেন, এবং সমাজগৃহের সর্বোচ্চ আসন এবং ভোজের প্রধান কক্ষগুলি পছন্দ করেন।
47 যারা বিধবাদের বাড়ি গ্রাস করে, এবং দেখানোর জন্য দীর্ঘ প্রার্থনা করে, তারা আরও বড় শাস্তি পাবে।

অধ্যায় 21

1 আর তিনি উপরের দিকে তাকালেন, আর দেখলেন ধনী লোকেরা তাদের দান ভান্ডারে নিক্ষেপ করছে।
2 আর তিনি একজন দরিদ্র বিধবাকেও সেখানে দুটি পোকা ফেলতে দেখলেন।
3 আর তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই দরিদ্র বিধবা তাদের সকলের চেয়ে বেশি নিক্ষেপ করেছে।
4 কারণ এই সমস্ত তাদের প্রাচুর্য থেকে ঈশ্বরের নৈবেদ্যগুলিতে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু সে তার অভাবের জন্য তার সমস্ত জীবন্ত জিনিসপত্র নিক্ষেপ করেছে।
5আর কেউ কেউ মন্দিরের কথা বললে, কেমন করে সুন্দর পাথর ও উপহার দিয়ে সাজানো হয়েছিল, তিনি বললেন,
6 তোমরা যা দেখছ, সেই দিনগুলি আসবে, যখন একটি পাথর অন্য পাথরের ওপর থাকবে না, যাকে ফেলে দেওয়া হবে না।
7 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, কিন্তু কখন এসব হবে? যখন এই সব ঘটবে তখন কি চিহ্ন থাকবে?

8 তিনি বললেন, ' সাবধান থেকো য়েন তোমরা প্রতারিত না হও। কারণ অনেকেই আমার নামে আসবে, বলবে, আমিই খ্রীষ্ট। সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না।
9 কিন্তু যখন তোমরা যুদ্ধ ও হাঙ্গামার কথা শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না, কারণ এই সব আগে ঘটতে হবে। কিন্তু শেষ হয় না।
10 তারপর তিনি তাদের বললেন, জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে।
11 এবং মহা ভূমিকম্প বিভিন্ন স্থানে, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হবে; এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং মহান চিহ্ন স্বর্গ থেকে হবে.
12 কিন্তু এই সমস্ত কিছুর আগে, তারা তোমাদের উপর হাত রাখবে, তোমাদেরকে তাড়না করবে, তোমাদের সমাজগৃহে তুলে দেবে এবং কারাগারে নিয়ে যাবে, আমার নামের জন্য রাজাদের ও শাসকদের সামনে হাজির করবে।
13 এবং এটি একটি সাক্ষ্যের জন্য আপনার কাছে ফিরে আসবে।
14 তাই এটাকে আপনার হৃদয়ে স্থির করুন, আপনি কী উত্তর দেবেন তার আগে ধ্যান করবেন না।
15কারণ আমি তোমাকে এমন একটি মুখ ও জ্ঞান দেব, যা তোমার সমস্ত প্রতিপক্ষেরা বলতে পারবে না বা প্রতিরোধ করতে পারবে না।
16 এবং পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু উভয়ের দ্বারাই তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে তারা হত্যা করবে।
17 এবং আমার নামের জন্য সমস্ত লোক তোমাদের ঘৃণা করবে।
18 কিন্তু তোমার মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না।
19 ধৈর্য্য ধরে তোমরা তোমাদের আত্মাকে অধিকার কর।
20 আর যখন দেখবে জেরুজালেমকে সৈন্যে ঘেরা, তখন জানবে যে তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে।
21 তারপর যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক; আর যারা এর মাঝখানে আছে তারা চলে যাক; এবং যারা দেশে আছে তারা সেখানে প্রবেশ করবে না।
22 এই দিনগুলি প্রতিশোধের দিন, যাতে যা কিছু লেখা আছে তা পূর্ণ হয়।
23 কিন্তু সেই সময়ে যারা গর্ভবতী এবং যারা স্তন্যপান করে তাদের জন্য ধিক্! কেননা দেশে মহাসঙ্কট এবং এই লোকদের উপর রাগ হবে।
24 এবং তারা তরবারির ধারে পড়ে যাবে, এবং সমস্ত জাতির মধ্যে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে: এবং অইহুদীদের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জেরুজালেম অইহুদীদের দ্বারা পদদলিত হবে।
25 আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রে চিহ্ন দেখা যাবে; এবং পৃথিবীর উপর জাতিদের দুর্দশা, বিভ্রান্তির সাথে; সমুদ্র এবং ঢেউ গর্জন করছে;
26 মানুষের হৃদয় ভয়ে তাদের ব্যর্থ হয়, এবং পৃথিবীতে যা আসছে তা দেখাশোনা করার জন্য, কারণ স্বর্গের শক্তিগুলি কেঁপে উঠবে।
27 তারপর তারা মানবপুত্রকে শক্তি ও মহিমা নিয়ে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে।
28 আর যখন এই সব ঘটতে শুরু করবে, তখন উপরের দিকে তাকাও এবং মাথা তুলবে। আপনার মুক্তির জন্য নিকটবর্তী হয়.
29 তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত বললেন। ডুমুর গাছ এবং সমস্ত গাছ দেখ;
30 যখন তারা এখন গুলি চালাবে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনার নিজের সম্পর্কে জানেন যে গ্রীষ্মকাল এখন কাছে।
31 তেমনিভাবে তোমরাও যখন দেখবে এসব ঘটতে যাচ্ছে, তখন জানবে যে, ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে।
32 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন না সব পূর্ণ হবে ততদিন এই প্রজন্মের শেষ হবে না।
33 স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা লোপ পাবে না।
34 এবং সাবধানে থেকো, পাছে যে কোন সময় তোমাদের হৃদয় ছটফট, মাতাল এবং এই জীবনের চিন্তায় আচ্ছন্ন না হয়, এবং সেই দিনটি অজান্তেই তোমাদের উপর এসে পড়ে।
35 কারণ সমস্ত পৃথিবীর উপর যারা বাস করে তাদের সকলের উপর ফাঁদের মত তা আসবে।
36 তাই তোমরা সদা জাগ্রত থেকো এবং প্রার্থনা কর, য়েন ঘটবে এই সমস্ত ঘটনা থেকে বাঁচতে এবং মানবপুত্রের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য বলে গণ্য হতে পার।
37 দিনের বেলা তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। রাত্রে তিনি বাইরে গিয়ে জলপাই পর্বত নামে পরিচিত পাহাড়ে থাকতেন।
38 ভোরবেলা সমস্ত লোক তাঁর কথা শোনার জন্য মন্দিরে তাঁর কাছে আসল।

অধ্যায় 22

1 এখন খামিরবিহীন রুটির উত্সব ঘনিয়ে এসেছে, যাকে নিস্তারপর্ব বলা হয়।
2 প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায় তা খুঁজছিলেন। কারণ তারা লোকদের ভয় করত।
3 তারপর শয়তান বারো জনের মধ্যে একজন ইস্করিয়ত নামধারী যিহূদাতে প্রবেশ করল।
4 তারপর তিনি তাঁর পথে গিয়ে প্রধান যাজক ও সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বললেন, কীভাবে তিনি তাঁকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন।
5 তাতে তারা খুশী হয়ে তাঁকে টাকা দেওয়ার চুক্তি করল।
6 এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং ভিড়ের অনুপস্থিতিতে তাকে তাদের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন।
7 তারপর খামিরবিহীন রুটির দিন এল, যখন নিস্তারপর্বকে হত্যা করতে হবে।
8পরে তিনি পিতর ও যোহনকে এই বলে পাঠালেন, যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্ব প্রস্তুত কর, যেন আমরা খেতে পারি।
9 তারা তাঁকে বলল, 'আপনি কোথায় চান যে আমরা প্রস্তুত করব?

10 তখন তিনি তাদের বললেন, ' দেখুন, যখন তোমরা শহরে প্রবেশ করবে, সেখানে একজন লোক জলের কলস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে৷ যে ঘরে সে প্রবেশ করবে সেখানে তাকে অনুসরণ কর।
11 আর বাড়ির কর্মচারীকে বলবেন, গুরু তোমায় বলেছেন, অতিথিশালা কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব খাব?
12 আর সে তোমাকে উপরে একটা সজ্জিত বড় ঘর দেখাবে: সেখানে প্রস্তুত কর।
13 তারা গিয়ে যীশু তাদের যা বলেছিলেন তা দেখতে পেলেন এবং নিস্তারপর্ব প্রস্তুত করলেন৷
14 যখন সময় হল, তখন তিনি এবং বারোজন প্রেরিত তাঁর সঙ্গে বসলেন৷
15 তখন তিনি তাদের বললেন, আমি কষ্ট পাওয়ার আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্ব খেতে ইচ্ছা করেছিলাম৷
16 কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা আর খাব না৷
17 তারপর তিনি পেয়ালাটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এটা নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও৷
18 কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি দ্রাক্ষালতার ফল পান করব না৷
19 তারপর তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তা ভেঙ্গে তাদের দিয়ে বললেন, ' এটা আমার দেহ যা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে৷ আমার স্মরণে এটা কর৷'
20 একইভাবে নৈশভোজের পরে পেয়ালাও বলেছিল, এই পানপাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম, যা তোমাদের জন্য বয়ে গেছে৷
21 কিন্তু, দেখ, যে আমাকে ধরিয়ে দেয় তার হাত আমার সঙ্গে টেবিলে আছে৷
22 আর সত্যিকার অর্থেই মনুষ্যপুত্র যাবেন, যেমনটা ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু ধিক্ সেই লোকের জন্য যার দ্বারা সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে!
23 আর তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, তাদের মধ্যে কে এই কাজ করবে?
24 আর তাদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য করা হবে তা নিয়েও তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল৷
25 তখন তিনি তাদের বললেন, অইহুদীদের রাজারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে৷ এবং যারা তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাদের বলা হয় উপকারকারী।
26 কিন্তু তোমরা তা হবে না৷ এবং যে প্রধান, সে যেমন সেবা করে।
27 কেননা বড় কি, সে যে খাবারে বসে, না সে যে সেবা করে? তিনি কি মাংস খেতে বসেন না? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেই লোকের মতই রয়েছি যিনি সেবা করেন৷
28 তোমরাই সেই লোক যাঁরা আমার প্রলোভনে আমার সঙ্গে রয়েছ৷
29 আর আমি তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নিযুক্ত করছি, যেমন আমার পিতা আমাকে নিযুক্ত করেছেন৷
30 যাতে তোমরা আমার রাজ্যে আমার টেবিলে খেতে ও পান করতে পার এবং ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করতে সিংহাসনে বসতে পার৷
31 আর প্রভু বললেন, শিমোন, শিমোন, দেখ, শয়তান তোমাকে পেতে চায়, যেন সে তোমাকে গমের মতো চালনা করে৷
32 কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যাতে তোমার বিশ্বাস নষ্ট না হয় এবং তুমি যখন ধর্মান্তরিত হও, তখন তোমার ভাইদের শক্তিশালী করো৷
33 তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে ও মৃত্যু উভয়েই যেতে প্রস্তুত৷'
34তিনি বললেন, আমি তোমাকে বলছি, পিতর, আজ মোরগ ডাকবে না, তার আগে তুমি তিনবার অস্বীকার করবে যে তুমি আমাকে চেনো।
35 তখন তিনি তাদের বললেন, ' আমি যখন তোমাদের থলি, ঝুলি, জুতা ছাড়াই পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কোন কিছুর অভাব ছিল? তারা বলল, কিছুই না।
36 তখন তিনি তাদের বললেন, ' কিন্তু এখন যার থলি আছে, সে তা নিয়ে যাক, সেই সঙ্গে তার থলিও নিয়ে যাক৷ যার তলোয়ার নেই, সে তার জামাটা বিক্রি করে একটা কিনুক৷'
37 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যা লেখা আছে তা এখনও আমার মধ্যে পূর্ণ হতে হবে, এবং তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন, কারণ আমার বিষয়ে যা কিছু আছে তার শেষ আছে৷
38 তারা বলল, 'প্রভু, দেখুন, এখানে দুটি তলোয়ার আছে৷' তখন তিনি তাদের বললেন, যথেষ্ট হয়েছে৷
39 তারপর তিনি বেরিয়ে এসে অলিভ পর্বতে গেলেন, যেমনটি তিনি চান না৷ এবং তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন৷
40 যীশু সেই জায়গায় এসে তাঁদের বললেন, ' প্রার্থনা করো যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়ো৷'
41 এবং তিনি তাদের কাছ থেকে একটি পাথরের ঢালাইয়ের কাছে সরে গেলেন, এবং হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন,
42 তিনি বললেন, পিতা, আপনি যদি চান তবে এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন: তবুও আমার ইচ্ছা নয়, আপনারই পূর্ণ হোক৷
43 আর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে তাঁকে শক্তিশালী করলেন৷
44 আর যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে তিনি আরও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলেন: এবং তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মতো মাটিতে পড়ছিল৷
45 আর তিনি যখন প্রার্থনা থেকে উঠে তাঁর শিষ্যদের কাছে গেলেন, তখন তিনি তাদের দুঃখের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে দেখলেন৷
46 তাদের বললেন, ' তোমরা ঘুমাচ্ছ কেন? উঠ এবং প্রার্থনা কর, পাছে প্রলোভনে না পড়ো৷
47 তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন দেখ, অনেক লোক, আর সেই বারোজনের মধ্যে একজন যাকে যিহূদা বলা হত, তিনি তাদের আগে এগিয়ে গিয়ে যীশুকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন৷
48 কিন্তু যীশু তাকে বললেন, ' যিহূদা, তুমি কি চুম্বন করে মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে?
49 যাঁরা তাঁহার আশেপাশে ছিল, তাহারা যাহা হইতেছে, তাহা দেখিলে, তাহারা বলিল, প্রভু, আমরা কি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিব?

50 তাদের মধ্যে একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেলল৷
51 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, ' তোমরা এই পর্যন্ত কষ্ট কর৷' আর তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন।
52 তখন যীশু প্রধান যাজকদের, মন্দিরের সেনাপতিদের এবং প্রবীণদের কাছে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন তাদের বললেন, ' তোমরা কি তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে চোরের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে?
53 যখন আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে থাকতাম, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে হাত বাড়াও নি, কিন্তু এই হল তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের শক্তি৷
54 তারপর তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল৷ আর পিটার দূর থেকে অনুসরণ করলেন৷
55 তারা যখন হলের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে একসঙ্গে বসল, তখন পিতর তাদের মধ্যে বসলেন৷
56 কিন্তু একজন দাসী তাকে দেখে আগুনের কাছে বসে আছে, এবং গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই লোকটিও তার সঙ্গে ছিল৷
57 তিনি তাকে অস্বীকার করে বললেন, হে নারী, আমি তাকে চিনি না৷
58 কিছুক্ষণ পর আর একজন তাঁকে দেখে বলল, 'তুমিও তাদেরই একজন৷' পিতর বললেন, 'মানুষ, আমি নই৷
59 এবং প্রায় এক ঘন্টার পর একের পর এক আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল, সত্যই এই লোকটিও তার সাথে ছিল, কারণ সে একজন গ্যালিলিয়ান।
60 পিতর বললেন, 'হে মানুষ, তুমি কি বলছ আমি জানি না৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে, যখন তিনি এখনও কথা বলতে, মোরগ দল.
61 আর প্রভু ফিরে পিতরের দিকে তাকালেন৷ আর পিতরের মনে পড়ল প্রভুর সেই কথা, যেভাবে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, ' মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে৷'
62 পিতর বাইরে গিয়ে অঝোরে কাঁদলেন৷
63 আর যারা যীশুকে ধরে রেখেছিল, তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল এবং তাঁকে আঘাত করল৷
64 তারা তার চোখ বেঁধে তার মুখে আঘাত করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাববাণী বল, কে তোমাকে আঘাত করেছে?
65 এবং আরও অনেক কথা তারা তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলেছিল৷
66 আর যখনই দিন হল, তখন লোকদের বৃদ্ধ নেতারা, প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকেরা একত্র হয়ে তাঁকে তাদের পরিষদে নিয়ে গেলেন এবং বললেন,
67 তুমি কি খ্রীষ্ট? আমাদের বলুন তখন তিনি তাদের বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে না৷
68 আর আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আমাকে উত্তর দেবে না, আমাকে যেতেও দেবে না৷
69 এরপর মানবপুত্র ঈশ্বরের শক্তির ডানদিকে বসবেন৷
70 তখন তারা সবাই বলল, 'তাহলে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা বলছ আমিই৷
71 তারা বলল, 'আমাদের আর সাক্ষীর দরকার কি? কারণ আমরা নিজেরাই তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি৷

অধ্যায় 23

1 তখন তাদের সমস্ত জনতা উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল৷
2 আর তারা তাঁকে দোষারোপ করতে লাগল, এই বলে যে, আমরা এই লোকটিকে জাতিকে বিকৃত করতে দেখেছি এবং সিজারকে সম্মান দিতে নিষেধ করছি, এই বলে যে সে নিজেই খ্রীষ্ট একজন রাজা৷
3 তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইহুদীদের রাজা? তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমিই বলছ৷
4তখন পীলাত প্রধান যাজকদের ও লোকেদের বললেন, আমি এই লোকের কোন দোষ দেখি না।
5 আর তারা আরও ভয়ংকর হয়ে বলল, 'তিনি গালীল থেকে শুরু করে এই জায়গা পর্যন্ত সমস্ত ইহুদীদের শিক্ষা দিয়ে লোকদের উত্তেজিত করছেন৷
6 পীলাত গালীলের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি গালীলীয় কিনা।
7 এবং যখনই তিনি জানতে পারলেন যে তিনি হেরোদের এখতিয়ারভুক্ত, তিনি তাকে হেরোদের কাছে পাঠালেন, যিনি নিজেও সেই সময়ে জেরুজালেমে ছিলেন৷
8 আর হেরোদ যীশুকে দেখে খুব খুশী হলেন, কারণ তিনি তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন বলে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন৷ এবং তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর দ্বারা কিছু অলৌকিক কাজ হয়েছে।
9 তারপর তিনি অনেক কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু তিনি তাকে কিছুই উত্তর দিলেন না।
10 আর প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রবলভাবে দোষারোপ করলেন।
11 আর হেরোদ তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে তাঁকে তুচ্ছ করলেন, তাঁকে ঠাট্টা করলেন এবং তাঁকে একটি সুন্দর পোশাক পরিয়ে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।
12 আর সেই দিনই পীলাত ও হেরোদ একত্রে বন্ধু হলেন, কারণ আগে তারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা করছিলেন।
13 আর পীলাত যখন প্রধান যাজকদের, শাসনকর্তাদের ও লোকেদের একত্র করলেন,
14 তাদের বললেন, 'তোমরা এই লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ, যে লোকেদের বিপথগামী করে৷ আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এই লোকটিকে যে বিষয়ে তোমরা অভিযুক্ত করছ সেগুলি স্পর্শ করার কোনো দোষ নেই৷
15 না, হেরোদও না, কারণ আমি তোমাকে তার কাছে পাঠিয়েছি; এবং, দেখ, মৃত্যুর যোগ্য কিছুই তার প্রতি করা হয় না৷
16 তাই আমি তাকে শাস্তি দেব এবং ছেড়ে দেব৷
17 (প্রয়োজনে তাকে অবশ্যই তাদের জন্য ভোজে একজনকে ছেড়ে দিতে হবে।)
18 তখন তারা সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, এই লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দাও৷
19 (যিনি শহরে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য এবং হত্যার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল৷)

20 তাই পীলাত যীশুকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক হয়ে তাদের সঙ্গে আবার কথা বললেন।
21 কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও।
22 তৃতীয়বার তিনি তাদের বললেন, 'কেন, সে কি মন্দ করেছে? আমি তার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পাইনি: তাই আমি তাকে শাস্তি দেব এবং তাকে ছেড়ে দেব।
23 আর তারা তাৎক্ষণিক জোরে জোরে আওয়াজ করল, যেন তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়। এবং তাদের এবং প্রধান যাজকদের কণ্ঠস্বর প্রবল হল।
24 আর পীলাত আদেশ দিলেন যে, তাদের যেমন প্রয়োজন তেমনই হোক।
25 এবং তিনি তাদের কাছে তাকে ছেড়ে দিলেন যাকে রাষ্ট্রদ্রোহ ও হত্যার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যাকে তারা চেয়েছিল। কিন্তু তিনি যীশুকে তাদের ইচ্ছার কাছে তুলে দিয়েছিলেন।
26 তারা তাকে নিয়ে যাওয়ার সময়, সাইমন নামে একজন সাইমনকে, যিনি দেশ থেকে বের হয়ে আসছেন, তাকে ধরে ফেললেন, এবং তার ওপর ক্রুশ বিছিয়ে দিলেন, যেন তিনি যীশুর পরে তা বহন করতে পারেন।
27 এবং সেখানে অনেক লোক এবং মহিলারা তাঁর পিছনে পিছনে চলল, তারাও তাঁর জন্য বিলাপ ও বিলাপ করছিল।
28 কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, জেরুজালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, কিন্তু নিজেদের জন্য এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য কাঁদো।
29 কেননা, দেখ, সেই দিনগুলি আসছে, যখন তারা বলবে, ধন্য সেই বন্ধ্যারা, ধন্য সেই সব গর্ভ যারা কখনও প্রসব করে না এবং যে বাচ্চারা কখনও দুধ দেয়নি।
30 তখন তারা পর্বতদের বলতে শুরু করবে, 'আমাদের ওপর পড়! এবং পাহাড়, আমাদের আবরণ.
31 কারণ তারা যদি সবুজ গাছে এসব করে, তবে শুকনো গাছে কি করা হবে?
32 আর সেখানে আরও দু'জন লোক ছিল, যাঁদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
33 আর যখন তারা কালভারী নামক স্থানে এলো, সেখানে তারা তাকে এবং অপরাধীদেরকে ক্রুশে দিল, একজনকে ডানদিকে আর অন্যজনকে বাঁ দিকে।
34 তখন যীশু বললেন, ' পিতা, তাদের ক্ষমা করুন। কারণ তারা জানে না তারা কি করে। তারা তাঁর পোশাক ভাগ করে গুলি করে দিল।
35 আর লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবং তাদের সঙ্গে শাসকরাও তাকে ঠাট্টা করে বলল, সে অন্যদের বাঁচিয়েছে। সে নিজেকে রক্ষা করুক, যদি সে খ্রীষ্ট হয়, ঈশ্বরের মনোনীত।
36 আর সৈন্যরাও তাঁকে উপহাস করতে লাগল, তাঁর কাছে এসে তাঁকে সিরকা দিতে লাগল।
37 আর বললেন, তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, নিজেকে বাঁচাও।
38 এবং তার উপরে গ্রীক, ল্যাটিন এবং হিব্রু অক্ষরে একটি লেখা ছিল, ইনি ইহুদীদের রাজা।
39 আর একজন অপরাধী যাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা তাকে তিরস্কার করে বলেছিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট হন তবে নিজেকে এবং আমাদের বাঁচান।
40 কিন্তু অন্য লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না?
41 এবং আমরা সত্যই ন্যায়সঙ্গত; কারণ আমরা আমাদের কাজের উপযুক্ত প্রতিদান পাচ্ছি। কিন্তু এই লোকটি কিছুই ভুল করেনি।
42 তিনি যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন।'
43 যীশু তাকে বললেন, ' আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজ তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে।'
44 তখন প্রায় ষষ্ঠ প্রহর, এবং নবম ঘন্টা পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার ছিল।
45 আর সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল, আর মন্দিরের পর্দা মাঝখানে ছিঁড়ে গেল।
46 যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, ' পিতা, আমি আমার আত্মাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি।' এই কথা বলে তিনি ভূত ছেড়ে দিলেন।
47 সেনাপতি এই ঘটনা দেখে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই ইনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন।'
48 আর যে সমস্ত লোক সেই দৃশ্যের কাছে একত্রিত হয়েছিল, তারা যা ঘটল তা দেখে তাদের বুকের উপর আঘাত করল এবং ফিরে গেল।
49 আর তাঁর সমস্ত চেনাজানা এবং গালীল থেকে যে মহিলারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল।
50 আর দেখ, যোষেফ নামে একজন পরামর্শদাতা ছিলেন; এবং তিনি একজন ভাল মানুষ এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন:
51 (তিনি তাদের পরামর্শ ও কাজে সম্মত হননি;) তিনি ইহুদিদের একটি শহর আরিমাথিয়ার বাসিন্দা ছিলেন: তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।
52 এই লোকটি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহের জন্য অনুরোধ করল।
53 পরে তিনি তা নামিয়ে মসীনার কাপড়ে মুড়ে ফেললেন এবং পাথরে খোদাই করা কবরে রাখলেন, যেখানে আগে কখনও মানুষ রাখা হয়নি।
54 আর সেই দিনটি ছিল প্রস্তুতি, এবং বিশ্রামবার এগিয়ে গেল।
55 আর গালীল থেকে যে মহিলারা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁর পিছু পিছু গিয়ে কবরটি দেখতে পেলেন এবং কীভাবে তাঁর দেহ রাখা হয়েছিল।
56 তারা ফিরে এসে মশলা ও মলম প্রস্তুত করল। এবং আদেশ অনুসারে বিশ্রামবারে বিশ্রাম নিলাম।

অধ্যায় 24

1 এখন সপ্তাহের প্রথম দিনে, খুব ভোরে, তারা সমাধির কাছে এলো, তারা তাদের প্রস্তুত করা মশলা এবং তাদের সাথে আরও কয়েকজনকে নিয়ে এল।
2 আর তারা দেখতে পেল পাথরটি কবর থেকে সরে গেছে।
3 তারা ভিতরে ঢুকে প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেল না।
4এবং এটা ঘটল, যখন তারা সেই বিষয়ে অনেক বিভ্রান্ত ছিল, তখন দেখ, দুজন লোক চকচকে পোশাক পরে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল:

5 তারা ভীত হয়ে মাটিতে মুখ নীচু করে তাদের বলল, 'কেন জীবিতকে মৃতদের মধ্যে খুঁজছেন?
6তিনি এখানে নেই, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন: মনে রাখবেন তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি কীভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
7 বলছিলেন, মানবপুত্রকে অবশ্যই পাপী লোকদের হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবে।
8তারা তাঁর কথা মনে রাখল,
9 এবং সমাধি থেকে ফিরে এসে এগারোজন প্রেরিতকে এবং বাকি সকলকে এই সব কথা বললেন।
10 মরিয়ম ম্যাগডালিন, যোহানা এবং যাকোবের মা মরিয়ম এবং তাদের সঙ্গে থাকা অন্যান্য মহিলারা প্রেরিতদের কাছে এই সব কথা বলেছিলেন।
11 এবং তাদের কথা তাদের কাছে অসার গল্প বলে মনে হয়েছিল, এবং তারা সেগুলি বিশ্বাস করেনি।
12 তখন পিতর উঠে কবরের কাছে দৌড়ে গেলেন। তিনি নীচের দিকে নীচু হয়ে নিজের মধ্যে বিছিয়ে থাকা লিনেন কাপড় দেখলেন এবং যা ঘটল তা নিয়ে নিজের মনে আশ্চর্য হয়ে চলে গেলেন।
13আর দেখ, সেই দিনই তাহাদের মধ্যে দু'জন ইম্মাউস নামক একটি গ্রামে গেল, যেটি জেরুজালেম থেকে প্রায় সত্তর দূরের ছিল।
14 আর যা ঘটেছিল তা নিয়ে তাঁরা একসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।
15 আর এমন হল যে, যখন তারা একত্রে কথা বলছিলেন এবং কথা বলছিলেন, তখন যীশু নিজে কাছে এসে তাদের সঙ্গে গেলেন।
16 কিন্তু তাদের চোখ আটকে ছিল যেন তারা তাঁকে চিনতে না পারে।
17 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এগুলি কী ধরনের কথাবার্তা যা তোমরা একে অপরের সঙ্গে, হাঁটতে হাঁটতে এবং দুঃখিত?
18 তাদের মধ্যে একজন, যার নাম ক্লিওপাস, তিনি তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আপনি কি জেরুজালেমে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, এবং এই দিনগুলিতে সেখানে কী ঘটছে তা কি জানেন না?
19 তিনি তাদের বললেন, ' কি জিনিস? তখন তারা তাঁকে বলল, নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে, যিনি ঈশ্বর ও সমস্ত লোকের সামনে কাজে ও কথায় পরাক্রমশালী একজন ভাববাদী ছিলেন।
20 আর কিভাবে প্রধান যাজকরা এবং আমাদের শাসনকর্তারা তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য দণ্ডিত করে তাকে ক্রুশে দিয়েছিলেন।
21 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন: এবং এই সমস্ত কিছু ছাড়াও, আজ তৃতীয় দিন হল এই সমস্ত ঘটনা ঘটল।
22 হ্যাঁ, এবং আমাদের দলের কিছু মহিলাও আমাদের অবাক করে দিয়েছিল, যারা কবরের কাছে ছিল;
23 আর তাঁর মৃতদেহ না পেয়ে তাঁরা এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দর্শনও দেখেছেন, যাঁরা বলেছিলেন যে তিনি বেঁচে আছেন।
24 আর আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সমাধির কাছে গেলেন এবং মহিলারা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেন না।
25 তারপর তিনি তাদের বললেন, হে মূর্খেরা, ভাববাদীরা যা বলেছেন তা বিশ্বাস করতে ধীর মনের মানুষ।
26 খ্রীষ্টের কি এইসব কষ্ট সহ্য করা এবং তাঁর মহিমায় প্রবেশ করা উচিত নয়?
27 এবং মূসা এবং সমস্ত ভাববাদীদের থেকে শুরু করে, তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাদের কাছে নিজের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন।
28 আর তারা যে গ্রামের কাছে গিয়েছিল, সেই গ্রামের কাছে এসে পৌঁছল, আর সে যেন আরও এগিয়ে যেতে চাইল।
29 কিন্তু তারা তাকে বাধ্য করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে থাকো, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর দিন অনেক দূরে।' আর তিনি তাদের সঙ্গে থাকতে গেলেন।
30 আর এমন হল, যখন তিনি তাদের সঙ্গে খেতে বসলেন, তখন তিনি রুটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভেঙে দিলেন এবং তাদের দিলেন।
31 তখন তাদের চোখ খুলে গেল এবং তারা তাঁকে চিনল। এবং তিনি তাদের দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
32 তারা একে অপরকে বলল, 'যখন তিনি পথে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং শাস্ত্র খুলে বললেন, তখন কি আমাদের অন্তর জ্বলেনি?
33 আর সেই সময়েই তাঁরা উঠে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন, আর দেখতে পেলেন এগারো জন এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা জড়ো হয়েছেন।
34 বললেন, 'প্রভু সত্যই পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।'
35 তারা পথের মধ্যে কী কী কাজ হয়েছিল এবং রুটি ভাঙ্গার সময় তিনি তাদের কাছে কীভাবে পরিচিত ছিলেন তা জানালেন।
36 তারা যখন এই কথা বলছিল, তখন যীশু নিজে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক।
37 কিন্তু তারা আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়ল এবং মনে করলো যে তারা কোন আত্মাকে দেখেছে।
38 তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা অস্থির হচ্ছ কেন? এবং কেন আপনার হৃদয়ে চিন্তা জাগে?
39 আমার হাত ও পা দেখ, আমি নিজেই; আমাকে সামলাও এবং দেখ; কারণ কোন আত্মার মাংস ও হাড় নেই, যেমনটা তোমরা দেখছ আমার কাছে আছে।
40 এই কথা বলার পর তিনি তাদের তাঁর হাত ও পা দেখালেন।
41 তারা যখন আনন্দে বিশ্বাস করলো না এবং আশ্চর্য হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের বললেন, ' তোমাদের কাছে কি এখানে কোনো মাংস আছে?
42 তারা তাকে এক টুকরো ভাজা মাছ ও একটি মৌচাক দিল।
43 তখন তিনি তা নিয়ে তাদের সামনে খেতে দিলেন।
44তিনি তাদের বললেন, " আমি তোমাদের কাছে ছিলাম এমন সময় আমি তোমাদের কাছে যা বলেছিলাম, সেই সব

কথাই পূর্ণ হতে হবে, যা মোশির আইনে, ভাববাদীদের মধ্যে
এবং গীতসংহিতায় লেখা আছে৷ আমার সম্পর্কে
45তখন তিনি তাদের বোধগম্যতা খুলে দিলেন, যেন তারা
শাস্ত্র বুঝতে পারে৷
46 এবং তাদের বললেন, এইভাবে লেখা আছে, এবং
এইভাবে খ্রীষ্টের কষ্টভোগ করা এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের
মধ্য থেকে জীবিত হওয়া উচিত৷
47 এবং জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির মধ্যে
তাঁর নামে অনুতাপ ও পাপের ক্ষমা প্রচার করা উচিত৷
48 আর তোমরা এসবের সাক্ষী।
49 এবং, দেখ, আমি আমার পিতার প্রতিশ্রুতি তোমাদের
কাছে পাঠাচ্ছি: কিন্তু জেরুজালেম শহরেই থাকো, যতক্ষণ
না তোমরা উচ্চ থেকে শক্তিতে পরিপূর্ণ হবে৷
50 আর তিনি তাদের বের করে বেথানিয়া পর্যন্ত নিয়ে
গেলেন, আর তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।
51 আর এমন হল, যখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন,
তখন তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গে নিয়ে গেলেন৷
52 এবং তারা তাঁকে প্রণাম করল এবং মহা আনন্দে
জেরুজালেমে ফিরে গেল৷
53 এবং মন্দিরে সর্বদা ঈশ্বরের প্রশংসা ও আশীর্বাদ
করতেন৷ আমীন।

জন

অধ্যায় 1

1 আদিতে বাক্য ছিল, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন৷
2 ঈশ্বরের সঙ্গে শুরুতে একই ছিল৷
3 সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা তৈরি হয়েছিল; এবং তাকে ছাড়া কোন জিনিস তৈরি করা হয় নি.
4তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; এবং জীবন ছিল মানুষের আলো।
5 আর আলো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে; অন্ধকার তা বুঝতে পারেনি৷
6 ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত একজন লোক ছিলেন, যার নাম ছিল যোহন৷
7 তিনি একজন সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন, আলোর সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর মাধ্যমে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে৷
8তিনি সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু সেই আলোর সাক্ষ্য দিতে পাঠানো হয়েছিল৷
9 এটাই ছিল সত্যিকারের আলো, যা পৃথিবীতে আসা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে৷
10 তিনি জগতে ছিলেন, এবং জগত তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং জগত তাঁকে চিনল না৷
11 সে তার নিজের কাছে এসেছিল, কিন্তু তার নিজেরা তাকে গ্রহণ করে নি৷
12 কিন্তু যতজন তাকে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, এমনকি যারা তাঁর নামে বিশ্বাসী তাদেরও৷
13 যাদের জন্ম হয়েছে, রক্ত থেকে নয়, মাংসের ইচ্ছায় বা মানুষের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়৷
14 এবং বাক্য মাংসল হয়েছিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা, পিতার একমাত্র পুত্রের মতো মহিমা দেখেছি) অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ৷
15 যোহন তাঁর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসবেন তিনি আমার আগে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি আমার আগে ছিলেন৷
16 এবং তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সব পেয়েছি, এবং অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ।
17কারণ মোশির দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এসেছে৷
18 কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি; একমাত্র পুত্র, যিনি পিতার বক্ষে আছেন, তিনি তাকে ঘোষণা করেছেন৷
19আর এই যোহনের নথি, যখন ইহুদীরা জেরুজালেম থেকে যাজক ও লেবীয়দের পাঠিয়েছিল তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে, তুমি কে?
20 তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; কিন্তু স্বীকার করেছিলাম, আমি খ্রীষ্ট নই।
21 তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি? তুমি কি ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি নই। আপনি কি সেই নবী? তিনি উত্তর দিলেন, না।
22 তখন তারা তাঁকে বলল, 'তুমি কে?' যারা আমাদের পাঠিয়েছে তাদের আমরা উত্তর দিতে পারি৷ আপনি নিজের সম্পর্কে কি বলেন?
23তিনি বললেন, আমি মরুভূমিতে একজনের আর্তনাদকারীর কণ্ঠস্বর, যেমন ভাববাদী যিশাইয় বলেছেন, প্রভুর পথ সোজা কর।
24 আর যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা ফরীশীদের ছিল৷
25 তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কেন আপনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, যদি আপনি সেই খ্রীষ্ট নন, ইলিয়াসও নন, সেই ভাববাদীও নন?
26 এর উত্তরে যোহন তাদের বললেন, 'আমি জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি৷
27 তিনিই, যিনি আমার পরে আসছেন তিনিই আমার আগে পছন্দ করেন, যাঁর জুতার ফিতা আমি খোলার যোগ্য নই৷
28 জর্ডানের ওপারে বেথাবারায় যোহন যেখানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন সেখানে এই সব করা হয়েছিল।
29 পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর কাছে আসতে দেখে বললেন, দেখুন, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ নিয়ে যান৷
30 ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমার পরে একজন আসছেন যাকে আমার আগে পছন্দ করা হয়েছে, কারণ তিনি আমার আগে ছিলেন৷'
31 এবং আমি তাকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশ পান, তাই আমি জলে বাপ্তিস্ম দিতে এসেছি৷
32 আর যোহন লিপিবদ্ধ করলেন, বললেন, আমি রূহকে ঘুঘুর মত স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, এবং তা তাঁর উপরে অবস্থান করেছে।
33 আর আমি তাঁকে চিনতাম না; কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বললেন, 'যার উপরে আত্মা নেমে আসতে দেখবেন, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন৷'
34 আর আমি দেখলাম, এবং প্রমাণ করলাম যে ইনিই ঈশ্বরের পুত্র৷
35 পরের দিন আবার যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য দাঁড়িয়েছিলেন৷
36 যীশু হাঁটতে হাঁটতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক!
37 আর সেই দুই শিষ্য যীশুর কথা শুনে যীশুকে অনুসরণ করল৷
38 তখন যীশু ফিরে এসে তাদের পিছু পিছু আসতে দেখে বললেন, তোমরা কি চাও? তারা তাঁকে বলল, রব্বি, (যার অর্থ হল, গুরু,) আপনি কোথায় থাকেন?
39 তিনি তাদের বললেন, ' এসো এবং দেখ৷' তাঁরা এসে দেখলেন তিনি কোথায় থাকেন এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গেই থাকতেন, কারণ তখন প্রায় দশম ঘণ্টা৷
40 যোহনের কথা শুনে যে দু'জন তাঁর পিছনে পিছনে চলল, তাদের একজন আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরের ভাই।
41 তিনি প্রথমে তাঁর নিজের ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন এবং তাঁকে বললেন, আমরা সেই মশীহকে পেয়েছি, যার অর্থ খ্রীষ্ট৷
42 সে তাকে যীশুর কাছে নিয়ে গেল৷ যীশু তাকে দেখে বললেন, ' তুমি যোনার পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফাস বলা হবে, যার অর্থ হল পাথর৷'

43 পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন, এবং ফিলিপকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ করুন।'
44 ফিলিপ ছিলেন আন্দ্রিয় ও পিতরের শহর বেথসৈদার।
45 ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে পেয়ে বললেন, 'আমরা তাকে পেয়েছি, যাঁর বিষয়ে মোশি শরীয়তে ও ভাববাদীরা লিখেছেন, 'যোষেফের পুত্র নাসরতের যীশু।'
46 নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরত থেকে কি কোন ভাল জিনিস বের হতে পারে? ফিলিপ তাকে বললেন, এসো এবং দেখ।
47 যীশু নথনেলকে তাঁর কাছে আসতে দেখে বললেন, দেখ, সত্যিই একজন ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে কোন ছলনা নেই।
48 নথনেল তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে কোথা থেকে চিনলে? যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগেই যখন তুমি ডুমুর গাছের নীচে ছিলে, আমি তোমাকে দেখেছিলাম।
49 নথনেল উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, রব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। তুমি ইস্রায়েলের রাজা।
50 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ' আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি তোমাকে ডুমুর গাছের নীচে দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করছ? তুমি এর থেকেও বড় জিনিস দেখতে পাবে।
51 তিনি তাঁকে বললেন, 'সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, এরপরে তোমরা স্বর্গ খোলা দেখতে পাবে এবং ঈশ্বরের ফেরেশতাদের মনুষ্যপুত্রের উপরে উঠতে ও নামতে দেখবে।'

অধ্যায় 2

1 আর তৃতীয় দিনে গালীলের কানা শহরে একটা বিয়ে হল। এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন:
2 যীশু ও তাঁর শিষ্যদের দুজনকেই বিয়েতে ডাকা হয়েছিল।
3 তারা যখন দ্রাক্ষারস চাইল, তখন যীশুর মা তাঁকে বললেন, তাদের কাছে দ্রাক্ষারস নেই।
4 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমার সময় এখনও আসেনি.
5তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'তিনি তোমাদের যা বলেন তাই কর।
6 এবং সেখানে ইহুদীদের শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি অনুসারে পাথরের ছয়টি জলপাত্র স্থাপন করা হয়েছিল, যার মধ্যে দুটি বা তিনটি ফির্কিন ছিল।
7 যীশু তাদের বললেন, জলের পাত্রগুলি জলে ভরে দাও। আর তারা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল।
8 তখন তিনি তাদের বললেন, ' এখন আঁকুন এবং উৎসবের শাসনকর্তার কাছে নিয়ে যানা।' এবং তারা এটি নগ্ন.
9পর্বের শাসক যখন দ্রাক্ষারস তৈরি করা জলের স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন, এবং কোথা থেকে তা জানতেন না: (কিন্তু জল টেনে নেওয়া দাসরা জানত;) ভোজের শাসনকর্তা বরকে ডাকলেন,
10 তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রথমে প্রত্যেকেই ভাল দ্রাক্ষারস তৈরি করে। এবং যখন লোকেরা ভাল মদ্যপান করে, তখন যা খারাপ হয়, কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত ভাল মদ রেখেছ।
11 অলৌকিক কাজের এই সূচনা যীশু গালীলের কানাতে করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বিশ্বাস করলেন।
12এর পরে তিনি, তাঁর মা, ভাই ও তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কফরনাহূমে নেমে গেলেন। তারা সেখানে বেশি দিন থাকলেন।
13আর ইহুদীদের নিস্তারপর্ব আসন্ন ছিল, আর যীশু জেরুজালেমে গেলেন।
14 আর মন্দিরে দেখা গেল যারা গরু, ভেড়া ও ঘুঘু বিক্রি করত এবং টাকা বদলকারীরা বসে আছে।
15 তারপর তিনি ছোট ছোট দড়ি দিয়ে চাবুক তৈরি করে মন্দির থেকে ভেড়া ও গরুগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন। এবং পরিবর্তনকারীদের টাকা ঢেলে, এবং টেবিল উল্টে;
16 যারা কবুতর বিক্রি করে তাদের বলল, ' এখান থেকে এইসব নিয়ে যাও। আমার পিতার ঘরকে ব্যবসার গৃহ বানাও না।
17 আর তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, লেখা ছিল, 'তোমার বাড়ির উদ্দীপনা আমাকে খেয়ে ফেলেছে।'
18 তখন ইহুদীরা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি এই সব করছ দেখে আমাদের কাছে কী চিহ্ন দেখাচ্ছ?
19 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, এই মন্দির ধ্বংস কর, তিন দিনের মধ্যে আমি এটাকে উঠিয়ে দেব।
20তখন ইহুদীরা বলল, ছেচল্লিশ বছর ধরে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল, আর তুমি কি তিনদিনের মধ্যে এটাকে বানাতে পারবে?
21 কিন্তু তিনি তাঁর দেহের মন্দিরের কথা বলেছিলেন।
22 তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি তাদের এই কথা বলেছিলেন। তারা কিতাব ও যীশুর কথায় বিশ্বাস করল।
23 নিস্তারপর্বের দিনে যখন তিনি জেরুজালেমে ছিলেন, তখন তিনি যে অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস করেছিল।
24কিন্তু যীশু তাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেননি, কারণ তিনি সমস্ত মানুষকে জানতেন।
25 আর প্রয়োজন ছিল না যে কেউ মানুষের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ মানুষের মধ্যে কী আছে তা তিনি জানতেন।

অধ্যায় 3

1নিকোদেমাস নামে ফরীশীদের মধ্যে একজন ইহুদীদের শাসক ছিলেন।
2 সেই রাতেই যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, রব্বি, আমরা জানি যে আপনি একজন শিক্ষক যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।
3 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, একজন মানুষ যদি নতুন করে জন্ম না নেয় তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।
4 নিকোদেমাস তাঁকে বললেন, একজন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে কীভাবে জন্ম হবে? সে কি দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?
5 যীশু উত্তর দিলেন, সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যদি একজন মানুষ জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নেয়, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

6 মাংস থেকে যা জন্মে তা মাংস; আর যা আত্মা থেকে জন্মেছে তা আত্মা।
7 আশ্চর্য হয়ো না যে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে।
8 বাতাস যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবাহিত হয় এবং আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায় তা বলতে পারেন না: আত্মা থেকে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই তাই।
9 নীকদীমাস উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, এই সব কিভাবে হতে পারে?
10 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' তুমি কি ইস্রায়েলের প্রভু, আর এসব কি জানো না?
11 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমরা যা জানি তা বলি এবং সাক্ষ্য দিই যে আমরা দেখেছি৷ আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।
12 আমি যদি তোমাদেরকে পার্থিব বিষয় বলে থাকি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে আমি যদি তোমাদের স্বর্গীয় বিষয়ের কথা বলি তাহলে তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করবে?
13 আর কেউ স্বর্গে উঠেনি, কিন্তু তিনি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, এমনকী স্বর্গে থাকা মানবপুত্রও।
14 আর মূসা যেমন মরুভূমিতে সাপকে উপরে তুলেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকেও উপরে তুলতে হবে:
15 যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে যেন বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
16 কারণ ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যাতে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
17 কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি যে জগতের নিন্দা করতে; কিন্তু তার মাধ্যমে পৃথিবী রক্ষা পায়।
18 যে তাকে বিশ্বাস করে সে দোষী নয়, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নি।
19 এবং এই নিন্দা এই যে, আলো পৃথিবীতে এসেছে, এবং মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকার পছন্দ করত, কারণ তাদের কাজ মন্দ ছিল।
20 কারণ প্রত্যেকে যে মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে, আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের তিরস্কার করা হয়।
21 কিন্তু যে সত্য করে সে আলোর কাছে আসে, যাতে তার কাজগুলি প্রকাশ পায়, যে সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা করা হয়।
22 এই ঘটনার পর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যিহূদিয়া দেশে এলেন৷ সেখানে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং বাপ্তিস্ম নেন।
23 আর যোহনও সালিমের কাছে আইননে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর তারা এসে বাপ্তিস্ম নিল।
24 কারণ যোহন তখনও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হননি।
25 তখন যোহনের কয়েকজন শিষ্য ও ইহুদীদের মধ্যে শুদ্ধিকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠল।
26 আর তারা যোহনের কাছে এসে বলল, রব্বি, জর্ডানের ওপারে যে আপনার সাথে ছিল, যাকে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখ, সেই একই বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে আসে।
27 যোহন উত্তর দিয়ে বললেন, স্বর্গ থেকে তাকে দেওয়া ছাড়া মানুষ কিছুই পেতে পারে না।
28 তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষ্য দাও যে, আমি বলেছিলাম, আমি খ্রীষ্ট নই, কিন্তু তাঁর আগে আমাকে পাঠানো হয়েছে৷
29 যার কনে আছে সে বর৷ কিন্তু বরের বন্ধু, যে দাঁড়িয়ে থেকে তার কথা শোনে, সে বরের কণ্ঠে খুব আনন্দিত হয়৷ তাই আমার আনন্দ পূর্ণ হল৷
30 সে অবশ্যই বাড়াবে, কিন্তু আমাকে কমাতে হবে।
31 যিনি উপরে থেকে আসেন তিনি সকলের উপরে; যিনি পৃথিবীর, তিনি পার্থিব, এবং পৃথিবীর কথা বলেন; যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সবার উপরে।
32 এবং তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন৷ আর কেউ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না৷
33 যে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে সে তার সীলমোহর স্থাপন করেছে যে ঈশ্বর সত্য৷
34 কারণ ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন, কারণ ঈশ্বর তাকে পরিমাপ করে আত্মা দেন না৷
35 পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্ত কিছু দিয়েছেন৷
36 যে পুত্রকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে এবং যে পুত্রকে বিশ্বাস করে না সে জীবন দেখতে পাবে না৷ কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর স্থায়ী হয়।

অধ্যায় 4

1অতএব প্রভু যখন জানতেন যে ফরীশীরা কীভাবে শুনেছিল যে যীশু যোহনের চেয়ে বেশি শিষ্য করেছেন এবং বাপ্তিস্ম দিয়েছেন,
2 (যদিও যীশু নিজে বাপ্তিস্ম দেননি, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা)
3 তিনি যিহূদিয়া ছেড়ে আবার গালীলে চলে গেলেন৷
4 আর তাকে শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
5 তারপর তিনি শমরিয়ার একটি শহরে এলেন, যাকে বলা হয় সুখর, যা যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে দিয়েছিলেন সেই জমির অংশের কাছে।
6 সেখানে যাকোবের কুয়া ছিল। যীশু যাত্রা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এইভাবে কূপের ওপর বসলেন৷ তখন প্রায় ষষ্ঠ ঘণ্টা৷
7 শমরিয়ার এক মহিলা জল তুলতে এল৷ যীশু তাকে বললেন, আমাকে পান করতে দাও৷
8 (কারণ তাঁহার শিষ্যরা নগরে মাংস কিনতে গিয়াছিল।)
9 তখন শমরিয়ার স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'তুমি একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছে কি করে পান চাও? কারণ ইহুদিদের শমরীয়দের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
10 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, ' তুমি যদি জানতে পার যে ঈশ্বরের দান কি এবং কে তোমাকে বলছে, আমাকে পান করতে দাও৷ তুমি তার কাছে চাইতে, তাহলে সে তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।
11 স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনার কাছে তোলার কিছু নেই, এবং কূপটি গভীর, তাহলে সেই জীবন্ত জল আপনার কাছে কোথা থেকে এসেছে?

12 তুমি কি আমাদের পিতা যাকোবের চেয়েও মহান, যিনি আমাদের কূপ দিয়েছিলেন এবং নিজে, তাঁর সন্তানদের এবং তাঁর গবাদি পশুপাখি পান করেছিলেন?
13 যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যে কেউ এই জল পান করবে সে আবার পিপাসা পাবে৷
14 কিন্তু আমি যে জল দিব তা যে কেউ পান করবে সে কখনও পিপাসা পাবে না৷ কিন্তু আমি তাকে যে জল দেব তা তার মধ্যে একটি জলের কূপ হবে যা অনন্ত জীবনের জন্য উত্থিত হবে৷
15 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আমাকে এই জল দিন যাতে আমি পিপাসা না পাই, আর এখানে তুলতেও আসি না৷'
16 যীশু তাকে বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে এখানে এসো৷
17 স্ত্রীলোকটি উত্তর দিয়ে বলল, আমার স্বামী নেই। যীশু তাকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই৷
18 তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল; আর এখন যাকে তুমি পেয়েছ সে তোমার স্বামী নয়৷ তুমি সত্যি বলেছ৷
19 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি যে আপনি একজন ভাববাদী৷
20 আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে উপাসনা করতেন; আর তোমরা বল, জেরুজালেমেই সেই জায়গা যেখানে মানুষের উপাসনা করা উচিত৷
21 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, বিশ্বাস কর, এমন সময় আসছে, যখন তুমি এই পাহাড়ে বা জেরুজালেমে পিতার উপাসনা করবে না৷
22 তোমরা কি উপাসনা কর তোমরা তা জানো না৷ আমরা জানি আমরা কিসের উপাসনা করি৷ কারণ পরিত্রাণ ইহুদিদের৷
23 কিন্তু সেই সময় আসছে, এবং এখনই, যখন সত্য উপাসকরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তাদেরই উপাসনা করতে চান৷
24 ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে তাদের অবশ্যই আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করতে হবে৷
25 সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললেন, আমি জানি যে মশীহ আসছেন, যাকে খ্রীষ্ট বলা হয়৷ তিনি যখন আসবেন তখন তিনি আমাদের সব কিছু বলবেন৷
26 যীশু তাকে বললেন, আমি যে তোমার সাথে কথা বলছি তিনিই৷
27 তখন তাঁর শিষ্যরা এসে আশ্চর্য হলেন যে তিনি সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন৷ তবুও কেউ বলল না, তুমি কী চাও? অথবা, তুমি তার সাথে কথা বলছ কেন?
28 তারপর সেই স্ত্রীলোকটি তার জলের পাত্র ছেড়ে শহরে চলে গেল এবং পুরুষদের বলল,
29 এসো, একজন লোককে দেখো, যে আমাকে যা কিছু করেছে সব বলেছে: ইনিই কি খ্রীষ্ট নন?
30 তারপর তারা শহর থেকে বেরিয়ে যীশুর কাছে এল৷
31 এমন সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁকে প্রার্থনা করে বললেন, 'গুরু, খাও৷'
32 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, ' আমার কাছে এমন মাংস আছে যা তোমরা জান না৷'
33অতএব শিষ্যরা পরস্পর বলতে লাগলেন, কেউ কি তাকে খেতে এনেছে?
34 যীশু তাদের বললেন, ' যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কাজ শেষ করাই আমার খাবার।
35 তোমরা বল না, এখনও চার মাস বাকি, তারপর ফসল কাটবে? দেখ, আমি তোমাদের বলছি, চোখ তুলে মাঠের দিকে তাকাও৷ কারণ তারা ইতিমধ্যেই ফসল কাটার জন্য সাদা।
36 এবং যে ফসল কাটে সে মজুরি পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফল সংগ্রহ করে, যাতে যে বীজ বপন করে এবং যে কাটে সে একসঙ্গে আনন্দ করতে পারে৷
37 আর এখানে এই কথাটি সত্য যে, একজন বপন করে আর অন্যজন কাটে৷
38 আমি তোমাদেরকে সেই ফসল কাটতে পাঠিয়েছি যেখানে তোমরা কোন পরিশ্রম করনি৷
39 আর সেই নগরের অনেক শমরীয় সেই মহিলার কথার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, আমি যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলেছেন।
40 তখন শমরীয়রা তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন৷ তিনি সেখানে দুদিন থাকলেন৷
41 তাঁর নিজের কথার জন্য আরও অনেকে বিশ্বাস করল৷
42 আর সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, এখন আমরা বিশ্বাস করি, তোমার কথার জন্য নয়, কারণ আমরা নিজেরাই তাঁর কথা শুনেছি এবং জানি যে, ইনিই প্রকৃতপক্ষে জগতের ত্রাণকর্তা৷
43 দুদিন পর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং গালীলে গেলেন৷
44 কারণ যীশু নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, একজন ভাববাদীর নিজের দেশে সম্মান নেই৷
45 তারপর যখন তিনি গালীলে এলেন, তখন গালীলীয়রা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ তিনি জেরুজালেমে উৎসবে যা করেছিলেন তা দেখেছিলেন৷
46 তখন যীশু আবার গালীলের কানা শহরে গেলেন, যেখানে তিনি জলকে দ্রাক্ষারস বানিয়েছিলেন৷ আর কফরনাহূমে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিল, যার ছেলে অসুস্থ ছিল৷
47 তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে অনুনয় করলেন যেন তিনি নেমে আসেন এবং তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ তিনি তখন মৃত্যুমুখে।
48 তখন যীশু তাকে বললেন, ' তোমরা চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ না দেখলে বিশ্বাস করবে না৷
49 সম্ভ্রান্ত লোকটি তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আমার সন্তান মারা যাবার আগে নিচে আসুন৷'
50 যীশু তাকে বললেন, 'যাও৷ তোমার ছেলে বেঁচে আছে।
যীশু তাকে যে কথা বলেছিলেন সেই লোকটি বিশ্বাস করল এবং সে তার পথে চলে গেল৷
51 তিনি যখন নীচে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দাসেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, আপনার ছেলে বেঁচে আছে৷
52 তারপর তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কখন তিনি সংশোধন করতে শুরু করেছিলেন৷ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গতকাল সপ্তম প্রহরে জ্বর চলে গেল৷

53 তাই পিতা জানতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়েই যীশু তাঁকে বলেছিলেন, ' তোমার ছেলে বেঁচে আছো' এবং তিনি এবং তাঁর সমস্ত পরিবার বিশ্বাস করলেন।
54 যীশু যখন যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছিলেন তখন এটি আবার দ্বিতীয় অলৌকিক কাজ।

অধ্যায় 5

1এর পরে ইহুদীদের একটা ভোজ ছিল; যীশু জেরুজালেমে গেলেন।
2 এখন জেরুজালেমে ভেড়ার বাজারের কাছে একটি পুকুর রয়েছে, যাকে হিব্রু ভাষায় বেথেসদা বলা হয়, পাঁচটি বারান্দা রয়েছে।
3 এর মধ্যে অন্ধ, থমকে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, জলের নড়াচড়ার জন্য অপেক্ষারত নপুংসক লোকদের একটি বিশাল ভীড় রয়েছে।
4 কারণ এক ঋতুতে একজন স্বর্গদূত পুকুরে নেমে গিয়ে জলকে সমস্যায় ফেললেন। জলের ঝামেলার পর যে কেউ প্রথমে ঢুকেছিল, তার যে কোন রোগ ছিল তা সেরে উঠল।
5 সেখানে একজন লোক ছিলেন, যিনি আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন।
6 যীশু যখন তাকে মিথ্যে বলতে দেখেছিলেন এবং জানতেন যে সে এই অবস্থায় অনেক দিন হয়েছে, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি সুস্থ হবে?
7 নপুংসক লোকটি তাকে উত্তর দিল, মহাশয়, আমার কাছে এমন কোন লোক নেই, যখন জলের সমস্যা হয়, আমাকে পুকুরে ফেলার জন্য।
8 যীশু তাকে বললেন, উঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও।
9 আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল, এবং তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল, আর সেই দিনই ছিল বিশ্রামবার।
10 সেইজন্য ইহুদীরা সুস্থ হওয়া তাঁকে বলল, 'আজ বিশ্রামবার, তোমার বিছানা বহন করা বৈধ নয়।'
11 তিনি তাদের উত্তরে বললেন, যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বললেন, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁট।
12 তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই লোক যে তোমাকে বলেছিল, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে যাও?'
13 আর যে সুস্থ হয়েছিল সে বুঝতে পারেনি যে সে কে ছিল, কারণ যীশু নিজেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জায়গায় অনেক লোক ছিল।
14 পরে যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পেলেন এবং তাকে বললেন, দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ: আর পাপ করো না, পাছে তোমার কাছে আরও খারাপ কিছু আসবে।
15 লোকটি চলে গেল এবং ইহুদীদের বলল যে, তিনিই যীশু, যিনি তাকে সুস্থ করেছেন।
16 আর সেইজন্য ইহুদীরা যীশুকে অত্যাচার করত এবং তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কারণ তিনি বিশ্রামবারে এই কাজগুলি করেছিলেন।
17 কিন্তু যীশু তাদের উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করেছেন এবং আমিও কাজ করছি।
18অতএব ইহুদীরা তাকে হত্যা করার জন্য আরও বেশি চেষ্টা করেছিল, কারণ তিনি কেবল বিশ্রামবার ভঙ্গ করেননি, কিন্তু এটাও বলেছিলেন যে ঈশ্বরই তাঁর পিতা, নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করেছেন।
19 তখন যীশু তাদের বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, কারণ তিনি যা করেন, পুত্রও তাই করেন।
20 কারণ পিতা পুত্রকে ভালোবাসেন, এবং তিনি যা কিছু করেন তা তাঁকে দেখান।
21 কারণ পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করেন এবং জীবিত করেন; তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা জীবিত করেন।
22 কারণ পিতা কাউকে বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার পুত্রকে দিয়েছেন।
23 যেন সকলে পিতাকে যেমন সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না সে পিতাকে সম্মান করে না যিনি তাকে পাঠিয়েছেন।
24 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, তার অনন্ত জীবন আছে এবং তিনি দোষী হবেন না। কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবনে চলে যায়।
25 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, সময় আসছে এবং এখনই, যখন মৃতরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে এবং যারা শোনে তারা বাঁচবে।
26 কারণ পিতার নিজের মধ্যে যেমন জীবন আছে; তাই তিনি নিজের মধ্যে জীবন পেতে পুত্রকে দিয়েছেন।
27 এবং তাকে বিচার করার ক্ষমতাও দিয়েছেন, কারণ তিনি মানবপুত্র।
28 এতে আশ্চর্য হবেন না, কারণ এমন সময় আসছে, যে সময় কবরে থাকা সকলে তাঁর রব শুনবে,
29 এবং বেরিয়ে আসবে; যারা ভাল কাজ করেছে, জীবনের পুনরুত্থানের জন্য; এবং যারা মন্দ কাজ করেছে, শাস্তির পুনরুত্থানের জন্য।
30 আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি, আমি বিচার করি; এবং আমার বিচার ন্যায়সঙ্গত; কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছা নয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছা খুঁজি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
31 আমি যদি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।
32 আর একজন আছেন যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এবং আমি জানি যে তিনি আমার বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তা সত্য।
33 তোমরা যোহনের কাছে পাঠিয়েছিলে, আর তিনি সত্যের সাক্ষ্য দিলেন।
34 কিন্তু আমি মানুষের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করি না, কিন্তু আমি এই সব বলছি, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।
35 তিনি ছিলেন জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল আলো; আর তোমরা তাঁর আলোতে আনন্দ করতে এক সময় প্রস্তুত ছিলে।
36 কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যের চেয়ে আমার কাছে আরও বড় সাক্ষ্য আছে: কারণ পিতা আমাকে যে সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য দিয়েছেন, আমি যে কাজগুলি করি, সেগুলিই আমার সাক্ষ্য দেয় যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন।

37 আর পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনও তার কণ্ঠস্বর শোনেনি, তার আকৃতিও দেখেনি।
38 আর তাঁর বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে না। তিনি যাকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর না।
39 শাস্ত্র অনুসন্ধান করুন; কারণ তোমরা মনে কর তাদের মধ্যেই তোমাদের অনন্ত জীবন আছে এবং তারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।
40 আর তোমরা আমার কাছে আসবে না, যাতে তোমরা জীবন পেতে পার।
41 আমি মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাই না।
42 কিন্তু আমি তোমাদের জানি, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা নেই।
43 আমি আমার পিতার নামে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না। অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তবে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে।
44 তোমরা কি করে বিশ্বাস করতে পার, যারা একে অপরের সম্মান পায়, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সম্মানের খোঁজ করে না?
45 মনে করো না যে আমি পিতার কাছে তোমাদের দোষারোপ করব। এমন একজন আছেন যিনি তোমাদের দোষারোপ করেন, এমনকী মোশিও, যাঁর ওপর তোমরা বিশ্বাস কর।
46 কারণ তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকে বিশ্বাস করতে, কারণ তিনি আমার বিষয়ে লিখেছেন।
47 কিন্তু তোমরা যদি তাঁর লেখা বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথা বিশ্বাস করবে কি করে?

অধ্যায় 6

1 এই ঘটনার পর যীশু গালীল সাগরের উপর দিয়ে গেলেন, অর্থাৎ টাইবিরিয়াস সাগর।
2 আর এক বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করল, কারণ তারা অসুস্থদের জন্য তাঁর অলৌকিক কাজগুলো দেখেছিল।
3 আর যীশু একটা পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন।
4আর নিস্তারপর্ব, ইহুদীদের একটি উৎসব, নিকটবর্তী ছিল।
5 যীশু যখন চোখ তুলে দেখলেন, একটা বিরাট দল তাঁর কাছে আসছে, তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব যাতে তারা খেতে পারে?
6 এবং তিনি তাকে প্রমাণ করার জন্য এই কথা বলেছিলেন: কারণ তিনি নিজেই জানতেন তিনি কী করবেন।
7 ফিলিপ উত্তরে তাঁকে বললেন, দুশো টাকার রুটি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়, যাতে প্রত্যেকে অল্প করে নিতে পারে।
8তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরের ভাই তাঁকে বললেন,
9 এখানে একজন ছেলে আছে, যার কাছে পাঁচটি বার্লি রুটি এবং দুটি ছোট মাছ রয়েছে: কিন্তু এতগুলোর মধ্যে সেগুলি কী?
10 যীশু বললেন, 'লোকদের বসিয়ে দাও। এখন সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তাই পুরুষরা বসল, সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার।
11 আর যীশু রুটিগুলো নিলেন; তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে শিষ্যদের এবং শিষ্যরা যাঁরা বসেছিলেন তাদের ভাগ করে দিলেন। এবং একইভাবে মাছের যতটা তারা চায়।
12 যখন তারা পূর্ণ হল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, যে টুকরোগুলো অবশিষ্ট আছে তা সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়।
13 তাই তারা তাদের একত্র করে বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করে সেই পাঁচটি বার্লি রুটির টুকরো দিয়ে, যা খেয়েছিল তাদের কাছে রয়ে গেল।
14তখন সেই লোকেরা যীশুর সেই অলৌকিক কাজ দেখে বলেছিল, এই যে ভাববাদীর জগতে আসা উচিত ছিল তা সত্য।
15 তাই যীশু যখন বুঝতে পারলেন যে তারা এসে জোর করে তাঁকে রাজা করে নিয়ে যাবে, তখন তিনি আবার একা একা পাহাড়ে চলে গেলেন।
16 সন্ধ্যা হলে তাঁর শিষ্যরা সমুদ্রের ধারে নেমে গেলেন।
17 আর একটা জাহাজে চড়ে সাগর পার হয়ে কফরনাহূমের দিকে গেল। এবং এখন অন্ধকার, এবং যীশু তাদের কাছে আসেন নি।
18 আর প্রবল বাতাসের কারণে সমুদ্র উঠল।
19 তাই তারা যখন প্রায় 22 বা ত্রিশ ফারলাং সারি সারি সারি সারি সাগরের উপর দিয়ে যীশুকে হেঁটে জাহাজের কাছে আসতে দেখল, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল।
20 কিন্তু তিনি তাদের বললেন, 'আমি! ভয় পাবেন না
21 তারপর তারা স্বেচ্ছায় তাকে জাহাজে অভ্যর্থনা জানাল এবং তারা যে দেশে গিয়েছিল ততক্ষণে জাহাজটি সেখানে পৌঁছে গেল।
22 পরের দিন, সাগরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা যখন দেখল যে, সেখানে তাঁর শিষ্যরা যে নৌকায় উঠেছিল, সেই নৌকাটি ছাড়া আর কোন নৌকা নেই, আর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় যাননি, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠেছিলেন। শিষ্যরা একাই চলে গেল;
23 (যদিও প্রভুকে ধন্যবাদ জানানোর পরে টাইবেরিয়া থেকে অন্য নৌকাগুলি সেই জায়গার কাছে এসেছিল যেখানে তারা রুটি খেয়েছিল:)
24 তখন লোকেরা যখন দেখল যে সেখানে যীশু নেই, তাঁর শিষ্যরাও নেই, তখন তারাও জাহাজে করে কফরনাহূমে যীশুর খোঁজ করতে লাগল।
25 সমুদ্রের ওপারে যখন তারা তাকে দেখতে পেল, তখন তারা তাকে বলল, রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন?
26 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমাকে অলৌকিক কাজ দেখেছ বলে নয়, বরং রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ।
27 যে মাংস বিনষ্ট হয় তার জন্য পরিশ্রম করো না, কিন্তু সেই মাংসের জন্য যা অনন্তজীবন স্থায়ী হয়, যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন। ঈশ্বর পিতা তার জন্য সীলমোহর করেছেন।
28 তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা কি করব, যাতে আমরা ঈশ্বরের কাজ করতে পারি?

29 এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, ' এই হল ঈশ্বরের কাজ, তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই তোমরা বিশ্বাস কর।'
30 তাই তারা তাঁকে বলল, 'তাহলে আপনি কী চিহ্ন দেখাবেন, যাতে আমরা দেখে বিশ্বাস করি? তুমি কি কাজ কর?
31 আমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন; শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, 'তিনি স্বর্গ থেকে তাদের খেতে দিলেন।'
32 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মূসা স্বর্গ থেকে সেই রুটি তোমাদের দেননি। কিন্তু আমার পিতা স্বর্গ থেকে তোমাদের প্রকৃত রুটি দেন।
33 কারণ ঈশ্বরের রুটি হল তিনি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগতকে জীবন দেন।
34 তখন তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, এই রুটি আমাদেরকে দিন।'
35 যীশু তাদের বললেন, ' আমিই জীবনের রুটি। যে আমার কাছে আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না। এবং যে আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।
36 কিন্তু আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরাও আমাকে দেখেছ, বিশ্বাস করো না।
37 পিতা আমাকে যা দেন সবই আমার কাছে আসবে। আর যে আমার কাছে আসবে তাকে আমি কোনোভাবেই তাড়িয়ে দেব না।
38 কারণ আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি, আমার নিজের ইচ্ছা করতে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করতে।
39 এবং এই পিতার ইচ্ছা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে আমি যেন কিছুই হারাতে না পারি, কিন্তু শেষ দিনে আবার উত্থাপন করি।
40 আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর এই ইচ্ছা, যে কেউ পুত্রকে দেখে এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।
41 তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিড়বিড় করল, কারণ তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।
42 তারা বলল, 'ইনি কি যোষেফের পুত্র যীশু নন, যাঁর মাতা-পিতাকে আমরা চিনি? তাহলে সে কেমন করে বলছে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?
43 যীশু তখন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' তোমরা নিজেদের মধ্যে বচসা করো না।
44 কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি তাকে টানেন না এবং শেষ দিনে আমি তাকে পুনরুত্থিত করব।
45 ভাববাদীদের মধ্যে লেখা আছে, আর তাদের সকলকে ঈশ্বরের শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই প্রত্যেকে যারা পিতার কথা শুনেছে ও শিখেছে তারা আমার কাছে আসবে।
46 এমন নয় যে, কেউই পিতাকে দেখেছে, কিন্তু যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন।
47 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমাকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে।
48 আমি সেই জীবনের রুটি।
49 তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়ে মারা গেছে।
50 এই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, যেন মানুষ তা খেতে পারে, কিন্তু মরে না।
51 আমি সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। যদি কেউ এই রুটি খায় তবে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
52 তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে বলল, 'এই লোকটি কি করে তার মাংস আমাদের খেতে দেবে?
53 তখন যীশু তাদের বললেন, ' সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যদি তোমরা মানবপুত্রের মাংস না খাও এবং তার রক্ত না পান, তবে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই।
54 যে আমার মাংস খায় এবং আমার রক্ত পান করে, তার অনন্ত জীবন আছে; শেষ দিনে আমি তাকে পুনরুত্থিত করব।
55 কারণ আমার মাংস প্রকৃতপক্ষে মাংস, আর আমার রক্ত প্রকৃতপক্ষে পানীয়।
56 যে আমার মাংস খায়, এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে বাস করে আর আমি তার মধ্যে।
57 যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমি পিতার দ্বারা বেঁচে থাকি, তেমনি যে আমাকে খায় সেও আমার দ্বারা বাঁচবে।
58 এই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন মান্না খেয়েছিলেন এবং মৃত হয়েছিলেন তেমনটি নয়। যে এই রুটি খায় সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।
59 তিনি কফরনাহূমে সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে গিয়ে এসব কথা বললেন।
60 এই কথা শুনে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বললেন, 'এটা কঠিন কথা। কে এটা শুনতে পারে?
61 যীশু যখন নিজের মধ্যে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যরা এটা নিয়ে বিড়বিড় করছে, তখন তিনি তাদের বললেন, এটা কি তোমাদের বিরক্ত করছে?
62 আপনি যদি মানবপুত্রকে আগে যেখানে ছিলেন সেখানে উঠতে দেখতে পান?
63 সেই আত্মাই জীবিত করে; মাংস কিছুই লাভ করে না: আমি তোমাদের কাছে যে কথাগুলি বলি, সেগুলি হল আত্মা এবং সেগুলি হল জীবন।
64 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে না। কারণ যীশু প্রথম থেকেই জানতেন যে কারা বিশ্বাস করে না এবং কারা তাঁকে ধরিয়ে দেবে।
65 তিনি বললেন, তাই আমি তোমাদের বলেছি, আমার পিতার কাছ থেকে তাকে দেওয়া না হলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।
66 সেই সময় থেকে তাঁর অনেক শিষ্য ফিরে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে আর হাঁটলেন না।
67 তখন যীশু সেই বারোজনকে বললেন, ' তোমরাও কি চলে যাবে?
68 তখন শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? তোমার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে।
69 এবং আমরা বিশ্বাস করি এবং নিশ্চিত যে আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।
70 যীশু তাদের বললেন, ' আমি কি তোমাদের বারোজনকে মনোনীত করিনি, আর তোমাদের মধ্যে একজন শয়তান?
71 তিনি শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকরিওতের কথা বলেছিলেন, কারণ তিনিই সেই বারো জনের একজন হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দেবেন।

অধ্যায় 7

1 এই ঘটনার পর যীশু গালীলে চললেন, কারণ ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল বলে তিনি ইহুদীতে চলতেন না৷
2 এখন ইহুদীদের তাঁবুর উৎসব আসন্ন।
3 তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, 'এখান থেকে চলে যাও এবং যিহূদিয়ায় যাও, যাতে তোমার শিষ্যরাও তোমার কাজ দেখতে পায়৷'
4 কেননা এমন কেউ নেই যে গোপনে কিছু করে না, এবং সে নিজেও প্রকাশ্যে পরিচিত হতে চায়৷ আপনি যদি এই জিনিসগুলি করেন তবে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করুন৷
5 কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁকে বিশ্বাস করেনি৷
6 তখন যীশু তাদের বললেন, আমার সময় এখনও আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সব সময় প্রস্তুত৷
7 পৃথিবী তোমাকে ঘৃণা করতে পারে না; কিন্তু এটা আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এর কাজগুলো মন্দ।
8 তোমরা এই উৎসবে যাও৷ আমি এখনও এই পর্বে যাইনি৷ আমার সময় এখনও পূর্ণ হয়নি।
9 এই কথাগুলো বলে তিনি গালীলেই থাকতেন৷
10 কিন্তু যখন তাঁর ভাইয়েরা উঠে গেল, তখন তিনিও ভোজে গেলেন, প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু গোপনে যেমন হয়েছিল৷
11 তখন ইহুদীরা ভোজে তাঁকে খুঁজতে লাগল, আর বলল, সে কোথায়?
12 এবং লোকেদের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে অনেক বচসা হইল; কেননা কেহ কেহ বলিল, তিনি একজন ভালো লোক, অন্যরা বলিল, না; কিন্তু সে লোকদের সাথে প্রতারণা করে।
13যদিও ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেনি৷
14পর্বের মাঝখানে যীশু মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিলেন৷
15তখন ইহুদীরা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এই লোকটি কি করে অক্ষর জানে?
16 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমার শিক্ষা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই।
17 যদি কেউ তার ইচ্ছা পালন করে, তবে সে সেই মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে, তা ঈশ্বরের, নাকি আমি নিজের কথা বলছি৷
18 যে নিজের কথা বলে সে নিজের গৌরব খোঁজে, কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর মহিমা খোঁজেন, তিনিই সত্য এবং তাঁর মধ্যে কোন অধার্মিকতা নেই।
19 মোশি কি তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা দেননি, তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই বিধি-ব্যবস্থা পালন করে না? আমাকে মারতে গেলে কেন?
20 লোকেরা উত্তর দিয়ে বলল, তোমার একটা শয়তান আছে, কে তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছে?
21 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি একটি কাজ করেছি এবং তোমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছ৷
22 তাই মূসা তোমাদের সুন্নত দিয়েছেন; (কারণ এটা মোশির নয়, কিন্তু পিতৃপুরুষদের থেকে;) আর তোমরা বিশ্রামবারে একজন পুরুষের সুন্নত কর৷
23 যদি কোন ব্যক্তি বিশ্রামবারে সুন্নত করে, যাতে মোশির আইন ভঙ্গ না হয়; তোমরা কি আমার উপর রাগ করছ, কারণ আমি বিশ্রামবারে একজন মানুষকে সুস্থ করেছি?
24 চেহারা অনুসারে বিচার করো না, বরং ন্যায়সঙ্গত বিচার করো৷
25তখন জেরুজালেমের কয়েকজন লোক বলল, 'ইনি কি সেই নন, যাকে তারা হত্যা করতে চাইছে?
26 কিন্তু, দেখ, তিনি সাহসের সাথে কথা বলছেন, এবং তারা তাকে কিছুই বলে না৷ শাসকরা কি সত্যিই জানে যে ইনিই খ্রীষ্ট?
27 যদিও আমরা জানি তিনি কোথা থেকে এসেছেন৷
28 তারপর মন্দিরে শিক্ষা দিতে গিয়ে যীশু চিৎকার করে বললেন, ' তোমরা দুজনেই আমাকে জানো এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও তোমরা জান৷ আমি আমার নিজের থেকে আসিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য, যাকে তোমরা জান না৷'
29 কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন৷
30 তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, কিন্তু কেউ তাঁকে ধরল না, কারণ তাঁর সময় এখনও আসেনি৷
31 তখন অনেক লোক তাঁকে বিশ্বাস করল এবং বলল, 'খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি কি এই লোকটি যা করেছেন তার চেয়ে বেশি অলৌকিক কাজ করবেন?
32 ফরীশীরা শুনল যে, লোকেরা তাঁর বিষয়ে এই ধরনের কথা বচসা করছে৷ ফরীশীরা ও প্রধান যাজকরা তাঁকে ধরতে কর্মচারীদের পাঠালেন৷
33 তখন যীশু তাঁদের বললেন, ' আর কিছুক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে যাব৷'
34 তোমরা আমাকে খুঁজবে কিন্তু আমাকে পাবে না৷ আমি যেখানে আছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না৷
35 তখন ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'সে কোথায় যাবে, আমরা তাকে পাব না?' তিনি কি অইহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের কাছে যাবেন এবং অইহুদীদের শিক্ষা দেবেন?
36 এই কথার কি ধরন যে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে খুঁজবে কিন্তু আমাকে পাবে না৷ আমি যেখানে আছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না?'
37 শেষ দিনে, ভোজের সেই মহান দিনে, যীশু দাঁড়িয়ে কাঁদলেন এবং বললেন, যদি কেউ পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে পান করুক৷
38 যে আমাকে বিশ্বাস করে, শাস্ত্র যেমন বলেছে, তার পেট থেকে জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হবে৷
39 (কিন্তু এই কথা তিনি আত্মার বিষয়ে বলেছিলেন, যাঁরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাদের গ্রহণ করা উচিত; কারণ পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয়নি; কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হননি৷)
40 এই কথা শুনে অনেক লোক বলল, 'সত্যি বলছি ইনি সেই নবী৷'
41 অন্যরা বলল, 'ইনি সেই খ্রীষ্ট৷' কিন্তু কেউ কেউ বলল, খ্রীষ্ট কি গালীল থেকে বের হয়ে আসবেন?
42 শাস্ত্রে কি বলা হয়নি যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ থেকে এবং বেথলেহেম শহর থেকে আসবেন, যেখানে দায়ূদ ছিলেন?

43 তাই তাঁর জন্য লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল।
44 আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে ধরে নিয়ে যেত; কিন্তু কেউ তার গায়ে হাত দেয়নি।
45 তখন কর্মচারীরা প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে এলেন৷ তারা তাদের বলল, 'তোমরা তাকে আনলে না কেন?
46 কর্মচারীরা উত্তর দিল, এই লোকের মত কেউ কখনও কথা বলে নি৷
47 তখন ফরীশীরা তাদের বলল, তোমরাও কি প্রতারিত হয়েছ?
48 শাসক বা ফরীশীদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছে?
49 কিন্তু এই লোকেরা যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে না তারা অভিশপ্ত৷
50 নিকোদেমাস তাদের বললেন, (যিনি রাত্রে যীশুর কাছে এসেছিলেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন)
51 আমাদের বিধি-ব্যবস্থা কি তার কথা শোনার আগে এবং সে কী করে তা জানার আগেই কি তার বিচার করে?
52 তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমিও কি গালীলের? অনুসন্ধান করুন এবং দেখুন, কারণ গালীল থেকে কোন ভাববাদীর জন্ম হয় নি৷
53 আর প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল৷

অধ্যায় 8

1 যীশু জলপাই পর্বতে গেলেন৷
2 খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে এলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল৷ এবং তিনি বসলেন এবং তাদের শিক্ষা দিলেন৷
3 তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা একজন স্ত্রীলোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল৷ এবং যখন তারা তাকে মাঝখানে স্থাপন করেছিল,
4তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, এই মহিলাকে ব্যভিচারে ধরা হয়েছিল৷
5 এখন মোশি বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে, এমন লোকদের পাথর মেরে ফেলতে হবে৷ কিন্তু আপনি কি বলছেন?
6তারা তাঁকে প্রলোভিত করার জন্য একথা বলেছিল, যেন তাঁকে দোষারোপ করতে হয়৷ কিন্তু যীশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখলেন, যেন তিনি শুনতে পাননি৷
7 তাই যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, তখন তিনি নিজেকে তুলে ধরে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে পাপমুক্ত, সে প্রথমে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারুক৷
8 আর তিনি আবার নিচু হয়ে মাটিতে লিখলেন৷
9 আর যাঁরা তা শুনেছিল, নিজেদের বিবেক দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তারা একে একে বেরিয়ে গেল, জ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, আর যীশু একাই রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন৷
10 যীশু যখন উপরে উঠলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটিকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, হে নারী, তোমার অভিযুক্তরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করেনি?
11 সে বলল, না, প্রভু! যীশু তাকে বললেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না, যাও, আর পাপ করো না৷
12 তারপর যীশু আবার তাদের কাছে বললেন, আমি জগতের আলো, যে আমাকে অনুসরণ করে সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে৷
13 তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, 'তুমি নিজের কথাই স্বীকার করছ৷ তোমার রেকর্ড সত্য নয়।
14 যীশু উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ' যদিও আমি আমার নিজের সাক্ষ্য রাখি, তবুও আমার রেকর্ড সত্য৷ কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি৷ কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা বলতে পারবে না৷
15 তোমরা বিচার কর দেহ অনুসারে; আমি কোন মানুষকে বিচার করি না।
16 তারপরও যদি আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্য: কারণ আমি একা নই, কিন্তু আমি এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
17 তোমার বিধি-ব্যবস্থায়ও লেখা আছে যে, দুজন লোকের সাক্ষ্য সত্য৷
18 আমি একজন যে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন৷
19 তখন তারা তাঁকে বলল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর দিলেন, ' তোমরা না আমাকে চিনতে, না আমার পিতাকে, যদি তোমরা আমাকে চিনতে তবে আমার পিতাকেও চিনতে পার৷
20 এই কথাগুলো যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেওয়ার সময় ভাণ্ডারে বলেছিলেন৷ কেউ তাঁর গায়ে হাত তোলেনি৷ কারণ তার সময় এখনও আসেনি৷
21 তারপর যীশু তাদের আবার বললেন, আমি আমার পথে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজবে এবং তোমাদের পাপে মরবে৷ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না৷
22 তখন ইহুদীরা বলল, সে কি আত্মহত্যা করবে? কারণ তিনি বলেছেন, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না৷
23 তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা নীচ থেকে এসেছ৷ আমি উপরে থেকে এসেছি৷ তোমরা এই জগতের৷ আমি এই পৃথিবীর নই।
24 তাই আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে৷ কারণ যদি তোমরা বিশ্বাস না কর যে আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে৷
25 তখন তারা তাঁকে বলল, 'তুমি কে?' যীশু তাদের বললেন, ' আমি শুরু থেকে তোমাদের যা বলেছি ঠিক তাই৷
26 তোমার বিষয়ে আমার অনেক কিছু বলার ও বিচার করার আছে; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য; এবং আমি তাঁর সম্পর্কে যা শুনেছি তা আমি বিশ্বের কাছে বলি৷
27 তারা বুঝতে পারল না যে, তিনি তাদের পিতার কথা বলেছেন৷
28 তখন যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যখন মনুষ্যপুত্রকে তুলবে, তখন জানবে যে আমিই তিনি এবং আমি নিজে থেকে কিছুই করি না৷ কিন্তু আমার পিতা যেমন আমাকে শিখিয়েছেন, আমি এই কথা বলি৷

29 আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আছেন৷ পিতা আমাকে একা রাখেননি৷ কারণ আমি সবসময় সেই কাজই করি যা তাকে খুশি করে।
30 তিনি যখন এই কথাগুলি বললেন, তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল৷
31তখন যীশু সেই ইহুদীদের বললেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, ' তোমরা যদি আমার কথায় থাক, তবে সত্যিই তোমরা আমার শিষ্য৷
32 আর তোমরা সত্য জানবে এবং সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে৷
33 তারা তাঁকে উত্তর দিল, আমরা ইব্রাহিমের বংশ, আর কখনও কারো দাসত্ব করিনি৷ তুমি কি করে বলছ, তোমাদের মুক্ত করা হবে?
34 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে পাপ করে সে পাপের দাস৷
35 আর দাস চিরকাল গৃহে থাকে না, কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে৷
36 তাই যদি পুত্র তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হবে৷
37 আমি জানি তোমরা অব্রাহামের বংশ; কিন্তু তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, কারণ তোমাদের মধ্যে আমার কথার কোন স্থান নেই৷
38 আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি তাই বলি৷ আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছে যা দেখেছ তাই কর৷
39 তারা উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমাদের পিতা অব্রাহাম৷' যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যদি ইব্রাহিমের সন্তান হতে তবে অব্রাহামের মতো কাজ করতে।
40 কিন্তু এখন তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছ, একজন লোক যে তোমাদেরকে সত্য বলেছে, যা আমি ঈশ্বরের কাছে শুনেছি৷ ইব্রাহিম তা করেননি৷
41 তোমরা তোমাদের পিতার কাজ কর৷ তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা ব্যভিচার থেকে জন্মগ্রহণ করিনি৷ আমাদের একজনই পিতা, এমনকি ঈশ্বরও।
42 যীশু তাদের বললেন, ' ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি এবং এসেছি৷ আমি নিজে থেকে আসিনি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
43 তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ না কেন? কারণ তোমরা আমার কথা শুনতে পাও না৷
44 তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের লোক এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ তোমরা করবে৷ তিনি প্রথম থেকেই একজন খুনি ছিলেন এবং সত্যে বাস করেননি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই৷ যখন সে মিথ্যা বলে, তখন সে তার নিজের কথা বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং তার পিতা৷
45 আর আমি তোমাদের সত্য বলছি বলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না৷
46 তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপের বিষয়ে বিশ্বাস করে? আর আমি যদি সত্যি বলি, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করছ না কেন?
47 যে ঈশ্বরের হয় সে ঈশ্বরের কথা শোনে৷ তাই তোমরা সেগুলি শুনছ না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও৷
48 তখন ইহুদীরা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি ঠিক বলি না যে তুমি একজন শমরীয়, আর তোমার শয়তান আছে?
49 যীশু উত্তর দিলেন, আমার কোন শয়তান নেই; কিন্তু আমি আমার পিতাকে সম্মান করি, আর তোমরা আমাকে অসম্মান কর৷
50 আর আমি আমার নিজের গৌরব খুঁজি না, একজন আছেন যিনি খোঁজ করেন এবং বিচার করেন৷
51 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ আমার কথা পালন করে, তবে সে কখনও মৃত্যু দেখতে পাবে না৷
52 তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'এখন আমরা জানতে পেরেছি যে তোমার মধ্যে একটা ভূত আছে৷ আব্রাহাম মৃত, এবং নবী; আর তুমি বলো, যদি কেউ আমার কথা পালন করে, সে কখনো মৃত্যুর স্বাদ পাবে না।
53 তুমি কি আমাদের পিতা অব্রাহামের থেকেও মহান, যিনি মারা গেছেন? আর ভাববাদীরা মারা গেছেন: আপনি নিজেকে কাকে বানাচ্ছেন?
54 যীশু উত্তর দিলেন, ' আমি যদি নিজেকে সম্মান করি তবে আমার সম্মানের কিছু নেই৷ আমার পিতাই আমাকে সম্মান করেন৷ যার সম্বন্ধে তোমরা বল, তিনিই তোমাদের ঈশ্বর।
55 তবুও তোমরা তাঁকে চিনতে পার নি৷ কিন্তু আমি তাকে চিনি, আর যদি বলি, আমি তাকে চিনি না, তবে আমিও তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী হব৷
56 তোমার পিতা অব্রাহাম আমার দিন দেখে আনন্দ করেছিলেন, এবং তিনি তা দেখেছিলেন এবং আনন্দ করেছিলেন৷
57 তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি, আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছ?
58 যীশু তাদের বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, অব্রাহামের আগে আমিই আছি৷'
59 তখন তারা তাঁকে ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিল৷ কিন্তু যীশু নিজেকে লুকিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন৷

অধ্যায় 9

1 যীশু যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল৷
2 তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু, কে পাপ করেছে, এই লোকটি নাকি তার পিতামাতার, যে সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল?
3 যীশু উত্তরে বললেন, এই লোকটি পাপ করেনি, তার বাবা-মাও পাপ করেনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাজ তার মধ্যে প্রকাশ করা উচিত৷
4 যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার কাজ দিন থাকতেই আমাকে করতে হবে৷ রাত আসে যখন কেউ কাজ করতে পারে না৷
5 যতদিন আমি পৃথিবীতে আছি ততদিন আমি জগতের আলো।
6 এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু দিলেন এবং থুতুর কাদামাটি তৈরি করলেন এবং সেই মাটি দিয়ে অন্ধের চোখে অভিষেক করলেন,

7 তিনি তাকে বললেন, যাও, শিলোয়ামের পুকুরে ধুয়ে নাও।
8 সেইজন্য প্রতিবেশীরা এবং যাঁরা তাঁকে আগে দেখেছিল যে তিনি অন্ধ, তাঁরা বললেন, 'এ কি সেই লোক নয় যে বসে ভিক্ষা করত?
9 কেউ কেউ বলল, এই সে, অন্যরা বলল, সে তারই মতো, কিন্তু সে বলল, আমিই সে।
10 তাই তারা তাঁকে বলল, তোমার চোখ কি করে খুলে গেল?
11 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, যীশু নামে এক ব্যক্তি মাটি তৈরি করে আমার চোখ দিয়ে অভিষেক করে আমাকে বললেন, শিলোয়ামের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল; আর আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দৃষ্টিশক্তি পেলাম।
12 তখন তারা তাকে বলল, সে কোথায়? তিনি বললেন, আমি জানি না।
13 তারা ফরীশীদের কাছে তাকে নিয়ে এলো যে আগে অন্ধ ছিল৷
14 আর সেই বিশ্রামবারে যীশু মাটি তৈরি করে চোখ খুললেন৷
15 তারপর আবার ফরীশীরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি দৃষ্টিশক্তি পেলেন৷ তিনি তাদের বললেন, তিনি আমার চোখের উপর কাদামাটি লাগিয়েছিলেন এবং আমি ধুয়ে ফেললাম এবং দেখতে পাচ্ছি৷
16 তাই ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এই লোকটি ঈশ্বরের নয়, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না৷ অন্যরা বলল, একজন পাপী মানুষ কিভাবে এমন অলৌকিক কাজ করতে পারে? এবং তাদের মধ্যে বিভাজন ছিল।
17 তারা আবার সেই অন্ধকে বলল, 'তুমি তার সম্পর্কে কি বল যে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?' তিনি বললেন, তিনি একজন নবী।
18 কিন্তু ইহুদীরা তাঁর বিষয়ে বিশ্বাস করল না যে, তিনি অন্ধ ছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তাঁর দৃষ্টিশক্তির পিতা-মাতাকে ডাকেন৷
19 তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি তোমাদের ছেলে, যাকে তোমরা বলে জন্মান্ধ? তাহলে সে এখন কিভাবে দেখবে?
20তার পিতামাতা তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, আমরা জানি যে ইনি আমাদের ছেলে এবং সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।
21 কিন্তু তিনি এখন কিসের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা জানি না৷ বা কে তার চোখ খুলেছে, আমরা জানি না: তার বয়স হয়েছে৷ তাকে জিজ্ঞাসা করুন: সে নিজের পক্ষে কথা বলবে।
22 এই কথাগুলো তার বাবা-মা বললেন, কারণ তারা ইহুদীদের ভয় করত, কারণ ইহুদীরা আগেই একমত হয়েছিল যে, যদি কেউ স্বীকার করে যে তিনি খ্রীষ্ট, তবে তাকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হবে৷
23 তাই তার বাবা-মা বললেন, 'তার বয়স হয়েছে৷ তাকে জিজ্ঞাসা করুন
24 তারপর তারা আবার সেই অন্ধ লোকটিকে ডেকে বলল, ঈশ্বরের প্রশংসা কর, আমরা জানি এই লোকটি একজন পাপী৷
25 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, সে পাপী কিনা, আমি জানি না: আমি একটা কথা জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি।
26 তখন তারা তাঁকে আবার বলল, সে তোমার কি করল? সে তোমার চোখ কিভাবে খুলল?
27 তিনি তাদের বললেন, 'আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি, কিন্তু তোমরা শোননি৷ কেন আবার শুনবে? তোমরাও কি তাঁর শিষ্য হবে?
28 তখন তারা তাকে নিন্দা করে বলল, তুমি তার শিষ্য; কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য।
29 আমরা জানি যে ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছেন: এই লোকটির জন্য আমরা জানি না সে কোথা থেকে এসেছে৷
30 লোকটি উত্তর দিয়ে তাদের বলল, 'এখানে কেন এক বিস্ময়কর বিষয়, যে তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা তোমরা জান না, তবুও সে আমার চোখ খুলে দিয়েছে৷'
31 এখন আমরা জানি যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না৷
32 জগৎ শুরু হওয়ার পর থেকে কেউ জন্মান্ধের চোখ খুলেছে বলে শোনা যায়নি৷
33 এই লোকটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে না হত তবে সে কিছুই করতে পারত না৷
34 তারা উত্তরে তাঁকে বলল, 'তুমি তো পাপেই জন্মেছ, আর তুমি কি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছ? এবং তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।
35 যীশু শুনলেন যে তারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে৷ তিনি তাকে খুঁজে পেয়ে বললেন, ' তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস কর?'
36 তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, তিনি কে, আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি?'
37 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি দুজনেই তাকে দেখেছ, আর সে তোমার সঙ্গে কথা বলে৷'
38 তিনি বললেন, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করি৷ এবং তিনি তাকে পূজা করলেন।
39 যীশু বললেন, ' আমি বিচারের জন্য এই জগতে এসেছি, যাতে যারা দেখে না তারা দেখতে পায়৷ আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়৷
40 তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন ফরীশী এই কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'আমরাও কি অন্ধ?
41 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা যদি অন্ধ হতে তবে তোমাদের কোনো পাপ থাকত না৷ কিন্তু এখন তোমরা বলছ, আমরা দেখতে পাচ্ছি৷ তাই তোমার পাপ থেকে যায়।

অধ্যায় 10

1 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যে দরজা দিয়ে ভেড়ার খোলে ঢোকে না, বরং অন্য কোন পথ দিয়ে উপরে উঠে, সে চোর ও ডাকাত৷
2 কিন্তু দরজা দিয়ে যে প্রবেশ করে সে মেষপালক৷
3 তার কাছে দারোয়ান খুলে দেয়; এবং মেষরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এবং সে তার নিজের মেষদের নাম ধরে ডাকে এবং তাদের বাইরে নিয়ে যায়৷
4 এবং যখন সে তার নিজের মেষদের বের করে, সে তাদের আগে যায়, এবং মেষরা তাকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর জানে৷
5 তারা অপরিচিত লোকের অনুসরণ করবে না, কিন্তু তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অপরিচিতদের কণ্ঠস্বর জানে না৷

6 এই দৃষ্টান্তটি যীশু তাদের বললেন, কিন্তু তিনি তাদের যা বললেন তা তারা বুঝতে পারল না৷
7 তখন যীশু আবার তাদের বললেন, ' সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, আমি মেষদের দরজা৷'
8 আমার আগে যারা এসেছে তারা সবাই চোর ও ডাকাত; কিন্তু মেষরা তাদের কথা শোনেনি।
9 আমিই দরজা; আমার দ্বারা যদি কেউ ভিতরে প্রবেশ করে তবে সে রক্ষা পাবে, এবং ভিতরে ও বাইরে যাবে এবং চারণভূমি পাবে।
10 চোর আসে না, কিন্তু চুরি করতে, হত্যা করতে ও ধ্বংস করতে আসে: আমি এসেছি যাতে তারা জীবন পায় এবং তারা তা আরও প্রচুর পরিমাণে পায়৷
11 আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য তার জীবন দেয়।
12 কিন্তু যে একজন মজুর, মেষপালক নয়, যার নিজের মেষ নয়, সে নেকড়েকে আসতে দেখে মেষগুলোকে ফেলে পালিয়ে যায়, আর নেকড়ে তাদের ধরে মেষগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে।
13 মজুর পলায়ন করে, কারণ সে একজন মজুর, এবং ভেড়ার যত্ন নেয় না৷
14 আমিই উত্তম মেষপালক, আমি আমার মেষদের চিনি এবং আমার সম্পর্কে পরিচিত৷
15 পিতা যেমন আমাকে জানেন, তেমনি আমি পিতাকেও জানি৷
16আর আমার আরও কিছু ভেড়া আছে, যেগুলো এই গোয়ালের নয়; তাদেরও আমাকে আনতে হবে, এবং তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনবে; এবং সেখানে একটি ভাঁজ এবং একটি রাখাল থাকবে৷
17 তাই আমার পিতা আমাকে ভালবাসেন, কারণ আমি আমার জীবন উৎসর্গ করি, যাতে আমি তা আবার নিতে পারি৷
18 কেউ আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, কিন্তু আমি নিজের থেকে তা রেখেছি। আমি এটা রেখে দেবার ক্ষমতা আছে, এবং আমি এটা আবার নিতে ক্ষমতা আছে. এই আদেশ আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি৷
19 এই কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতবিরোধ হল৷
20 তাদের মধ্যে অনেকেই বলল, 'তার একটা শয়তান আছে এবং সে পাগল৷' তুমি তার কথা শুনছ কেন?
21 অন্যরা বলল, 'যার শয়তান আছে তার কথা এসব নয়৷ শয়তান কি অন্ধের চোখ খুলতে পারে?
22 আর জেরুজালেমে উৎসর্গের উৎসব ছিল, আর তখন শীতকাল।
23 আর যীশু মন্দিরে শলোমনের বারান্দায় হাঁটছিলেন৷
24 তখন ইহুদীরা তাঁর চারপাশে এসে তাঁকে বলল, 'আপনি আর কতকাল আমাদের সন্দেহ করবেন? আপনি যদি খ্রীষ্ট হন, আমাদের স্পষ্টভাবে বলুন।
25 যীশু তাদের উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি৷ আমি আমার পিতার নামে যে কাজগুলি করি, সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়৷
26 কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আমি তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা আমার মেষদের অন্তর্ভুক্ত নও৷
27 আমার মেষরা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, এবং আমি তাদের জানি এবং তারা আমাকে অনুসরণ করে।
28 এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দেব; তারা কখনও ধ্বংস হবে না, কেউ আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না।
29 আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান৷ আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের কেড়ে নিতে পারবে না৷
30 আমি এবং আমার পিতা এক।
31 তখন ইহুদীরা তাঁকে পাথর মারতে আবার পাথর তুলে নিল৷
32 যীশু তাদের বললেন, ' আমার পিতার কাছ থেকে আমি তোমাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি৷ কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারবে?
33 এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, 'ভালো কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারব না৷ কিন্তু ধর্মনিন্দার জন্য; আর কারণ তুমি একজন মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর বানিয়েছ৷
34 যীশু তাঁদের বললেন, ' তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি লেখা নেই, আমি বলেছি, তোমরা দেবতা?
35 যদি তিনি তাদের দেবতা বলে ডাকেন, যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য এসেছিল, এবং শাস্ত্র ভঙ্গ করা যায় না৷
36 পিতা যাকে পবিত্র করেছেন এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার সম্বন্ধে বলুন, আপনি নিন্দা করছেন৷ কারণ আমি বলেছিলাম, আমি ঈশ্বরের পুত্র?
37 আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি তবে আমাকে বিশ্বাস করবেন না৷
38 কিন্তু আমি যদি তা করি, যদিও তোমরা আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে কাজগুলিকে বিশ্বাস কর৷ যাতে তোমরা জানতে এবং বিশ্বাস করতে পার যে পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি তাঁর মধ্যে৷
39অতএব তারা আবার তাকে ধরতে চাইল, কিন্তু সে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল৷
40 তারপর আবার জর্ডানের ওপারে চলে গেলেন যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন৷ এবং সেখানে তিনি বাস করতেন।
41 আর অনেকে তাঁর কাছে এসে বলল, যোহন কোন অলৌকিক কাজ করেননি; কিন্তু যোহন এই লোকটির বিষয়ে যা বলেছেন সবই সত্য।
42 সেখানে অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল৷

অধ্যায় 11

1 লাসার নামে একজন অসুস্থ ছিলেন।
2 (এটি সেই মরিয়ম ছিল যে প্রভুকে মলম দিয়ে অভিষিক্ত করেছিল এবং তার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছেছিল, যার ভাই লাসার অসুস্থ ছিল৷)
3 তাই তাঁর বোনেরা তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন, 'প্রভু, দেখুন, আপনি যাকে ভালবাসেন তিনি অসুস্থ৷'
4 যীশু একথা শুনে বললেন, ' এই রোগ মৃত্যু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্য, যাতে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা হয়৷
5 এখন যীশু মার্থা, তার বোন এবং লাসারকে ভালোবাসতেন৷

6 সেইজন্য যখন তিনি শুনলেন যে তিনি অসুস্থ, তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই দু'দিন থাকলেন।
7 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, চল আমরা আবার যিহূদিয়ায় যাই।
8 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, ইহুদীরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিল। এবং তুমি কি আবার সেখানে যাবে?
9 যীশু উত্তর দিলেন, দিনে বারো ঘন্টা কি নেই? যদি কেউ দিনে হাঁটে তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখে।
10 কিন্তু কেউ যদি রাতে হাঁটে তবে সে হোঁচট খায়, কারণ তার মধ্যে আলো নেই।
11 এই কথাগুলো তিনি বললেন: তারপর তিনি তাদের বললেন, ' আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি যাচ্ছি, যেন তাকে ঘুম থেকে জাগাই।
12 তখন তাঁর শিষ্যরা বললেন, প্রভু, যদি সে ঘুমিয়ে থাকে তবে সে ভাল করবে।
13যদিও যীশু তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, কিন্তু তারা ভেবেছিল যে তিনি ঘুমের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলেছেন।
14 তখন যীশু তাদের স্পষ্টভাবে বললেন, লাসার মারা গেছে।
15 এবং আমি আপনার জন্য আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, যাতে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন; তবুও আমরা তার কাছে যাই।
16 তখন থমাস, যাকে ডিডাইমাস বলা হয়, তাঁর সহশিষ্যদের বললেন, 'চল আমরাও যাই, তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'
17 তারপর যীশু এসে দেখলেন যে তিনি চার দিন আগেই কবরে পড়ে আছেন।
18 এখন বেথানিয়া জেরুজালেমের কাছাকাছি ছিল, প্রায় পনেরো ফারলাং দূরে।
19 আর অনেক ইহুদী মার্থা ও মরিয়মের কাছে তাদের ভাইয়ের বিষয়ে সান্ত্বনা দিতে এল।
20 তখন মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু আসছেন, তখন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন।
21 তারপর মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।
22 কিন্তু আমি জানি, এখন পর্যন্ত তুমি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবে, ঈশ্বর তোমাকে তা দেবেন।
23 যীশু তাকে বললেন, তোমার ভাই আবার উঠবে।
24 মার্থা তাঁকে বললেন, আমি জানি শেষ দিনে তিনি পুনরুত্থানে পুনরুত্থিত হবেন।
25 যীশু তাকে বললেন, আমিই পুনরুত্থান এবং জীবন; যে আমাকে বিশ্বাস করে, যদিও সে মৃত, তবুও সে বেঁচে থাকবে।
26 আর যে কেউ বেঁচে থাকে এবং আমাকে বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?
27 তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু: আমি বিশ্বাস করি যে আপনিই সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, যিনি জগতে আসবেন।
28 এই কথা বলে সে চলে গেল এবং তার বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বলল, 'গুরু এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন।'
29 একথা শোনা মাত্রই সে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে আসল।
30 যীশু তখনও শহরে আসেন নি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেই জায়গায় ছিলেন।
31 তখন যে ইহুদীরা তার সঙ্গে বাড়িতে ছিল এবং তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, যখন তারা মরিয়মকে দেখেছিল যে, সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেছে, তারা তার পিছনে পিছনে গেল এবং বলল, সে সেখানে কাঁদতে কবরের কাছে যাচ্ছে।
32 যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে মরিয়ম এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত না।
33 তখন যীশু যখন তাকে কাঁদতে দেখলেন, এবং তার সঙ্গে আসা ইহুদীরাও কাঁদছেন, তখন তিনি আত্মায় হাহাকার করলেন এবং চিন্তিত হলেন।
34 বললেন, ' তোমরা তাকে কোথায় রেখেছ? তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আসুন এবং দেখুন।'
35 যীশু কাঁদলেন।
36 তখন ইহুদীরা বলল, দেখ, সে তাকে কত ভালবাসত!
37 তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'এই লোকটি, যে অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছিল, সে কি পারেনি যে এই লোকটিরও মৃত্যু হওয়া উচিত নয়?'
38 সেইজন্য যীশু আবার নিজের মধ্যে হাহাকার করে কবরে আসেন। এটি একটি গুহা ছিল এবং তার উপরে একটি পাথর ছিল।
39 যীশু বললেন, তোমরা পাথরটা সরিয়ে নাও। যে মারা গিয়েছিল তার বোন মার্থা তাকে বলল, 'প্রভু, এতক্ষণে সে দুর্গন্ধ পেয়েছে, কারণ সে মারা গেছে চারদিন হল।'
40 যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?
41 তারপর মৃতকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে তারা পাথরটি সরিয়ে নিল। যীশু চোখ তুলে বললেন, ' পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমার কথা শুনেছ।'
42 এবং আমি জানতাম যে আপনি সর্বদা আমার কথা শোনেন; কিন্তু যারা পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য আমি এটা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
43 এই কথা বলার পর তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, লাসার, বেরিয়ে এস।
44 আর যে মৃত ছিল সে বেরিয়ে এল, হাত-পা কবরে বাঁধা ছিল এবং তার মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। যীশু তাদের বললেন, ' ওকে খুলে দাও এবং ছেড়ে দাও।'
45 তখন অনেক ইহুদী যারা মরিয়মের কাছে এসেছিল এবং যীশু যা করতেন তা দেখেছিল তারা যীশুর উপর বিশ্বাস করল।
46 কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গেল এবং যীশু যা করেছিলেন তা তাদের জানাল।
47 তখন প্রধান যাজক ও ফরীশীরা এক মহাসভা জড়ো করে বললেন, আমরা কি করব? কারণ এই লোকটি অনেক অলৌকিক কাজ করে।

48 যদি আমরা তাকে এইভাবে একা থাকতে দেই, তবে সমস্ত লোক তাকে বিশ্বাস করবে: এবং রোমানরা এসে আমাদের জায়গা এবং জাতি উভয়ই কেড়ে নেবে৷
49 তাদের মধ্যে একজন, যার নাম কায়াফা, সেই বছরই মহাযাজক ছিলেন, তিনি তাদের বললেন, তোমরা কিছুই জান না৷
50 বা মনে করো না যে আমাদের জন্য সমীচীন, মানুষের জন্য একজনের মৃত্যু হওয়া উচিত, এবং সমগ্র জাতি ধ্বংস না হওয়া উচিত।
51 এবং এই কথা তিনি নিজের থেকে বলেননি; কিন্তু সেই বছর মহাযাজক হয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যীশু সেই জাতির জন্য মারা যাবেন৷
52 আর শুধু সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু সে যেন ঈশ্বরের সন্তানদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে, যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল৷
53 তারপর সেই দিন থেকে তাঁরা তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রে মন্ত্রণা করলেন৷
54 তাই যীশু ইহুদীদের মধ্যে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা করেননি৷ কিন্তু সেখান থেকে মরুভূমির নিকটবর্তী একটি দেশে, ইফ্রয়িম নামক একটি শহরে গেলেন এবং সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে চলতে থাকলেন৷
55 আর ইহুদীদের নিস্তারপর্ব নিকটবর্তী ছিল, এবং অনেকে নিজেদের শুচি করার জন্য নিস্তারপর্বের আগে দেশ থেকে বেরিয়ে জেরুজালেমে গিয়েছিল৷
56 তখন তাঁরা যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন এবং মন্দিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন, 'তোমরা কি মনে কর যে তিনি ভোজে আসবেন না?
57 এখন প্রধান যাজকরা এবং ফরীশীরা উভয়েই একটি আদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ জানে যে সে কোথায় আছে, তবে তাকে দেখাবে যাতে তারা তাকে নিয়ে যেতে পারে৷

অধ্যায় 12

1 তারপর নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে এলেন, যেখানে লাসার ছিলেন যিনি মৃত ছিলেন, যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন৷
2 সেখানে তারা তাঁর জন্য একটি নৈশভোজ করল৷ এবং মার্থা পরিবেশন করলেন: কিন্তু লাসার তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসেছিলেন৷
3 তারপর মরিয়ম এক আধা কেজি দামি মলম নিয়ে যীশুর পায়ে অভিষেক করলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছলেন, আর সেই আতরের গন্ধে ঘর ভরে গেল৷
4তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন বললেন, শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকরিওত, যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে৷
5 কেন এই মলম তিনশো টাকায় বিক্রি করে গরীবদের দেওয়া হল না?
6 তিনি এই কথা বলেছেন, তিনি দরিদ্রদের জন্য চিন্তা করেন না; কিন্তু কারণ সে একজন চোর ছিল এবং তার ব্যাগ ছিল এবং তাতে যা রাখা হয়েছিল তা খালি ছিল৷
7 তখন যীশু বললেন, ওকে একা থাকতে দাও, আমার কবর দেওয়ার দিন সে এটা রেখেছে।
8 কারণ গরীবরা সব সময় তোমার সাথে থাকে; কিন্তু আমি সবসময় না.
9 তাই ইহুদীদের অনেক লোক জানল যে তিনি সেখানে ছিলেন৷ তারা কেবল যীশুর জন্যই আসেনি, কিন্তু লাসারকেও দেখতে এসেছিল, যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন৷
10 কিন্তু প্রধান যাজকরা লাসারকেও মেরে ফেলার জন্য পরামর্শ করলেন৷
11 কারণ তাঁর কারণে ইহুদীদের মধ্যে অনেক লোক চলে গেল এবং যীশুতে বিশ্বাস করল৷
12 পরের দিন অনেক লোক যারা ভোজে এসেছিল, যখন তারা শুনল যে যীশু জেরুজালেমে আসছেন,
13 খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এগিয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন, হোসান্না: ধন্য ইস্রায়েলের রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন৷
14 আর যীশু একটি গাধার বাচ্চা পেয়ে তাতে বসলেন৷ যেমন লেখা আছে,
15 হে সায়ন কন্যা, ভয় পেও না, দেখ, তোমার রাজা আসছেন, গাধার বাচ্চার ওপর বসে আছেন৷
16 এই বিষয়গুলি তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেনি৷ কিন্তু যীশুকে মহিমান্বিত করার পরে তাদের মনে পড়ল যে এই সব কথা তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিল এবং তারা তাঁর প্রতি এই কাজ করেছিল৷
17 তাই যখন তিনি লাসারকে তাঁর কবর থেকে ডেকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে লোকেরা ছিল, তাদের কথাই ছিল৷
18 এই কারণে লোকেরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করল, কারণ তারা শুনেছিল যে তিনি এই অলৌকিক কাজ করেছেন৷
19 তখন ফরীশীরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'তোমরা বুঝতে পারছ কি করে তোমরা কিছুই করতে পারছ না? দেখ, জগৎ তার পিছনে চলে গেছে।
20 আর তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল যারা ভোজে উপাসনা করতে এসেছিল৷
21 সেইজন্য সেই ব্যক্তি ফিলিপের কাছে, যিনি গালীলের বৈৎসৈদায় ছিলেন, তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে পাব৷
22 ফিলিপ এসে আন্দ্রিয়কে বললেন, আর আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আবার যীশুকে বললেন৷
23 যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, সময় এসেছে, মানবপুত্রকে মহিমান্বিত করা হবে৷
24 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, গমের একটি শস্য মাটিতে পড়ে মরে না গেলে তা একাই থাকে, কিন্তু মরে গেলে অনেক ফল দেয়৷
25 যে তার জীবনকে ভালবাসে সে তা হারাবে; আর যে এই পৃথিবীতে তার জীবনকে ঘৃণা করে সে তা অনন্ত জীবনের জন্য রাখবে৷
26 যদি কেউ আমার সেবা করে, তবে সে আমাকে অনুসরণ করুক; আর আমি যেখানে আছি, সেখানে আমার দাসও থাকবে৷ যদি কেউ আমার সেবা করে, আমার পিতা তাকে সম্মান করবেন৷
27 এখন আমার মন উদ্বিগ্ন; এবং আমি কি বলব? পিতা, এই সময় থেকে আমাকে রক্ষা করুন, কিন্তু এই কারণেই আমি এই সময়ে এসেছি৷

28 পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ থেকে একটি রব এল, 'আমি একে মহিমান্বিত করেছি এবং আবারও মহিমান্বিত করবা'
29 সেইজন্য যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং শুনেছিল তারা বলল যে এটি বজ্রপাত হয়েছে৷ অন্যরা বলল, একজন স্বর্গদূত তার সাথে কথা বলেছেন৷
30 যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, এই আওয়াজ আমার জন্য নয়, তোমার জন্য এসেছে৷
31 এখন এই জগতের বিচার; এখন এই জগতের রাজপুত্রকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে৷
32 আর আমি, যদি আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে তোলা হয়, তবে সমস্ত মানুষকে আমার কাছে টানব।
33তিনি এই কথা বললেন, ইঙ্গিত দিয়ে তিনি কী মৃত্যুতে মরবেন৷
34 লোকেরা তাঁকে উত্তর দিল, 'আমরা বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন৷ আর আপনি কি করে বলছেন, মানবপুত্রকে উপরে উঠতে হবে? এই মানবপুত্র কে?
35 তখন যীশু তাদের বললেন, ' আর কিছুক্ষণ আলো তোমাদের সঙ্গে আছে৷' যতক্ষণ তোমার আলো আছে ততক্ষণ হাঁট, পাছে অন্ধকার তোমার উপর না আসে, কারণ যে অন্ধকারে চলে সে জানে না সে কোথায় যাবে৷
36 তোমাদের কাছে আলো থাকাকালীন আলোতে বিশ্বাস কর, যাতে তোমরা আলোর সন্তান হতে পার৷ এই সব কথা যীশু বললেন, আর চলে গেলেন এবং তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করলেন৷
37 কিন্তু যদিও তিনি তাদের সামনে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তবুও তারা তাঁকে বিশ্বাস করেনি৷
38 য়েন ভাববাদী যিশাইয়ের কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন, 'প্রভু, কে আমাদের সংবাদে বিশ্বাস করেছে? এবং প্রভুর বাহু কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
39 তাই তারা বিশ্বাস করতে পারল না, কারণ যিশাইয় আবার বললেন,
40 তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয় শক্ত করেছেন; যাতে তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না পারে, তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে না পারে এবং ধর্মান্তরিত হয়, এবং আমি তাদের সুস্থ করব।
41 ইশাইয় যখন তাঁর মহিমা দেখেছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতেন তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন৷
42 তথাপি প্রধান শাসকদের মধ্যেও অনেকে তাঁকে বিশ্বাস করেছিল৷ কিন্তু ফরীশীদের কারণে তারা তাকে স্বীকার করে নি, পাছে তাদের সমাজগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হবে৷
43 কারণ তারা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে মানুষের প্রশংসা বেশি পছন্দ করত৷
44 যীশু চিৎকার করে বললেন, ' যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই বিশ্বাস করে৷'
45 আর যিনি আমাকে দেখেন তিনি তাঁকেই দেখেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
46 আমি জগতে আলো হয়ে এসেছি, যাতে যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে সে যেন অন্ধকারে না থাকে৷
47 আর কেউ যদি আমার কথা শুনে বিশ্বাস না করে, আমি তার বিচার করব না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, কিন্তু জগতকে রক্ষা করতে এসেছি৷
48 যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার বিচারকারী একজন আছে: আমি যে কথা বলেছি, শেষ দিনে সেই লোকই তার বিচার করবে৷
49 কারণ আমি আমার নিজের কথা বলিনি৷ কিন্তু পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি কী বলব এবং কী বলব৷
50 এবং আমি জানি যে তাঁর আদেশ অনন্ত জীবন; তাই আমি যা বলি, পিতা যেমন আমাকে বলেছেন, আমি তাই বলি৷

অধ্যায় 13

1 এখন নিস্তারপর্বের উৎসবের আগে, যীশু যখন জানতেন যে তাঁর এই জগৎ থেকে পিতার কাছে চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে, এই জগতে যাঁরা ছিল তাদেরই ভালোবাসতেন, শেষ অবধি তিনি তাদের ভালোবাসলেন৷
2 আর নৈশভোজ শেষ হচ্ছে, শয়তান এখন শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকারিয়োটের হৃদয়ে ঢুকিয়েছে, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য৷
3 যীশু জানতেন যে পিতা তাঁর হাতে সমস্ত কিছু দিয়েছেন এবং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে গিয়েছিলেন৷
4তিনি নৈশভোজ থেকে উঠে তার জামাকাপড় সরিয়ে রাখলেন; এবং একটি গামছা নিল, এবং নিজেকে কোমরে বাঁধা.
5 তারপর তিনি একটি বেসন দিয়ে জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুতে শুরু করলেন এবং গামছা দিয়ে কোমরে মুছতে লাগলেন৷
6 তারপর তিনি শিমোন পিতরের কাছে গেলেন৷ পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুবেন?
7 এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, ' আমি কি করি তুমি এখন জানো না৷ কিন্তু আপনি পরে জানতে পারবেন.
8 পিতর তাঁকে বললেন, 'তুমি কখনও আমার পা ধুবে না৷ যীশু তাকে উত্তর দিলেন, আমি যদি তোমাকে না ধুই, তবে আমার সাথে তোমার কোন অংশ নেই৷
9 শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, শুধু আমার পা নয়, আমার হাত ও মাথাও৷
10 যীশু তাঁকে বললেন, ' যাকে ধোয়া হয়েছে তার পা ধোয়া ছাড়া দরকার নেই, কিন্তু তার সব কিছু পরিষ্কার৷
11 কারণ তিনি জানতেন কে তাকে ধরিয়ে দেবে; তাই তিনি বললেন, তোমরা সবাই শুচি নও৷
12 তখন তিনি তাদের পা ধোয়ার পর, এবং তাঁর জামাকাপড় নিয়ে আবার বসার পর, তিনি তাদের বললেন, ' তোমরা জান, আমি তোমাদের কি করেছি?
13 তোমরা আমাকে গুরু এবং প্রভু বলে ডাকো, আর তোমরা ভালো বল; আমি তাই.
14 যদি আমি, তোমার প্রভু ও প্রভু, তোমার পা ধুইতাম; তোমাদেরও একে অপরের পা ধোয়া উচিত৷
15 আমি তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছি, আমি তোমাদের প্রতি যা করেছি তোমরাও তাই কর৷

16 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়। যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তার চেয়ে বড় নয়।
17 যদি তোমরা এই বিষয়গুলি জান, যদি তোমরা তা কর তবে তোমরা ধন্য।
18 আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না: আমি কাকে বেছে নিয়েছি তা আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, 'যে আমার সঙ্গে রুটি খায়, সে আমার বিরুদ্ধে গোড়ালি তুলেছে।'
19 এখন আমি তা আসার আগেই তোমাদের বলছি, য়েন ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে আমিই তিনি।
20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি যাকে পাঠাই, সে আমাকে গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকেই গ্রহণ করে।
21 যীশু এই কথা বলার পর আত্মায় উদ্বিগ্ন হলেন এবং সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, ' সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে।'
22 তখন শিষ্যরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন, সন্দেহ করলেন তিনি কার বিষয়ে কথা বলছেন।
23 যীশুর বুকে হেলান দিয়েছিলেন তাঁর একজন শিষ্য, যাকে যীশু ভালোবাসতেন।
24 তাই শিমোন পিতর তাঁকে ইশারা করে বললেন, তিনি কার বিষয়ে কথা বলছেন তা তিনি জিজ্ঞাসা করুন।
25 তখন তিনি যীশুর বুকের উপর শুয়ে তাঁকে বললেন, প্রভু, কে?
26 যীশু উত্তর দিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে আমি চুবিয়ে দেব। পরে তিনি শিম চুবিয়ে শিমোনের পুত্র যিহূদা ইসকারিয়োতকে দিলেন।
27 আর খাবারের পর শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করল। তখন যীশু তাকে বললেন, ' তুমি যা কর, তাড়াতাড়ি করো।'
28 এখন খাবারের টেবিলে থাকা কোন লোকই জানত না কি উদ্দেশ্যে সে তাকে এই কথা বলেছিল।
29 কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল, যিহূদার কাছে থলি আছে বলে যীশু তাকে বলেছিলেন, উৎসবের জন্য আমাদের যা দরকার তা কিনে নাও। অথবা, সে দরিদ্রদের কিছু দিতে হবে।
30 তখন তিনি রস গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে গেলেন, তখন রাত হয়ে গেল।
31 সেইজন্য যখন তিনি বাইরে চলে গেলেন, তখন যীশু বললেন, এখন মানবপুত্র মহিমান্বিত হয়েছেন এবং ঈশ্বর তাঁর দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছেন।
32 ঈশ্বর যদি তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হন, তবে ঈশ্বরও তাঁকে নিজের মধ্যে মহিমান্বিত করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মহিমান্বিত করবেন।
33 ছোট বাচ্চারা, আর কিছুক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজবে। আমি যেমন ইহুদীদের বলেছিলাম, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না। তাই এখন আমি তোমাকে বলছি।
34 আমি তোমাদের একটি নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা একে অপরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও একে অপরকে ভালবাস।
35 এর দ্বারা সকলেই জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা একে অপরের প্রতি প্রেম কর।
36 শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যীশু তাকে বললেন, ' আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমি এখন আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু তুমি পরে আমাকে অনুসরণ করবে।
37 পিতর তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমি এখন কেন আপনাকে অনুসরণ করতে পারি না? তোমার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।
38 যীশু তাকে বললেন, ' তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে? আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোরগ ডাকবে না।

অধ্যায় 14

1 তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাকেও বিশ্বাস কর।
2 আমার পিতার বাড়িতে অনেক প্রাসাদ আছে, যদি তা না হতো, তবে আমি তোমাদের বলতাম। আমি আপনার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি.
3 এবং যদি আমি যাই এবং তোমার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করি, আমি আবার আসব এবং তোমাকে আমার কাছে গ্রহণ করব; আমি যেখানে আছি, তোমরাও সেখানে থাকতে পার।
4 আর আমি কোথায় যাই তোমরা জান, আর পথও জান।
5 থমাস তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না। এবং আমরা কিভাবে উপায় জানতে পারি?
6 যীশু তাঁকে বললেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার দ্বারা ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসে না।
7 তোমরা যদি আমাকে চিনতে, তবে আমার পিতাকেও চিনতে পারতে, আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে চিনতে এবং তাঁকে দেখেছ।
8 ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের পিতাকে দেখান, তাতেই যথেষ্ট।
9 যীশু তাঁকে বললেন, ' ফিলিপ, আমি কি এতদিন তোমার সঙ্গে ছিলাম, তবুও তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে। তখন তুমি কি করে বলছ, আমাদের পিতাকে দেখাও?
10 তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলি তা আমি আমার নিজের থেকে বলি না। কিন্তু পিতা যিনি আমার মধ্যে বাস করেন, তিনিই কাজ করেন।
11 আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন: নইলে কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস করুন।
12 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমাকে বিশ্বাস করে, আমি যে কাজগুলি করি সেও সে করবে। এবং এর থেকেও বড় কাজ সে করবে। কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি।
13 আর তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তাই করব, যাতে পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
14 তোমরা যদি আমার নামে কিছু চাও, আমি তা করব।
15 তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার আদেশ পালন কর।

16 এবং আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, এবং তিনি
তোমাদের অন্য একজন সান্ত্বনাদাতা দেবেন, যাতে তিনি
চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন৷
17 এমনকি সত্যের আত্মা; যাকে জগৎ গ্রহণ করতে পারে
না, কারণ সে তাকে দেখে না, চেনেও না৷ কিন্তু তোমরা
তাঁকে জানো৷ কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে বাস করেন এবং
তোমাদের মধ্যেই থাকবেন৷
18 আমি তোমাকে অস্বস্তিতে রাখব না: আমি তোমার কাছে
আসব।
19 অল্প সময়ের পরে, জগত আমাকে আর দেখতে পাবে
না; কিন্তু তোমরা আমাকে দেখছ, কারণ আমি বেঁচে আছি,
তোমরাও বাঁচবে৷
20 সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি আমার পিতার মধ্যে
আছি, আর তোমরা আমার মধ্যে আর আমি তোমাদের
মধ্যে৷
21 যার আমার আজ্ঞা আছে এবং সেগুলি পালন করে, সে
আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে সে আমার
পিতার প্রিয় হবে এবং আমি তাকে ভালবাসব এবং তার
কাছে নিজেকে প্রকাশ করব৷
22 যিহূদা তাঁকে বলল, ইস্কারিয়ট নয়, প্রভু, আপনি কীভাবে
নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, জগতের কাছে
নয়?
23 যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ' যদি কেউ আমাকে
ভালবাসে তবে সে আমার কথা পালন করবে৷ আমার পিতা
তাকে ভালোবাসবেন, আর আমরা তার কাছে আসব এবং
তার সঙ্গে আমাদের বাসস্থান করব৷'
24 যে আমাকে ভালবাসে না সে আমার কথা পালন করে
না৷ আর তোমরা যা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু পিতার,
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
25 আমি তোমাদের কাছে এই সব কথা বলেছি৷
26 কিন্তু সান্ত্বনাদাতা, যিনি পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা
আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব কিছু শেখাবেন
এবং আমি তোমাদের যা বলেছি তা সব কিছু তোমাদের
স্মরণ করিয়ে দেবেন৷
27 আমি তোমাদের সাথে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমার শান্তি
আমি তোমাদের দিচ্ছি: জগৎ যেভাবে দেয়, আমি
তোমাদেরকে দিই৷ তোমার মন যেন বিচলিত না হয়, ভয় না
পায়।
28 তোমরা শুনেছ যে আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি
চলে যাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে আবার আসছি৷ তোমরা
যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে আনন্দ করতে, কারণ আমি
বলেছিলাম, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ আমার পিতা
আমার চেয়ে মহান৷
29 আর এখন আমি তা ঘটার আগেই তোমাদের বলেছি,
যেন তা ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পার৷
30 এরপর থেকে আমি আপনার সাথে বেশি কথা বলব না,
কারণ এই জগতের রাজপুত্র আসছেন, আমার মধ্যে তার
কিছুই নেই৷
31 কিন্তু জগৎ যেন জানতে পারে যে আমি পিতাকে
ভালবাসি৷ পিতা আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছেন, আমিও
তাই করি৷ ওঠ, চল এখান থেকে।

অধ্যায় 15

1 আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, আর আমার পিতা চাষী৷
2 আমার মধ্যে যে শাখায় ফল হয় না, তিনি তা ছিঁড়ে
ফেলেন, আর যে শাখায় ফল ধরে, তিনি তা শুদ্ধ করেন,
যাতে আরও ফল হয়।
3 এখন আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলেছি তাতে
তোমরা শুচি৷
4 তোমরা আমার মধ্যে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে৷
দ্রাক্ষালতার মধ্যে না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল
দিতে পারে না; তোমরা আমার মধ্যে না থাকলে আর কেউ
পারবে না৷
5 আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা-প্রশাখা; যে আমার মধ্যে
থাকে এবং আমি তাঁর মধ্যে থাকি, সে অনেক ফল দেয়;
কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না৷
6 যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে, তবে সে ডালের মতো
নিক্ষিপ্ত হয় এবং শুকিয়ে যায়; এবং লোকেরা তাদের জড়ো
করে আগুনে ফেলে দেয় এবং তারা পুড়ে যায়।
7 যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক এবং আমার বাক্য
তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমরা যা ইচ্ছা চাও, এবং তা
তোমাদের প্রতি করা হবে৷
8 এখানেই আমার পিতা মহিমান্বিত, যে তোমরা প্রচুর ফল
পাও৷ তাই তোমরা আমার শিষ্য হবে৷
9 পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও
তোমাদিগকে ভালবাসি;
10 তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর, তবে তোমরা
আমার প্রেমে থাকবে; আমি যেমন আমার পিতার আদেশ
পালন করেছি এবং তাঁর ভালবাসায় রয়েছি৷
11 এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি, যাতে আমার
আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ
হয়৷
12 এই হল আমার আদেশ, আমি যেমন তোমাদের
ভালবাসি, তোমরাও একে অপরকে ভালবাস৷
13 একজন মানুষ তার বন্ধুদের জন্য তার জীবন বিলিয়ে
দেয়, এর চেয়ে বড় ভালবাসা আর কারো নেই৷
14 তোমরা আমার বন্ধু, যদি আমি তোমাদের যা আদেশ
করি তোমরা তাই কর৷
15 এখন থেকে আমি তোমাদের দাস বলি না; কারণ ভৃত্য
জানে না তার প্রভু কি করেন৷ কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু
বলেছি৷ কারণ আমি আমার পিতার কাছে যা শুনেছি তা
আমি তোমাদের জানিয়েছি৷
16 তোমরা আমাকে বাছাই কর নি, কিন্তু আমি তোমাদের
মনোনীত করেছি, এবং তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি যে,
তোমরা গিয়ে ফল আনবে এবং তোমাদের ফল রয়ে যাবে,
যাতে তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাও, তিনি
তা তোমাদের দিতে পারেন৷ .
17 আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি, তোমরা একে
অপরকে ভালবাস৷
18 জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে তোমরা জান যে
তোমাদের ঘৃণা করার আগে সে আমাকে ঘৃণা করেছে৷
19 তোমরা যদি জগতের হতে, তবে জগৎ তার
আপনজনকে ভালবাসত৷ কিন্তু তোমরা যেহেতু জগতের

নও, কিন্তু আমি তোমাদের এই জগতের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি, তাই জগত তোমাদের ঘৃণা করে৷
20 আমি তোমাদের যে কথা বলেছিলাম তা মনে রেখো, দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়৷ যদি তারা আমাকে অত্যাচার করে থাকে তবে তারা তোমাকেও তাড়না করবে; যদি তারা আমার কথা পালন করে থাকে তবে তারা আপনার কথাও রাখবে।
21 কিন্তু আমার নামের জন্য তারা তোমাদের প্রতি এই সব করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা চিনে না৷
22 আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সাথে কথা না বলতাম, তবে তাদের পাপ হত না, কিন্তু এখন তাদের পাপের জন্য তাদের কোন ক্লোক নেই৷
23 যে আমাকে ঘৃণা করে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে৷
24 আমি যদি তাদের মধ্যে সেই কাজ না করতাম যা অন্য কেউ করেনি, তবে তাদের পাপ হত না, কিন্তু এখন তারা দুজনেই আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে৷
25 কিন্তু এটা ঘটল, যাতে তাদের বিধি-ব্যবস্থায় লেখা কথা পূর্ণ হয়, 'তারা আমাকে বিনা কারণে ঘৃণা করেছিল৷'
26 কিন্তু যখন সান্ত্বনাদাতা আসবেন, যাকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব, এমনকি সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন:
27 আর তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা শুরু থেকেই আমার সঙ্গে আছ৷

অধ্যায় 16

1 আমি তোমাদের এই সব কথা বলেছি, যাতে তোমরা অসন্তুষ্ট না হও৷
2 তারা তোমাকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেবে: হ্যাঁ, সময় আসছে, যে তোমাকে হত্যা করবে সে ভাববে যে সে ঈশ্বরের সেবা করছে৷
3 আর তারা তোমাদের প্রতি এইসব করবে, কারণ তারা পিতাকে জানে না, আমাকেও জানে না৷
4কিন্তু এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি, য়েন সময় আসবে, তোমরা মনে করতে পারো যে আমি তোমাদেরকে সেগুলি বলেছিলাম৷ আর এই সব কথা আমি শুরুতে তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম৷
5 কিন্তু এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, তুমি কোথায় যাচ্ছ?
6 কিন্তু আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি বলে তোমাদের হৃদয় দুঃখে ভরে গেছে৷
7 তবুও আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমি চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য সমীচীন৷ কিন্তু আমি যদি চলে যাই তবে আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠাব৷
8 এবং যখন তিনি আসবেন, তিনি পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচারের জগতকে তিরস্কার করবেন:
9 পাপের বিষয়ে, কারণ তারা আমাকে বিশ্বাস করে না;
10 ধার্মিকতা, কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না৷
11 বিচারের কথা, কারণ এই জগতের রাজপুত্রের বিচার হয়৷
12 তোমাদের কাছে আমার এখনও অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন সহ্য করতে পারছ না৷
13 কিন্তু যখন তিনি, সত্যের আত্মা, আসবেন, তখন তিনি আপনাকে সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন, কারণ তিনি নিজের কথা বলতে পারবেন না৷ কিন্তু তিনি যা শুনবেন, তাই বলবেন৷
14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ তিনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের কাছে তা দেখাবেন৷
15 পিতার যা কিছু আছে সবই আমার৷ তাই আমি বলেছি, তিনি আমার থেকে নেবেন এবং তোমাদেরকে দেখাবেন৷
16 কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার, কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি৷
17 তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বললেন, 'এটা কী যে তিনি আমাদের বললেন, 'কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে৷' বাবা?
18 তাই তারা বলল, 'এটা কি যে তিনি বলছেন, একটুক্ষণ? তিনি কি বলেছেন আমরা বলতে পারি না।
19এখন যীশু বুঝতে পারলেন যে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী, এবং তাদের বললেন, তোমরা কি নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করছ যে আমি বলেছিলাম, একটু পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না৷ আবার কিছুক্ষণ পরে, এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাবে৷ ?
20 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে: আর তোমরা দুঃখ পাবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে৷
21 একজন মহিলা যখন প্রসব বেদনায় থাকে তখন তার দুঃখ হয়, কারণ তার সময় এসে গেছে: কিন্তু যখনই সে সন্তান প্রসব করবে, তখন সে দুঃখের কথা আর স্মরণ করে না, এই আনন্দের জন্য যে একজন পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে৷
22 আর তাই এখন তোমাদের দুঃখ আছে: কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখতে পাব, এবং তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, এবং কেউ তোমাদের থেকে তোমাদের আনন্দ কেড়ে নেবে না৷
23 সেই দিন তোমরা আমার কাছে কিছুই চাইবে না৷ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবেন তিনি তা দেবেন৷
24 এখন পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাও নি; চাও, তাহলে তোমরা পাবে, যাতে তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়৷
25 এই সব কথা আমি তোমাদের কাছে প্রবাদের মাধ্যমে বলেছি৷ কিন্তু সময় আসছে, যখন আমি তোমাদের সাথে প্রবাদে আর কথা বলব না, কিন্তু পিতার বিষয়ে স্পষ্টভাবে তোমাদের দেখাব৷
26 সেই দিন তোমরা আমার নামে চাইবে, এবং আমি তোমাদের বলছি না যে, আমি তোমাদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করব৷

27 কারণ পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা আমাকে ভালবেসেছ এবং বিশ্বাস করেছ যে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি৷
28 আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতে এসেছি৷ আবার, আমি জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাচ্ছি৷
29 তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোনো প্রবাদ বলছেন না৷
30 এখন আমরা নিশ্চিত যে আপনি সব কিছু জানেন, এবং কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই: এর দ্বারা আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন৷
31 যীশু তাদের উত্তরে বললেন, তোমরা কি এখন বিশ্বাস করছ?
32 দেখ, সময় আসছে, হ্যাঁ, এখনই এসেছে, যখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে, প্রত্যেকে নিজের নিজের কাছে চলে যাবে, এবং আমাকে একা ছেড়ে যাবে, তবুও আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন৷
33 আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি, যাতে তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও৷ দুনিয়াতে তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু ভালো থাকো; আমি পৃথিবীকে জয় করেছি।

অধ্যায় 17

1 এই কথাগুলো যীশু বললেন, আর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, সময় এসেছে; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্রও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারে৷
2 তুমি যেমন তাকে সমস্ত মানুষের উপরে ক্ষমতা দিয়েছ, তুমি যতজনকে দিয়েছ তাকে সে যেন অনন্ত জীবন দেয়।
3 আর এটাই অনন্ত জীবন, যাতে তারা তোমাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে চিনতে পারে, যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ৷
4 আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি; তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ তা আমি শেষ করেছি।
5 আর এখন, হে পিতা, জগৎ সৃষ্টির আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তা দিয়ে তোমার নিজের সহিত আমাকে মহিমান্বিত কর৷
6 তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে যাদের দিয়েছ তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি; তারা তোমার ছিল এবং তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ; তারা তোমার কথা পালন করেছে।
7 এখন তারা জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ সবই তোমার।
8 কারণ তুমি আমাকে যে কথা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি; এবং তারা তাদের গ্রহণ করেছে, এবং নিশ্চিতভাবে জানে যে আমি আপনার কাছ থেকে এসেছি, এবং তারা বিশ্বাস করেছে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন৷
9 আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি: আমি জগতের জন্য নয়, কিন্তু তাদের জন্য যা আপনি আমাকে দিয়েছেন; কারণ তারা তোমার।
10 এবং আমার সব তোমার, এবং তোমার আমার; এবং আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত.
11 এবং এখন আমি আর এই জগতে নেই, কিন্তু তারা এই জগতে আছে, এবং আমি আপনার কাছে আসছি৷ পবিত্র পিতা, আপনার নিজের নামের মাধ্যমে তাদের রক্ষা করুন যাদের আপনি আমাকে দিয়েছেন, যেন তারা এক হতে পারে, যেমন আমরা আছি।
12 আমি যখন পৃথিবীতে তাদের সাথে ছিলাম, আমি তাদের তোমার নামে রক্ষা করেছি: তুমি আমাকে যা দিয়েছ আমি তাদের রক্ষা করেছি, এবং তাদের কেউই হারিয়ে যায়নি, কিন্তু ধ্বংসের পুত্র; যাতে শাস্ত্র পূর্ণ হয়।
13 আর এখন আমি তোমার কাছে আসি; আর আমি এইসব কথা বলি দুনিয়াতে, যেন তারা আমার আনন্দ নিজেদের মধ্যে পূর্ণ করে।
14 আমি তাদের তোমার কথা দিয়েছি; আর জগত তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারাও জগতের নয়, যেমন আমি জগতের নই৷
15 আমি প্রার্থনা করি না যে আপনি তাদের দুনিয়া থেকে নিয়ে যান, কিন্তু আপনি তাদের মন্দ থেকে রক্ষা করুন।
16 আমি যেমন জগতের নই, তারাও জগতের নয়৷
17 তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্য সত্য।
18 তুমি যেমন আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছি।
19 এবং তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করি, যাতে তারাও সত্যের মাধ্যমে পবিত্র হয়৷
20 আমি একা তাদের জন্য প্রার্থনা করি না, তবে তাদের জন্যও যারা তাদের কথার মাধ্যমে আমাকে বিশ্বাস করবে৷
21 যাতে তারা সবাই এক হয়; হে পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যে আছ আর আমি তোমার মধ্যে, যাতে তারাও আমাদের মধ্যে এক হয়, যাতে জগত বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ৷
22 আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি; যাতে তারা এক হতে পারে, যেমন আমরা এক:
23 আমি তাদের মধ্যে এবং আপনি আমার মধ্যে, যাতে তারা এক হয়ে পরিপূর্ণ হয়; এবং পৃথিবী জানতে পারে যে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এবং আপনি আমাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছেন৷
24 পিতা, আমি চাই যে, আমি যেখানে আছি তারাও আমার সঙ্গে থাকুক, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ; যেন তারা আমার মহিমা দেখতে পারে, যা তুমি আমাকে দিয়েছ৷
25 হে ধার্মিক পিতা, জগৎ তোমাকে চিনে নি; কিন্তু আমি তোমাকে জানি, আর তারা জানে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
26 এবং আমি তাদের কাছে তোমার নাম ঘোষণা করেছি এবং ঘোষণা করব: তুমি আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছ তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি৷

অধ্যায় 18

1 যীশু এই কথাগুলি বলার পর, তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেড্রোন নদীর ধারে চলে গেলেন, যেখানে একটি বাগান ছিল, যেখানে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা৷

2 আর যিহূদাও, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে জায়গাটা জানত, কারণ যীশু প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে যেতেন।
3 তখন যিহূদা প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছ থেকে একদল লোক ও কর্মচারী পেয়ে লণ্ঠন, মশাল ও অস্ত্র নিয়ে সেখানে এল।
4 যীশু তখন তাঁর ওপর যা ঘটবে তা সবই জানতেন।
5 তারা তাকে উত্তর দিল, নাসরতের যীশু। যীশু তাদের বললেন, আমিই সে। আর যিহূদাও, যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাদের সাথে দাঁড়িয়েছিল।
6যখন তিনি তাদের বললেন, আমিই তিনি, তারা পিছন ফিরে মাটিতে পড়ে গেল।
7 তারপর তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কাকে খুঁজছ? তারা বলল, নাসরতের যীশু।
8 যীশু উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের বলেছি যে আমিই তিনি। তাই যদি তোমরা আমাকে খুঁজো, তবে তাদের যেতে দাও।
9 য়ে কথা তিনি বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়, ' তুমি আমাকে যা দিয়েছ, আমি তাদের কাউকে হারাইনি।'
10 তখন শিমোন পিতরের কাছে তরবারি ছিল, তিনি তা টেনে নিয়ে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। ভৃত্যের নাম ছিল মালচুস।
11 তখন যীশু পিতরকে বললেন, ' তোমার তলোয়ার খাপের মধ্যে রাখ, আমার পিতা আমাকে যে পেয়ালা দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?
12তখন ইহুদীদের দল ও সেনাপতি ও কর্মচারীরা যীশুকে ধরে বেঁধে রাখল।
13 এবং প্রথমে তাকে আনাসের কাছে নিয়ে গেলেন; কারণ তিনি কায়াফার শ্বশুর ছিলেন, যিনি একই বছর মহাযাজক ছিলেন।
14 এখন কায়াফা হলেন তিনি, যিনি ইহুদীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মানুষের জন্য একজনের মৃত্যু হওয়াই সমীচীন।
15 আর শিমোন পিতর যীশুর পিছনে পিছনে গেলেন, আর একজন শিষ্যও করলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন এবং যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।
16 কিন্তু পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন সেই অন্য শিষ্যটি বাইরে গিয়ে মহাযাজকের পরিচিত ছিল এবং দরজার পাহারাদারকে কথা বলে পিতরকে ভিতরে নিয়ে এল।
17 তখন যে মেয়েটি দরজার পাহারা দিচ্ছিল সে পিতরকে বলল, 'তুমিও কি এই লোকটির শিষ্যদের একজন নও? তিনি বলেন, আমি নই।
18 আর চাকর ও কর্মচারীরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যারা কয়লার আগুন তৈরি করেছিল। কারণ তখন ঠাণ্ডা ছিল: এবং তারা নিজেদের গরম করে নিল। আর পিতর তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নিজেকে গরম করলেন।
19 তখন মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।
20 যীশু তাকে উত্তর দিলেন, আমি জগতের কাছে প্রকাশ্যে কথা বলেছি। আমি কখনও সিনাগগে এবং মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে ইহুদিরা সর্বদা অবলম্বন করে; আমি গোপনে কিছু বলিনি।
21 তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? যারা আমার কথা শুনেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদের কি বলেছি। দেখ, তারা জানে আমি কি বলেছি।
22 যখন তিনি এই কথা বললেন, তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কর্মচারী যীশুর হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে বলল, 'তুমি কি মহাযাজককে এমন জবাব দিচ্ছ?'
23 যীশু তাঁকে বললেন, ' আমি যদি মন্দ বলে থাকি তবে মন্দের সাক্ষ্য দাও।
24 তখন আন্না তাকে বেঁধে মহাযাজক কায়াফার কাছে পাঠিয়েছিলেন।
25 শিমোন পিতর দাঁড়িয়ে নিজেকে গরম করলেন। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমিও কি তাঁর শিষ্যদের একজন নও? তিনি তা অস্বীকার করে বললেন, আমি নই।
26 মহাযাজকের চাকরদের মধ্যে একজন, পিতর যাঁর কান কেটে ফেলেছিলেন, তাঁর আত্মীয়, তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে তার সঙ্গে বাগানে দেখিনি?
27 তখন পিতর আবার অস্বীকার করলেন: আর সঙ্গে সঙ্গে মোরগ দল বেঁধে উঠল।
28 তারপর তারা যীশুকে কায়াফার কাছ থেকে বিচারসভার দিকে নিয়ে গেল। এবং তারা নিজেরা বিচারকক্ষে যায় নি, পাছে তারা অপবিত্র হয়; কিন্তু তারা নিস্তারপর্ব খেতে পারে।
29 তখন পীলাত তাদের কাছে বাইরে গিয়ে বললেন, এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমরা কি অভিযোগ আনছ?
30 তারা তাকে উত্তর দিয়ে বলল, 'যদি সে অপরাধী না হতো, তাহলে আমরা তাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম না।'
31 তখন পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের আইন অনুসারে তার বিচার করো।' তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, 'আমাদের পক্ষে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়।
32 যেন যীশুর সেই কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন, তিনি কী মৃত্যুতে মরতে হবে তা নির্দেশ করে।
33 তারপর পীলাত আবার বিচারকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং যীশুকে ডেকে বললেন, আপনি কি ইহুদীদের রাজা?
34 যীশু তাকে বললেন, 'তুমি কি এই কথা বলছ, না অন্যরা তোমাকে আমার বিষয়ে বলেছে?
35 পীলাত বললেন, আমি কি ইহুদী? তোমার নিজের জাতি ও প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, তুমি কি করলে?
36 যীশু উত্তর দিলেন, আমার রাজ্য এই জগতের নয়, আমার রাজ্য যদি এই জগতের হত, তাহলে আমার দাসেরা যুদ্ধ করত, যাতে আমি ইহুদীদের হাতে তুলে দিই না। কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখান থেকে নয়।
37 তাই পীলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তরে বললেন, তুমি বলছ আমি রাজা। এই উদ্দেশ্যে আমি জন্মেছি, এবং এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসেছি, যাতে আমি সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারি। যারা সত্যের তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনে।
38 পীলাত তাঁকে বললেন, সত্য কি? এই কথা বলে তিনি আবার ইহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন, আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।

39 কিন্তু তোমাদের একটা রীতি আছে যে, নিস্তারপর্বের সময়ে আমি তোমাদের জন্য একজনকে ছেড়ে দেব৷ তাই তোমরা কি চাইবে যে আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে মুক্তি দেব?
40 তখন তারা সবাই আবার চিৎকার করে বলল, এই লোকটিকে নয়, বারাব্বাকে৷ এখন বারাব্বা ডাকাত ছিল।

অধ্যায় 19

1 তখন পীলাত যীশুকে ধরে চাবুক মারলেন৷
2 আর সৈন্যরা কাঁটার মুকুট বেঁধে তাঁর মাথায় রাখল, আর তাঁকে বেগুনী রঙের পোশাক পরিয়ে দিল,
3 আর বললেন, 'হে ইহুদীদের রাজা! এবং তারা তাদের হাতে তাকে আঘাত করল।
4 তাই পীলাত আবার এগিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, 'দেখ, আমি তাকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি, যাতে তোমরা জানতে পার যে আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না৷
5তখন যীশু বেরিয়ে এলেন, কাঁটার মুকুট ও বেগুনি পোশাক পরা। তখন পীলাত তাদের বললেন, দেখ সেই লোকটি!
6 তখন প্রধান যাজকেরা ও কর্মচারীরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে বলল, ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, 'তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না৷'
7 ইহুদীরা তাকে উত্তর দিল, আমাদের একটা বিধি আছে, আর আমাদের বিধি অনুসারে তাকে মরতে হবে, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে৷
8 এই কথা শুনে পীলাত আরও ভয় পেলেন৷
9 তারপর আবার বিচারকক্ষে গিয়ে যীশুকে বললেন, তুমি কোথাকার? কিন্তু যীশু তাকে কোন উত্তর দিলেন না।
10 তখন পীলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলছ না? তুমি কি জানো না যে তোমাকে ক্রুশে দেবার ক্ষমতা আমার আছে এবং তোমাকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা আছে?
11 যীশু উত্তরে বললেন, উপর থেকে তোমাকে দেওয়া না হলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতাই থাকতে পারে না, তাই যে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে তার বড় পাপ।
12 তারপর থেকে পীলাত তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করে বলল, 'তুমি যদি এই লোকটিকে ছেড়ে দাও তবে তুমি সিজারের বন্ধু নও৷ যে নিজেকে রাজা করে সে সিজারের বিরুদ্ধে কথা বলে৷'
13 পীলাত এই কথা শুনে যীশুকে বের করে এনে বিচারের আসনে বসলেন, যাকে ফুটপাথ বলা হয়, কিন্তু হিব্রু ভাষায় গাব্বাথা বলা হয়৷
14 আর এটা ছিল নিস্তারপর্বের প্রস্তুতি, এবং প্রায় ষষ্ঠ ঘণ্টা৷ তিনি ইহুদীদের বললেন, দেখ তোমাদের রাজা৷
15কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ওকে দূর কর, ওকে দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব? প্রধান যাজকরা উত্তর দিলেন, সিজার ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।
16 তারপর তিনি তাকে ক্রুশে দেবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন৷ তারা যীশুকে ধরে নিয়ে গেল৷
17 আর তিনি নিজের ক্রুশ বহন করে একটা জায়গায় গেলেন যাকে বলা হয় খুলির জায়গা, যাকে হিব্রু ভাষায় গোলগথা বলা হয়:
18 যেখানে তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে আরও দু'জনকে, দুপাশে একজনকে এবং মাঝখানে যীশুকে৷
19 আর পীলাত একটা শিরোনাম লিখে ক্রুশে রাখলেন। আর লেখা ছিল, নাজারেথের যীশু ইহুদীদের রাজা৷
20 এই শিরোনামটি তখন অনেক ইহুদি পড়েছিল: কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেই জায়গাটি শহরের কাছে ছিল: এবং এটি হিব্রু, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় লেখা ছিল৷
21 তখন ইহুদীদের প্রধান যাজকরা পীলাতকে বললেন, 'ইহুদীদের রাজা' লেখ না৷ কিন্তু তিনি বললেন, আমি ইহুদীদের রাজা৷
22 পীলাত উত্তর দিলেন, আমি যা লিখেছি তাই লিখেছি।
23 তারপর সৈন্যরা, যখন তারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তখন তাঁর পোশাক নিয়েছিল এবং প্রত্যেক সৈন্যকে একটি করে অংশ করে চারটি ভাগ করেছিল৷ এবং তার কোটও: এখন কোটটি সেলাইবিহীন ছিল, উপর থেকে পুরোটা বোনা ছিল।
24 তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলল, আসুন আমরা এটাকে ছিঁড়ে না ফেলি, কিন্তু কার হবে তার জন্য গুলি ছুঁড়ে ফেলি, যাতে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, যা বলে, তারা আমার পোশাক তাদের মধ্যে ভাগ করেছিল এবং আমার পোশাকের জন্য তারা গুলি ছুঁড়েছিল৷ তাই সৈন্যরা এই কাজগুলো করল।
25 সেখানে যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা এবং তাঁর মায়ের বোন, ক্লিওফাসের স্ত্রী মরিয়ম এবং মরিয়ম ম্যাগডালিন দাঁড়িয়েছিলেন৷
26 তখন যীশু যখন তাঁর মাকে এবং সেই শিষ্যকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, যাকে তিনি ভালোবাসতেন, তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, হে নারী, দেখ তোমার ছেলে!
27 তখন তিনি শিষ্যকে বললেন, দেখ তোমার মা! আর সেই সময় থেকে সেই শিষ্য তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল৷
28 এর পরে, যীশু জানতেন য়ে সব কিছুই এখন সম্পন্ন হয়েছে, যাতে শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়, তিনি বললেন, আমার পিপাসা পেয়েছে৷
29 সেখানে সিরকায় ভরা একটি পাত্র রাখা ছিল৷ তারা একটি স্পঞ্জ ভিনেগারে পূর্ণ করে এসোপের ওপর রেখে তার মুখের কাছে রাখল৷
30 তাই সিরকা গ্রহণ করে যীশু বললেন, শেষ হয়েছে৷ তিনি মাথা নিচু করে আত্মা ছেড়ে দিলেন৷
31 তাই ইহুদীরা, কারণ বিশ্রামবারে মৃতদেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, (কারণ সেই বিশ্রামবারে একটি উচ্চ দিন ছিল) প্রস্তুতি ছিল বলে পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তাদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। নিয়ে যাওয়া
32 তখন সৈন্যরা এসে প্রথমটির পা ভেঙ্গে দিল এবং অন্যজনের পা ভেঙ্গে দিল যাকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল৷

33কিন্তু যখন তারা যীশুর কাছে এসে দেখল যে তিনি ইতিমধ্যেই মারা গেছেন, তখন তারা তাঁর পা ভাঙল না৷
34 কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে একজন বর্শা দিয়ে তার পাঁজরে বিদ্ধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও জল বেরিয়ে এল৷
35 আর যে এটা দেখেছে সে সব কথা বলেছে, আর তার কথাই সত্য, আর সে জানে যে সে সত্য বলেছে, যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার৷
36 শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হওয়ার জন্যই এই সব করা হয়েছিল, 'তার একটি হাড়ও ভাঙা হবে না৷'
37 আর একটা শাস্ত্র আবার বলে, 'তারা যাকে ছিদ্র করেছে তার দিকে তাকাবে৷'
38 এরপর আরিমাথিয়ার জোসেফ যীশুর শিষ্য হয়েও ইহুদীদের ভয়ে গোপনে পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন তিনি যীশুর দেহ নিয়ে যান৷ তাই সে এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেল৷
39 আর সেখানে নিকোদেমাসও এসেছিলেন, যিনি প্রথমে রাত্রে যীশুর কাছে এসেছিলেন এবং প্রায় একশো পাউন্ড ওজনের গন্ধরস ও অ্যালোর মিশ্রণ নিয়ে এসেছিলেন৷
40 তারপর তারা যীশুর মৃতদেহটি নিয়ে মসীনার কাপড়ে মসলা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল, যেমন ইহুদীদের কবর দেওয়া হয়৷
41 যেখানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেখানে একটি বাগান ছিল৷ এবং বাগানে একটি নতুন সমাধি, যেখানে এখনও মানুষ রাখা হয়নি৷
42 তাই ইহুদীদের প্রস্তুতির দিন তারা যীশুকে সেখানে শুইয়ে দিল৷ কারণ সমাধি হাতের কাছেই ছিল৷

অধ্যায় 20

1সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলা মরিয়ম ম্যাগডালিন কবরের কাছে এসে দেখলেন, যখন অন্ধকার ছিল, কবর থেকে পাথরটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে৷
2 তারপর তিনি দৌড়ে গিয়ে শিমোন পিতর ও অন্য শিষ্যের কাছে এসে বললেন, যাঁকে যীশু ভালোবাসতেন, এবং তাঁদের বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে৷'
3 তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন৷
4তাঁরা দুজনে একসঙ্গে দৌড়ে গেলেন, আর অন্য শিষ্য পিতরকে ছাড়িয়ে প্রথমে সমাধির কাছে গেলেন৷
5তখন তিনি নিচু হয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন, মসীনার কাপড় পড়ে আছে৷ তবুও সে ভিতরে গেল না।
6তখন শিমোন পিতর তাঁর পিছু পিছু এসে সমাধির মধ্যে গেলেন এবং মসীনার কাপড় পড়ে থাকতে দেখলেন।
7 এবং তার মাথার রুমালটি মসীনার কাপড়ের সাথে শুয়ে ছিল না, বরং এক জায়গায় জড়ানো ছিল।
8 তারপর সেই অন্য শিষ্যও ভিতরে গেলেন, যিনি প্রথমে সমাধির কাছে এসেছিলেন, আর তিনি দেখে বিশ্বাস করলেন৷
9 কারণ তখনও তারা শাস্ত্র জানত না যে, তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে৷
10 তখন শিষ্যরা আবার নিজেদের বাড়িতে চলে গেলেন৷
11কিন্তু মরিয়ম কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে কবরের দিকে তাকালেন,
12 আর তিনি সাদা পোশাকে দু'জন স্বর্গদূতকে বসে থাকতে দেখলেন, একজন মাথার কাছে আর অন্যজন পায়ের কাছে, যেখানে যীশুর দেহ পড়েছিল৷
13 তারা তাকে বলল, হে নারী, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি তাদের বললেন, কারণ তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তারা তাকে কোথায় রেখেছে৷
14 এই কথা বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং যীশুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, কিন্তু জানল না যে তিনি যীশু৷
15 যীশু তাকে বললেন, হে নারী, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাকে খুঁজছ? সে তাকে মালী মনে করে তাকে বলল, 'মহাশয়, আপনি যদি তাকে এখানে নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তাকে কোথায় রেখেছেন তা বলুন, আমি তাকে নিয়ে যাব৷'
16 যীশু তাকে বললেন, মরিয়ম৷ সে মুখ ফিরিয়ে তাকে বলল, রাব্বোনি; যা বলতে হবে, মাস্টার।
17 যীশু তাকে বললেন, আমাকে স্পর্শ করো না; কারণ আমি এখনও আমার পিতার কাছে আরোহণ করিনি৷ কিন্তু আমার ভাইদের কাছে যান এবং তাদের বলুন, আমি আমার পিতার কাছে এবং তোমাদের পিতার কাছে যাচ্ছি৷ এবং আমার ঈশ্বর, এবং আপনার ঈশ্বর.
18 মরিয়ম ম্যাগডালিন এসে শিষ্যদের বললেন যে তিনি প্রভুকে দেখেছেন এবং তিনি তাকে এসব কথা বলেছেন৷
19 তারপর সেই একই দিন সন্ধ্যায়, সপ্তাহের প্রথম দিন, যখন ইহুদীদের ভয়ে শিষ্যরা যেখানে জড়ো হয়েছিল সেখানে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন যীশু এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক৷
20 এই কথা বলে তিনি তাদের তাঁর হাত ও পাশ দেখালেন৷ তখন শিষ্যরা প্রভুকে দেখে আনন্দিত হলেন৷
21 তখন যীশু আবার তাদের বললেন, ' তোমাদের শান্তি হোক, আমার পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি৷'
22 এই কথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিয়ে বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর৷
23 যাঁদের পাপ আপনি ক্ষমা করেন, তারা তাদের কাছে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; আর যাদের পাপ তোমরা ধরে রাখো, তারাই বহাল থাকবে।
24 কিন্তু যীশু যখন এলেন তখন থমাস, বারোজনের একজন, যাকে দিদিমাস বলা হয়, তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না৷
25 তখন অন্য শিষ্যরা তাঁকে বললেন, আমরা প্রভুকে দেখেছি৷ কিন্তু তিনি তাদের বললেন, যদি আমি তার হাতে পেরেকের ছাপ না দেখি, এবং পেরেকের ছাপে আমার আঙুল না দিই এবং আমার হাত তার পাঁজরে না দিই, আমি বিশ্বাস করব না৷
26 আট দিন পর আবার তাঁর শিষ্যরা ভিতরে ছিলেন এবং থমাস তাঁদের সঙ্গে ছিলেন৷ তখন যীশু এসে দরজা বন্ধ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক৷
27 তারপর তিনি থমাসকে বললেন, এখানে তোমার আঙুল দাও, আর আমার হাত দেখ; এবং আপনার হাত এখানে

পৌঁছে দিন, এবং এটি আমার পাল্লায় চাপুন: এবং অবিশ্বাসী হয়ো না, কিন্তু বিশ্বাসী হয়.
28 থমাস উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর।'
29 যীশু তাঁকে বললেন, থমাস, তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ। ধন্য তারা যারা দেখেনি তবুও বিশ্বাস করেছে।
30 আর অনেক চিহ্নই যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে সত্যিকার অর্থেই করেছিলেন, যা এই বইয়ে লেখা নেই।
31 কিন্তু এগুলো লেখা হয়েছে যাতে তোমরা বিশ্বাস কর যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। এবং যেন বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামের মাধ্যমে জীবন পেতে পার।

অধ্যায় 21

1 এই ঘটনার পর যীশু আবার টাইবেরিয়াস সাগরের কাছে শিষ্যদের কাছে নিজেকে দেখালেন। এবং এই জ্ঞানী তিনি নিজেকে দেখিয়েছেন.
2 সেখানে শিমোন পিতর, থমাস নামে দিদিমুস, গালীলের কানা শহরের নথনেল এবং সিবদিয়ের ছেলেরা এবং তাঁর আরও দু'জন শিষ্য একসঙ্গে ছিলেন।
3 শিমোন পিতর তাদের বললেন, আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি। তারা তাকে বলল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তারা বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা জাহাজে উঠল। এবং সেই রাতে তারা কিছুই ধরতে পারেনি।
4 কিন্তু যখন সকাল হল, তখন যীশু তীরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শিষ্যরা জানলেন না যে তিনি যীশু।
5 তখন যীশু তাদের বললেন, ' বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কি মাংস আছে? তারা তাকে উত্তর দিল, না।
6 তখন তিনি তাদের বললেন, ' জালটা জাহাজের ডানদিকে ফেল, তাহলে খুঁজে পাবে।' তাই তারা নিক্ষেপ করলো, আর এখন অনেক মাছের জন্য তারা তা আঁকতে পারল না।
7 তাই সেই শিষ্য যাকে যীশু ভালোবাসতেন তিনি পিতরকে বললেন, তিনিই প্রভু। শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে তিনিই প্রভু, তখন তিনি তাঁর ফিশারার জামা তাঁর কাছে পরলেন, (কারণ তিনি নগ্ন ছিলেন) এবং নিজেকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।
8 আর অন্য শিষ্যরা একটা ছোট জাহাজে করে আসলেন। (কারণ তারা ভূমি থেকে দূরে ছিল না, কিন্তু এটি ছিল 200 হাত ছিল), মাছের সঙ্গে জাল টেনে.
9তারা যখন স্থলে এলেন, তারা সেখানে কয়লার আগুন, তার ওপর মাছ ও রুটি দেখতে পেলেন।
10 যীশু তাদের বললেন, ' তোমরা এখন যে মাছ ধরেছ তা নিয়ে এস।
11 শিমোন পিতর উঠে গিয়ে বড় বড় একশত তিপ্পান্নটি মাছে ভরা জাল টেনে নিয়ে গেলেন।
12 যীশু তাদের বললেন, ' এসো এবং খাবার খাও।' আর শিষ্যদের মধ্যে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস করল না, তুমি কে? এটা প্রভু যে জেনে.
13 তখন যীশু এসে রুটি নিলেন এবং তাদের দিলেন এবং মাছও দিলেন।
14 মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর এই তৃতীয়বার যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন।
15তারা খাওয়া শেষ হলে যীশু শিমোন পিতরকে বললেন, যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে এদের চেয়ে বেশি ভালবাস? তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বললেন, আমার মেষশাবকদের চরান।
16তিনি দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, ' যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি তাকে বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি তাকে বললেন, আমার মেষ চরান।
17 তিনি তৃতীয়বার তাঁকে বললেন, যোনাসের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? পিতর দুঃখিত হলেন কারণ তিনি তৃতীয়বার তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন। তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। যীশু তাকে বললেন, আমার মেষ চরান।
18 সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তুমি কোমর বেঁধে যেদিকে চাও, সেখানে যেতে, কিন্তু যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে, আর একজন তোমাকে কোমর বেঁধে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি চলে যাবে। ইচ্ছুক না
19 তিনি এই কথা বললেন, কোন মৃত্যু দ্বারা তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবেন। এই কথা বলার পর তিনি তাকে বললেন, ' আমাকে অনুসরণ কর।'
20 তখন পিতর ঘুরে ফিরে সেই শিষ্যকে দেখতে পেলেন যাকে যীশু ভালোবাসতেন। যেটি নৈশভোজেও তার বুকের উপর হেলান দিয়ে বলল, 'প্রভু, সে কে যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে?'
21 পিতর তাঁকে দেখে যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এই লোকটি কি করবে?
22 যীশু তাকে বললেন, আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কি? তুমি আমাকে অনুসরণ কর।
23 তখন ভাইদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না। তবুও যীশু তাঁকে বললেন না, সে মরবে না। কিন্তু, আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কি?
24 ইনি সেই শিষ্য যিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং এই সব লিখেছেন। আর আমরা জানি যে তাঁর সাক্ষ্য সত্য।
25 এছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে যা ঈসা মসিহ করেছিলেন, যেগুলো যদি প্রত্যেকটি লেখা হয়, তবে আমি মনে করি যে বইগুলি লেখা উচিত ছিল তা দুনিয়াতেও থাকতে পারে না। আমীন।

প্রেরিতদের কাজ

অধ্যায় 1

1 হে থিওফিলাস, যীশু যা করতে ও শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে আমি পূর্বের গ্রন্থ তৈরি করেছি।
2 যেদিন তাঁকে তুলে নেওয়া হয়েছিল সেই দিন পর্যন্ত, তার পরে তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেই প্রেরিতদের আদেশ দিয়েছিলেন যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন:
3 যাঁর কাছেও তিনি অনেক অমূলক প্রমাণের দ্বারা তাঁর আবেগের পরে নিজেকে জীবিত দেখিয়েছিলেন, চল্লিশ দিন তাদের দেখা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির কথা বলেছেন:
4 এবং তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাদের আদেশ দিলেন যে, তারা জেরুজালেম থেকে চলে যাবেন না, কিন্তু পিতার প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা করুন, যা তিনি বলেন, তোমরা আমার সম্বন্ধে শুনেছ।
5 কারণ যোহন সত্যিই জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন; কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে আর অনেক দিন নয়।
6 তাই যখন তারা একত্র হল, তখন তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের রাজ্য আবার ফিরিয়ে দেবেন?
7 তিনি তাদের বললেন, পিতা তাঁর নিজের ক্ষমতায় যে সময় বা ঋতু রেখেছেন তা জানা তোমাদের কাজ নয়।
8 কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসার পর তোমরা শক্তি পাবে: এবং তোমরা জেরুজালেমে, সমস্ত জুডিয়ায়, শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।
9 যখন তিনি এই সব কথা বললেন, যখন তারা দেখছিল, তখন তাকে তুলে নেওয়া হল। আর একটি মেঘ তাকে তাদের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গেল।
10 তিনি যখন উপরে উঠতে গিয়েছিলেন তারা যখন স্বর্গের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তখন দেখ, সাদা পোশাক পরা দুজন লোক তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।
11 এতে আরও বলা হয়েছে, 'হে গালীলের লোকরা, কেন তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ? এই একই যীশু, যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তোমরা যেভাবে তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছ সেইভাবে আসবেন।
12 তারপর তারা অলিভেট নামক পর্বত থেকে জেরুজালেমে ফিরে গেল, যা জেরুজালেম থেকে বিশ্রামবারের যাত্রা।
13 তারা ভিতরে ঢুকে ওপরের একটা ঘরে গেল, যেখানে পিতর, যাকোব, যোহন, অ্যান্ড্রু, ফিলিপ, থমাস, বার্থলোমিউ এবং ম্যাথিউ, আলফাইয়ের ছেলে জেমস এবং সাইমন জেলোটস দুজনেই থাকতেন। এবং জেমসের ভাই জুডাস।
14 এরা সকলেই নারীদের সঙ্গে, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে একযোগে প্রার্থনা ও মিনতি করতে থাকলেন।
15আর সেই দিনগুলিতে পিতর শিষ্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, (নামের সংখ্যা ছিল প্রায় একশত বিশটি,)
16 হে ভাই ও বোনেরা, এই শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশ্যই পূরণ হয়েছে, যা দায়ূদের মুখের দ্বারা পবিত্র আত্মা যিহূদা সম্পর্কে আগে বলেছিলেন, যারা যীশুকে গ্রহণ করেছিল তাদের পথপ্রদর্শক।
17 কারণ তিনি আমাদের সাথে গণনা করেছিলেন এবং এই পরিচর্যার অংশ পেয়েছিলেন।
18 এখন এই লোকটি অন্যায়ের পুরস্কার দিয়ে একটি ক্ষেত্র ক্রয় করেছে; এবং মাথার উপর পড়ে, সে মাঝখানে ফেটে গেল এবং তার সমস্ত অন্ত্র বেরিয়ে গেল।
19 আর এটা জেরুজালেমের সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল। সেই ক্ষেত্রটিকে তাদের সঠিক ভাষায় বলা হয়, অ্যাসেলডামা, অর্থাৎ রক্তের ক্ষেত্র।
20 কেননা গীতসংহিতার পুস্তকে লেখা আছে, তার বাসস্থান নির্জন হোক, সেখানে কেউ বাস না করুক, আর তার বিশপ্রিক অন্যকে নিয়ে যাক।
21 সেইজন্য এই সমস্ত লোকদের মধ্যে যারা প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে যাবার সময় সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন,
22 যোহনের বাপ্তিস্ম থেকে শুরু করে, যেদিন তিনি আমাদের কাছ থেকে তুলে নিয়েছিলেন সেই দিন পর্যন্ত, একজনকে অবশ্যই তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।
23 আর তারা দুজনকে নিযুক্ত করল, যোষেফ নামক বারসাবাস, যাঁর উপাধি ছিল জাস্টাস এবং ম্যাথিয়াস।
24 আর তারা প্রার্থনা করে বলল, হে প্রভু, যিনি সকল মানুষের হৃদয় জানেন, আপনি এই দু'জনের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন কি না, তা দেখান।
25 যেন তিনি এই পরিচর্যা ও প্রেরিত পদের অংশ নিতে পারেন, যেখান থেকে সীমা লঙঘন করে যিহূদা পড়েছিল, যাতে সে তার নিজের জায়গায় যেতে পারে।
26 তারা তাদের লোটা দিল; এবং লট মাথিয়াসের উপর পড়ল; এবং তিনি এগারো প্রেরিতদের সাথে গণনা করেছিলেন।

অধ্যায় 2

1 এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন যখন সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হল, তখন তারা সকলে এক জায়গায় একমত ছিল।
2 আর হঠাৎ বেহেশত থেকে প্রবল বাতাসের মত একটা শব্দ হল, আর তারা যেখানে বসেছিল সেই সমস্ত ঘরটা তাতে ভরে গেল।
3 আর তাদের কাছে আগুনের মতো ক্লোঁতা জিভ দেখা গেল এবং তা তাদের প্রত্যেকের ওপর বসল।
4 আর তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হল, এবং আত্মা তাদের উচ্চারণ করার মত অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগল।
5 আর যিরূশালেমে স্বর্গের নীচের প্রতিটি জাতির থেকে ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা বাস করত।
6এখন যখন এই কথা সারাদেশে শোরগোল উঠল, তখন লোকেরা একত্র হয়ে বিস্মিত হল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে শুনেছিল।
7তখন সকলে আশ্চর্য হইয়া আশ্চর্য হইয়া পরস্পর কহিল, দেখ, এরা সকলেই কি গালীলীয় নয়?
8 আর আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জিহ্বায় কেমন করে শুনি, যেখানে আমাদের জন্ম হয়েছিল?
9 পার্থিয়ানরা, মেডিস, এলামাইটস, এবং মেসোপটেমিয়া, জুডিয়া এবং কাপ্পাডোকিয়া, পন্টাস এবং এশিয়ার বাসিন্দারা,

10 ফ্রীগিয়া, পামফিলিয়া, মিশরে এবং লিবিয়ার কিছু অংশে সাইরেনের কাছে, এবং রোমের অপরিচিত, ইহুদী ও ধর্মান্তরিতরা,
11 ক্রীট এবং আরবীয়রা, আমরা তাদের আমাদের ভাষায় ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের কথা বলতে শুনি।
12তখন সকলে আশ্চর্য হইল, ও সন্দেহে পরস্পরকে বলিল, এর অর্থ কি?
13 অন্যরা ঠাট্টা করে বলল, এরা নতুন দ্রাক্ষারসে ভরা৷
14কিন্তু পিতর সেই এগারো জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে তাদের বললেন, 'হে যিহূদিয়ার লোকরা এবং জেরুজালেমে বসবাসকারী সকলে, তোমরা জান এবং আমার কথায় কান দাও৷
15 কেননা এরা মাতাল নয়, যেমনটা তোমরা মনে কর, এটা দিনের তৃতীয় প্রহর মাত্র।
16 কিন্তু ভাববাদী যোয়েল এই কথাই বলেছিলেন৷
17 এবং শেষ সময়ে ঘটবে, ঈশ্বর বলেন, আমি আমার আত্মা থেকে সমস্ত মানুষের উপর ঢেলে দেব: এবং আপনার ছেলেরা এবং আপনার মেয়েরা ভাববাণী বলবে, এবং আপনার যুবকরা দর্শন দেখবে, এবং আপনার বৃদ্ধরা স্বপ্ন দেখবে। :
18 আর আমার দাসদের ও আমার দাসীদের উপর আমি আমার আত্মা সেই দিনগুলিতে ঢেলে দেব; এবং তারা ভাববাণী বলবে:
19 এবং আমি উপরে স্বর্গে আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং নীচে পৃথিবীতে চিহ্ন দেখাব; রক্ত, এবং আগুন, এবং ধোঁয়ার বাষ্প:
20 প্রভুর সেই মহান ও উল্লেখযোগ্য দিন আসার আগে সূর্য অন্ধকারে এবং চাঁদ রক্তে পরিণত হবে:
21 আর এটা ঘটবে, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে সে রক্ষা পাবে৷
22 হে ইস্রায়েলের লোকেরা, এই কথাগুলি শোন; নাসরতীয় যীশু, অলৌকিক কাজ, আশ্চর্য এবং চিহ্ন দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত একজন ব্যক্তি, যা ঈশ্বর তাঁর দ্বারা তোমাদের মধ্যে করেছিলেন, যেমন তোমরা নিজেরাও জান:
23 ঈশ্বরের দৃঢ় পরামর্শ ও পূর্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে, তোমরা গ্রহণ করেছ এবং দুষ্টের হাতে ক্রুশবিদ্ধ ও হত্যা করেছ:
24 ঈশ্বর যাকে পুনরুত্থিত করেছেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছেন, কারণ তাকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না৷
25 কারণ দায়ূদ তাঁর বিষয়ে বলছেন, আমি প্রভুকে সর্বদা আমার মুখের সামনে দেখেছি, কারণ তিনি আমার ডানদিকে আছেন, যাতে আমি নড়াচড়া না করি৷
26 তাই আমার হৃদয় আনন্দিত হল, এবং আমার জিভ আনন্দিত হল; তাছাড়া আমার দেহ আশায় বিশ্রাম নেবে:
27 কারণ আপনি আমার আত্মাকে নরকে ছেড়ে দেবেন না, এবং আপনার পবিত্রতমকে কলুষতা দেখতে পাবেন না।
28 তুমি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়েছ; তুমি তোমার মুখের দ্বারা আমাকে আনন্দিত করবে।
29 পুরুষ ও ভাইয়েরা, আমি আপনাদের কাছে কুলপতি ডেভিডের কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তিনি মৃত ও সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তাঁর সমাধি আজও আমাদের সাথে রয়েছে।
30 সেইজন্য একজন ভাববাদী হয়েও এবং জেনেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন যে, তাঁর কোমরের ফল, মাংসের অনুরূপ, তিনি খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনে বসার জন্য উঠাবেন৷
31 তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আগে এটি দেখেছিলেন যে, তাঁর আত্মা জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও নষ্ট হয়নি৷
32 এই যীশুকে ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সবাই যার সাক্ষী৷
33 সেইজন্য ঈশ্বরের ডান হাতের দ্বারা উন্নীত হয়ে, এবং পিতার কাছ থেকে পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি এই কথা প্রকাশ করেছেন, যা এখন তোমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ৷
34কারণ দায়ূদ স্বর্গে আরোহণ করেন নি; কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেছেন, তুমি আমার ডানদিকে বস।
35 যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের ছাউনি না করি।
36 তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে জানুক যে, ঈশ্বর সেই যীশুকেই করেছেন, যাকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছ, প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়েই৷
37 এই কথা শুনে তারা তাদের হৃদয়ে ছিঁড়ে গেল৷ তারা পিতর ও বাকি প্রেরিতদেরকে বলল, হে ভাই ও বোনেরা, আমরা কি করব?
38 তখন পিতর তাদের বললেন, অনুতপ্ত হও এবং পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমরা প্রত্যেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর, এবং তোমরা পবিত্র আত্মার দান পাবে৷
39 কারণ এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের, তোমাদের সন্তানদের এবং দূরবর্তী সকলের জন্য, এমনকি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যাকে ডাকবেন তাদের কাছে৷
40 এবং আরও অনেক কথার মাধ্যমে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, এই অপ্রীতিকর প্রজন্ম থেকে নিজেদের বাঁচাও৷
41 তারপর যারা আনন্দের সাথে তাঁর বাক্য গ্রহণ করেছিল তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল এবং একই দিনে তাদের সাথে প্রায় তিন হাজার প্রাণ যোগ হয়েছিল৷
42 তারা প্রেরিতদের মতবাদ ও সহভাগিতা, রুটি ভাঙ্গা ও প্রার্থনায় অবিচল থাকত৷
43 এবং প্রত্যেক প্রাণের মধ্যে ভয় দেখা দিল, এবং প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য ও চিহ্ন দেখা গেল৷
44 আর যাঁরা বিশ্বাস করত তারা সকলে একত্রে ছিল এবং তাদের কাছে সব কিছু সাধারণ ছিল৷
45 এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জিনিসপত্র বিক্রি করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত মানুষের কাছে ভাগ করে দিল।
46আর তারা প্রতিদিন মন্দিরে একমত হয়ে ঘরে ঘরে রুটি ভাঙ্গতে থাকল, আনন্দে ও একক চিত্তে তাদের মাংস খেত।
47 ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং সমস্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ করা৷ এবং প্রভু যেমন সংরক্ষিত করা উচিত হিসাবে দৈনিক গির্জা যোগ.

অধ্যায় 3

1 এখন পিতর ও যোহন প্রার্থনার সময়, নবম প্রহরে একসঙ্গে মন্দিরে উঠলেন৷
2 আর মাতৃগর্ভ থেকে একজন খোঁড়া লোককে বহন করা হল, যাকে তারা প্রতিদিন মন্দিরের ফটকে শুইয়ে দিত যাকে বলা হয় সুন্দর, মন্দিরে যারা প্রবেশ করেছিল তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে৷
3 যে পিতর ও যোহনকে মন্দিরে যেতে দেখে ভিক্ষা চাইল৷
4 আর পিতর যোহনের সঙ্গে তাঁর দিকে চোখ রেখে বললেন, আমাদের দিকে তাকাও৷
5 এবং তিনি তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করেছিলেন৷
6 তখন পিতর বললেন, আমার কাছে সোনা ও রূপা নেই৷ কিন্তু আমি যেমন তোমাকে দিয়েছি, নাসরত-এর যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠে ও হেঁটে যাও।
7 আর তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে উপরে তুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের গোড়ালির হাড়গুলো শক্তি পেল।
8 আর তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাঁটতে হাঁটতে তাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, হাঁটতে হাঁটতে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন৷
9 এবং সমস্ত লোক তাঁকে হাঁটতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখল৷
10 এবং তারা জানত যে তিনিই মন্দিরের সুন্দর ফটকে ভিক্ষা করার জন্য বসেছিলেন: এবং তাঁর সাথে যা ঘটেছিল তাতে তারা আশ্চর্য ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল৷
11 আর সুস্থ হওয়া খোঁড়া লোকটি পিতর ও যোহনকে জড়িয়ে ধরেছিল, সমস্ত লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে শলোমনের বারান্দায় তাদের কাছে দৌড়ে গেল৷
12 পিতর তা দেখে লোকদের বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমরা এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন? অথবা কেন তোমরা আমাদের প্রতি এত আন্তরিকভাবে তাকাচ্ছ, যেন আমাদের নিজেদের শক্তি বা পবিত্রতা দিয়ে আমরা এই লোকটিকে চলার জন্য তৈরি করেছি?
13 আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাক এবং যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তাঁর পুত্র যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন৷ যাঁকে তোমরা সমর্পণ করেছিলে এবং পীলাতের সামনে তাঁকে অস্বীকার করেছিলে, যখন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন৷
14 কিন্তু তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিককে অস্বীকার করেছিলে এবং একজন খুনিকে তোমাদের কাছে মঞ্জুর করতে চেয়েছিলে৷
15 এবং জীবনের রাজপুত্রকে হত্যা করলেন, যাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন৷ যার আমরা সাক্ষী।
16 এবং তাঁর নামে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর নাম এই লোকটিকে শক্তিশালী করেছে, যাকে আপনারা দেখেছেন এবং জানেন৷ হ্যাঁ, তাঁর দ্বারা যে বিশ্বাস রয়েছে তা তোমাদের সকলের সামনে তাঁকে এই নিখুঁত সুস্থতা দিয়েছে৷
17 আর এখন, ভাইয়েরা, আমি বুঝতে পারছি যে, অজ্ঞতাবশত তোমরাও তা করেছিলে, যেমন তোমাদের শাসকরাও করেছিলে৷
18 কিন্তু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করার জন্য ঈশ্বর আগে তাঁর সমস্ত ভাববাদীর মুখে যা দেখিয়েছিলেন, তিনি তাই পূর্ণ করেছেন৷
19 তাই তোমরা অনুতপ্ত হও, এবং রূপান্তরিত হও, যাতে প্রভুর উপস্থিতি থেকে সতেজতার সময়গুলি আসবে তখন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হবে;
20 এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টকে পাঠাবেন, যা আগে তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল৷
21 যাঁকে সমস্ত কিছুর পুনরুদ্ধারের সময় না আসা পর্যন্ত স্বর্গকে গ্রহণ করতে হবে, যা ঈশ্বর পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁর সমস্ত পবিত্র নবীদের মুখে বলেছেন।
22 কারণ মূসা পিতৃপুরুষদের কাছে সত্যই বলেছিলেন, প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য আমার মতো তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন ভাববাদীকে উত্থাপন করবেন৷ তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তার সব বিষয়েই শুনবে৷
23 আর এমন ঘটবে যে, যে কেউ সেই ভাববাদীর কথা শুনবে না, সে লোকদের মধ্য থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে।
24 হ্যাঁ, এবং শ্যামুয়েলের সমস্ত ভাববাদী এবং তার পরে যারা কথা বলেছে, তারাও একইভাবে এই দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে৷
25 তোমরা ভাববাদীদের সন্তান, এবং ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, অব্রাহামকে বলেছিলেন, এবং তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে৷
26 ঈশ্বর প্রথমে তোমাদের কাছে তাঁর পুত্র যীশুকে পুনরুত্থিত করে, তোমাদের প্রত্যেককে তার পাপ থেকে দূরে সরিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করার জন্য পাঠিয়েছেন৷

অধ্যায় 4

1 তারা যখন লোকদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন পুরোহিতরা, মন্দিরের সেনাপতি এবং সদ্দূকীরা তাদের কাছে এলেন,
2 তারা লোকদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কথা যীশুর মাধ্যমে প্রচার করেছিল বলে দুঃখ পেয়েছিলেন৷
3 আর তারা তাদের হাতে হাত রেখে পরের দিন পর্যন্ত আটকে রাখল, কারণ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে৷
4 কিন্তু যাঁরা এই বাক্য শুনেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল৷ আর পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।
5 আর পরের দিন এমন হল যে, তাদের শাসনকর্তারা, প্রাচীনরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা,
6 আর মহাযাজক আন্না, কায়াফা, যোহন, আলেকজান্ডার এবং মহাযাজকের পরিবারের যত লোক জেরুজালেমে জড়ো হয়েছিল।
7 তাদের মাঝখানে বসিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, কোন্ শক্তিতে বা কি নামে, তোমরা এই কাজ করেছ?
8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাদের বললেন, হে জনগণের শাসনকর্তারা এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনরা!
9 আজ যদি আমরা সেই নপুংসক ব্যক্তির প্রতি করা ভাল কাজটি পরীক্ষা করা হয়, তাহলে সে কি উপায়ে সুস্থ হয়েছে;

10 তোমাদের সকলের কাছে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের জানা উচিত যে নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাকে তোমরা ক্রুশে বিদ্ধ করেছ, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন, এমনকি তাঁর দ্বারাই এই লোকটি এখানে তোমাদের সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে৷
11 এই সেই পাথর যাকে তোমাদের নির্মাতাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, যেটি কোণার মাথা হয়ে গেছে।
12 অন্য কারো মধ্যেও পরিত্রাণ নেই: কারণ স্বর্গের নীচে মানুষের মধ্যে অন্য কোন নাম দেওয়া নেই, যার দ্বারা আমাদের উদ্ধার করতে হবে৷
13 যখন তারা পিতর ও যোহনের সাহসিকতা দেখেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে তারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোক, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল৷ আর তারা জানল যে তারা যীশুর সঙ্গে ছিল৷
14 আর যে লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না৷
15কিন্তু সভা-সমাবেশের বাইরে যাবার আদেশ দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল,
16 বললেন, এই লোকদের আমরা কি করব? কারণ জেরুজালেমে বসবাসকারী সকলের কাছে তাদের দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ করা হয়েছে; এবং আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না।
17 কিন্তু এটা যাতে লোকেদের মধ্যে আর ছড়িয়ে না পড়ে, আসুন আমরা তাদের কঠোরভাবে হুমকি দেই যে, তারা এই নামে আর কারো সাথে কথা বলবে না।
18 তারা তাদের ডেকে হুকুম দিল যে, তারা যেন যীশুর নামে কোন কথা না বলে বা শিক্ষা না দেয়।
19 কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, ঈশ্বরের চেয়ে তোমাদের কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঠিক কি না, তোমরাই বিচার কর৷
20 কারণ আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি তা বলতে পারি না৷
21 তাই যখন তারা তাদের আরও ভয় দেখিয়েছিল, তখন তারা তাদের ছেড়ে দিয়েছিল, লোকেদের কারণে তারা কীভাবে তাদের শাস্তি দিতে পারে তা কিছুই খুঁজে না পেয়ে;
22 কারণ সেই লোকটির বয়স চল্লিশ বছরের বেশি ছিল, যাঁর উপর এই অলৌকিক নিরাময় কাজটি দেখানো হয়েছিল৷
23 পরে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর কাছে গেলেন এবং প্রধান যাজকরা ও প্রাচীনেরা তাঁদের যা বলেছিলেন সবই জানালেন৷
24 আর এই কথা শুনে তারা একস্বরে ঈশ্বরের কাছে তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে বলল, "প্রভু, আপনিই ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন৷
25 তোমার দাস দায়ূদের মুখে কে বলেছে, জাতিরা কেন ক্রোধ করেছিল এবং লোকেরা অসার কথা কল্পনা করেছিল?
26 পৃথিবীর রাজারা উঠে দাঁড়ালেন, এবং শাসকরা প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হল৷
27 তোমার পবিত্র সন্তান যীশুর বিরুদ্ধে সত্যের জন্য, যাকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, হেরোদ এবং পন্তিয়াস পীলাত উভয়েই অইহুদীদের সাথে এবং ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে একত্রিত হয়েছিল,
28 তোমার হাত এবং তোমার পরামর্শ যা করার আগে তা করতে হবে৷
29 এবং এখন, প্রভু, তাদের হুমকিগুলি দেখুন: এবং আপনার দাসদের মঞ্জুর করুন, যাতে তারা সমস্ত সাহসের সাথে আপনার কথা বলতে পারে,
30 নিরাময় করার জন্য তোমার হাত প্রসারিত করে; এবং আপনার পবিত্র সন্তান যীশুর নামে চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ করা যেতে পারে।
31 তারা প্রার্থনা করার পর যেখানে তারা একত্রিত হয়েছিল সেই জায়গাটা কেঁপে উঠল৷ এবং তারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল, এবং তারা সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিল৷
32 আর যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মধ্যে যারা এক হৃদয় ও এক আত্মার ছিল; তাদের মধ্যে কেউই বলে নি যে তার যা কিছু আছে তা তার নিজের ছিল৷ কিন্তু তাদের সব কিছু সাধারণ ছিল।
33 এবং মহান শক্তিতে প্রেরিতদের প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: এবং তাদের সকলের উপর মহান অনুগ্রহ ছিল৷
34তাদের মধ্যে এমন কোন লোকের অভাব ছিল না, কারণ যতজন জমি বা ঘরের অধিকারী ছিল তারা সেগুলি বিক্রি করেছিল এবং যে জিনিস বিক্রি হয়েছিল তার দাম এনেছিল,
35 এবং সেগুলি প্রেরিতদের পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন, এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করা হল৷
36 আর জোসেস, যিনি প্রেরিতদের দ্বারা বার্নাবাস উপাধি পেতেন, (যার ব্যাখ্যা করা হয়, সান্ত্বনার পুত্র,) একজন লেবীয় এবং সাইপ্রাস দেশের,
37 জমি আছে, বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ে রাখলেন৷

অধ্যায় 5

1কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সাফিরার সাথে একটি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল।
2 এবং দামের কিছু অংশ রেখে দিলেন, তাঁর স্ত্রীও তা গোপন রাখলেন, এবং একটি নির্দিষ্ট অংশ এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখলেন৷
3 কিন্তু পিতর বললেন, 'অননিয়াস, পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলার জন্য এবং জমির দামের কিছু অংশ রেখে দিতে শয়তান কেন তোমার মন ভরেছে?
4যখন তা রয়ে গেল, তা কি তোমার নিজের ছিল না? আর বিক্রি করার পর তা কি তোমার নিজের হাতে ছিল না? তুমি কেন তোমার মনে এই কথা ভাবলে? আপনি মানুষের কাছে মিথ্যা বলেন নি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে।
5 অননিয় এই কথাগুলি শুনে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং প্রেতাত্মা ছেড়ে দিলেন৷ আর যাঁরা এই কথাগুলি শুনলেন তাদের সকলের মনে ভীষণ ভয় হল৷
6তখন যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং তাহাকে বাহিরে লইয়া কবর দিল।
7 আর প্রায় তিন ঘন্টা পরে, যখন তাঁর স্ত্রী, কি হয়েছে তা না জেনে ভিতরে এলেন৷

8 পিতর তাকে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি এত দামে জমি বিক্রি করেছ? এবং সে বলল, হ্যাঁ, এত কিছুর জন্য।
9 তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর আত্মাকে প্রলুব্ধ করতে একত্রিত হলে কেমন করে? দেখ, তোমার স্বামীকে যারা কবর দিয়েছে তাদের পা দরজার কাছে আছে এবং তোমাকে নিয়ে যাবে।
10 তারপর তিনি সোজা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলেন এবং ভূতটিকে তুলে ধরলেন; এবং যুবকরা এসে তাকে মৃত দেখতে পেলেন এবং তাকে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর কাছে তাকে কবর দিল৷
11 আর সমস্ত মণ্ডলীতে এবং যারা এই কথা শুনেছিল তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় দেখা দিল৷
12 এবং প্রেরিতদের হাত দ্বারা লোকেদের মধ্যে অনেক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল; (এবং তারা সবাই সোলায়মানের বারান্দায় একমত ছিল।
13 আর বাকিদের মধ্যে কেউ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করেনি, কিন্তু লোকেরা তাদের মহিমান্বিত করেছিল৷
14 এবং বিশ্বাসীরা প্রভুর সাথে আরও যুক্ত হয়েছিল, পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই সংখ্যা।)
15 এতটাই যে তারা অসুস্থদের রাস্তায় বের করে এনে বিছানায় ও পালঙ্কে শুইয়ে দিল, যাতে অন্ততপক্ষে পিতরের পাশ দিয়ে যাবার ছায়া তাদের কাউকে ঢেকে ফেলে৷
16আর আশেপাশের শহরগুলি থেকে অনেক লোক জেরুজালেমে এসেছিল, তারা অসুস্থ লোকদের এবং অশুচি আত্মায় ব্যথিত লোকদের নিয়ে এসেছিল এবং তারা প্রত্যেকে সুস্থ হয়েছিল৷
17তখন মহাযাজক ও তাঁর সঙ্গী সকলে (যা সদ্দূকীদের দল) উঠলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হলেন,
18 আর প্রেরিতদের ওপর হাত রেখে সাধারণ কারাগারে বন্দী করলেন৷
19কিন্তু প্রভুর ফেরেশতা রাত্রিবেলা কারাগারের দরজা খুলে দিয়ে তাদের বের করে আনলেন এবং বললেন,
20যাও, মন্দিরে দাঁড়াও এবং লোকদের কাছে এই জীবনের সমস্ত কথা বলো৷
21 এই কথা শুনে তাঁরা খুব ভোরে মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন৷ কিন্তু মহাযাজক ও তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে সভাসদকে এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত সিনেটকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের নিয়ে আসার জন্য কারাগারে পাঠালেন৷
22 কিন্তু কর্মচারীরা এসে কারাগারে তাদের না পেয়ে ফিরে এসে বলল,
23 তারা বলল, সত্যিকার অর্থে কারাগারটি আমরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বন্ধ এবং রক্ষকদের দরজার সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু আমরা যখন খুললাম, তখন আমরা ভিতরে কাউকে পেলাম না।
24 মহাযাজক, মন্দিরের সেনাপতি এবং প্রধান যাজকেরা যখন এইসব কথা শুনলেন, তখন তারা তাদের সম্পর্কে সন্দেহ করলেন যে এটি কোথায় বৃদ্ধি পাবে৷
25 তখন একজন এসে তাদের বলল, 'দেখ, তোমরা যাদের কারাগারে রেখেছ তারা মন্দিরে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে৷
26 তারপর সেনাপতি সেনাপতিদের নিয়ে গেলেন এবং তাদের সহিংসতা ছাড়াই নিয়ে আসলেন, কারণ তারা লোকদের ভয় করত, পাছে তাদের পাথর মেরে ফেলা হয়।
27 তারা তাদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল; আর মহাযাজক তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,
28 তিনি বললেন, 'আমরা কি তোমাদের এই নামে শিক্ষা দিও না? এবং, দেখ, তোমরা তোমাদের মতবাদে জেরুজালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং এই লোকটির রক্ত আমাদের উপর আনতে চাইছ৷
29 তখন পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতরা উত্তর দিয়ে বললেন, আমাদের উচিত মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য করা।
30 আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, যাকে তোমরা হত্যা করে একটি গাছে ঝুলিয়েছিলে৷
31 ইস্রায়েলকে অনুতাপ ও পাপের ক্ষমা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর ডান হাত দিয়ে রাজপুত্র ও ত্রাণকর্তা হতে উন্নীত করেছেন৷
32 আর আমরা এই সব বিষয়ে তাঁর সাক্ষী; এবং পবিত্র আত্মাও তাই, যাঁকে ঈশ্বর তাঁর আনুগত্যকারীদের দিয়েছেন৷
33 এই কথা শুনে তারা চিৎকার করে উঠল এবং তাদের হত্যা করার মন্ত্রণা করল৷
34তখন মহাসভায় একজন দাঁড়ালেন, গমলীয়েল নামে একজন ফরীশী, যিনি আইনের চিকিৎসক ছিলেন, তিনি সমস্ত লোকদের মধ্যে সুনামধন্য ছিলেন, এবং প্রেরিতদেরকে একটু জায়গা দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন৷
35 এবং তাদের বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকরা, এই লোকদের স্পর্শ করার জন্য তোমরা কি করতে চাও, সেদিকে খেয়াল রেখো৷'
36 কারণ এই দিনের আগে থিউডাস উঠেছিলেন, নিজেকে একজন বলে গর্ব করেছিলেন৷ যার সাথে প্রায় চারশত লোক যোগ দিয়েছিল: যাকে হত্যা করা হয়েছিল; এবং যত লোক তার কথা মানত, তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।
37 এই লোকটির পরে কর দেওয়ার দিনে গালীলের জুডাস উঠেছিল এবং অনেক লোককে তার পিছনে টেনে নিয়েছিল: সেও ধ্বংস হয়েছিল; এবং সকলে, এমনকি যতজন তাকে মান্য করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছিল৷
38এবং এখন আমি তোমাদের বলছি, এই লোকদের থেকে বিরত থাকুন এবং তাদের একা থাকতে দিন, কারণ যদি এই পরামর্শ বা এই কাজটি মানুষের হয় তবে তা ব্যর্থ হবে৷
39 কিন্তু তা যদি ঈশ্বরের হয়, তবে তোমরা তা উচ্ছেদ করতে পারবে না৷ পাছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যও তোমাদেরকে পাওয়া যাবে না৷
40 তখন তারা তাঁর কথায় রাজি হল, আর প্রেরিতদের ডেকে মারধর করার পর তারা যীশুর নামে কথা না বলার আদেশ দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল৷
41 তারা তাঁর নামের জন্য লজ্জা ভোগ করার যোগ্য বলে গণ্য হয়ে আনন্দ করে পরিষদের সামনে থেকে চলে গেল৷
42 এবং প্রতিদিন মন্দিরে এবং ঘরে ঘরে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও প্রচার করা থেকে বিরত থাকেনি৷

অধ্যায় 6

1আর সেই সময়ে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল, তখন ইব্রীয়দের বিরুদ্ধে গ্রীকীয়দের বচসা উঠল, কারণ তাদের বিধবাদেরা প্রতিদিনের পরিচর্যায় অবহেলা করত।
2 তখন সেই বারোজন শিষ্যদের ডেকে বললেন, 'আমাদের ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করে টেবিল পরিবেশন করা উচিত নয়৷
3 সেইজন্য, ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ সৎ রিপোর্টের সাতজন লোকের দিকে তাকাও, যাদেরকে আমরা এই কাজে নিযুক্ত করতে পারি।
4কিন্তু আমরা সবসময় প্রার্থনা ও বাক্য পরিচর্যায় নিজেদেরকে সঁপে দেব৷
5 এবং এই কথাটি সমস্ত জনতাকে খুশি করেছিল: এবং তারা স্টিফেনকে বেছে নিয়েছিল, একজন বিশ্বাসে এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি, এবং ফিলিপ, প্রকোরাস, নিকানর, টিমোন, পারমেনাস এবং নিকোলাসকে এন্টিওক থেকে ধর্মান্তরিত করেছিল৷
6 যাঁকে তাঁরা প্রেরিতদের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করে তাঁদের গায়ে হাত রাখলেন৷
7 আর ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেল; এবং জেরুজালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল; এবং পুরোহিতদের একটি বড় দল বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য ছিল৷
8 আর স্টিফেন বিশ্বাস ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে বড় বড় আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ করলেন।
9 তখন সেখানে কিছু লোক উঠল, যাকে লিবার্টিন, সাইরেনিয়ান, আলেকজান্দ্রিয়ান এবং তাদের সিলিকিয়া ও এশিয়ার সমাজগৃহ বলা হয়, তারা স্টিফেনের সঙ্গে তর্ক করতে লাগল৷
10 আর তিনি যে প্রজ্ঞা ও আত্মার দ্বারা কথা বলছিলেন তা তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হল না৷
11 তখন তারা লোকদের অধীনস্থ করল, যারা বলল, আমরা তাকে মোশি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলতে শুনেছি৷
12আর তারা লোকেদের, প্রাচীনদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের উত্তেজিত করে তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধরে পরিষদে নিয়ে গেল।
13 এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করিয়েছিল, যারা বলেছিল, এই লোকটি এই পবিত্র স্থান এবং আইনের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কথা বলা থেকে বিরত থাকে না৷
14 কারণ আমরা তাকে বলতে শুনেছি যে, এই নাসরতের যীশু এই জায়গাটিকে ধ্বংস করবেন, এবং মোশি আমাদের যে প্রথাগুলো দিয়েছিলেন তা পরিবর্তন করবেন৷
15 যাঁরা সভা-সমাবেশে বসেছিলেন, তাঁরা সকলে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ যেন একজন স্বর্গদূতের মুখ।

অধ্যায় 7

1 তখন মহাযাজক বললেন, এসব কি তাই?
2 তিনি বললেন, 'মানুষ, ভাই ও পিতারা, শোন৷ আমাদের পিতা অব্রাহাম যখন মেসোপটেমিয়াতে ছিলেন, তখন তিনি চারানে বসবাস করার আগে মহিমাময় ঈশ্বরের কাছে দেখা দিয়েছিলেন,
3 আর তাকে বললেন, তুমি তোমার দেশ ও তোমার আত্মীয়-স্বজন থেকে বের হয়ে যাও এবং আমি তোমাকে যে দেশে দেখাব সেখানে এসো।
4 তারপর তিনি কল্দীয়দের দেশ থেকে বের হয়ে চারানে বাস করতে লাগলেন এবং সেখান থেকে তাঁর পিতা মারা গেলে তিনি তাঁকে এই দেশে নিয়ে গেলেন, যেখানে তোমরা এখন বাস করছ।
5এবং তিনি তাকে তাতে কোন উত্তরাধিকার দেননি, না, এতটুকুও যে তার পা রাখার মতো নয়: তবুও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এটি তাকে এবং তার পরে তার বংশকে দেবেন, যখন তার কোন সন্তান ছিল না। .
6 আর ঈশ্বর এই জ্ঞানী বিষয়ে কথা বললেন, তার বংশ যেন বিদেশী দেশে বাস করে। এবং তারা তাদের দাসত্বে আনবে এবং তাদের চারশত বছর মন্দ কাজ করবে।
7 আর যে জাতির কাছে তারা দাসত্ব করবে আমি তার বিচার করব, ঈশ্বর বলেছেন: এবং তার পরে তারা বেরিয়ে আসবে এবং এই জায়গায় আমার সেবা করবে।
8 এবং তিনি তাকে সুন্নত করার চুক্তি দিলেন: আর তাই অব্রাহাম ইসহাকের জন্ম দিলেন এবং অষ্টম দিনে তাকে সুন্নত করালেন৷ এবং ইসহাক ইয়াকুবের জন্ম দিলেন; আর জ্যাকব বারো জন কুলপতির জন্ম দিলেন।
9আর পিতৃপুরুষেরা ঈর্ষায় উদ্বেলিত হয়ে যোষেফকে মিশরে বিক্রি করে দিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
10 এবং তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন এবং মিশরের রাজা ফরৌণের দৃষ্টিতে তাঁকে অনুগ্রহ ও জ্ঞান দান করলেন; এবং তিনি তাকে মিশর ও তার সমস্ত বাড়ির শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।
11 এখন সমস্ত মিশর ও কনান দেশে অভাব এবং মহাকষ্ট হল; আর আমাদের পিতৃপুরুষেরা কোন জীবিকা খুঁজে পান নি।
12 কিন্তু যাকোব যখন শুনলেন যে মিশরে শস্য আছে, তখন তিনি প্রথমে আমাদের পূর্বপুরুষদের পাঠিয়েছিলেন।
13 দ্বিতীয়বার যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে পরিচিত হলেন৷ এবং ইউসুফের আত্মীয় ফেরাউনের কাছে পরিচিত হয়েছিল।
14 তারপর যোষেফকে পাঠালেন, এবং তাঁর পিতা যাকোবকে এবং তাঁর সমস্ত আত্মীয়কে, সত্তরজন আত্মাকে ডেকে পাঠালেন।
15 তাই যাকোব মিশরে নেমে গেলেন, আর তিনি ও আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হল।
16 এবং সিকেমে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেই সমাধিতে শুইয়ে দেওয়া হল যা ইব্রাহিম সিকেমের পিতা এমমোরের ছেলেদের টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।
17কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতির সময় ঘনিয়ে এলে মিসরে লোকেরা বেড়ে উঠল এবং সংখ্যায় বেড়ে গেল।
18 যতক্ষণ না আর একজন রাজা উদিত হলেন, যিনি যোষেফকে চিনতেন না।
19 আমাদের আত্মীয়দের সাথে একই আচরণ করেছিল, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মন্দ আচরণ করেছিল,

যাতে তারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত তারা বাঁচতে না পারে।
20 সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়েছিল, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন এবং তিন মাস তাঁর পিতার বাড়িতে লালন-পালন করেছিলেন৷
21 এবং যখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন ফেরাউনের কন্যা তাকে তুলে নিয়ে তার নিজের ছেলের জন্য লালন-পালন করল৷
22 আর মূসা মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিখেছিলেন এবং কথায় ও কাজে পরাক্রমশালী ছিলেন।
23 আর যখন তিনি পূর্ণ চল্লিশ বছর বয়সে পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর অন্তরে তাঁর ভাই ইস্রায়েল-সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জাগলো।
24 এবং তাদের একজনকে অন্যায় ভোগ করতে দেখে, তিনি তাকে রক্ষা করলেন, এবং যে নিপীড়িত হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিলেন এবং মিশরীয়কে আঘাত করলেন:
25 কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর ভাইয়েরা বুঝতে পেরেছিল যে কীভাবে ঈশ্বর তাঁর হাতে তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারলেন না৷
26 এবং পরের দিন তারা যখন লড়াই করছিল তখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে দেখালেন, এবং তাদের আবার এক জায়গায় বসিয়ে বললেন, মহাশয়, আপনারা ভাই; কেন তোমরা একে অপরের প্রতি অন্যায় কর?
27কিন্তু যে তার প্রতিবেশী অন্যায় করেছিল, সে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, কে তোমাকে আমাদের শাসনকর্তা ও বিচারক বানিয়েছে?
28 তুমি কি আমাকে মারবে, যেমন তুমি গতকাল মিসরীয়কে হত্যা করেছিলে?
29 তারপর এই কথা বলে মূসা পালিয়ে গেলেন, এবং মাদিয়ান দেশে একজন অপরিচিত ছিলেন, যেখানে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল।
30 এবং চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে, সিনা পর্বতের প্রান্তরে একটি ঝোপের মধ্যে আগুনের শিখায় প্রভুর একজন ফেরেশতা তাঁকে দেখা দিলেন৷
31 মোশি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবং যখন তিনি তা দেখার জন্য কাছে এলেন, তখন প্রভুর রব তাঁর কাছে এল,
32 আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর৷ তখন মোশি কাঁপতে লাগলেন, আর দেখতে সাহস করলেন না।
33 তখন প্রভু তাকে বললেন, তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কারণ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেই জায়গা পবিত্র ভূমি৷
34 আমি দেখেছি, মিশরে আমার লোকদের দুঃখ-কষ্ট দেখেছি, আমি তাদের হাহাকার শুনেছি এবং তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। আর এখন এস, আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব।
35 এই মোশি যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারক করেছে? একইভাবে ঈশ্বর তাকে একজন শাসক ও উদ্ধারকারী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন যে ফেরেশতা তাকে ঝোপের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন৷
36 মিশর দেশে, লোহিত সাগরে ও প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন দেখাবার পর তিনি তাদের বের করে আনলেন।
37 ইনি সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন ভাববাদী তৈরি করবেন; তোমরা তার কথা শুনবে।
38 ইনিই তিনি, যিনি মরুভূমির মন্ডলীতে সেই দেবদূতের সাথে ছিলেন যিনি সিনা পর্বতে তাঁর সাথে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে কথা বলেছিলেন: যিনি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য জীবন্ত বাণী পেয়েছিলেন:
39 আমাদের পূর্বপুরুষেরা যাঁর কথা মানতেন না, কিন্তু তাঁকে তাদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাদের অন্তরে আবার মিশরে ফিরে গিয়েছিলেন,
40 হারোণকে বললেন, 'আমাদের সামনে যাওয়ার জন্য আমাদের দেবতা তৈরি করুন, কারণ এই মূসা, যিনি আমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, আমরা জানি না তাঁর কী হয়েছে৷
41 সেই সময়ে তারা একটি বাছুর তৈরি করেছিল এবং প্রতিমার কাছে বলি উৎসর্গ করেছিল এবং নিজেদের হাতের কাজে আনন্দ করেছিল৷
42 তারপর ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে স্বর্গের বাহিনীকে উপাসনা করতে তাদের ছেড়ে দিলেন৷ ভাববাদীদের পুস্তকে যেমন লেখা আছে, 'হে ইস্রায়েল-কুল, মরুভূমিতে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে তোমরা কি আমাকে হত্যা করা পশু ও বলি উৎসর্গ করেছ?
43 হ্যাঁ, তোমরা মোলোকের তাঁবু ও তোমাদের দেবতা রেমফানের তারকা নিয়েছিলে, যে মূর্তিগুলি তোমরা তাদের পূজা করার জন্য তৈরী করেছিলে এবং আমি তোমাদেরকে ব্যাবিলনের ওপারে নিয়ে যাব৷
44 আমাদের পূর্বপুরুষদের মরুভূমিতে সাক্ষ্যের তাঁবু ছিল, যেমন তিনি মোশির সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি যে রূপ দেখেছিলেন সে অনুসারে তিনি তা তৈরি করবেন৷
45 আমাদের পিতৃপুরুষেরাও যাঁরা যীশুর সঙ্গে অইহুদীদের অধিকারে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সামনে থেকে দাউদের সময় পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন৷
46 যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাস খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন৷
47 কিন্তু শলোমন তাঁর জন্য একটি ঘর তৈরী করলেন।
48 যদিও পরমেশ্বর নিজের হাতে তৈরি মন্দিরে বাস করেন না৷ যেমন নবী বলেছেন,
49 স্বর্গ আমার সিংহাসন, আর পৃথিবী আমার পায়ের ছাউনি৷ তোমরা আমার জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করবে? সদাপ্রভু বলেন: বা আমার বিশ্রামের স্থান কি?
50 এই সব জিনিস কি আমার হাতে তৈরি হয়নি?
51 তোমরা হৃৎপিণ্ডহীন এবং হৃদয় ও কানে খৎনা না করা, তোমরা সর্বদা পবিত্র আত্মাকে বিরোধিতা কর, যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষরা করেছিলেন, তোমরাও তাই কর৷
52 তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন ভাববাদী নির্যাতিত হননি? এবং তারা তাদের হত্যা করেছে যা ধার্মিকের আগমনের আগে দেখিয়েছিল; যাদের তোমরা এখন বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হয়েছ।

53 যাঁরা স্বর্গদূতদের দ্বারা বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তা পালন করেননি৷
54 এই কথা শুনে তারা চিৎকার করে উঠল এবং দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল৷
55কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন এবং যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন৷
56 আর বললেন, দেখ, আমি স্বর্গ খুলে যাওয়া আর মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি৷
57 তখন তারা জোরে চিৎকার করে কান ঠেকিয়ে একযোগে তার কাছে দৌড়ে গেল,
58 আর তাকে শহর থেকে বের করে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল, আর সাক্ষীরা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের কাপড় বিছিয়ে দিল।
59 তারা স্তিফানকে পাথর মেরে ঈশ্বরকে ডেকে বলল, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ করুন৷
60 এবং তিনি হাঁটু গেড়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, প্রভু, তাদের এই পাপকে দায়ী করবেন না৷ এই কথা বলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন৷

অধ্যায় 8

1 আর শৌল তার মৃত্যুতে সম্মতি দিলেন। আর সেই সময়ে জেরুজালেমের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তাড়না চলছিল৷ প্রেরিতরা ছাড়া তারা সকলেই যিহূদিয়া ও শমরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল৷
2 আর ধর্মপ্রাণ লোকেরা স্টিফেনকে তাঁর কবরে নিয়ে গেল এবং তাঁর জন্য বড় বিলাপ করল।
3 শৌলের জন্য, তিনি গির্জাকে ধ্বংস করেছিলেন, প্রতিটি ঘরে ঢুকেছিলেন এবং পুরুষ ও মহিলাদেরকে বন্দী করেছিলেন৷
4 সেইজন্য যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা যত্রতত্র কালাম প্রচার করছিল৷
5 তারপর ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে তাদের কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন৷
6 আর ফিলিপ যা বলছিলেন, লোকেরা সেই সব কথা শুনল ও দেখল যা তিনি করতেন।
7 কেননা অশুচি আত্মারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বের হয়ে আসছিল, যাঁদের সংগে সংক্রমিত ছিল, আর অনেকের পঙ্গু ও খোঁড়া লোক সুস্থ হয়েছিল।
8 আর সেই শহরে মহা আনন্দ হল।
9 কিন্তু শিমোন নামে একজন লোক ছিল, যে আগে একই শহরে যাদু করত এবং শমরিয়ার লোকদের মন্ত্রমুগ্ধ করত, নিজেকে একজন মহান ব্যক্তি বলে প্রকাশ করত৷
10 ছোট থেকে বড় সকলেই যাঁর প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলেছিল, এই লোকটি ঈশ্বরের মহাশক্তি৷
11 এবং তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, কারণ তিনি দীর্ঘকাল যাদু দ্বারা তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন৷
12 কিন্তু যখন তারা বিশ্বাস করল যে ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করছেন, তখন তারা পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বাপ্তিস্ম নিল৷
13 তখন শিমোন নিজেও বিশ্বাস করলেন: এবং যখন তিনি বাপ্তিস্ম নিলেন, তখন তিনি ফিলিপের সঙ্গে চলতে থাকলেন, আর আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যা অলৌকিক কাজ ও অলৌকিক চিহ্নগুলি করা হয়েছে তা দেখে৷
14 জেরুজালেমে প্রেরিতরা যখন শুনল যে শমরিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তারা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে পাঠাল৷
15 তারা যখন নীচে নেমে এল, তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল যেন তারা পবিত্র আত্মা পায়৷
16 (কারণ এখনও পর্যন্ত তিনি তাদের কারও উপর পড়েন নি: কেবল তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল৷)
17 তারপর তারা তাদের গায়ে হাত রাখল এবং তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করল৷
18 আর শিমোন যখন দেখলেন যে, প্রেরিতদের হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি তাদের টাকা দিলেন৷
19 এই বলে, আমাকেও এই ক্ষমতা দাও, আমি যার গায়ে হাত রাখি, সে পবিত্র আত্মা পায়৷
20 কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ তুমি ভেবেছিলে যে, ঈশ্বরের উপহার টাকা দিয়ে কেনা যাবে৷'
21 এই বিষয়ে তোমার কোন অংশ বা অংশ নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় ঠিক নয়৷
22 তাই তোমার এই দুষ্টতার জন্য অনুতপ্ত হও এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যদি তোমার মনের চিন্তা তোমাকে ক্ষমা করা হয়।
23 কারণ আমি বুঝতে পারি যে আপনি তিক্ততার পিত্তে এবং অন্যায়ের বন্ধনে আবদ্ধ৷
24 তখন শিমোন উত্তর দিয়ে বললেন, 'তোমরা আমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তোমরা যা বলেছ তার কোনোটাই যেন আমার ওপর না আসে৷
25 তারা যখন সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিল, তখন তারা জেরুজালেমে ফিরে গিয়েছিল এবং শমরীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করেছিল৷
26 আর প্রভুর দূত ফিলিপকে বললেন, ওঠ, দক্ষিণ দিকে যাও, যে পথ জেরুজালেম থেকে মরুভূমির গাজা পর্যন্ত নেমেছে৷
27 আর তিনি উঠে গিয়ে গেলেন: এবং দেখ, ইথিওপিয়ার একজন লোক, ইথিওপীয়দের ক্যানডাসের রাণীর অধীনে একজন বড় কর্তৃত্বের নপুংসক, যিনি তার সমস্ত ধনভান্ডারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং উপাসনা করার জন্য জেরুজালেমে এসেছিলেন,
28 ফিরে আসছিলেন, এবং তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয় পাঠ করলেন।
29 তখন আত্মা ফিলিপকে বললেন, কাছে যাও এবং এই রথে যোগ দাও৷
30 তখন ফিলিপ দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ভাববাদী যিশাইয় পড়তে শুনলেন এবং বললেন, 'তুমি যা পড়ছ তা কি বুঝতে পারছ?
31 তিনি বললেন, 'কেউ কেউ আমাকে পথ দেখালে আমি কি করে পারি? এবং তিনি ফিলিপ চেয়েছিলেন যে তিনি উঠে এসে তাঁর সাথে বসবেন৷
32 তিনি যে শাস্ত্রটি পাঠ করেছিলেন তা ছিল এই, তাকে মেষের মতো জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷ এবং

মেষশাবক যেমন তার লোম কাটার সামনে বোবা, তেমনি সে তার মুখ খুলল না।
33 তাঁর অপমানে তাঁর বিচার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আর কে তাঁর বংশের কথা ঘোষণা করবে? কারণ তার জীবন পৃথিবী থেকে নেওয়া হয়েছে৷
34 সেই নপুংসক ফিলিপকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রার্থনা করি, কার সম্বন্ধে ভাববাদী এই কথা বলছেন? নিজের, নাকি অন্য কোনো মানুষের?
35 তখন ফিলিপ মুখ খুললেন, এবং একই শাস্ত্রে শুরু করলেন এবং যীশুর কাছে প্রচার করলেন৷
36 তারা যেতে যেতে একটি নির্দিষ্ট জলের কাছে এল৷ নপুংসক বললেন, দেখুন, এখানে জল রয়েছে৷ কি আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে বাধা দেয়?
37 ফিলিপ বললেন, 'তুমি যদি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তুমি করতে পার৷' তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র৷
38 তারপর তিনি রথটিকে স্থির থাকতে আদেশ করলেন৷ তারা ফিলিপ ও নপুংসক উভয়েই জলে নেমে গেল৷ এবং তিনি তাকে বাপ্তিস্ম দিলেন।
39 তারা যখন জল থেকে উঠে এল, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে দূরে নিয়ে গেলেন, যে নপুংসক তাঁকে আর দেখতে পেলেন না৷
40 কিন্তু ফিলিপকে অ্যাজোটাস-এ পাওয়া গেল এবং সিজারিয়ায় না আসা পর্যন্ত তিনি সমস্ত শহরে প্রচার করলেন৷

অধ্যায় 9

1 আর শৌল, তবুও প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে হুমকি ও হত্যার নিঃশ্বাস ফেলে মহাযাজকের কাছে গেলেন,
2 আর তিনি দামেস্কের সমাজ-গৃহের কাছে তাঁর কাছে চিঠি চেয়েছিলেন, য়েন যদি তিনি এই পথের মধ্যে কাউকে খুঁজে পান, সে পুরুষ হোক বা মহিলা, তবে তিনি তাদের জেরুজালেমে নিয়ে আসতে পারেন৷
3 আর তিনি যাত্রা করতে করতে দামেস্কের কাছে এলেন, আর হঠাৎ তাঁর চারপাশে স্বর্গ থেকে আলো জ্বলে উঠল৷
4তখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি রব শুনতে পেলেন যে, তাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ?
5 তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর প্রভু বললেন, আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতিত করছ৷
6 তিনি কাঁপতে কাঁপতে অবাক হয়ে বললেন, প্রভু, আপনি আমাকে কি করতে চান? তখন প্রভু তাকে বললেন, উঠ, শহরে যাও, আর তোমাকে বলা হবে তোমাকে কি করতে হবে৷
7 আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে যাত্রা করছিল, তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না৷৷
8আর শৌল পৃথিবী থেকে উঠলেন; যখন তার চোখ খুলে গেল, তখন তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু তারা তাকে হাত ধরে দামেস্কে নিয়ে গেল৷
9তিন দিন তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন, তিনি কিছু খান বা পান করেন নি৷
10 দম্মেস্কে অননিয়া নামে একজন শিষ্য ছিলেন৷ এবং প্রভু তাকে দর্শনে বললেন, অননিয়া। তিনি বললেন, প্রভু, আমি এখানে আছি৷
11 আর প্রভু তাকে বললেন, ওঠ, সোজা বলে রাস্তায় যাও, এবং তার্সুসের শৌল নামে একজনকে যিহূদার বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর, কারণ দেখ, সে প্রার্থনা করছে,
12 আর তিনি দর্শনে অননিয়া নামে একজনকে আসতে দেখেছেন এবং তাঁর গায়ে হাত রাখছেন যেন তিনি দৃষ্টিশক্তি পান৷
13 তখন অননিয়া উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি এই লোকটির অনেকের কাছে শুনেছি যে, সে জেরুজালেমে আপনার সাধুদের প্রতি কতটা অন্যায় করেছে৷
14 এবং এখানে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে যাঁরা তোমার নামে ডাকে তাদের সবাইকে আবদ্ধ করার অধিকার তাঁর আছে৷
15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, তুমি যাও, কারণ সে আমার জন্য মনোনীত পাত্র, অইহুদীদের, রাজাদের এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের সামনে আমার নাম বহন করার জন্য৷
16 কারণ আমি তাকে দেখাব যে আমার নামের জন্য তাকে কত বড় কষ্ট ভোগ করতে হবে৷
17 তখন অননিয় চলে গেলেন এবং ঘরে ঢুকলেন৷ তিনি তাঁর গায়ে হাত রেখে বললেন, 'ভাই শৌল, প্রভু, এমনকী যীশু, যিনি আসার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে তুমি তোমার দৃষ্টিশক্তি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও৷'
18 আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ হইতে আঁশের মতো পড়িল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া উঠিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন।
19 এবং তিনি যখন মাংস পান, তখন তিনি শক্তিশালী হলেন৷ তারপর শৌল দামেস্কে শিষ্যদের সঙ্গে কিছু দিন কাটালেন৷
20 আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজগৃহে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র৷
21 কিন্তু যাঁরা তাঁর কথা শুনলেন তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে বললেন৷ ইনিই কি সেই নন যিনি জেরুজালেমে যারা এই নামে ডাকেন তাদের ধ্বংস করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন যাতে তিনি তাদের প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যেতে পারেন?
22 কিন্তু শৌল আরও শক্তি বাড়িয়ে দিলেন এবং দামেস্কে বসবাসকারী ইহুদীদের বিভ্রান্ত করলেন, প্রমাণ করলেন যে তিনিই খ্রীষ্ট।
23আর অনেক দিন পূর্ণ হওয়ার পর ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার মন্ত্রণা করল৷
24 কিন্তু শৌলের কাছে তাদের শুয়ে থাকার কথা জানা গেল৷ এবং তারা তাকে হত্যা করার জন্য দিনরাত ফটক পাহারা দিল।
25 তখন শিষ্যরা রাত্রিবেলা তাঁকে নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে করে দেওয়ালের কাছে নামিয়ে দিল৷
26 আর শৌল যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁকে ভয় পেল এবং বিশ্বাস করল না যে তিনি একজন শিষ্য৷

27 কিন্তু বার্নাবাস তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তিনি কীভাবে প্রভুকে পথে দেখেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং কীভাবে তিনি যীশুর নামে দামেস্কে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন তা তাদের কাছে ঘোষণা করলেন৷
28 আর তিনি তাদের সঙ্গে জেরুজালেমে ঢুকতে ও বাইরে যাচ্ছিলেন৷
29 এবং তিনি প্রভু যীশুর নামে সাহসিকতার সাথে কথা বলতেন এবং গ্রীসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করতেন, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করতে চলেছিল৷
30 ভাইয়েরা তা জানতে পেরে তাঁকে কৈসরিয়ায় নিয়ে গেল এবং তার্সুসে পাঠিয়ে দিল৷
31 তারপর সমস্ত যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়া জুড়ে মণ্ডলীগুলি বিশ্রাম পেয়েছিল এবং উন্নত হয়েছিল৷ এবং প্রভুর ভয়ে হাঁটা, এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায়, বহুগুণ বেড়ে গেল৷
32 আর এমন হল, পিতর যখন সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি লিদ্দায় বসবাসকারী পবিত্র লোকদের কাছেও নেমে এলেন৷
33 সেখানে তিনি এনিয়াস নামে একজন লোককে দেখতে পেলেন, যিনি আট বছর ধরে বিছানায় ছিলেন এবং পলসিতে অসুস্থ ছিলেন৷
34 পিতর তাঁকে বললেন, 'এনিয়াস, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করেছেন৷ এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন।
35 আর লিদ্দা ও সারোনের সকলে তাঁকে দেখে প্রভুর দিকে ফিরে গেল৷
36 এখন যাপ্পাতে তাবিথা নামে একজন শিষ্য ছিলেন, যাকে ব্যাখ্যা করে ডরকাস বলা হয়: এই মহিলাটি ভাল কাজ ও দান-কর্মে পরিপূর্ণ ছিলেন৷
37 সেই দিনগুলিতে, সে অসুস্থ হয়ে মারা গেল৷ যখন তারা তাকে গোসল করিয়েছিল, তখন তারা তাকে একটি উপরের ঘরে শুইয়েছিল৷
38 আর যেহেতু লিদ্দা যাফ্পার কাছে ছিল, এবং শিষ্যরা শুনতে পেল যে পিতর সেখানে আছেন, তাই তারা দুজন লোককে তাঁর কাছে পাঠালেন, তিনি যেন তাদের কাছে আসতে দেরি না করেন৷
39 তখন পিতর উঠে তাদের সঙ্গে গেলেন৷ তিনি এসে তাঁকে উপরের কক্ষে নিয়ে গেলেন৷ সমস্ত বিধবারা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ডরকাস যখন তাদের সঙ্গে ছিল তখন তার তৈরি জামা ও পোশাকগুলি দেখাচ্ছিল৷
40 কিন্তু পিতর তাদের সকলকে সামনে রেখে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন৷ এবং তাকে মৃতদেহের দিকে ফিরিয়ে বলল, তাবিথা, ওঠ। তখন সে চোখ খুলল এবং পিতরকে দেখে উঠে বসল৷
41 আর তিনি তার হাত দিয়ে তাকে তুলে নিলেন, এবং সাধু ও বিধবাদের ডেকে তাকে জীবিত হাজির করলেন৷
42 এই কথা সমস্ত যাপ্পা জুড়ে জানা গেল৷ এবং অনেকে প্রভুতে বিশ্বাস করেছিল৷
43 আর এমন হল যে, তিনি শিমোন নামে একজন চর্মচাষীর সঙ্গে যাপ্পায় অনেক দিন ছিলেন৷

অধ্যায় 10

1 সিজারিয়াতে কর্নেলিয়াস নামে একজন লোক ছিলেন, তিনি ইতালীয় দল নামক দলের একজন শতপতি ছিলেন।
2 একজন ধার্মিক ব্যক্তি, এবং যিনি তাঁর সমস্ত ঘরের সাথে ঈশ্বরকে ভয় করতেন, যিনি লোকেদের অনেক দান করতেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন৷
3 তিনি এক দর্শনে স্পষ্টতই দেখতে পেলেন যে, দিনের নয়টার দিকে ঈশ্বরের একজন দূত তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলছেন, কর্নেলিয়াস৷
4তার দিকে তাকিয়ে তিনি ভয় পেয়ে বললেন, প্রভু, এটা কি? তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রার্থনা ও দান ঈশ্বরের কাছে স্মরণার্থে এসেছে৷
5 আর এখন যাপ্পায় লোক পাঠান এবং শিমোনকে ডাকুন, যার নাম পিতর৷
6 তিনি শিমোন নামে একজন ট্যানারের কাছে থাকেন, যার বাড়ি সমুদ্রের ধারে; তিনি আপনাকে বলবেন আপনার কি করা উচিত৷
7 এবং কর্নেলিয়াসের সাথে কথা বলা ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর, তিনি তার দুই গৃহকর্মীকে এবং তাদের মধ্যে একজন ধার্মিক সৈনিককে ডাকলেন যারা ক্রমাগত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন৷
8 তিনি তাদের কাছে এই সব কথা ঘোষণা করে যাফ্পাতে পাঠালেন৷
9 পরের দিন, যখন তারা যাত্রা করে শহরের কাছে এলো, তখন পিতর প্রায় ষষ্ঠ ঘন্টা প্রার্থনা করতে বাড়ির ছাদে উঠে গেলেন:
10 আর তিনি খুব ক্ষুধার্ত হলেন, এবং খেতে চাইছিলেন; কিন্তু তারা যখন প্রস্তুত করছিলেন, তখন তিনি একটি প্রভাতে পড়ে গেলেন৷
11 এবং দেখল স্বর্গ খোলা, এবং একটি নির্দিষ্ট পাত্র তাঁর কাছে নেমে আসছে, যেমনটি একটি বড় চাদর ছিল চার কোণে বোনা, এবং পৃথিবীতে নেমে এসেছে৷
12 যেখানে ছিল পৃথিবীর সমস্ত রকমের চতুষ্পদ জন্তু, বন্য জন্তু, লতানো জিনিস এবং আকাশের পাখী৷
13 তখন তাঁর কাছে একটি রব এল, 'পিতর ওঠ৷ হত্যা, এবং খাওয়া.
14 কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, তাই নয়৷ কারণ আমি কখনও এমন কোন জিনিস খাই নি যা সাধারণ বা অশুচি।
15 আর সেই রব দ্বিতীয়বার তাঁকে বলল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন, তাকে তুমি সাধারণ বল না৷'
16 এটি তিনবার করা হয়েছিল: এবং পাত্রটি আবার স্বর্গে উঠল৷
17 এখন পিতর মনে মনে সন্দেহ পোষণ করলেন যে, তিনি যে দর্শনটি দেখেছিলেন তার অর্থ কী, দেখ, কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে যে লোকদের পাঠানো হয়েছিল, তারা শিমোনের বাড়ির খোঁজ-খবর নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল,
18 এবং ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শিমোন, যার নাম পিতর, তিনি সেখানে আছেন কি না৷
19 পিতর যখন সেই দর্শনের কথা ভাবছিলেন, তখন আত্মা তাঁকে বললেন, দেখ, তিনজন লোক তোমাকে খুঁজছে৷
20 তাই ওঠ, নীচে নেমে যাও, আর সন্দেহ না করে তাদের সাথে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি৷

21 তারপর পিতর নেমে গেলেন সেই লোকদের কাছে যাদের কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল৷ তিনি বললেন, দেখ, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে তোমরা খুঁজছ৷ কেন তোমরা এসেছ?
22 তারা বলল, কর্নেলিয়াস, শতপতি, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং সমস্ত ইহুদী জাতির মধ্যে সুসংবাদের অধিকারী, ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন পবিত্র ফেরেশতাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে তাঁর বাড়িতে পাঠাবেন এবং শুনবেন৷ তোমার কথা।
23 তারপর তিনি তাদের ভিতরে ডেকে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন৷ আর পরের দিন পিতর তাদের সঙ্গে চলে গেলেন এবং যাফ্‌পার কয়েকজন ভাই তাঁর সঙ্গে গেলেন৷
24 আর পরের দিন তারা কৈসরিয়ায় প্রবেশ করল৷ এবং কর্নেলিয়াস তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এবং তার আত্মীয়দের এবং নিকটবর্তী বন্ধুদের একত্রিত করেছিলেন।
25 পিতর যখন ভিতরে আসছিলেন, তখন কর্নেলিয়াস তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন৷
26 কিন্তু পিতর তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও৷ আমি নিজেও একজন মানুষ।
27 তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে অনেক লোক একত্র হয়েছে৷
28 যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা জান যে একজন ইহুদী লোকের পক্ষে অন্য জাতির সঙ্গে মেলামেশা করা বা অন্য জাতির কাছে আসা বেআইনি৷ কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন যে আমি কাউকে অশুচি বা অশুচি বলব না।
29 তাই আমাকে পাঠানোর সাথে সাথে আমি কোন কথা না বলেই তোমাদের কাছে এসেছি৷ তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমরা কি উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছ?
30 কর্নেলিয়াস বললেন, চার দিন আগে আমি এই সময় পর্যন্ত উপোস ছিলাম৷ এবং নবম প্রহরে আমি আমার বাড়িতে প্রার্থনা করছি, এবং দেখ, একজন লোক উজ্জ্বল পোশাক পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে,
31 এবং বললেন, কর্নেলিয়াস, তোমার প্রার্থনা শোনা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের সামনে তোমার দান স্মরণ করা হয়েছে৷
32 তাই যাফ্‌পাতে পাঠাও এবং শিমোনকে ডাকো, যার নাম পিতর৷ তিনি সমুদ্রের ধারে একজন শিমোনের বাড়ীতে আছেন, যিনি আসবেন, আপনার সাথে কথা বলবেন৷
33 তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে পাঠালাম; আর তুমি ভালো করেছ যে তুমি এসেছ। তাই এখন আমরা সবাই এখানে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছি, ঈশ্বর আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা শোনার জন্য৷
34তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন, আমি সত্যই বুঝি যে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন৷
35 কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যারা তাঁকে ভয় করে এবং সৎ কাজ করে, তারা তাঁর কাছে গৃহীত হয়৷
36 ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা শান্তি প্রচার করে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন: (তিনি সকলের প্রভু:)
37 সেই কথা, আমি বলি, তোমরা জানো, যা সমগ্র যিহূদিয়া জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যোহনের প্রচারিত বাপ্তিস্মের পরে গালীল থেকে শুরু হয়েছিল৷
38 ঈশ্বর কীভাবে নাজারেথের যীশুকে পবিত্র আত্মা এবং শক্তি দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন: যিনি ভাল কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং শয়তানের দ্বারা নিপীড়িত সকলকে সুস্থ করেছিলেন; কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন৷
39 এবং ইহুদীদের দেশে এবং জেরুজালেমে তিনি যা করেছেন আমরা তার সমস্ত সাক্ষী৷ যাকে তারা হত্যা করে একটি গাছে ঝুলিয়েছিল:
40 ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁকে দেখালেন৷
41 সমস্ত লোকের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আগে মনোনীত সাক্ষীদের কাছে, এমনকী আমাদের কাছেও, যারা মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি৷
42 এবং তিনি আমাদেরকে লোকদের কাছে প্রচার করতে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনিই ঈশ্বর যাকে দ্রুত ও মৃতের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন৷
43 সমস্ত ভাববাদীরা তাঁরই সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর নামে যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে পাপের ক্ষমা পাবে৷
44 পিতর যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন যারা এই বাক্য শুনেছিল তাদের সকলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এল৷
45 আর যাঁরা সুন্নত করাতে বিশ্বাসী ছিল, তারা পিতরের সঙ্গে যাঁরা এসেছিল তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ অইহুদীদের ওপরও পবিত্র আত্মার দান ঢেলে দেওয়া হয়েছিল৷
46 কারণ তারা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনেছিল৷ তখন পিতর উত্তর দিলেন,
47 কেউ কি পানি নিষেধ করতে পারে যে, তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত নয়, যারা আমাদের মতো পবিত্র আত্মা পেয়েছে?
48 আর তিনি তাদের প্রভুর নামে বাপ্তিস্ম নিতে আদেশ করলেন৷ তারপর তারা তাকে কিছু দিন থাকার জন্য প্রার্থনা করেছিল।

অধ্যায় 11

1 আর যিহূদিয়াতে প্রেরিতরা ও ভাইয়েরা শুনল যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে৷
2 পিতর যখন জেরুজালেমে এলেন, তখন যাঁরা সুন্নত করা হয়েছিল, তারা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল৷
3 তুমি বললে, তুমি খৎনা না করানো পুরুষদের কাছে গেছিলে এবং তাদের সঙ্গে আহার করেছিলে৷
4কিন্তু পিতর সেই বিষয়টা শুরু থেকেই শুনিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে আদেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বললেন,
5 আমি যাপ্পা নগরে প্রার্থনা করছিলাম; এবং একটি ট্রান্সাসে আমি একটি দর্শন দেখতে পেলাম, একটি নির্দিষ্ট পাত্র, যেমন একটি বড় চাদর ছিল, স্বর্গ থেকে চারটি কোণে নেমে এসেছে; এবং এটি আমার কাছেও এসেছিল:

6 যার উপর আমি আমার চোখ বেঁধে রেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, এবং পৃথিবীর চারপায়ের জন্তু, বন্য জন্তু, লতানো জিনিস এবং আকাশের পাখী দেখতে পেলাম৷
7 আর আমি একটা রব শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, ওঠো পিতর! মেরে খাও
8কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, তা নয়, কারণ আমার মুখে কোন অশুচি বা অশুচি কিছু ঢোকেনি।
9 কিন্তু স্বর্গ থেকে সেই রব আবার আমাকে উত্তর দিল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন, তা তুমি সাধারণ বলে ডাকো না৷'
10 আর এই তিনবার করা হল: এবং সব আবার স্বর্গে টানা হল.
11 আর দেখ, আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়িতে ইতিমধ্যেই তিনজন লোক এসেছিল, যাদেরকে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল৷
12 আর আত্মা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন, সন্দেহ নেই৷ তাছাড়া এই ছয় ভাই আমার সাথে ছিল, এবং আমরা লোকটির বাড়িতে প্রবেশ করলাম:
13 এবং তিনি আমাদের দেখালেন যে কীভাবে তিনি তাঁর বাড়িতে একজন স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন, যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, 'যাপ্পায় লোক পাঠান এবং শিমোনকে ডাকুন, যার নাম পিতর৷
14 কে তোমাকে কথা বলবে, যার দ্বারা তুমি এবং তোমার সমস্ত গৃহ রক্ষা পাবে৷
15 এবং আমি যখন কথা বলতে শুরু করি, পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এল, যেমন শুরুতে আমাদের উপরে।
16 তখন প্রভুর সেই বাক্য আমার মনে পড়ল, যে তিনি বলেছিলেন, যোহন সত্যিই জলে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন৷ কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে৷
17 তখন যেহেতু ঈশ্বর তাদের সেইরকম উপহার দিয়েছিলেন যেমন তিনি আমাদের প্রতি দিয়েছিলেন, যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন; আমি কি ছিলাম, যে আমি ঈশ্বরকে সহ্য করতে পারতাম?
18 এই কথা শুনে তারা চুপ করে রইল এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলল, 'তাহলে ঈশ্বর অইহুদীদেরকেও জীবনের জন্য অনুতাপ দান করেছেন৷'
19 এখন স্টিফেনকে নিয়ে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল তাতে যারা ছড়িয়ে পড়েছিল তারা ফেনিস, সাইপ্রাস এবং অ্যান্টিওক পর্যন্ত যাত্রা করেছিল, কেবল ইহুদীদের কাছে বাণী প্রচার করেছিল।
20 আর তাদের মধ্যে কয়েকজন সাইপ্রাস ও সিরিনের লোক ছিল, যাঁরা এন্টিওকে এসে প্রভু যীশুর কথা প্রচার করে গ্রীসীয়দের সঙ্গে কথা বলতেন৷
21 এবং প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল: এবং একটি বিরাট সংখ্যক বিশ্বাস করেছিল এবং প্রভুর দিকে ফিরেছিল৷
22 তখন জেরুজালেমের মণ্ডলীর কানে এইসব খবর এল৷ তারা বার্নাবাসকে এন্টিওক পর্যন্ত যেতে পাঠাল৷
23 যখন তিনি এসেছিলেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখেছিলেন, তখন তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে, তারা মনে মনে প্রভুর সাথে যুক্ত থাকবে৷
24 কারণ তিনি একজন ভাল মানুষ এবং পবিত্র আত্মায় এবং বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন: এবং প্রভুর কাছে অনেক লোক যুক্ত হয়েছিল৷
25 তারপর শৌলকে খোঁজার জন্য বার্নাবাস টারসাসে চলে গেলেন৷
26 তিনি তাকে খুঁজে পেয়ে এন্টিওকে নিয়ে গেলেন৷ এবং এটা ঘটল যে, পুরো এক বছর তারা মন্ডলীর সাথে একত্র হয়ে অনেক লোককে শিক্ষা দিল৷ এবং শিষ্যদের প্রথম এন্টিওকে খ্রিস্টান বলা হয়।
27 আর এই দিনে জেরুজালেম থেকে এন্টিওকে ভাববাদীরা এলেন৷
28 এবং তাদের মধ্যে আগাবাস নামে একজন উঠে দাঁড়ালেন, এবং আত্মার দ্বারা ইঙ্গিত দিলেন যে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রচুর অভাব হবে: যা ক্লডিয়াস সিজারের দিনে ঘটেছিল৷
29 তখন শিষ্যরা, প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুসারে, যিহূদিয়াতে বসবাসকারী ভাইদের কাছে ত্রাণ পাঠাতে দৃঢ়সংকল্প করলেন:
30 তারাও তাই করল এবং বার্নাবাস ও শৌলের হাতে প্রাচীনদের কাছে পাঠিয়ে দিল৷

অধ্যায় 12

1 সেই সময় রাজা হেরোদ মণ্ডলীর কয়েকজনকে বিরক্ত করার জন্য তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন৷
2 আর তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করলেন।
3 ইহুদীরা এটা দেখে খুশি হয়েছে বলে তিনি পিতরকেও ধরতে এগিয়ে গেলেন৷ (তখন খামিরবিহীন রুটির দিন ছিল।)
4 তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করলেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য চারটি সৈন্যের হাতে তুলে দিলেন৷ ইস্টারের পরে তাকে লোকেদের সামনে আনতে ইচ্ছা করছে।
5 তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু গির্জা থেকে বিরত না থেকে তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল৷
6 আর হেরোদ যখন তাঁকে বের করে আনতে চাইল, সেই রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে ঘুমাচ্ছিলেন, দু'টি শিকল দিয়ে বেঁধেছিলেন; আর কারাগারের দরজার সামনে রক্ষকরা পাহারা দিচ্ছিলেন৷
7 আর দেখ, প্রভুর দূত তাঁহার উপরে আসিয়াছিলেন, এবং কারাগারের মধ্যে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল; এবং তিনি পিতরকে পাশ দিয়ে মারলেন, এবং বললেন, তাড়াতাড়ি উঠ। আর তার হাত থেকে শিকল পড়ে গেল।
8 আর স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, কোমর বেঁধে তোমার জুতো পরে নাও৷ এবং তাই তিনি করেছেন. তখন সে তাকে বলল, 'তোমার জামাটা তোমার গায়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু নিও৷'
9 তখন তিনি বাইরে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন৷ এবং বুঝবেন না যে দেবদূতের দ্বারা যা করা হয়েছিল তা সত্য ছিল৷ কিন্তু ভেবেছিলেন তিনি একটি দর্শন দেখেছেন।
10 তারা প্রথম এবং দ্বিতীয় ওয়ার্ড পেরিয়ে শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া লোহার ফটকের কাছে এলো৷ যা তার নিজের ইচ্ছায় তাদের জন্য খুলে দিল৷ তারা বেরিয়ে গেল এবং একটি রাস্তা দিয়ে গেল৷ আর সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন৷

11 পিতর নিজের কাছে এসে বললেন, এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে প্রভু তাঁর দূত পাঠিয়েছেন এবং হেরোদের হাত থেকে এবং ইহুদীদের সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন৷
12 এই কথা চিন্তা করে তিনি যোহনের মা মরিয়মের বাড়িতে গেলেন, যাঁর নাম ছিল মার্ক৷ যেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করছিল।
13 পিতর যখন দরজার দরজায় কড়া নাড়লেন, তখন রোদা নামে এক মেয়ে শুনতে পেল৷
14 সে পিতরের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আনন্দের জন্য দরজা খুলল না, কিন্তু দৌড়ে ভিতরে গেল এবং পিতর কীভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল তা বলল৷
15 তারা তাকে বলল, তুমি পাগল হয়েছ৷ কিন্তু তিনি ক্রমাগত নিশ্চিত করেছেন যে এটি এমনও ছিল। তখন তারা বলল, এটা তার ফেরেশতা।
16কিন্তু পিতর ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকলেন৷ তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল৷
17 কিন্তু তিনি তাদের শান্ত থাকার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের কাছে ঘোষণা করলেন যে প্রভু কীভাবে তাকে কারাগার থেকে বের করে এনেছিলেন৷ তিনি বললেন, যাও যাকোব ও ভাইদের কাছে এই সব দেখাও৷ তারপর তিনি চলে গেলেন এবং অন্য জায়গায় গেলেন৷
18 দিন হয়ে গেলেই সৈন্যদের মধ্যে সামান্য আলোড়ন দেখা গেল না, পিতরের কী হল৷
19 হেরোদ তাঁকে খুঁজতে গিয়েও তাঁকে না পেয়ে রক্ষকদের পরীক্ষা করে তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন৷ পরে তিনি যিহূদিয়া থেকে কৈসরিয়ায় গিয়ে সেখানে বাস করলেন।
20 এবং হেরোদ টায়ার ও সিডনবাসীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু তারা একমত হয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং ব্লাস্টাসকে রাজার চেম্বারলেইন তাদের বন্ধু বানিয়ে শান্তি কামনা করলেন; কারণ তাদের দেশ রাজার দেশ দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।
21 এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে রাজকীয় পোশাক পরে হেরোদ তাঁর সিংহাসনে বসে তাদের কাছে বক্তৃতা করলেন৷
22তখন লোকেরা চিৎকার করে বলল, এটা দেবতার কণ্ঠস্বর, মানুষের নয়।
23 আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর ফেরেশতা তাকে আঘাত করলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে মহিমা দেননি৷
24 কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বেড়ে উঠল এবং বহুগুণ বেড়ে গেল৷
25 বার্নাবাস ও শৌল তাদের পরিচর্যা শেষ করে জেরুজালেম থেকে ফিরে গেলেন এবং মার্ক ছিলেন যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন৷

অধ্যায় 13

1 এন্টিওকের মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন৷ যেমন বার্নাবাস এবং শিমিওন যাকে নাইজার বলা হত, এবং সিরিনের লুসিয়াস, এবং মানান, যিনি হেরোদের টেট্রার্কের কাছে বেড়ে উঠেছিলেন এবং শৌল৷
2 যখন তারা প্রভুর সেবা করত এবং উপবাস করত, তখন পবিত্র আত্মা বললেন, বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজের জন্য আমি ডেকেছি তার জন্য আমাকে আলাদা করুন৷
3 তারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদের গায়ে হাত রেখে তাদের বিদায় করে দিল৷
4 তাই পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে তারা সেলুকিয়ায় চলে গেল৷ সেখান থেকে জাহাজে করে তারা সাইপ্রাসে চলে গেল৷
5 তারা যখন সালামিসে ছিল, তখন তারা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিল এবং যোহনকে তাদের পরিচারকের কাছেও ছিল৷
6 এবং যখন তারা দ্বীপের মধ্য দিয়ে পাফোসে গিয়েছিলেন, তখন তারা একজন জাদুকরকে দেখতে পেলেন, একজন মিথ্যা ভাববাদী, একজন ইহুদী, যার নাম ছিল বারজেসাস৷
7 যেটি দেশের ডেপুটি সের্গিয়াস পলাসের সাথে ছিল, একজন বিচক্ষণ লোক৷ যিনি বার্নাবাস ও শৌলকে ডেকেছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চেয়েছিলেন৷
8 কিন্তু ইলিমাস যাদুকর (কারণ ব্যাখ্যা অনুসারে তার নাম তাই) তাদের প্রতিহত করেছিল, ডেপুটিকে বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল৷
9তখন শৌল (যাকে পৌলও বলা হয়) পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে তাঁর দিকে চোখ রাখলেন৷
10 এবং বললেন, হে সমস্ত সূক্ষ্মতা এবং সমস্ত দুষ্টুমিতে পরিপূর্ণ, হে শয়তানের সন্তান, তুমি সমস্ত ধার্মিকতার শত্রু, তুমি কি প্রভুর সঠিক পথগুলিকে বিকৃত করা বন্ধ করবে না?
11 আর এখন, দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে, আর তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, এক ঋতুর জন্য সূর্য দেখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে এল৷ আর সে হাত ধরে কিছু লোকের খোঁজ করতে লাগল৷
12 তারপর ডেপুটি, যা করা হয়েছে তা দেখে প্রভুর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে বিশ্বাস করলেন৷
13 এখন পৌল ও তাঁর সঙ্গী পাফোস থেকে মুক্ত হয়ে পামফিলিয়ার পর্গাতে এলেন এবং যোহন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন৷
14কিন্তু পারগা থেকে বিদায় নিয়ে পিসিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এসে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে গিয়ে বসলেন।
15 বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের পাঠের পর সমাজ-গৃহের শাসনকর্তারা তাদের কাছে এই বলে পাঠালেন, 'হে ভাই ও বোনেরা, যদি তোমাদের লোকদের জন্য উপদেশ দেওয়ার কিছু থাকে তবে বল৷'
16 তখন পৌল উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'হে ইস্রায়েলের লোকরা, ও যারা ঈশ্বরকে ভয় কর, দর্শক দাও৷'
17 ইস্রায়েলের এই লোকদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, এবং যখন তারা মিশর দেশে বিদেশী হিসাবে বাস করত, তখন তিনি তাদের উঁচু বাহু দিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলেন।
18 এবং প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি প্রান্তরে তাদের আচার-ব্যবহার ভোগ করলেন৷
19 এবং যখন তিনি চানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন, তখন তিনি তাদের দেশ তাদের ভাগ করে দিয়েছিলেন।
20 তারপর তিনি তাদের কাছে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে বিচারকদের দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না শমূয়েল ভাববাদী ছিলেন৷

21 তারপর তারা একজন রাজার ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং ঈশ্বর তাদের কাছে 40 বছরের ব্যবধানে বিন্যামীন গোষ্ঠীর সিসের পুত্র শৌলকে দিয়েছিলেন৷
22 এবং তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে তাদের রাজা হিসেবে দাউদকে তাদের কাছে দাঁড় করালেন; যাঁর কাছেও তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পেয়েছি, আমার নিজের মনের মতো একজন লোক, যে আমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করবে৷'
23 এই ব্যক্তির বংশের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইস্রায়েলের কাছে একজন ত্রাণকর্তা, যীশুকে উত্থাপন করেছেন:
24 যখন যোহন তাঁর আসার আগে ইস্রায়েলের সমস্ত লোকদের কাছে অনুতাপের বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করেছিলেন৷
25 আর যোহন তাঁর পথ পূর্ণ করতে গিয়ে বললেন, আমি কে বলে তোমরা মনে কর? আমি সে নই। কিন্তু, দেখ, আমার পরে একজন আসছেন, যার পায়ের জুতা আমি খুলে দেবার যোগ্য নই।
26 পুরুষ ও ভাই ও বোনেরা, অব্রাহামের বংশের সন্তান, এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরকে ভয় করে, তোমাদের কাছে এই পরিত্রাণের বাণী পাঠানো হয়েছে৷
27 কারণ জেরুজালেমে যারা বাস করে এবং তাদের শাসনকর্তারা, কারণ তারা তাঁকে চিনত না, এমনকি নবীদের কণ্ঠস্বরও যা প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়, তারা তাঁকে দোষারোপ করার জন্য তাদের পূর্ণ করেছে৷
28 যদিও তারা তার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পায়নি, তবুও তারা পীলাতের কাছে চেয়েছিল যে তাকে হত্যা করা হোক।
29 তাঁর সম্বন্ধে যা লেখা ছিল তা পূর্ণ করে তারা তাঁকে গাছ থেকে নামিয়ে একটি কবরে রাখল৷
30কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন:
31 আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তাঁদের অনেক দিন তাঁকে দেখা গেল, যাঁরা লোকেদের কাছে তাঁর সাক্ষী৷
32 এবং আমরা তোমাদের কাছে সুসংবাদ ঘোষণা করছি যে, পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,
33 ঈশ্বর আমাদের তাদের সন্তানদের জন্য একই পূর্ণ করেছেন, যে তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন; দ্বিতীয় গীতেও যেমন লেখা আছে, 'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি৷'
34 এবং তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এখন আর ধ্বংসের দিকে ফিরে যেতে হবে না, এই বিষয়ে তিনি বললেন, আমি তোমাকে দায়ূদের নিশ্চিত করুণা দেব।
35 সেইজন্য তিনি অন্য একটি গীতেও বলেছেন, 'তুমি তোমার পবিত্রকে কলুষিত হতে দেবে না৷'
36 কারণ দায়ূদ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার নিজের প্রজন্মের সেবা করার পরে, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং তার পূর্বপুরুষদের কাছে শায়িত হয়েছিলেন এবং দুর্নীতি দেখেছিলেন:
37 কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তিনি কোন বিপর্যয় দেখতে পাননি৷
38 অতএব, পুরুষ ও ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে এটা জানা উচিত যে এই লোকটির মাধ্যমে তোমাদের কাছে পাপের ক্ষমা প্রচার করা হয়েছে৷
39 আর যাঁরা বিশ্বাস করে তারা সকলেই তাঁর দ্বারা ধার্মিক বলে প্রমাণিত হয়, যা থেকে তোমরা মোশির আইন দ্বারা ধার্মিক হতে পারোনি৷
40 তাই সাবধান, ভাববাদীদের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে তা যেন তোমাদের উপর না আসে৷
41 দেখ, তোমরা ঘৃণা কর, আশ্চর্য হও এবং ধ্বংস হও, কারণ আমি তোমাদের দিনে এমন একটি কাজ করছি, এমন একটি কাজ যা একজন মানুষ তোমাদের কাছে ঘোষণা করলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না৷
42 ইহুদীরা যখন সমাজ-গৃহ থেকে বেরিয়ে গেল, তখন অইহুদীরা অনুরোধ করল যেন পরের বিশ্রামবারে তাদের কাছে এই কথা প্রচার করা হয়৷
43 যখন মণ্ডলী ভেঙ্গে গেল, তখন অনেক ইহুদী ও ধর্মান্তরিত লোক পৌল ও বার্নাবাসকে অনুসরণ করল: তারা তাদের সঙ্গে কথা বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে চলতে প্ররোচিত করেছিল৷
44 পরের বিশ্রামবারে প্রায় সমস্ত শহর ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য একত্রিত হল৷
45 কিন্তু ইহুদীরা লোকসমাগম দেখে ঈর্ষায় ভরে গেল এবং পৌলের কথার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল৷
46 তখন পৌল ও বার্নাবাস সাহসী হয়ে বললেন, ঈশ্বরের বাক্য প্রথমে তোমাদের কাছে বলা দরকার ছিল, কিন্তু তোমরা যখন তা তোমাদের থেকে সরিয়ে দিয়েছ এবং অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে নিজেদের বিচার করছ, দেখ, আমরা অইহুদীদের দিকে ফিরে যাচ্ছি৷ .
47 কারণ প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, বলেছেন, আমি তোমাকে অইহুদীদের একটি আলো হিসাবে নিযুক্ত করেছি, যাতে তুমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিত্রাণের জন্য হও৷
48 অইহুদীরা এই কথা শুনে আনন্দিত হল এবং প্রভুর বাক্যকে মহিমান্বিত করল এবং অনন্ত জীবনের জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা বিশ্বাস করল৷
49 আর প্রভুর বাক্য সমস্ত অঞ্চলে প্রকাশিত হল৷
50 কিন্তু ইহুদীরা ধার্মিক ও সম্মানিত মহিলাদের এবং শহরের প্রধান পুরুষদের উত্তেজিত করেছিল এবং পৌল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালায় এবং তাদের উপকূল থেকে বের করে দেয়৷
51 কিন্তু তারা তাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ামে এল৷
52 আর শিষ্যরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হল৷

অধ্যায় 14

1 ইকনিয়ামে তারা দুজনে একসঙ্গে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে এমন কথা বলতে লাগল যে, ইহুদী ও গ্রীক উভয়েই এক বিরাট জনতা বিশ্বাস করল৷
2 কিন্তু অবিশ্বাসী ইহুদীরা অইহুদীদের উত্তেজিত করেছিল এবং ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের মন খারাপ করেছিল৷

3 তাই দীর্ঘকাল তারা প্রভুতে সাহসের সাথে কথা বলেছিল, যিনি তাঁর অনুগ্রহের কথার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদের হাতে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।
4 কিন্তু শহরের জনতা বিভক্ত হয়ে গেল: কিছু অংশ ইহুদীদের সাথে এবং কিছু অংশ প্রেরিতদের সাথে ছিল।
5আর যখন অইহুদীদের এবং ইহুদীদেরও তাদের শাসকদের সহিত আক্রমণ করা হল, তখন তাদের অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করা এবং পাথর মারার জন্য,
6তারা তা জানতে পেরে লিকাওনিয়ার শহর লিস্ত্রা ও ডারবেতে এবং চারপাশে যে অঞ্চলটি আছে সেখানে পালিয়ে গেল।
7 এবং সেখানে তারা সুসমাচার প্রচার করত।
8 আর লুস্ত্রায় এক লোক বসেছিল, তার পায়ে নপুংসক ছিল, সে তার মায়ের গর্ভ থেকে পঙ্গু ছিল, সে কখনও হাঁটেনি।
9সেই পৌলকে বলতে শুনেছিল: যিনি দৃঢ়ভাবে তাঁকে দেখছিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস আছে।
10 উচ্চস্বরে বললেন, তোমার পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবং তিনি লাফিয়ে হাঁটলেন।
11 পৌল যা করেছেন তা দেখে লোকেরা উচ্চস্বরে লিকাওনিয়ার কথায় বলে উঠল, দেবতারা মানুষের মতো আমাদের কাছে নেমে এসেছেন।
12 তারা বার্নাবাসকে বৃহস্পতি বলে ডাকল। এবং পল, মারকিউরিয়াস, কারণ তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন।
13 তারপর বৃহস্পতির পুরোহিত, যা তাদের শহরের সামনে ছিল, দরজার কাছে বলদ এবং মালা এনেছিল এবং লোকদের সাথে বলিদান করতেন।
14যার কথা শুনে প্রেরিত বার্নাবাস ও পৌল তাদের কাপড় ছিঁড়ে লোকদের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন,
15 আর বললেন, মহাশয়, কেন এসব করছ? আমরাও তোমাদের মতো আবেগের মানুষ, এবং তোমাদের কাছে প্রচার করছি যে তোমরা এই অসারতা থেকে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরে যাও, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন।
16 যিনি অতীতে সমস্ত জাতিকে তাদের নিজস্ব পথে চলতে সহ্য করেছিলেন।
17তবুও তিনি নিজেকে সাক্ষ্য ব্যতীত রেখে যাননি, কারণ তিনি ভাল করেছেন, এবং স্বর্গ থেকে আমাদের বৃষ্টি এবং ফলদায়ক ঋতু দিয়েছেন, আমাদের হৃদয়কে খাদ্য ও আনন্দে পূর্ণ করেছেন।
18 আর এই কথাগুলো দিয়ে তারা লোকেদের সংযত করল যে, তারা তাদের কাছে বলিদান করেনি।
19 তখন আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয়াম থেকে কয়েকজন ইহুদী সেখানে এসে লোকদের প্ররোচিত করল এবং পৌলকে পাথর মেরে শহরের বাইরে নিয়ে গেল, মনে করে সে মারা গেছে।
20তবে শিষ্যরা তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনি উঠে নগরে এলেন। পরের দিন তিনি বার্নাবার সঙ্গে দর্বে চলে গেলেন।
21 তারা সেই শহরে সুসমাচার প্রচার করে অনেককে শিক্ষা দিয়ে আবার লিস্ত্রা, ইকনিয়াম ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেল।
22 শিষ্যদের আত্মা নিশ্চিত করা, এবং তাদের বিশ্বাসে অবিরত থাকার জন্য উত্সাহ দেওয়া, এবং আমাদের অবশ্যই অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।
23 এবং যখন তারা তাদের প্রত্যেকটি মন্ডলীতে প্রাচীনদের নিযুক্ত করেছিল এবং উপবাসের সাথে প্রার্থনা করেছিল, তখন তারা তাদের প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিল, যাঁর উপর তারা বিশ্বাস করেছিল।
24 তারা পিসিদিয়া পেরিয়ে পামফুলিয়ায় এলেন।
25পরগায় এই কথা প্রচার করে তারা আটালিয়াতে নেমে গেল।
26 আর সেখান থেকে জাহাজে করে এন্টিওকে রওনা হল, যেখান থেকে তারা যে কাজের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ করেছিল।
27 এবং যখন তারা এসে মণ্ডলীকে একত্রিত করল, তখন ঈশ্বর তাদের সাথে যা করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি অইহুদীদের জন্য বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার সমস্ত কথা শুনলেন।
28 সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন।

অধ্যায় 15

1 আর কিছু লোক যারা যিহূদিয়া থেকে নেমে এসেছিল তারা ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, 'মোশির মত করে সুন্নত না করালে তোমরা রক্ষা পাবে না।'
2 সেইজন্য যখন পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাদের কোনো ছোটখাটো মতভেদ ও বিবাদ ছিল না, তখন তারা স্থির করলেন যে পৌল ও বার্নাবাস এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের এই প্রশ্ন নিয়ে জেরুজালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে যাওয়া উচিত।
3 মণ্ডলী তাদের পথে নিয়ে এসে অইহুদীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা ঘোষণা করে ফিনিস ও শমরিয়ার মধ্য দিয়ে গেল।
4আর যখন তারা জেরুজালেমে এলো, তখন মন্ডলী, প্রেরিত ও প্রাচীনরা তাদের স্বাগত জানাল এবং ঈশ্বর তাদের সাথে যা করেছেন তা তারা ঘোষণা করলেন।
5 কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো, তারা বলল, তাদের সুন্নত করা দরকার এবং মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করার জন্য তাদের আদেশ করা দরকার।
6 আর প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একত্র হলেন।
7আর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর পিতর উঠিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিতেছ যে, কতকাল আগে ঈশ্বর আমাদের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন অইহুদীরা আমার মুখের দ্বারা সুসমাচারের বাক্য শুনিতে পারে। এবং বিশ্বাস.
8 এবং ঈশ্বর, যিনি হৃদয় জানেন, তিনি তাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছেন, যেমন তিনি আমাদের প্রতি করেছিলেন।
9আর আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখো না, বিশ্বাসের দ্বারা তাদের অন্তরকে শুদ্ধ কর।

10 তাই এখন কেন শিষ্যদের ঘাড়ে এমন জোয়াল চাপানোর জন্য তোমরা ঈশ্বরকে প্রলোভিত করছ, যা আমাদের পিতৃপুরুষেরা বা আমরা বহন করতে পারিনি?
11 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মাধ্যমে আমরাও তাদের মতো উদ্ধার পাব৷
12 তখন সমস্ত জনতা চুপ করে রইল, এবং বার্নাবাস ও পৌলের কাছে শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে ঈশ্বর তাদের দ্বারা অইহুদীদের মধ্যে কী অলৌকিক কাজ ও আশ্চর্য কাজ করেছেন৷
13 তারা চুপ করে থাকার পর, জেমস উত্তর দিয়ে বললেন, হে ভাই ও বোনেরা, আমার কথা শোন৷
14 শিমিয়োন ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর কীভাবে প্রথম অইহুদীদের কাছে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্য থেকে তাঁর নামের জন্য একটি জাতিকে বের করতে৷
15 আর এতে ভাববাদীদের কথা একমত৷ যেমন লেখা আছে,
16 এর পরে আমি ফিরে আসব এবং দায়ূদের তাঁবুটি আবার তৈরি করব, যেটি পড়ে গেছে; আমি তার ধ্বংসাবশেষ আবার নির্মাণ করব এবং আমি তা স্থাপন করব।
17 যাতে মানুষের অবশিষ্টাংশ প্রভুর খোঁজ করতে পারে, এবং সমস্ত অইহুদীরা, যাদের উপর আমার নাম ডাকা হয়, প্রভু বলেন, যিনি এই সমস্ত কাজ করেন৷
18 জগতের শুরু থেকে তাঁর সমস্ত কাজ ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাত৷
19 তাই আমার বাক্য হল, আমরা তাদের কষ্ট দিই না, যারা অইহুদীদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরে এসেছে৷
20 কিন্তু আমরা তাদের কাছে লিখি যে, তারা প্রতিমার দূষণ, ব্যভিচার, শ্বাসরোধ করা জিনিস এবং রক্ত থেকে দূরে থাকবে৷
21 কারণ প্রাচীনকালের মোশির প্রত্যেকটি শহরে যাঁরা তাঁকে প্রচার করেন, তাদের সমাজ-গৃহে প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হয়৷
22 তখন প্রেরিতরা এবং পুরো মন্ডলী সহ প্রেরিতরা সন্তুষ্ট হলেন, পৌল ও বার্নাবাসের সাথে তাদের নিজস্ব দলের মনোনীত লোকদের এন্টিওকে পাঠাতে৷ যথা, জুডাস উপনাম বারসাবাস এবং সীলাস, ভাইদের মধ্যে প্রধান পুরুষ:
23 এইভাবে তারা তাদের কাছে চিঠি লিখেছিল৷ প্রেরিতরা, প্রাচীনরা এবং ভাইয়েরা এন্টিওক, সিরিয়া এবং কিলিকিয়ার অইহুদী ভাইদের অভিবাদন পাঠাচ্ছেন:
24 কারণ আমরা শুনেছি যে, আমাদের কাছ থেকে যাঁরা বের হয়েছিলেন তাঁরা কথায় কথায় তোমাদের বিরক্ত করেছেন, তোমাদের আত্মাকে বিভ্রান্ত করেছেন, বলেছেন, তোমাদের সুন্নত করা উচিত এবং আইন মেনে চলা উচিত৷
25 একত্রে একত্রিত হয়ে আমাদের প্রিয় বার্নাবাস ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে মনোনীত লোকদের পাঠাতে আমাদের ভাল লাগছিল৷
26 যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য তাদের জীবন বিপন্ন করেছে৷
27 তাই আমরা যিহূদা ও সীলাকে পাঠিয়েছি, তারাও তোমাদের মুখে একই কথা বলবে৷
28 কারণ পবিত্র আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছে এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির চেয়ে আপনার উপর আরও বড় বোঝা চাপানো ভাল মনে হয়েছিল৷
29 যেন তোমরা মূর্তিকে উত্সর্গ করা মাংস, রক্ত, শ্বাসরোধ করা জিনিস এবং ব্যভিচার থেকে বিরত থাক৷ যদি তোমরা নিজেদেরকে দূরে রাখ তবে তোমাদের ভালো হবে৷ ভালো থাকুন।
30 কাজেই তারা বরখাস্ত হয়ে এন্টিওকে এলেন, এবং লোকদের একত্র করে চিঠিটি দিলেন:
31 যা পাঠ করে তারা সান্ত্বনার জন্য আনন্দিত হল৷
32 আর যিহূদা ও সীল নিজেও ভাববাদী হয়ে ভাইদেরকে অনেক কথা দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং তাদের সত্যতা দিলেন৷
33 তারা সেখানে অবস্থান করার পর ভাইদের কাছ থেকে প্রেরিতদের কাছে শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া হল৷
34 তা সত্ত্বেও সীল সেখানেই থাকতে পারলেন৷
35 পৌল ও বার্নাবাস আন্তিয়খিয়ায় প্রভুর বাক্য শিক্ষা ও প্রচার করতে থাকলেন এবং আরও অনেকের সঙ্গেও তা প্রচার করতে লাগলেন৷
36 আর কিছু দিন পর পৌল বার্নাবাসকে বললেন, 'চলুন আমরা আবার যাই এবং প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর বাক্য প্রচার করেছি সেখানে আমাদের ভাইদের সঙ্গে দেখা করি এবং তারা কেমন করে তা দেখি৷
37 আর বার্নাবাস স্থির করলেন যে য়োহনকে সঙ্গে নেবেন, যার নাম ছিল মার্ক৷
38 কিন্তু পৌল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করলেন না, যিনি পামফিলিয়া থেকে তাঁদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজে যাননি৷
39 এবং তাদের মধ্যে বিবাদ এত তীব্র ছিল যে তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; আর বার্নাবাস মার্ককে নিয়ে সাইপ্রাসে যাত্রা করলেন৷
40 আর পৌল সীলাকে বেছে নিয়ে চলে গেলেন, ভাইয়েরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য সুপারিশ করে চলে গেলেন৷
41 আর তিনি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেন, মণ্ডলীগুলোকে নিশ্চিত করলেন।

অধ্যায় 16

1 তারপর তিনি দর্বে ও লুস্ত্রায় গেলেন৷ সেখানে দেখ, তিমোথিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন৷ তিনি একজন ইহুদী মহিলার পুত্র ছিলেন৷ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন৷ কিন্তু তার বাবা ছিলেন একজন গ্রীক:
2 লুস্ত্রা ও ইকনিয়ামের ভাইয়েরা এই বিষয়ে ভালভাবে রিপোর্ট করেছিল৷
3 তাকে পলকে তার সাথে যেতে হবে; এবং সেই এলাকার ইহুদীদের জন্য তাকে নিয়ে গিয়ে খৎনা করালেন, কারণ তারা জানত যে তার পিতা একজন গ্রীক ছিলেন৷
4 এবং তারা যখন শহরগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাদের কাছে সেই আদেশগুলি পৌঁছে দিল যা পালন করার জন্য, যা জেরুজালেমে প্রেরিত ও প্রাচীনদের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল৷
5 আর সেইভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল৷

6এখন তারা যখন ফ্রুগিয়া ও গালাতিয়ার অঞ্চল জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা এশিয়াতে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছিল,
7 তারা মাইসিয়ায় আসার পর, তারা বিথুনিয়ায় যেতে চাইল, কিন্তু আত্মা তাদের কষ্ট দিল না।
8 আর তারা মাইসিয়ার পাশ দিয়ে ত্রোয়াতে নামল৷
9 আর রাতে পৌলকে একটি দর্শন দেখা গেল৷ সেখানে একজন মাসিডোনিয়ার লোক দাঁড়িয়ে তাকে প্রার্থনা করে বলল, 'মাসিডোনিয়ায় এসে আমাদের সাহায্য করুন৷'
10 এবং তিনি দর্শনটি দেখার পরে, আমরা অবিলম্বে ম্যাসিডোনিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম, নিশ্চিতভাবে একত্রিত হয়েছিলাম যে প্রভু আমাদেরকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ডেকেছিলেন৷
11 তাই ত্রোয়াস থেকে ছেড়ে আমরা সোজা সামোথ্রাসিয়াতে এবং পরের দিন নিয়াপোলিসে চলে আসি৷
12 এবং সেখান থেকে ফিলিপীতে, যা মেসিডোনিয়ার সেই অংশের প্রধান শহর এবং একটি উপনিবেশ; এবং আমরা সেই শহরে কিছু দিন ছিলাম৷
13 বিশ্রামবারে আমরা শহরের বাইরে নদীর ধারে গিয়েছিলাম, যেখানে প্রার্থনা করা হত না৷ এবং আমরা বসলাম, এবং সেখানে অবস্থানকারী মহিলাদের সাথে কথা বললাম৷
14 আর থুয়াতিরা শহরের বেগুনি রঙের বিক্রেতা লিদিয়া নামে এক মহিলা, যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, তিনি আমাদের কথা শুনলেন: প্রভু যার হৃদয় খুলে দিলেন, তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ দিলেন৷
15 এবং যখন তিনি এবং তার পরিবারের বাপ্তিস্ম নিলেন, তখন তিনি আমাদের অনুনয় করে বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত বলে বিচার করে থাক, তাহলে আমার বাড়িতে আসো এবং সেখানে থাকো৷' এবং তিনি আমাদের সীমাবদ্ধ.
16 এবং এমনটি ঘটল, আমরা যখন প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম, তখন ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা সম্পন্ন একটি মেয়ে আমাদের সাথে দেখা করল, যে তার প্রভুদের সুগভীর কথা বলে অনেক লাভ এনেছিল:
17 তিনি পৌল ও আমাদের অনুসরণ করলেন এবং চিৎকার করে বললেন, এই লোকেরা পরমেশ্বর ঈশ্বরের দাস, যাঁরা আমাদের পরিত্রাণের পথ দেখান৷
18 আর সে অনেক দিন এই কাজ করেছিল৷ কিন্তু পৌল শোকাহত হয়ে ফিরে এসে সেই আত্মাকে বললেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে তার থেকে বের হয়ে আসতে আজ্ঞা করছি। এবং একই ঘন্টা তিনি বেরিয়ে আসেন.
19 এবং যখন তার মনিবেরা দেখলেন যে তাদের লাভের আশা শেষ হয়ে গেছে, তখন তারা পৌল ও সীলাকে ধরে বাজারে শাসকের কাছে নিয়ে গেল৷
20 এবং তাদের ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে নিয়ে এসে বললেন, এই লোকেরা ইহুদী হয়ে আমাদের শহরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।
21 এবং প্রথা শেখান, যা আমাদের রোমীয় হওয়ার কারণে গ্রহণ করা বা পালন করা বৈধ নয়৷
22 আর জনতা একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাদের মারতে নির্দেশ দিলেন।
23 এবং যখন তারা তাদের উপর অনেক বেত্রাঘাত করেছিল, তারা তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, কারারক্ষককে তাদের নিরাপদে রাখার জন্য অভিযুক্ত করেছিল:
24 এই ধরনের অভিযোগ পেয়ে কারাগারের ভিতরের কারাগারে তাদের ঠেলে দিল এবং মজুদের মধ্যে পা রাখল৷
25 আর মধ্যরাতে পৌল ও সীল প্রার্থনা করলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা গান করলেন, আর বন্দীরা তা শুনতে পেল৷
26 আর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, যাতে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; আর সঙ্গে সঙ্গে সব দরজা খুলে গেল এবং প্রত্যেকের বাঁধন খুলে গেল।
27 আর জেলের রক্ষক ঘুম থেকে জেগে উঠে কারাগারের দরজা খোলা দেখে তলোয়ার বের করে আত্মহত্যা করতেন, মনে করেন বন্দীরা পালিয়ে গেছে।
28 কিন্তু পৌল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'তোমার কোন ক্ষতি করো না, কারণ আমরা সবাই এখানে আছি৷'
29 তখন তিনি আলোর জন্য ডেকে উঠলেন, এবং কাঁপতে কাঁপতে এসে পৌল ও সীলের সামনে পড়ে গেলেন৷
30 এবং তাদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, মহাশয়, পরিত্রাণ পেতে আমাকে কি করতে হবে?
31 তারা বলল, 'প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কর, তাহলে তুমি ও তোমার ঘর উদ্ধার হবে৷'
32 তারা তাঁকে এবং তাঁর বাড়িতে যাঁরা ছিল তাদের সকলকে প্রভুর বাক্য বললেন৷
33 এবং সেই রাতেই তিনি তাদের নিয়ে গেলেন এবং তাদের দাগ ধুয়ে ফেললেন৷ এবং তিনি এবং তার সমস্ত, সঙ্গে সঙ্গে বাপ্তিস্ম নিলেন৷
34 তিনি তাদের বাড়িতে নিয়ে এসে তাদের সামনে মাংস রাখলেন, এবং তাঁর সমস্ত বাড়ির লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আনন্দ করলেন৷
35 যখন দিন হল, তখন হাকিমরা সেনাপতিদের এই বলে পাঠালেন, সেই লোকদের যেতে দাও৷
36 তখন কারাগারের রক্ষক পৌলকে এই কথা বললেন, শাসকেরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পাঠিয়েছেন, তাই এখন চলে যান এবং শান্তিতে যান৷
37 কিন্তু পৌল তাদের বললেন, 'তারা আমাদের রোমীয় বলে নির্দোষভাবে মারধর করেছে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেছে৷ এবং এখন তারা কি আমাদের গোপনে তাড়িয়ে দিচ্ছে? না সত্যই; কিন্তু তারা নিজেরাই এসে আমাদের বের করে আনুক।
38 এবং সার্জেন্টরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে এই কথাগুলো বলল: তারা যখন শুনল যে তারা রোমান ছিল তখন তারা ভয় পেল।
39 তারা এসে তাদের কাছে অনুরোধ করল এবং তাদের বাইরে নিয়ে এল এবং তাদের শহর থেকে চলে যেতে চাইল৷
40 পরে তারা কারাগার থেকে বের হয়ে লিদিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করল৷ তারা ভাইদের দেখে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল৷

অধ্যায় 17

1এবার তারা আম্ফিপলিস ও অ্যাপোলোনিয়ার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে থিসালোনিকায় এলেন, যেখানে ইহুদীদের একটি সমাজগৃহ ছিল৷
2 আর পৌল তাঁর রীতি অনুসারে তাদের কাছে গেলেন এবং তিন বিশ্রামবারে শাস্ত্র থেকে তাদের সঙ্গে তর্ক করলেন৷
3 খোলা এবং অভিযোগ, খ্রীষ্ট অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের থেকে পুনরুত্থিত; আর এই যীশু, যাকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি তিনি হলেন খ্রীষ্ট৷
4 তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করল এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে মিলিত হল৷ এবং ধর্মপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে একটি বিশাল সংখ্যক, এবং প্রধান মহিলাদের মধ্যে কিছু নয়।
5 কিন্তু ইহুদীরা যারা বিশ্বাস করেনি, তারা ঈর্ষায় উদ্বেলিত হয়েছিল, তারা তাদের কাছে কিছু অশ্লীল লোককে ধরে নিয়েছিল এবং একটি দল জড়ো করে সমস্ত শহরে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল এবং জেসনের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল এবং তাদের বের করে আনার চেষ্টা করেছিল৷ মানুষের কাছে
6 তারা তাদের খুঁজে না পেয়ে জেসন ও কয়েকজন ভাইকে শহরের শাসনকর্তাদের কাছে টেনে নিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "যারা বিশ্বকে উল্টে দিয়েছে তারা এখানেও এসেছে৷
7 যাকে জেসন পেয়েছিলেন: আর এরা সবাই সিজারের আদেশের বিরুদ্ধে বলে যে আর একজন রাজা আছেন, একজন যীশু৷
8 এই কথা শুনে তারা লোকে ও শহরের শাসনকর্তাদের বিরক্ত করল।
9 তারা জেসন ও অন্যজনের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল৷
10 ভাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে পৌল ও সীলকে রাতের বেলা বিরিয়াতে পাঠিয়ে দিল৷ তারা সেখানে এসে ইহুদীদের সমাজগৃহে গেল৷
11 এরা থেসালোনিকার লোকদের চেয়ে বেশি মহৎ ছিল, কারণ তারা সমস্ত মন-প্রাণ সহকারে বাক্য গ্রহণ করেছিল এবং প্রতিদিন শাস্ত্রে অনুসন্ধান করেছিল, সেগুলি এমন ছিল কিনা৷
12 তাই তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করল; এছাড়াও সম্মানিত মহিলাদের যারা গ্রীক ছিল, এবং পুরুষদের, কিছু না.
13 কিন্তু থিসালনিকার ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে, বিরয়াতে পৌলের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়েছে, তখন তারা সেখানেও এসে লোকদের উত্তেজিত করল৷
14 তখন ভাইয়েরা তখনই পৌলকে সমুদ্রের দিকে যেতে পাঠালেন, কিন্তু সীলা ও তীমোথিয় সেখানেই রইলেন৷
15 আর যারা পৌলকে পরিচালনা করত তারা তাঁকে এথেন্সে নিয়ে গেল; এবং সীলা ও টিমোথিউসের কাছে সমস্ত দ্রুততার সাথে তাঁর কাছে আসার আদেশ পেয়ে তারা চলে গেল৷
16 এখন যখন পৌল এথেন্সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে মূর্তিপূজায় পতিত হতে দেখে তাঁর মধ্যে আত্মা উদ্বেলিত হয়েছিল৷
17 তাই তিনি ইহুদীদের সঙ্গে সমাজ-গৃহে, ধর্মপ্রাণ লোকদের সঙ্গে এবং বাজারে যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন তাদের সঙ্গে প্রতিদিন তর্ক করতেন৷
18 তারপর এপিকিউরিয়ান এবং স্টোইকদের কিছু দার্শনিক তার মুখোমুখি হলেন। আর কেউ কেউ বলল, এই বকবক কি বলবে? অন্য কিছু, তিনি অদ্ভুত দেবতাদের একজন স্থাপনকারী বলে মনে হচ্ছে: কারণ তিনি তাদের কাছে যীশু এবং পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছিলেন৷
19 তারা তাকে ধরে আরিওপাগাসের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, আমরা কি জানতে পারি এই নতুন মতবাদ, যার বিষয়ে আপনি বলছেন?
20 কারণ আপনি আমাদের কানে কিছু অদ্ভুত বিষয় নিয়ে আসছেন, তাই আমরা জানতে পারব যে এসবের অর্থ কী৷
21 (সেখানে যে সমস্ত এথেনিয়ান এবং অপরিচিত লোক ছিল তারা অন্য কিছুতে তাদের সময় কাটিয়েছে, হয় বলতে বা নতুন কিছু শোনার জন্য।)
22 তখন পৌল মঙ্গল গ্রহের পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে এথেন্সের লোকেরা, আমি বুঝতে পারছি যে সব বিষয়েই তোমরা খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
23 কারণ আমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং আপনার ভক্তি দেখলাম, আমি অজানা ঈশ্বরের কাছে এই শিলালিপি সহ একটি বেদী পেয়েছি। তাই তোমরা অজ্ঞতাবশত যাকে উপাসনা কর, আমি তোমাদের কাছে সেই কথা ঘোষণা করছি৷
24 ঈশ্বর যিনি এই জগৎ এবং তার মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি হাত দিয়ে তৈরি মন্দিরে বাস করেন না৷
25 মানুষের হাত দিয়েও পূজা করা হয় না, যেন তার কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি সমস্ত জীবন, নিঃশ্বাস এবং সব কিছু দেন৷
26 এবং পৃথিবীর সমস্ত মুখে বাস করার জন্য মানুষের সমস্ত জাতিকে এক রক্ত দিয়ে তৈরি করেছেন, এবং নির্ধারিত সময়ের আগে এবং তাদের বাসস্থানের সীমা নির্ধারণ করেছেন;
27 যাতে তারা প্রভুকে খুঁজতে পারে, যদি তারা তাকে অনুসরণ করতে পারে এবং তাকে খুঁজে পেতে পারে, যদিও তিনি আমাদের প্রত্যেকের থেকে দূরে নন৷
28 কারণ তাঁর মধ্যেই আমরা বাস করি, চলাফেরা করি এবং আমাদের সত্তা আছে৷ আপনার নিজের কিছু কবিও বলেছেন, কারণ আমরাও তাঁরই বংশধর।
29 সেহেতু আমরা ঈশ্বরের বংশধর, তাই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে ঈশ্বরকে শিল্প ও মানুষের যন্ত্র দ্বারা খোদাই করা সোনা, বা রূপা বা পাথরের মতো।
30 এবং এই অজ্ঞতার সময় ঈশ্বর চোখ মেললেন; কিন্তু এখন সব মানুষকে অনুতপ্ত হতে আদেশ করছে:
31 কারণ তিনি একটি দিন নির্ধারণ করেছেন, যেদিন তিনি ধার্মিকতার সাথে বিশ্বের বিচার করবেন যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন৷ তিনি তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন বলে তিনি সমস্ত লোককে আশ্বাস দিয়েছেন৷

32 মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল, আবার কেউ কেউ বলল, 'এই বিষয়ে আমরা আবার আপনার কথা শুনব।'
33 তাই পৌল তাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন।
34তবুও কিছু লোক তাঁর কাছে আঁকড়ে ধরেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল: যাদের মধ্যে ছিলেন অ্যারিওপাজিট ডায়োনিসিয়াস এবং ডামারিস নামে একজন মহিলা এবং তাদের সাথে অন্যরা।

অধ্যায় 18

1 এই ঘটনার পর পৌল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে এলেন।
2 এবং আকুইলা নামে একজন ইহুদীকে দেখতে পেলেন, যিনি পন্টাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ইতালি থেকে এসেছেন, তাঁর স্ত্রী প্রিসিল্লার সঙ্গে। (কারণ ক্লডিয়াস সমস্ত ইহুদিদের রোম থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন:) এবং তাদের কাছে এসেছিলেন।
3 আর তিনি একই নৈপুণ্যের ছিলেন বলে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং কাজ করতেন, কারণ তাদের পেশায় তারা তাঁবু তৈরি করত।
4 তিনি প্রতি বিশ্রামবারে সমাজগৃহে তর্ক করতেন এবং ইহুদী ও গ্রীকদের বোঝাতেন।
5 আর সিলাস ও তীমোথিয়স যখন ম্যাসিডোনিয়া থেকে এসেছিলেন, তখন পৌল আত্মায় চাপা পড়েছিলেন এবং ইহুদীদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।
6 আর যখন তারা নিজেদের বিরোধিতা করল এবং নিন্দা করল, তখন তিনি তার পোশাক ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদের নিজেদের মাথায় হোক। আমি শুচি: এখন থেকে আমি অইহুদীদের কাছে যাব।
7 পরে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং জাস্টাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করলেন, যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, যাঁর বাড়ি সমাজ-গৃহের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
8 আর ক্রিস্পাস, সমাজগৃহের প্রধান শাসক, তাঁর সমস্ত গৃহ সহ প্রভুতে বিশ্বাস করলেন। এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করল এবং বাপ্তিস্ম নিল।
9 তারপর রাত্রে প্রভু পৌলকে দর্শন দিয়ে বললেন, ভয় পেও না, কথা বল, চুপ করে থেকো না।
10 কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, আর কেউ তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য করবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে।
11 আর তিনি সেখানে এক বছর ছয় মাস তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।
12 আর গ্যালিও যখন আখায়ার ডেপুটি ছিলেন, তখন ইহুদীরা একমত হয়ে পৌলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাকে বিচারের আসনে নিয়ে গিয়েছিল।
13 বলে, এই লোকটি লোকেদের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপাসনা করতে প্ররোচিত করে।
14 আর পৌল যখন মুখ খুলতে চলেছেন, তখন গ্যালিও ইহুদীদের বললেন, হে ইহুদীরা, এটা যদি অন্যায় বা দুষ্ট অশ্লীলতার বিষয় হত, কারণ আমি তোমাদের সহ্য করব।
15 কিন্তু যদি এটি শব্দ এবং নাম এবং আপনার আইনের প্রশ্ন হয়, তাহলে আপনি এটি দেখুন; কারণ আমি এই ধরনের বিষয়ে কোন বিচার করব না।
16 এবং তিনি তাদের বিচারের আসন থেকে তাড়িয়ে দিলেন।
17 তখন সমস্ত গ্রীকরা সমাজগৃহের প্রধান শাসক সোসথেনিসকে ধরে বিচারের আসনের সামনে প্রহার করল। এবং গ্যালিও এই জিনিসগুলির কোনটিই পাত্তা দেয়নি।
18 এরপর পৌল সেখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, তারপর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে জাহাজে করে সিরিয়ায় রওনা হলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিলা ও আকিলা। সেঞ্চরিয়াতে তার মাথা ছেঁটে ফেলেছিল, কারণ তার একটি মানত ছিল।
19 পরে তিনি ইফিষে এসে তাদের সেখানে রেখে গেলেন, কিন্তু তিনি নিজে সমাজ-গৃহে ঢুকে ইহুদীদের সঙ্গে কথা বললেন।
20 যখন তারা তাকে তাদের সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে চেয়েছিল, তখন সে রাজি হয়নি।
21 কিন্তু তাদের বিদায় জানালেন, বললেন, জেরুজালেমে যে উৎসব আসছে তা আমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে; কিন্তু ঈশ্বর চাইলে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব। আর তিনি ইফিসাস থেকে জাহাজে রওনা হলেন।
22 পরে তিনি কৈসরিয়ায় অবতরণ করে উপরে গিয়ে মণ্ডলীকে অভিবাদন জানিয়ে এন্টিওকে নেমে গেলেন।
23 সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন এবং সমস্ত শিষ্যদের শক্তিশালী করে গালাতিয়া ও ফ্রুগিয়া প্রদেশের সমস্ত দেশে ঘুরে বেড়ালেন।
24 আর অ্যাপোলোস নামে একজন ইহুদি, যিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন বাগ্মী ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি ইফিসাসে এলেন।
25 এই লোকটি প্রভুর পথে নির্দেশিত হয়েছিল; এবং আত্মার মধ্যে উদগ্রীব হয়ে তিনি যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানতেন এবং প্রভুর বিষয়গুলি অধ্যবসায়ের সাথে বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন।
26 আর তিনি সমাজ-গৃহে নির্ভয়ে কথা বলতে লাগলেন: আকিলা ও প্রিস্কিলা যাঁর কথা শুনেছিলেন, তাঁরা তাঁকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের পথ আরও নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করলেন।
27 এবং যখন তিনি আখায়ায় যাওয়ার জন্য মনোনীত হলেন, তখন ভাইয়েরা শিষ্যদের তাকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে লিখেছিলেন: যারা তিনি এসেছিলেন, অনুগ্রহের মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করেছিলেন তাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন:
28 কারণ তিনি ইহুদীদেরকে প্রবলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

অধ্যায় 19

1 আর এমন হল যে, আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, তখন পৌল উপরের উপকূল অতিক্রম করে ইফিষে এলেন; এবং কয়েকজন শিষ্যকে দেখতে পেলেন।
2 তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বাস করার পর থেকে কি পবিত্র আত্মা পেয়েছ? তাঁরা তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা আছে কি না, তা আমরা শুনিনি।'

3 তখন তিনি তাদের বললেন, 'তাহলে তোমরা কিসের জন্য বাপ্তিস্ম নিয়েছিলে? তারা বলল, য়োহনের বাপ্তিস্মের জন্য।
4 তারপর পৌল বললেন, যোহন সত্যিই অনুশোচনার বাপ্তিস্ম দিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, লোকদের কাছে বলেছিলেন, য়ে তাঁর পরে আসবেন, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুর ওপর তাদের বিশ্বাস করা উচিত।
5 এই কথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিল।
6 পৌল যখন তাদের ওপর হাত রাখলেন, তখন পবিত্র আত্মা তাদের ওপর এল। এবং তারা জিভ দিয়ে কথা বলতেন এবং ভাববাণী করতেন।
7 আর সব পুরুষের সংখ্যা প্রায় বারোজন।
8 পরে তিনি সমাজ-গৃহে গেলেন এবং তিন মাস ধরে সাহসের সাথে কথা বলতে লাগলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বিতর্ক ও বোঝাতে লাগলেন।
9 কিন্তু যখন ডুবুরিরা কঠোর হল, এবং বিশ্বাস করল না, কিন্তু জনতার সামনে এইভাবে খারাপ কথা বলল, তখন তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং শিষ্যদের আলাদা করে দিলেন, একজন টাইরানাসের স্কুলে প্রতিদিন বিতর্ক করতে লাগলেন।
10 এবং এটি দুই বছর ধরে চলতে থাকে; যাতে এশিয়ার সমস্ত ইহুদী ও গ্রীক প্রভু যীশুর বাক্য শুনেছিল।
11 এবং ঈশ্বর পৌলের হাতে বিশেষ অলৌকিক কাজগুলি ঘটালেন:
12 যাতে তার শরীর থেকে অসুস্থ রুমাল বা অ্যাপ্রোনের কাছে নিয়ে আসা হয়, এবং সেগুলি থেকে রোগগুলি চলে যায় এবং মন্দ আত্মাগুলি তাদের থেকে বেরিয়ে যায়।
13 তখন ভবঘুরে ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন যাদুকর, যাঁদের মন্দ আত্মা আছে, তাদের প্রভু যীশুর নাম ধরে ডাকার জন্য তাদের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল, পৌল যাঁর কথা প্রচার করছেন সেই যীশুর নামে আমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা করছি।
14 আর একজন স্কেভার সাত ছেলে, একজন ইহুদী এবং যাজকদের প্রধান, যারা তা করেছিল।
15 মন্দ আত্মা উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি যীশুকে জানি আর পৌলকেও জানি। কিন্তু তুমি কে?
16 আর যে লোকটির মধ্যে মন্দ আত্মা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের জয় করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে জয়লাভ করেছিল যে তারা উলঙ্গ ও আহত অবস্থায় সেই ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
17 আর ইফিষে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদী ও গ্রীকদেরও এই কথা জানা গেল। এবং তাদের সকলের মধ্যে ভয় দেখা দিল এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হল।
18 আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা অনেক এসে স্বীকার করল এবং তাদের কাজ দেখাল।
19 তাদের মধ্যে অনেকেই যারা কৌতূহলী কলা ব্যবহার করত তারা তাদের বইগুলো একত্র করে সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেলল এবং তারা সেগুলোর মূল্য গণনা করে পঞ্চাশ হাজার রূপার টুকরো পেল।
20 এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রবলভাবে বেড়ে উঠল এবং প্রবল হল।
21 এই সব শেষ হওয়ার পরে, পৌল যখন মেসিডোনিয়া ও আখায়া পেরিয়ে জেরুজালেমে যাবার জন্য আত্মায় উদ্দেশ্য করলেন, বললেন, আমি সেখানে যাওয়ার পর আমাকে রোমকেও দেখতে হবে।
22 তাই তিনি ম্যাসিডোনিয়ায় তাদের দুজনকে পাঠালেন যারা তাঁর সেবা করত, টিমোথিউস ও ইরাস্তুস। কিন্তু তিনি নিজে এক মৌসুম এশিয়ায় থেকে গেলেন।
23 আর একই সময়ে সেই পথ নিয়ে সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি হল না।
24 ডেমেট্রিয়াস নামে একজন রৌপ্য কারিগর, যিনি ডায়ানার জন্য রৌপ্য মন্দির তৈরি করেছিলেন, কারিগরদের জন্য সামান্য লাভ আনেননি।
25 যাকে তিনি একই পেশার শ্রমিকদের সাথে ডেকে বললেন, মহাশয়, আপনি জানেন যে এই নৈপুণ্যে আমাদের সম্পদ আছে।
26 তাছাড়া তোমরা দেখেছ ও শুনেছ যে, একা ইফিসাসে নয়, প্রায় সমগ্র এশিয়াতেই এই পৌল বহু লোককে প্ররোচিত ও বিতাড়িত করেছে, এই বলে যে, এরা দেবতা নয়, যাঁরা হাত দিয়ে তৈরি।
27 তাই শুধু এই নয় যে আমাদের নৈপুণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে; তবে মহান দেবী ডায়ানার মন্দিরকে তুচ্ছ করা উচিত এবং তার মহিমা ধ্বংস করা উচিত, যাকে সমস্ত এশিয়া এবং বিশ্ব পূজা করে।
28 এইসব কথা শুনে তারা ক্রোধে পূর্ণ হল এবং চিৎকার করে বলল, 'ইফিসীয়দের ডায়ানা মহান।'
29 এবং সমস্ত শহর বিভ্রান্তিতে পূর্ণ হল: এবং ভ্রমণে পৌলের সঙ্গী গায়ুস ও অ্যারিস্টার্কাস, ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের ধরে, তারা একযোগে থিয়েটারে ছুটে গেল।
30 আর পৌল যখন লোকদের কাছে প্রবেশ করতে চান, তখন শিষ্যরা তাঁকে যেতে দেননি।
31 আর এশিয়ার কয়েকজন প্রধান, যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁকে তাঁর কাছে পাঠালেন, এই অনুরোধ করলেন যে তিনি থিয়েটারে যেতে সাহস করবেন না।
32 সেইজন্য কেউ কেউ এক কথা বলে চিৎকার করল, কেউ অন্য কথা বলল, কারণ সমাবেশে বিভ্রান্তি ছিল। এবং আরও অংশ জানত না কেন তারা একত্রিত হয়েছিল।
33 এবং তারা আলেকজান্ডারকে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে আনল, ইহুদীরা তাকে এগিয়ে দিল। এবং আলেকজান্ডার হাত দিয়ে ইশারা করলেন, এবং লোকদের কাছে তার প্রতিরক্ষা করতে চাইবেন।
34 কিন্তু যখন তারা জানল যে তিনি একজন ইহুদী, তখন দুই ঘন্টার জায়গাজুড়ে সবাই এক কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল, ইফিসিয়ানদের ডায়ানা মহান।
35 এবং যখন নগরকর্তা লোকদের শান্ত করলেন, তখন তিনি বললেন, হে ইফিসাসের লোকেরা, এমন কোন লোক আছে যে জানে না যে ইফিসীয়দের শহর কীভাবে মহান দেবী ডায়ানা এবং বৃহস্পতি থেকে নেমে আসা মূর্তির উপাসক? ?
36 তাই দেখে যে এইসবের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, তাই তোমাদের চুপ থাকা উচিত এবং তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়।
37 কারণ তোমরা এই লোকদের এখানে নিয়ে এসেছ, যারা গির্জার ডাকাত নয়, তোমাদের দেবীর নিন্দাকারীও নয়।
38 তাই ডেমেট্রিয়াস এবং তাঁর সঙ্গে থাকা কারিগরদের যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো বিষয় থাকে, তবে আইন খোলা

আছে এবং সেখানে প্রতিনিধিরা আছেন: তারা একে অপরকে দোষারোপ করুক।
39 কিন্তু আপনি যদি অন্য বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তা একটি আইনানুগ সমাবেশে নির্ধারণ করা হবে৷
40 কেননা আজকের এই কোলাহলের জন্য আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় আছি, এই সমাবেশের হিসাব দেওয়ার কোন কারণ নেই।
41 এই কথা বলে তিনি সমাবেশ বাতিল করে দিলেন৷

অধ্যায় 20

1 আর হট্টগোল বন্ধ হয়ে গেলে, পৌল শিষ্যদের কাছে ডেকে তাদের জড়িয়ে ধরে মাসিডোনিয়ায় যাওয়ার জন্য রওনা হলেন৷
2 এবং যখন তিনি সেই অংশগুলি অতিক্রম করেছিলেন এবং তাদের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি গ্রীসে এলেন৷
3 এবং সেখানে তিন মাস অবস্থান করলেন। ইহুদীরা যখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, যখন তিনি সিরিয়ায় যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মেসিডোনিয়া হয়ে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন।
4 আর সেখানে তার সঙ্গে বিরিয়ার এশিয়া সোপাটারে গেল৷ এবং থেসালোনীয়দের মধ্যে, অ্যারিস্টারকাস এবং সেকান্ডাস; এবং ডার্বের গায়াস এবং টিমোথিউস; এবং এশিয়া, Tychicus এবং Trophimus.
5 এর আগে তারা আমাদের জন্য ত্রোয়াতে অবস্থান করেছিল৷
6 এবং আমরা খামিরবিহীন রুটির দিনগুলির পরে ফিলিপী থেকে যাত্রা করে পাঁচ দিনের মধ্যে ত্রোয়াতে তাদের কাছে পৌঁছলাম৷ যেখানে আমরা সাত দিন অবস্থান করেছি।
7 এবং সপ্তাহের প্রথম দিনে, যখন শিষ্যরা রুটি ভাঙ্গার জন্য একত্রিত হয়েছিল, তখন পৌল তাদের কাছে প্রচার করলেন, পরের দিন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত৷ এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তার বক্তৃতা অব্যাহত.
8 এবং উপরের কক্ষে অনেকগুলি আলো ছিল, যেখানে তারা একত্রিত হয়েছিল৷
9 আর সেখানে ইউটিখস নামে এক যুবক জানালায় বসে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল৷ পৌল দীর্ঘক্ষণ প্রচার করতে করতে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং তৃতীয় মাচা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত অবস্থায় উঠলেন৷
10 তখন পৌল নেমে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা কষ্ট কোরো না৷ কারণ তার জীবন তার মধ্যে আছে।
11 সেইজন্য যখন তিনি আবার উঠে এসে রুটি ভাঙ্গলেন, খেয়ে ফেললেন, এবং অনেকক্ষণ কথা বললেন, এমন কি দিনের বিরতি পর্যন্ত, তাই তিনি চলে গেলেন৷
12 এবং তারা যুবকটিকে জীবিত করে আনল, এবং একটুও স্বস্তি পেল না৷
13 এবং আমরা জাহাজে যাওয়ার আগে গিয়েছিলাম, এবং আসোসের দিকে রওনা হলাম, সেখানে পলকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কারণ তিনি তাই ঠিক করেছিলেন, নিজেকে হাঁটতে মনস্থ করেছিলেন৷
14 এবং যখন তিনি আসোসে আমাদের সাথে দেখা করলেন, তখন আমরা তাকে নিয়ে গেলাম এবং মিটিলিনের কাছে এলাম৷
15 এবং আমরা সেখান থেকে জাহাজে রওনা হয়ে পরের দিন চিয়োসের কাছে এলাম৷ এবং পরের দিন আমরা সামোসে পৌঁছলাম এবং ট্রজিলিয়ামে থাকলাম; এবং পরের দিন আমরা মিলেটাসে এলাম।
16 কারণ পৌল ইফিসাস হয়ে জাহাজে যাত্রা করার সংকল্প করেছিলেন, কারণ তিনি এশিয়ায় সময় কাটাবেন না; কারণ তিনি তাড়াহুড়ো করেছিলেন, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, পেন্টেকস্টের দিনে জেরুজালেমে যেতে।
17 এবং মিলেটাস থেকে তিনি ইফিষে পাঠালেন এবং মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডেকে পাঠালেন৷
18তাঁরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা জানো, আমি যে প্রথম এশিয়ায় এসেছি, সেই দিন থেকেই আমি সব ঋতুতে তোমাদের সঙ্গে কেমন আছি৷
19 মনের সমস্ত নম্রতার সাথে প্রভুর সেবা করা, এবং অনেক অশ্রু এবং প্রলোভন সহ, যা ইহুদীদের অপেক্ষায় থাকা দ্বারা আমার ক্ষতি হয়েছিল:
20 এবং আমি কীভাবে তোমার উপকারী কিছুই রাখিনি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়েছি এবং প্রকাশ্যে এবং ঘরে ঘরে শিক্ষা দিয়েছি,
21 ইহুদীদের কাছে এবং গ্রীকদের কাছেও সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস৷
22এবং এখন, দেখ, আমি আত্মায় আবদ্ধ হয়ে জেরুজালেমে যাচ্ছি, সেখানে আমার উপর কী ঘটবে তা আমি জানি না৷
23 বাদে পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বলছেন যে বন্ধন ও দুঃখ-কষ্ট আমার কাছে থাকে৷
24কিন্তু এসবের কোনটাই আমাকে নাড়া দেয় না, আমি আমার জীবনকে নিজের কাছে প্রিয় মনে করি না, যাতে আমি আনন্দের সাথে আমার পথ শেষ করতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে পরিচর্যা পেয়েছি তা শেষ করতে পারি। .
25 আর এখন, দেখ, আমি জানি যে, তোমরা সকলেই, যাদের মধ্যে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করতে গিয়েছিলাম, তারা আমার মুখ আর দেখতে পাবে না৷
26 সেইজন্য আমি আজ তোমাদের কাছে লিখছি যে, আমি সমস্ত মানুষের রক্ত থেকে শুদ্ধ৷
27 কারণ আমি তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ ঘোষণা করতে এড়িয়ে যাইনি৷
28 তাই নিজের প্রতি এবং সেই সমস্ত পালের প্রতি সতর্ক থাকুন, যার উপরে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করেছেন, ঈশ্বরের মণ্ডলীকে খাওয়ানোর জন্য, যা তিনি নিজের রক্ত দিয়ে কিনেছেন৷
29 কারণ আমি এটা জানি যে, আমার চলে যাওয়ার পর ভয়ঙ্কর নেকড়েরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের পালকে ছাড়বে না।
30 তোমাদের নিজেদের মধ্যেও মানুষ উঠবে, বিকৃত কথা বলবে, শিষ্যদের তাদের পিছনে টেনে নেবে৷

31 অতএব জেগে থাক এবং মনে রেখো, তিন বছরের ব্যবধানে আমি প্রতি রাতে ও দিনে চোখের জলে সতর্ক করা বন্ধ করিনি।
32 আর এখন, ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের ঈশ্বরের কাছে এবং তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে সমর্পণ করছি, যা তোমাদের গড়ে তুলতে এবং পবিত্র করা লোকদের মধ্যে তোমাদের একটি উত্তরাধিকার দিতে সক্ষম৷
33 আমি কোন মানুষের রৌপ্য, সোনা বা পোশাকের লোভ করিনি৷
34 হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই জানো যে, এই হাতগুলো আমার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে এবং আমার সাথে যারা ছিল তাদের।
35 আমি তোমাদিগকে সবই বুঝিয়েছি, কিভাবে এত পরিশ্রম করে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে, এবং প্রভু যীশুর কথা মনে রাখতে হবে, তিনি কীভাবে বলেছিলেন, গ্রহণ করার চেয়ে দেওয়া আরও ধন্য৷
36 এই কথা বলার পর তিনি হাঁটু গেড়ে তাদের সকলের সঙ্গে প্রার্থনা করলেন৷
37তখন সকলে প্রচণ্ড কাঁদিয়া পৌলের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে চুম্বন করিল।
38 তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার জন্য সবচেয়ে বেশি দুঃখিত, যেন তারা আর তাঁর মুখ দেখতে না পায়৷ তারা তাকে নিয়ে জাহাজে গেল৷

অধ্যায় 21

1 এবং এমনটি ঘটল যে, আমরা তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়ার পরে এবং যাত্রা করার পরে, আমরা একটি সোজা পথ নিয়ে চলে আসি কুউসে, এবং পরের দিন রোডসে এবং সেখান থেকে পাতরার দিকে:
2 এবং ফিনিসিয়ার দিকে একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে আমরা জাহাজে চড়ে রওনা হলাম৷
3 এখন যখন আমরা সাইপ্রাস আবিষ্কার করেছি, তখন আমরা এটিকে বাম দিকে ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ায় যাত্রা করলাম এবং টায়রে অবতরণ করলাম, কারণ সেখানে জাহাজটি তার বোঝা খুলে ফেলবে৷
4 এবং শিষ্যদের খুঁজে পেয়ে আমরা সেখানে সাত দিন থাকলাম; তিনি আত্মার মাধ্যমে পৌলকে বলেছিলেন, তিনি যেন জেরুজালেমে না যান৷
5 সেই দিনগুলি শেষ করে আমরা চলে গেলাম এবং আমাদের পথে চললাম৷ এবং আমরা শহরের বাইরে না হওয়া পর্যন্ত তারা সকলেই আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আমাদের পথে নিয়ে এসেছিল৷ আমরা তীরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলাম৷
6 আমরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠলাম৷ এবং তারা আবার বাড়িতে ফিরে.
7 সোর থেকে আমাদের পথ শেষ করে আমরা টলেমাইসে এলাম এবং ভাইদের অভিবাদন জানালাম এবং একদিন তাদের সঙ্গে থাকলাম৷
8 আর পরের দিন আমরা যারা পৌলের দলে ছিলাম, সেখান থেকে রওনা হয়ে কৈসরিয়ায় এলাম; আর আমরা সেই সাতজনের মধ্যে একজন সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে প্রবেশ করলাম৷ এবং তার সাথে বসবাস.
9 আর সেই লোকটির চারটি কন্যা ছিল, কুমারী, যারা ভাববাণী করেছিল৷
10 সেখানে আমরা অনেক দিন ছিলাম, এমন সময় যিহূদিয়া থেকে আগাবাস নামে একজন ভাববাদী নেমে এলেন৷
11 আর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমরে বাঁধলেন এবং নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, পবিত্র আত্মা এই কথা বলেন, জেরুজালেমের ইহুদীরা এই কোমরের মালিককে বেঁধে তাকে তুলে দেবে। অইহুদীদের হাত।
12 এই কথা শুনে আমরা ও সেই জায়গার লোকেরা তাঁকে জেরুজালেমে না যেতে অনুরোধ করেছিলাম৷
13 তখন পৌল উত্তর দিলেন, 'তোমরা কেঁদে আমার হৃদয় ভাঙার মানে কি? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের জন্য জেরুজালেমে শুধু আবদ্ধ হতেই নয়, মরতেও প্রস্তুত৷
14 আর যখন তিনি রাজি হলেন না, তখন আমরা এই বলে থামলাম, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক৷
15 সেই দিন পরে আমরা আমাদের গাড়ি নিয়ে জেরুজালেমে গেলাম।
16 আমাদের সঙ্গে কৈসরিয়ার কয়েকজন শিষ্যও গেলেন এবং সাইপ্রাসের একজন ম্নাসোনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি একজন পুরানো শিষ্য ছিলেন, যার সঙ্গে আমাদের থাকার কথা৷
17 আর আমরা যখন জেরুজালেমে আসি, তখন ভাইয়েরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করল৷
18 পরের দিন পৌল আমাদের সঙ্গে জেমসের কাছে গেলেন৷ এবং সমস্ত প্রবীণ উপস্থিত ছিল.
19 এবং যখন তিনি তাদের অভিবাদন জানালেন, তখন তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যার মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে কী কী কাজ করেছেন৷
20 তারা এটা শুনে প্রভুর গৌরব করলেন এবং বললেন, 'ভাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কত হাজার হাজার ইহুদী বিশ্বাস করে৷ এবং তারা সকলেই আইনের প্রতি উদ্যোগী:
21 এবং তারা আপনার সম্পর্কে অবগত হয়েছে যে, আপনি অইহুদীদের মধ্যে যারা আছে তাদের সকলকে মোশিকে পরিত্যাগ করতে শিখিয়েছেন, এই বলে যে তাদের সন্তানদের সুন্নত করা উচিত নয় এবং রীতিনীতি অনুসরণ করা উচিত নয়৷
22 তাই এটা কি? জনতাকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে: কারণ তারা শুনতে পাবে যে তুমি এসেছ৷
23 সেইজন্য আমরা তোমাকে যা বলি তা কর: আমাদের চারজন লোক আছে যারা তাদের কাছে মানত করেছে;
24 ওরা নিয়ে যাও, ওদের সাথে নিজেকে শুদ্ধ কর, এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, যাতে তারা তাদের মাথা কামিয়ে দিতে পারে; এবং সবাই জানতে পারে যে, যে বিষয়গুলো তাদের তোমার বিষয়ে জানানো হয়েছিল, সেগুলো কিছুই নয়; কিন্তু আপনি নিজেও সুশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করেন এবং আইন মেনে চলেন৷
25 যারা বিশ্বাসী অইহুদীদের স্পর্শ করে, আমরা লিখেছি এবং উপসংহারে পৌঁছেছি যে তারা এমন কিছু পালন করে না, শুধুমাত্র এই জন্য যে তারা মূর্তিকে উৎসর্গ করা জিনিস থেকে, রক্ত থেকে, শ্বাসরোধ করা থেকে এবং ব্যভিচার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখো৷

26 তারপর পৌল সেই লোকদের নিয়ে গেলেন, এবং পরের দিন তাদের সঙ্গে নিজেকে শুদ্ধ করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, শুদ্ধিকরণের দিনগুলির পূর্ণতা বোঝাতে, যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়।
27 সাত দিন প্রায় শেষ হলে, এশিয়ার ইহুদীরা তাঁকে মন্দিরে দেখে সমস্ত লোককে উত্তেজিত করল এবং তাঁর উপর হাত দিল।
28 হে ইস্রায়েলের লোকরা, সাহায্য করুন: এই সেই ব্যক্তি, যে লোকদের, আইন এবং এই জায়গার বিরুদ্ধে সর্বত্র শিক্ষা দেয়: এবং গ্রীকদেরও মন্দিরে নিয়ে এসে এই পবিত্র স্থানটিকে অপবিত্র করেছে।
29 (কারণ তারা ইতিপূর্বে ট্রফিমাস নামে একজন ইফিষীয় শহরে তাঁর সঙ্গে দেখেছিল, যাকে তারা মনে করেছিল যে পৌল মন্দিরে নিয়ে এসেছেন।)
30 তখন সমস্ত শহর নড়বড়ে হয়ে গেল, এবং লোকেরা একত্রে দৌড়ে গেল। তারা পৌলকে ধরে মন্দির থেকে টেনে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।
31 তারা যখন তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন দলের প্রধান সেনাপতির কাছে খবর এল যে, সমস্ত জেরুজালেমে হৈচৈ পড়ে গেছে।
32 তিনি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে তাদের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং প্রধান সেনাপতি ও সৈন্যদের দেখে পৌলকে মারতে ত্যাগ করলেন।
33 তখন প্রধান সেনাপতি কাছে এসে তাকে ধরে দুটি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন। এবং তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কি করেছিলেন তা দাবি করেছিলেন।
34 এবং ভিড়ের মধ্যে কেহ কেহ এক কথা, কেহ অন্য কথা বলে উঠল; এবং যখন সে গণ্ডগোলের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না, তখন তিনি তাকে দুর্গে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।
35 এবং যখন তিনি সিঁড়িতে এলেন, তখন এমন হল যে, লোকদের অত্যাচারের জন্য তাকে সৈন্যদের বহন করা হয়েছিল।
36 কারণ বহু লোকের পিছু পিছু চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওকে দূর হও।'
37 পৌলকে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি? কে বলল, তুমি কি গ্রীক বলতে পার?
38 তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে এতদিন আগে গণ্ডগোল করেছিল এবং চার হাজার খুনি লোককে প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিল?
39 কিন্তু পৌল বললেন, 'আমি একজন ইহুদী তার্সুসের একজন ইহুদি, কিলিকিয়ার একটি শহর, আর আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে লোকদের সাথে কথা বলতে দিন।'
40 পরে পৌলকে অনুমতি দেওয়ার পর পৌল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এবং যখন প্রচণ্ড নীরবতা ছিল, তখন তিনি তাদের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বললেন,

অধ্যায় 22

1 হে ভাই ও পিতারা, তোমরা আমার প্রতিরক্ষা শোন যা আমি এখন তোমাদের কাছে করছি।
2 (এবং যখন তারা শুনল যে তিনি তাদের সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলছেন, তখন তারা আরও চুপ করে রইল: এবং তিনি বললেন,)
3 আমি সত্যিই একজন ইহুদি, কিলিসিয়ার একটি শহর টারসুসে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু এই শহরেই গামলীয়েলের পায়ের কাছে বড় হয়েছি, এবং পিতৃপুরুষদের আইনের নিখুঁত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিয়েছি এবং তার প্রতি উদ্যোগী ছিলাম। ঈশ্বর, আজ যেমন তোমরা সবাই আছো।
4 এবং আমি এইভাবে মৃত্যু পর্যন্ত নিপীড়ন করেছি, পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই বেঁধে এবং কারাগারে পৌঁছে দিয়েছি।
5 যেমন মহাযাজকও আমাকে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এবং প্রাচীনদের সমস্ত সম্পত্তি: যাদের কাছ থেকেও আমি ভাইদের কাছে চিঠি পেয়েছিলাম এবং দামেস্কে গিয়েছিলাম, যাঁরা সেখানে বন্দী ছিল তাদের শাস্তি পাওয়ার জন্য জেরুজালেমে আনতে।
6 আর এমন হল যে, যখন আমি আমার যাত্রা শুরু করে দুপুর নাগাদ দামেস্কের কাছে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ স্বর্গ থেকে আমার চারপাশে এক বিরাট আলো জ্বলে উঠল।
7 এবং আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং একটি রব শুনতে পেলাম যে আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ?
8 আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তখন সে আমাকে বলল, আমি নাসরতের যীশু, যাকে তুমি নির্যাতিত করছ।
9 আর যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সত্যিই আলো দেখে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু যে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল তার কণ্ঠস্বর তারা শুনতে পায়নি।
10 আমি বললাম, প্রভু, আমি কি করব? প্রভু আমাকে বললেন, ' ওঠো এবং দামেস্কে যাও। এবং সেখানে তোমাকে বলা হবে যে সমস্ত কাজ তোমার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।
11 আর সেই আলোর মহিমা দেখতে না পেয়ে আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের হাত ধরে আমি দামেস্কে চলে এলাম।
12 আর একজন অননিয়া, আইন অনুসারে একজন ধার্মিক ব্যক্তি, সেখানে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদীদের সম্পর্কে ভাল খবর রাখেন।
13 আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'ভাই শৌল, তোমার দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ কর।' এবং একই ঘন্টা আমি তার দিকে তাকিয়ে.
14 তিনি বললেন, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করেছেন, যাতে তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার এবং সেই ধার্মিককে দেখতে পাও এবং তাঁর মুখের রব শুনতে পাও।'
15 কারণ আপনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার সমস্ত লোকের কাছে আপনি তার সাক্ষী হবেন।
16 আর এখন কেন তুমি দেরি করছ? উঠুন, বাপ্তিস্ম নিন এবং প্রভুর নাম ধরে আপনার পাপ ধুয়ে ফেলুন।
17 আর এমন হল যে, আমি যখন জেরুজালেমে আবার ফিরে আসি, এমনকী মন্দিরে প্রার্থনা করার সময়ও আমি মুগ্ধ ছিলাম।

18 আর তিনি আমাকে বলতে দেখলেন, তাড়াতাড়ি কর, জেরুজালেম থেকে তাড়াতাড়ি বের হও, কারণ তারা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।
19 এবং আমি বললাম, প্রভু, তারা জানে যে আমি যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছিল তাদের প্রত্যেকটি সমাজগৃহে বন্দী করেছি এবং প্রহার করেছি।
20 এবং যখন তোমার শহীদ স্টিফেনের রক্তপাত হয়েছিল, আমিও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তার মৃত্যুতে সম্মতি জানিয়েছিলাম এবং যারা তাকে হত্যা করেছিল তাদের পোশাক রেখেছিলাম।
21 আর তিনি আমাকে বললেন, চলে যাও, কারণ আমি তোমাকে বহুদূরে অইহুদীদের কাছে পাঠাব।
22 আর তারা তাঁকে এই কথা শোনার জন্য শ্রোতাদের দিল, এবং তারপর তাদের কণ্ঠস্বর তুলে বলল, 'এরকম একজন লোককে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দাও, কারণ তার বেঁচে থাকা যোগ্য নয়।'
23 আর যখন তারা চিৎকার করে তাদের জামাকাপড় খুলে ফেলল এবং বাতাসে ধুলো ফেলল,
24 প্রধান সেনাপতি তাকে দুর্গে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে চাবুক মেরে পরীক্ষা করতে বললেন; যাতে তিনি জানতে পারেন কেন তারা তাঁর বিরুদ্ধে এত চিৎকার করেছিল।
25 তারা যখন তাকে ঠোঙা দিয়ে বেঁধে রাখল, তখন পৌল যে সেনাপতিকে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাকে বললেন, একজন রোমান লোককে বেত্রাঘাত করা কি আপনার পক্ষে বৈধ?
26 এই কথা শুনে সেনাপতি গিয়ে প্রধান সেনাপতিকে বললেন, 'তোমরা যা করছ তাতে খেয়াল রেখো, কারণ এই লোকটি একজন রোমান।'
27 তখন প্রধান সেনাপতি এসে তাঁকে বললেন, আমাকে বলুন, আপনি কি একজন রোমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ।
28 প্রধান সেনাপতি উত্তরে বললেন, আমি অনেক টাকা দিয়ে এই স্বাধীনতা পেয়েছি। আর পল বললেন, কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে জন্মেছি।
29 তারপর তারা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে চলে গেল যার তাকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। এবং প্রধান সেনাপতিও ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন রোমান, এবং তিনি তাকে বেঁধে রেখেছিলেন।
30 পরের দিন, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাই তিনি তাকে তার দল থেকে মুক্ত করলেন, এবং প্রধান যাজকদের এবং তাদের সমস্ত পরিষদকে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন, এবং পৌলকে নামিয়ে এনে তাদের সামনে দাঁড় করালেন।

অধ্যায় 23

1 আর পৌল আন্তরিকভাবে পরিষদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মানুষ ও ভাইয়েরা, আমি আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সামনে সমস্ত ভাল বিবেকের সাথে বেঁচে আছি।
2 আর মহাযাজক অননিয় যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের তাঁর মুখে আঘাত করতে আদেশ করলেন।
3 তখন পৌল তাঁকে বললেন, হে শুভ্র দেওয়াল, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন, কেননা তুমি কি আইন অনুসারে আমার বিচার করতে বসেছ এবং আমাকে আইনের বিরুদ্ধে আঘাত করার আদেশ দিচ্ছ?
4যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে নিন্দিত কর?
5 তখন পৌল বললেন, ভাইয়েরা, আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি মহাযাজক ছিলেন, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার লোকদের শাসককে খারাপ কথা বলবে না।'
6 কিন্তু পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে, একদল সদ্দূকী এবং অন্যটি ফরীশী, তখন তিনি পরিষদে চিৎকার করে বললেন, হে ভাই ও বোনেরা, আমি একজন ফরীশী, একজন ফরীশীর পুত্র: মৃতদের আশা ও পুনরুত্থানের জন্য আমাকে বলা হয়েছে। প্রশ্নে
7 তিনি এই কথা বলার পর ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং জনতা বিভক্ত হল।
8 কারণ সদ্দূকীরা বলে যে পুনরুত্থান নেই, ফেরেশতাও নেই, আত্মাও নেই। কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার করে।
9 তখন একটা প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হল, আর ফরীশীদের অংশের ব্যবস্থার শিক্ষকরা উঠে জোরে জোরে জোরে জোরে বলল, আমরা এই লোকটির মধ্যে কোন মন্দ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যদি কোন আত্মা বা ফেরেশতা তার সাথে কথা বলে থাকে, তাহলে আসুন আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি। ঈশ্বর
10 এবং যখন একটি বড় মতবিরোধ দেখা দিল, তখন প্রধান সেনাপতি পৌলকে তাদের টুকরো টুকরো করে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভয়ে সৈন্যদের নীচে নামতে এবং তাদের মধ্য থেকে জোর করে তাকে নিয়ে যেতে এবং দুর্গে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।
11আর পরের রাতে প্রভু তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, " উৎসাহ থেকো, পল, কারণ তুমি যেমন জেরুজালেমে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছ, রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।
12 যখন দিন হল, তখন ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন একত্রিত হল এবং নিজেদের অভিশাপের মধ্যে বেঁধে বলল যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবে না, পান করবে না।
13 আর তারা চল্লিশেরও বেশি যারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল।
14তখন তাঁরা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছে এসে বললেন, আমরা নিজেদেরকে এক মহা অভিশাপে বেঁধে রেখেছি যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই খাব না।
15 তাই এখন আপনি কাউন্সিলের সাথে প্রধান ক্যাপ্টেনকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি আগামীকাল তাকে আপনার কাছে নামিয়ে আনবেন, যেন আপনি তার সম্পর্কে আরও নিখুঁতভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন: এবং আমরা, বা সে কখনই কাছে আসে, তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত।
16 পৌলের বোনের ছেলে তাদের অপেক্ষায় শুয়ে থাকার কথা শুনে দুর্গে ঢুকে পৌলকে বলল।
17 তখন পৌল একজন সেনাপতিকে কাছে ডেকে বললেন, এই যুবককে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে এস, কারণ তাকে কিছু বলার আছে।

18 তাই তিনি তাকে নিয়ে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, বন্দী পল আমাকে তার কাছে ডেকেছে এবং এই যুবকটিকে তোমার কাছে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল, যার তোমার কাছে কিছু বলার আছে৷
19 তখন প্রধান সেনাপতি তাঁহার হাত ধরিয়া একান্তে তাঁহার সহিত একপাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কি বলবেন?
20 তিনি বললেন, 'ইহুদীরা তোমাকে ইচ্ছা করতে রাজি হয়েছে যে, তুমি আগামীকাল পৌলকে পরিষদে নামিয়ে আনবে, যেন তারা আরও নিখুঁতভাবে তার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবে৷
21 কিন্তু আপনি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবেন না: কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশি লোক তাঁর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, যারা শপথ করে নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে যে, তারা তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাবে না পান করবে না; এবং এখন তারা প্রস্তুত, তোমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি খুঁজছি।
22 তখন প্রধান সেনাপতি সেই যুবকটিকে চলে যেতে দিলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন, 'দেখ, তুমি যে আমাকে এসব দেখিয়েছ তা কাউকে বল না৷
23 তখন তিনি দুজন সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'কৈসরিয়ায় যাওয়ার জন্য দু'শো সৈন্য, সত্তর দশজন ঘোড়সওয়ার এবং দুইশো বর্শাধারীকে রাতের তৃতীয় প্রহরে প্রস্তুত কর৷
24 এবং তাদের পশু সরবরাহ করুন, যাতে তারা পৌলকে বসিয়ে রাজ্যপাল ফেলিক্সের কাছে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে৷
25 এবং তিনি এইভাবে একটি চিঠি লিখেছিলেন:
26 ক্লডিয়াস লিসিয়াস সর্বোত্তম শাসনকর্তা ফেলিক্সকে শুভেচ্ছা জানালেন৷
27 এই লোকটিকে ইহুদীদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং তাদেরই হত্যা করা উচিত ছিল৷ তারপর আমি সৈন্যদল নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করলাম, বুঝতে পেরে যে সে একজন রোমান৷
28 এবং যখন আমি জানতে পারতাম যে কেন তারা তাকে অভিযুক্ত করেছে, আমি তাকে তাদের পরিষদে নিয়ে এসেছি৷
29 যাকে আমি তাদের আইনের প্রশ্নে অভিযুক্ত বলে বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু মৃত্যু বা বন্ধনের যোগ্য তার অভিযোগে কিছু রাখা হয়নি৷
30 আর যখন আমাকে বলা হল যে, ইহুদীরা কীভাবে লোকটির জন্য অপেক্ষা করছে, তখন আমি সরাসরি আপনার কাছে পাঠালাম, এবং তার অভিযুক্তদেরকেও আদেশ দিয়েছিলাম যে তারা তার বিরুদ্ধে যা আছে তা আপনার সামনে বলুন৷ বিদায়।
31তখন সৈন্যরা, যেমন আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, পৌলকে ধরে রাতের বেলা অ্যান্টিপাট্রিসে নিয়ে গেল।
32 পরের দিন তারা ঘোড়সওয়ারদের তার সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিল এবং দুর্গে ফিরে গেল:
33 তারা কৈসরিয়ায় এসে রাজ্যপালের কাছে চিঠিটি পৌঁছে দিয়ে পৌলকেও তাঁর সামনে হাজির করলেন৷
34 রাজ্যপাল চিঠিটি পড়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোন প্রদেশের? তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি কিলিকিয়ার লোক৷
35 আমি তোমার কথা শুনব, তিনি বললেন, যখন তোমার অভিযুক্তরাও আসবে। এবং তিনি তাকে হেরোদের বিচারকক্ষে রাখার নির্দেশ দিলেন৷

অধ্যায় 24

1 পাঁচ দিন পর অননিয়া মহাযাজক প্রাচীনদের সঙ্গে এবং টারটুলুস নামে একজন বক্তাকে নিয়ে নেমে এলেন, যিনি পৌলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে খবর দিলেন৷
2 এবং যখন তাকে ডাকা হল, তখন টারটুলাস তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার দ্বারা আমরা অত্যন্ত নিস্তব্ধতা উপভোগ করি এবং আপনার তত্ত্বাবধানে এই জাতির জন্য অত্যন্ত যোগ্য কাজ করা হয়েছে,
3 আমরা সর্বদা এটি গ্রহণ করি, এবং সর্বত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ ফেলিক্স, সমস্ত কৃতজ্ঞতার সাথে।
4 তবুও, আমি আপনার প্রতি আর বিরক্তিকর না হই, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে আপনি আপনার দয়ার কিছু কথা আমাদের শুনতে পাবেন।
5 কারণ আমরা এই লোকটিকে সারা বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদের মধ্যে একটি মহামারী সহকর্মী এবং রাষ্ট্রদ্রোহের প্ররোচনাকারী এবং নাজারেনিদের সম্প্রদায়ের একজন নেতা হিসেবে পেয়েছি৷
6 কেও মন্দিরকে অপবিত্র করতে গিয়েছিল৷ আমরা যাকে ধরে নিয়েছি এবং আমাদের আইন অনুসারে বিচার করতাম৷
7কিন্তু প্রধান সেনাপতি লিসিয়াস আমাদের উপর এসেছিলেন, এবং প্রচণ্ড অত্যাচারে তাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।
8 তাঁর অভিযুক্তদের আপনার কাছে আসতে আদেশ দিচ্ছেন: কার বিষয়ে আমরা তাকে দোষারোপ করি, এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপনি নিজেই জানতে পারেন৷
9 আর ইহুদীরাও সম্মতি জানাল এবং বলল যে, এসবই তাই৷
10 তারপর পৌল, রাজ্যপাল তাকে কথা বলার জন্য ইঙ্গিত করার পরে, উত্তর দিলেন, যেহেতু আমি জানি যে আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির বিচারক ছিলেন, আমি নিজের জন্য আরও আনন্দের সাথে উত্তর দিই:
11 কারণ তুমি বুঝতে পারো যে, আমি উপাসনার জন্য জেরুজালেমে গিয়েছিলাম তখন আর বারো দিন বাকি আছে৷
12আর তারা আমাকে মন্দিরে কোন লোকের সাথে বিতর্ক করতেও পায়নি, লোকদের উঠাতেও পায়নি, সমাজগৃহে বা শহরেও খুঁজে পায়নি৷
13 তারা এখন যে বিষয়ে আমাকে দোষারোপ করছে তা প্রমাণ করতে পারে না৷
14কিন্তু আমি তোমার কাছে একথা স্বীকার করছি যে, তারা যে পথকে ধর্মদ্রোহিতা বলে, তাই আমি আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা কর, বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের মধ্যে যা লেখা আছে সবই বিশ্বাস করি৷

15 এবং ঈশ্বরের প্রতি আশা রাখুন, যা তারা নিজেরাও অনুমোদন করে, যে মৃতদের পুনরুত্থান হবে, ন্যায় ও অন্যায় উভয়েরই।
16 এবং এখানে আমি নিজেকে অনুশীলন করি, সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি অপরাধের শূন্য বিবেক থাকতে।
17 এখন অনেক বছর পর আমি আমার জাতির জন্য ভিক্ষা ও নৈবেদ্য আনতে এসেছি।
18 তখন এশিয়ার কিছু ইহুদী আমাকে মন্দিরে শুদ্ধ দেখতে পেল, ভিড় বা কোলাহল দিয়েও নয়।
19 কার উচিত ছিল তোমার আগে এখানে থাকা এবং আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।
20 নতুবা তারা এখানে বলুক, আমি যখন পরিষদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তারা যদি আমার মধ্যে কোন মন্দ কাজ দেখে থাকে,
21 এই একটি রব ছাড়া, আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, মৃতদের পুনরুত্থান স্পর্শ করে আমি আজ তোমাদের কাছে প্রশ্ন করছি।
22 এই কথা শুনে ফেলিক্স সেই পথের আরও নিখুঁত জ্ঞান নিয়ে সেগুলিকে পিছিয়ে দিয়ে বললেন, যখন প্রধান সেনাপতি লুসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের সব কথা জানতে পারব।
23 আর তিনি একজন সেনাপতিকে আদেশ দিলেন যেন তিনি পৌলকে রাখতে পারেন এবং তাঁকে স্বাধীনতা দিতে দেন এবং তাঁর পরিচিত কাউকে তাঁর সেবা করতে বা তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেন।
24 কিছু দিন পরে, যখন ফেলিক্স তাঁর স্ত্রী দ্রুসিলাকে নিয়ে আসলেন, যিনি একজন ইহুদী ছিলেন, তখন তিনি পৌলকে ডেকে পাঠালেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর কথা শুনলেন।
25 এবং যখন তিনি ধার্মিকতা, সহনশীলতা এবং ভবিষ্যতের বিচারের কথা ভাবছিলেন, তখন ফেলিক্স কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন, এই সময়ের জন্য যাও; যখন আমার একটি সুবিধাজনক ঋতু হবে, আমি তোমাকে ডাকব।
26 তিনি আরও আশা করেছিলেন যে পৌলের কাছ থেকে তাকে টাকা দেওয়া উচিত ছিল, যাতে তিনি তাকে ছেড়ে দিতে পারেন, তাই তিনি প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তার সাথে কথা বলতেন।
27 কিন্তু দুই বছর পর পরকিয়াস ফেস্টাস ফেলিক্সের ঘরে এলেন, এবং ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করতে ইচ্ছুক হয়ে পৌলকে বেঁধে রেখে গেলেন।

অধ্যায় 25

1 ফীষ্ট প্রদেশে এসে তিন দিন পর কৈসরিয়া থেকে জেরুজালেমে গেলেন।
2 তখন মহাযাজক ও ইহুদীদের প্রধান তাঁকে পৌলের বিরুদ্ধে খবর দিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন,
3 এবং তার প্রতি অনুগ্রহ চেয়েছিলেন যে, তিনি তাকে জেরুজালেমে ডেকে পাঠাবেন, তাকে হত্যা করার জন্য পথে বসে থাকবেন।
4 কিন্তু ফেষ্টস উত্তর দিলেন, পৌলকে কৈসরিয়াতে রাখা উচিত এবং তিনি নিজেও শীঘ্রই সেখানে চলে যাবেন।
5 সেইজন্য তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যাঁর সামর্থ্য আছে, তারা আমার সঙ্গে নেমে এই লোকটিকে দোষারোপ করুক, যদি তার মধ্যে কোনো দুষ্টতা থাকে।
6 আর দশ দিনেরও বেশি সময় তাদের মধ্যে থাকার পর তিনি কৈসরিয়ায় গেলেন। পরের দিন বিচারকক্ষে বসে পৌলকে আনার আদেশ দিলেন।
7 আর তিনি যখন এলেন, তখন জেরুজালেম থেকে নেমে আসা ইহুদীরা চারপাশে দাঁড়িয়ে পৌলের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ করল, যা তারা প্রমাণ করতে পারেনি।
8যখন তিনি নিজের পক্ষে উত্তর দিলেন, আমি ইহুদীদের আইনের বিরুদ্ধেও না, মন্দিরের বিরুদ্ধেও না, সিজারের বিরুদ্ধেও না, আমি কোন কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ করিনি।
9 কিন্তু ফেস্টাস ইহুদীদের আনন্দ দিতে ইচ্ছুক, পৌলকে উত্তর দিয়ে বললেন, আপনি কি জেরুজালেমে যাবেন এবং সেখানে আমার সামনে এই বিষয়গুলোর বিচার হবে?
10 তখন পৌল বললেন, আমি সিজারের বিচারের আসনে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আমার বিচার হওয়া উচিত: ইহুদীদের প্রতি আমি কোন অন্যায় করিনি, আপনি ভালো করেই জানেন।
11 কেননা আমি যদি অপরাধী হই বা মৃত্যু যোগ্য কোনো কাজ করে থাকি, তবে আমি মরতে অস্বীকার করি না; কিন্তু যদি এইসব কিছু না থাকে যার জন্য এরা আমাকে অভিযুক্ত করে, কেউ আমাকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে না। আমি সিজারের কাছে আবেদন করছি।
12 তারপর ফেস্টাস পরিষদের সাথে আলোচনা করে উত্তর দিলেন, আপনি কি সিজারের কাছে আবেদন করেছেন? তুমি সিজারের কাছে যাবে।
13 কিছু দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও বার্নিস ফীষ্টাসকে অভিবাদন জানাতে কৈসরিয়ায় এলেন।
14 তারা সেখানে অনেক দিন থাকার পর, ফেস্টাস রাজার কাছে পৌলের কারণ জানালেন, বললেন, 'ফেলিক্সের কাছে একজন লোককে বন্ধনে রেখে গেছে।
15 আমি যখন জেরুজালেমে ছিলাম, তখন প্রধান যাজকেরা এবং ইহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে বিচার করতে চেয়ে তাঁর বিষয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন।
16 যাকে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, রোমানদের পদ্ধতি নয় যে কাউকে মারার জন্য তুলে দেওয়া, তার আগে যাকে অভিযুক্ত করা হয় তাকে অভিযুক্তদের মুখোমুখি হতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে করা অপরাধের বিষয়ে নিজের পক্ষে জবাব দেওয়ার লাইসেন্স থাকে।
17 তাই, যখন তারা এখানে এসেছিল, পরশু আমি কোন দেরি না করে বিচারের আসনে বসলাম এবং লোকটিকে সামনে আনার আদেশ দিলাম।
18 যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা উঠে দাঁড়ালো, তখন তারা আমার ধারণা মতো কোনো অভিযোগ আনেনি:
19 কিন্তু তাদের নিজেদের কুসংস্কার এবং একজন মৃত যীশুর বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন ছিল, যাকে পৌল জীবিত বলে নিশ্চিত করেছেন।
20 এবং এই ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমার সন্দেহ হওয়ায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি জেরুজালেমে যাবেন, এবং সেখানে এই বিষয়গুলির বিচার হবে।

21 কিন্তু পল যখন অগাস্টাসের শুনানির জন্য রক্ষিত থাকার আবেদন করেছিলেন, তখন আমি তাকে সিজারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে বলেছিলাম৷
22 তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, আমি নিজেও লোকটির কথা শুনব৷ আগামীকাল, তিনি বললেন, আপনি তার কথা শুনবেন।
23 পরের দিন, যখন আগ্রিপ্পা এবং বার্নিস বড় আড়ম্বর সহকারে উপস্থিত হলেন, এবং প্রধান সেনাপতিদের এবং শহরের প্রধান লোকদের সঙ্গে ফেস্টসের আদেশে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল৷
24 আর ফেস্টাস বললেন, রাজা আগ্রিপ্পা এবং আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনি এই লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন, যাঁর বিষয়ে সমস্ত ইহুদীরা জেরুজালেমে এবং এখানেও আমার সাথে এমন আচরণ করেছে, চিৎকার করছে যে তার করা উচিত নয়৷ আর বাঁচুন।
25 কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে সে মৃত্যুর যোগ্য কিছুই করেনি এবং সে নিজেই অগাস্টাসের কাছে আবেদন করেছে, তখন আমি তাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি৷
26 যাঁর বিষয়ে আমার প্রভুর কাছে লেখার মতো কোনো বিষয় আমার নেই৷ তাই আমি তাকে আপনার সামনে এবং বিশেষ করে আপনার সামনে, হে রাজা আগ্রিপ্পা, যাতে পরীক্ষা করার পরে, আমার কিছু লিখতে পারে।
27 কারণ একজন বন্দীকে পাঠানো আমার কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে, এবং তার বিরুদ্ধে করা অপরাধগুলিকে বোঝানোর জন্য নয়।

অধ্যায় 26

1 তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, তোমার নিজের পক্ষে কথা বলার অনুমতি আছে৷ তারপর পৌল হাত বাড়িয়ে নিজের জন্য উত্তর দিলেন:
2 রাজা আগ্রিপ্পা, আমি নিজেকে সুখী মনে করি, কারণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমি আজ আপনার সামনে সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তর দেব।
3 বিশেষ করে কারণ আমি জানি যে আপনি ইহুদীদের মধ্যে যে সমস্ত রীতিনীতি ও প্রশ্ন রয়েছে তাতে আপনি পারদর্শী, তাই আমি আপনাকে ধৈর্য সহকারে আমার কথা শুনতে অনুরোধ করছি৷
4 যৌবনকাল থেকে আমার জীবনযাপনের ধরন, যা জেরুজালেমে আমার নিজের জাতির মধ্যে প্রথম ছিল, সমস্ত ইহুদি জানে;
5 যারা আমাকে প্রথম থেকেই চিনত, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের ধর্মের সবচেয়ে নীচু সম্প্রদায়ের পরে আমি একজন ফরীশী ছিলাম।
6 এবং এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির আশার জন্য বিচার করছি৷
7 যে প্রতিশ্রুতিতে আমাদের বারোটি উপজাতি, অবিলম্বে দিনরাত ঈশ্বরের সেবা করে, আসার আশা করে। যে আশার জন্য, রাজা আগ্রিপা, আমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত।
8 ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন এই কথাটি কেন আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে করা উচিত?
9 আমি সত্যিই মনে মনে ভেবেছিলাম যে, নাসরতের যীশুর নামের বিপরীতে আমার অনেক কিছু করা উচিত।
10 আমি জেরুজালেমেও যা করেছি: এবং প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব পেয়ে আমি অনেক সাধুকে কারাগারে বন্দী করেছি৷ এবং যখন তাদের হত্যা করা হয়েছিল, আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার আওয়াজ দিয়েছিলাম।
11 এবং আমি প্রত্যেক সিনাগগে তাদের শাস্তি দিয়েছি এবং তাদের নিন্দা করতে বাধ্য করেছি; এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে বিচিত্র শহর পর্যন্ত তাদের তাড়না করেছি।
12 তখন আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে দামেস্কে গিয়েছিলাম,
13 হে মহারাজ, মধ্যাহ্নে আমি পথের মধ্যে স্বর্গ থেকে সূর্যের তেজের উপরে একটি আলো দেখলাম, আমার চারপাশে এবং যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করেছিল তাদের চারপাশে জ্বলজ্বল করছে।
14 এবং যখন আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম, তখন আমি একটি রব শুনতে পেলাম যে আমার সাথে কথা বলছে এবং হিব্রু ভাষায় বলছে, শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে তাড়না করছ? তোমার জন্য প্রিক্সের বিরুদ্ধে লাথি মারা কঠিন।
15 আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি যীশু যাকে তুমি নির্যাতিত করছ৷
16 কিন্তু ওঠো, তোমার পায়ে দাঁড়াও: কেননা আমি তোমার কাছে এই উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি, তোমাকে একজন পরিচারক ও সাক্ষী করতে এই দুটি বিষয়ের যা তুমি দেখেছ, এবং যে বিষয়গুলো আমি তোমার কাছে দেখাব;
17 জনগণ ও অইহুদীদের কাছ থেকে তোমাকে উদ্ধার করে, যাদের কাছে এখন আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি,
18 তাদের চোখ খোলার জন্য, এবং তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের শক্তি থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে আনতে, যাতে তারা পাপের ক্ষমা এবং তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার পায় যারা আমার উপর বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র হয়৷
19 তখন, হে রাজা আগ্রিপা, আমি স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য ছিলাম না:
20 কিন্তু প্রথমে দামেস্কে, জেরুজালেমে এবং যিহূদিয়ার সমস্ত উপকূলে এবং তারপর অইহুদীদের কাছে দেখালেন যে, তারা অনুতপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসবে এবং কাজগুলি অনুতাপের জন্য উপযুক্ত হবে৷
21 এই কারণেই ইহুদীরা আমাকে মন্দিরে ধরেছিল এবং আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল৷
22 তাই ঈশ্বরের সাহায্য পেয়ে, আমি আজ অবধি ছোট-বড় উভয়েরই সাক্ষ্য দিচ্ছি, ভাববাদী ও মূসা যা বলেছিল তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি:
23 খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করা উচিত, এবং তিনিই প্রথম হবেন যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং লোকেদের এবং অইহুদীদের কাছে আলো দেখাবেন৷

24 যখন তিনি নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন ফেষ্ট উচ্চস্বরে বললেন, পল, আপনি আপনার পাশে আছেন; অনেক শেখা তোমাকে পাগল করে তোলে।
25কিন্তু তিনি বললেন, আমি পাগল নই, পরম মহান ফেস্টাস; কিন্তু সত্য ও সংযমের কথা বল।
26 কারণ রাজা এই বিষয়গুলি জানেন, যাঁর সামনে আমি নির্দ্বিধায় কথা বলি৷ কারণ এই জিনিস এক কোণে করা হয় নি.
27 রাজা আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি তুমি বিশ্বাস কর।
28 তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, আপনি প্রায় আমাকে খ্রিস্টান হতে প্ররোচিত করছেন।
29 তখন পৌল বললেন, আমি ঈশ্বরের কাছে চাই, এই বন্ধনগুলি ছাড়া শুধু তুমিই নয়, আজ যারা আমার কথা শুনবে তারাও প্রায় এবং সম্পূর্ণভাবে আমার মতোই হোক৷
30 তিনি এই কথা বলার পর রাজা, গভর্নর, বার্নিস এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে বসেছিলেন তাঁরা উঠলেন৷
31 পরে তারা সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল, এই লোকটি মৃত্যু বা বন্ধনের যোগ্য কিছুই করে না৷
32 তখন আগ্রিপ্পা ফেস্টাসকে বললেন, এই লোকটা হয়তো মুক্ত হতে পারত, যদি সে সিজারের কাছে আবেদন না করত।

অধ্যায় 27

1 এবং যখন আমরা ইতালিতে যাত্রা করব বলে ঠিক করা হল, তখন তারা পৌল এবং আরও কয়েকজন বন্দীকে জুলিয়াস নামে একজনের হাতে তুলে দিল, যিনি অগাস্টাস দলের একজন সেনাপতি ছিলেন৷
2 এবং অ্যাড্রামিটিয়ামের একটি জাহাজে প্রবেশ করে আমরা চালু করলাম, যার অর্থ এশিয়ার উপকূল দিয়ে যাত্রা করা; থেসালোনিকার একজন ম্যাসিডোনীয় আরিষ্টার্কাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন৷
3 আর পরের দিন আমরা সীদোনে ছুঁলাম। এবং জুলিয়াস বিনীতভাবে পলকে অনুরোধ করলেন এবং তাকে ফ্রেশ হওয়ার জন্য তার বন্ধুদের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলেন।
4 এবং সেখান থেকে যাত্রা করে সাইপ্রাসের নীচে যাত্রা করলাম, কারণ বাতাস বিপরীত ছিল৷
5 আর আমরা কিলিকিয়া ও পামফিলিয়া সাগরের উপর দিয়ে যাত্রা করে লুসিয়ার ময়রা শহরে এলাম।
6 আর সেখানে সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজ দেখতে পেলেন যা ইতালিতে যাচ্ছিল৷ এবং তিনি আমাদের সেখানে রাখলেন।
7 এবং যখন আমরা অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে যাত্রা করেছিলাম, এবং কনিডাসের বিরুদ্ধে দুষ্প্রাপ্য ছিল, বাতাস আমাদের কষ্ট দেয়নি, তখন আমরা ক্রীটের নীচে, সালমোনের বিরুদ্ধে যাত্রা করলাম৷
8 এবং, খুব কমই তা অতিক্রম করে, একটি জায়গায় এসে পৌঁছল যাকে বলা হয় মেলার আশ্রয়স্থল; যেখানে লাসিয়া শহর ছিল তার কাছাকাছি।
9 এখন যখন অনেক সময় অতিবাহিত হল, এবং জাহাজ চালানো এখন বিপজ্জনক, কারণ উপবাস এখন শেষ হয়ে গেছে, তখন পৌল তাদের উপদেশ দিলেন,
10 এবং তাদের বললেন, মহাশয়, আমি বুঝতে পারি যে এই যাত্রায় আঘাত ও অনেক ক্ষতি হবে, শুধু ঢালাই ও জাহাজেরই নয়, আমাদের জীবনেরও।
11তবুও সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে জাহাজের কর্তা ও মালিকের কথাই বিশ্বাস করলেন।
12 এবং যেহেতু হেভেনটি শীতকালে উপযোগী ছিল না, তাই আরও অংশটি সেখান থেকেও চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, যদি কোন উপায়ে তারা ফেনিসে পৌঁছাতে পারে এবং সেখানে শীতের জন্য; যা ক্রীটের একটি আশ্রয়স্থল এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
13 এবং যখন দক্ষিণের বাতাস মৃদুভাবে বয়ে গেল, মনে করে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে, সেখান থেকে হেরে গেছে, তারা ক্রীটের কাছাকাছি চলে গেল।
14 কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এর বিরুদ্ধে ইউরোক্লাইডন নামক এক ঝড়ো হাওয়া উঠল৷
15 এবং যখন জাহাজটি ধরা পড়ল, এবং বাতাস সহ্য করতে পারল না, তখন আমরা তাকে চালাতে দিলাম৷
16 এবং ক্লাউদা নামে একটি নির্দিষ্ট দ্বীপের নীচে ছুটে চললাম, আমাদের নৌকায় করে আসতে অনেক কাজ ছিল৷
17 যা তারা তুলে নিয়েছিল, তারা জাহাজের নীচের অংশে সাহায্য করেছিল; এবং, ভয়ে পাছে তারা কুইকস্যান্ডে পড়ে যায়, পালের আঘাত করে, এবং তাই চালিত হয়েছিল।
18 এবং আমরা অত্যন্ত ঝড়ের সাথে নিক্ষেপ করছি, পরের দিন তারা জাহাজটিকে হালকা করে দিল;
19 আর তৃতীয় দিন আমরা নিজেদের হাতেই জাহাজের মোকাবিলা করে ফেললাম৷
20 এবং যখন অনেক দিন ধরে সূর্য বা তারা কেউই দেখা গেল না এবং কোন ছোট ঝড় আমাদের উপর পড়ল না, তখন আমাদের পরিত্রাণ পাওয়ার সমস্ত আশা কেড়ে নেওয়া হল।
21 কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর পল তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং বললেন, মহাশয়, আপনার উচিত ছিল আমার কথা শোনেন, ক্রীট থেকে সরে না গিয়ে এই ক্ষতি ও ক্ষতি লাভ করতেন।
22এবং এখন আমি তোমাদেরকে ভালো থাকার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ তোমাদের মধ্যে কারো প্রাণহানি হবে না, কিন্তু জাহাজেরই ক্ষতি হবে৷
23কারণ আজ রাত্রে ঈশ্বরের দূত আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি যাঁর সেবা করি,
24 কহিল, পল, ভয় করিও না; তোমাকে অবশ্যই সিজারের সামনে হাজির করতে হবে: এবং দেখ, তোমার সাথে যাঁরা যাত্রা করে তাদের সবাইকে ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন৷
25 সেইজন্য, মহাশয়, আনন্দিত হোন, কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমাকে যেমন বলা হয়েছিল তেমনই হবে৷
26 তবে আমাদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট দ্বীপে নিক্ষেপ করা উচিত।
27 কিন্তু যখন চতুর্দশ রাত্রি হল, যখন আমরা আদ্রিয়াতে উঠা-নামা করছিলাম, তখন মধ্যরাতে জাহাজের চালকরা মনে করল যে তারা কোনো দেশের কাছাকাছি চলে এসেছে৷

28 এবং বাজানো, এবং এটি বিশ ফ্যাথম পাওয়া গেল: এবং কিছুদূর এগিয়ে তারা আবার বাজানো, এবং এটি 15 ফ্যাথম পাওয়া গেল.
29 তারপর ভয়ে পাছে আমরা পাথরের উপর পড়ি, তারা কড়া থেকে চারটি নোঙর ফেলে দিনটির জন্য কামনা করল।
30 আর জাহাজের চালকরা যখন জাহাজ থেকে পালাতে চাইছিল, তখন তারা নৌকাটিকে সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল, এমনভাবে রঙিন হয়ে গিয়েছিল যেন তারা সামনের অংশ থেকে নোঙর ফেলেছিল,
31 পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের বললেন, 'এরা জাহাজে না থাকলে তোমরা রক্ষা পাবে না।'
32 তখন সৈন্যরা নৌকার দড়ি কেটে ফেলল এবং তাকে পড়ে যেতে দিল।
33 যখন দিন ঘনিয়ে আসছিল, তখন পৌল তাদের সকলকে মাংস খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বললেন, আজ চৌদ্দতম দিন, যেদিন তোমরা কিছু না নিয়ে উপবাস করে থেকেছ এবং উপবাস করেছ।
34 তাই আমি তোমাদের কাছে কিছু মাংস খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ এটি তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য।
35 এই কথা বলার পর তিনি রুটি নিয়ে তাদের সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং তা ভেঙ্গে খেতে শুরু করলেন।
36 তখন তারা সকলেই আনন্দিত হল এবং কিছু মাংসও নিল।
37 আর আমরা মোট দুইশত ষোলজন জাহাজে ছিলাম।
38পরে তারা পর্যাপ্ত খাবার খেয়ে জাহাজটিকে হালকা করে গম সমুদ্রে ফেলে দিল।
39 এবং যখন দিন হল, তারা জমিটি চিনতে পারল না; কিন্তু তারা একটি তীরের সাথে একটি নির্দিষ্ট খাঁড়ি আবিষ্কার করেছিল, যেখানে তারা সম্ভব হলে জাহাজে ছুঁড়ে ফেলার চিন্তা করেছিল।
40 এবং তারা নোঙ্গরগুলি তুলে নিয়ে সমুদ্রের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করল, এবং রডার ব্যান্ডগুলি খুলে দিল, এবং বাতাসের প্রধান পাল তুলে তীরের দিকে গেল।
41 আর দুই সাগরের মিলনস্থলে পড়িয়া তাহারা জাহাজটিকে দিয়া ছুটে চলিল; এবং অগ্রভাগ দ্রুত আটকে গেল এবং অচল রয়ে গেল, কিন্তু ঢেউয়ের দৌরাত্ম্যে পিছনের অংশটি ভেঙে গেল।
42 আর সৈন্যদের পরামর্শ হল বন্দীদের মেরে ফেলা, পাছে তাদের কেউ সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে পারে।
43 কিন্তু সেনাপতি পলকে বাঁচাতে ইচ্ছুক, তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখলেন। এবং আদেশ দিলেন যে যারা সাঁতার কাটতে পারে তারা প্রথমে নিজেদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে এবং স্থলে যাবে:
44 আর বাকিরা, কিছু বোর্ডে এবং কিছু জাহাজের ভাঙ্গা টুকরোয়। এবং তাই ঘটল, তারা সবাই নিরাপদে ল্যান্ডে পালিয়ে গেল।

অধ্যায় 28

1 আর যখন তারা পালিয়ে গেল, তখন তারা জানল যে দ্বীপটির নাম মেলিটা।
2 এবং বর্বর লোকেরা আমাদের একটুও দয়া দেখায়নি: কারণ তারা আগুন জ্বালিয়েছিল এবং বর্তমান বৃষ্টি এবং ঠান্ডার কারণে আমাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করেছিল।
3 আর পৌল যখন একগুচ্ছ লাঠি জড়ো করে আগুনে রাখলেন, তখন তাপ থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এসে তার হাতে বেঁধে দিল।
4 এবং যখন বর্বররা বিষাক্ত জন্তুটিকে তার হাতে ঝুলতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলেছিল, সন্দেহ নেই এই লোকটি একজন খুনি, যদিও সে সমুদ্র থেকে পালিয়েছে, তবুও প্রতিশোধের জন্য বাঁচতে হবে না।
5 আর তিনি সেই জন্তুটিকে আগুনে ঝেড়ে ফেললেন, আর কোন ক্ষতি করলেন না।
6তবুও তারা তাকিয়েছিল যে কখন সে ফুলে উঠবে বা হঠাৎ মরে পড়ে যাবে; কিন্তু তারা অনেকক্ষণ তাকিয়ে তার কোন ক্ষতি করতে দেখেও তাদের মন পরিবর্তন করল এবং বলল যে তিনি একজন দেবতা।
7 একই জায়গায় দ্বীপের প্রধান লোকের সম্পত্তি ছিল, যার নাম ছিল পুবলিয়াস। যিনি আমাদের গ্রহণ করলেন, এবং আমাদের তিন দিন সৌজন্যের সাথে রাখলেন।
8 আর এমন হল যে, পুবলিয়ের বাবা জ্বরে ও রক্তক্ষরণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পৌল তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর গায়ে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করলেন।
9 তাই যখন এই কাজ করা হল, তখন সেই দ্বীপের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত লোকেরাও এসে সুস্থ হল।
10 তিনি আমাদের অনেক সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছেন; এবং আমরা যখন রওনা হলাম, তারা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দিয়ে চাপিয়ে দিল।
11 এবং তিন মাস পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজে রওনা হলাম, যেটি দ্বীপে শীতকাল ছিল, যার চিহ্ন ছিল ক্যাস্টর এবং পোলাক্স।
12 আর সিরাকিউসে অবতরণ করে আমরা সেখানে তিন দিন ছিলাম।
13 এবং সেখান থেকে আমরা একটি কম্পাস নিয়ে রেগিয়ামে এলাম: এবং একদিন পরে দক্ষিণের বাতাস বয়ে গেল এবং পরের দিন পুতেওলিতে এলাম:
14 যেখানে আমরা ভাইদের পেয়েছিলাম, এবং তাদের সাথে সাত দিন থাকতে চেয়েছিলাম, এবং তাই আমরা রোমের দিকে চলে গেলাম।
15 আর সেখান থেকে ভাইয়েরা আমাদের কথা শুনে আপ্পি ফোরাম এবং তিনটি সরাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পৌল যাকে দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সাহস করলেন।
16 আমরা যখন রোমে এলাম, তখন সেনাপতি বন্দীদেরকে রক্ষীবাহিনীর সেনাপতির হাতে তুলে দিলেন, কিন্তু পৌলকে একজন সৈন্যের কাছে একা থাকতে দেওয়া হল, যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।
17 আর এমন হল যে, তিন দিন পর পৌল ইহুদীদের প্রধানকে একত্রে ডেকে আনলেন, আর তারা একত্র হলে তিনি তাদের বললেন, ভাই ও বোনেরা, যদিও আমি লোকেদের বিরুদ্ধে বা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কিছু করিনি। তবুও আমি জেরুজালেম থেকে রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম।

18 তারা আমাকে পরীক্ষা করে আমাকে ছেড়ে দিতেন, কারণ আমার মধ্যে মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না।
19 কিন্তু ইহুদীরা এর বিরুদ্ধে কথা বললে আমি সিজারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম। এমন নয় যে আমার জাতিকে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।
20 এই কারণেই আমি তোমাকে ডেকেছি, তোমাকে দেখতে ও তোমার সাথে কথা বলার জন্য, কারণ ইস্রায়েলের আশার জন্য আমি এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
21 তারা তাঁকে বলল, 'যিহূদিয়া থেকে আমরা তোমার বিষয়ে কোন চিঠি পাইনি, যে ভাইয়েরা এসেছেন তাদের মধ্যে কেউও তোমার বিষয়ে কোন কথা বলেনি বা বলে নি।
22 কিন্তু আপনি কি ভাবছেন তা আমরা শুনতে চাই: কারণ এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমরা জানি যে যেখানেই এর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে।
23 এবং যখন তারা তাকে একটি দিন নির্ধারণ করেছিল, তখন অনেক লোক তার বাসস্থানে তার কাছে এল। যাঁদের কাছে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাখ্যা ও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, মূসার আইন ও ভাববাদীদের মধ্য থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যীশুর বিষয়ে তাদের বোঝাতেন।
24 আর কেউ কেউ যা বলা হয়েছিল তা বিশ্বাস করল, কেউ কেউ বিশ্বাস করল না।
25 তারা নিজেদের মধ্যে একমত না হলে তারা চলে গেল, পৌল একটা কথা বলার পর, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ভাববাদী যিশাইয়ের দ্বারা পবিত্র আত্মা ভালই বলেছেন।
26 তারা বলল, 'এই লোকদের কাছে যাও এবং বল, তোমরা শুনবে, কিন্তু বুঝবে না। আর দেখবে দেখবে, বুঝবে না।
27 কারণ এই লোকদের হৃদয় স্থূল, এবং তাদের কান শ্রবণে নিস্তেজ, এবং তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে; পাছে তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে, এবং তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারবে, এবং ধর্মান্তরিত হবে, এবং আমি তাদের সুস্থ করব।
28 তাই তোমাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তারা তা শুনবে।
29 তিনি এই কথাগুলো বলার পর ইহুদীরা চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে খুব তর্ক করতে লাগল।
30 আর পৌল পুরো দুই বছর নিজের ভাড়ার বাড়িতে বাস করলেন, এবং যা কিছু তাঁর কাছে এসেছিল তা গ্রহণ করলেন।
31 ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তা শিক্ষা দেওয়া, সমস্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে, কেউ তাকে নিষেধ করে না।